Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্তা

১৩৭৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1

No. 1974

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

22.7.77				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Received On 2/3
Chakraborty

বর্ষ ২১] জানুয়ারী, ১৯৭৪ [সংখ্যা ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Coming out shortly :

MĀ ANANDAMAYEE LĪLĀ

Memoirs
of
Sri Hari Ram Joshi

Sri Hari Ram Joshi was one of Mataji's foremost devotees for thirty-six years. Shortly before passing away in 1970, he dictated his reminiscences. The major portion of the book is a description of Joshiji's very interesting personal experiences and :

* Kamala Nehru's first darśana of Mataji in 1933
* Mataji's visit to Sewagram and Her meeting with Gandhiji in 1942
* Bhaiji's last days and his mahāsamādhi in 1937 and Bholanathji's in 1938
* The stories of Mataji's first American devotee and of a staunch Mahammedan bhakta
* Many other fascinating incidents

The author's sincere love and adoration for Mataji are tangible throughout the narrative and conjure up Her Presence.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

BHADAINI, VARANASI--221001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ...অধ্যক্ষ
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ০, পি০আর০এস, ডি০লিট্
ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম., এ., পি. এইচ. ডি
ব্রহ্মচারিণী আত্মানন্দ
ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

❋ বার্ষিক চাঁদার হার ❋

ভারতে —সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে — (সি মেলে) —১০ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১৫ শিলিং অথবা ২ ডলার

— (এয়ার মেলে)—২৫৲ টাকা অথবা ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং (ইউরোপ)

— ৩৫৲ টাকা অথবা সাড়ে পাঁচ ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী, এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রাহককে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হয়। আগামী বর্ষের চাঁদা ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্যালয়ে পৌছান দরকার।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথা সময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট, এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমুলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করিতে পারিবেন।

* 'আনন্দবার্ত্তা'য় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক্ কমিশন বাবদ অতিরিক্ত ২৲ টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা — জেনারেল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি
(পাবলিকেশান্ একাউন্ট্)
ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনা পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা — সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা'
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
কালকাজী, নিউদিল্লী—১১০০১৯
ফোন—৬৩১৩৭৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, গোধুলিয়া হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১।	মাতৃবাণী	...	... ১
২।	সোলনে মাতৃ-সৎসঙ্গ	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	... ৩
৩।	দরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	... ৮
৪।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	... ২১
৫।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী	—ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	... ২৭
৬।	মাতৃলীলানুধ্যান	—শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়	... ৪০
৭।	একমেবাদ্বিতীয়ম্	—গঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থ, বেদান্তসরস্বতী	৪৪
৮।	দুর্গাপূজার দিনে	— শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	... ৪৭
৯।	বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিংশতিতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত	—কুমারী গীতা ব্যানার্জী	... ৫৮
১০।	মিলন-পূর্ণিমা	—শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	... ৬৮
১১।	মহাপ্রয়াণে শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	...	... ৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

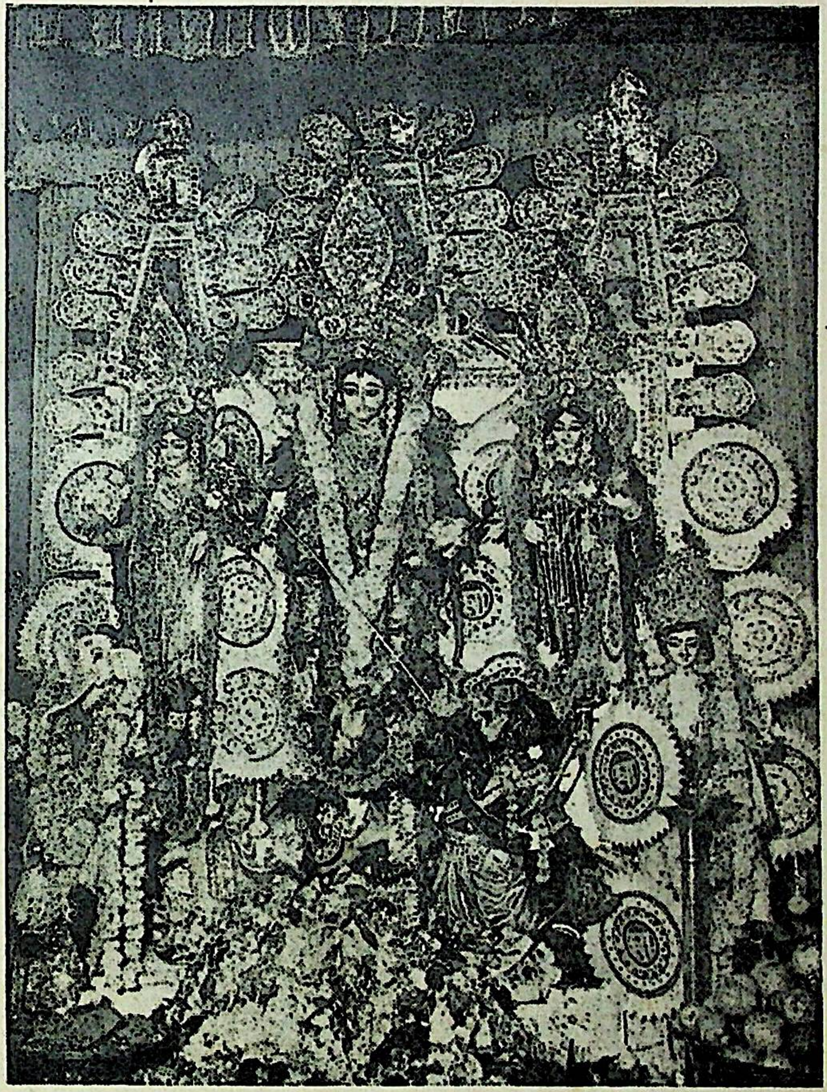

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

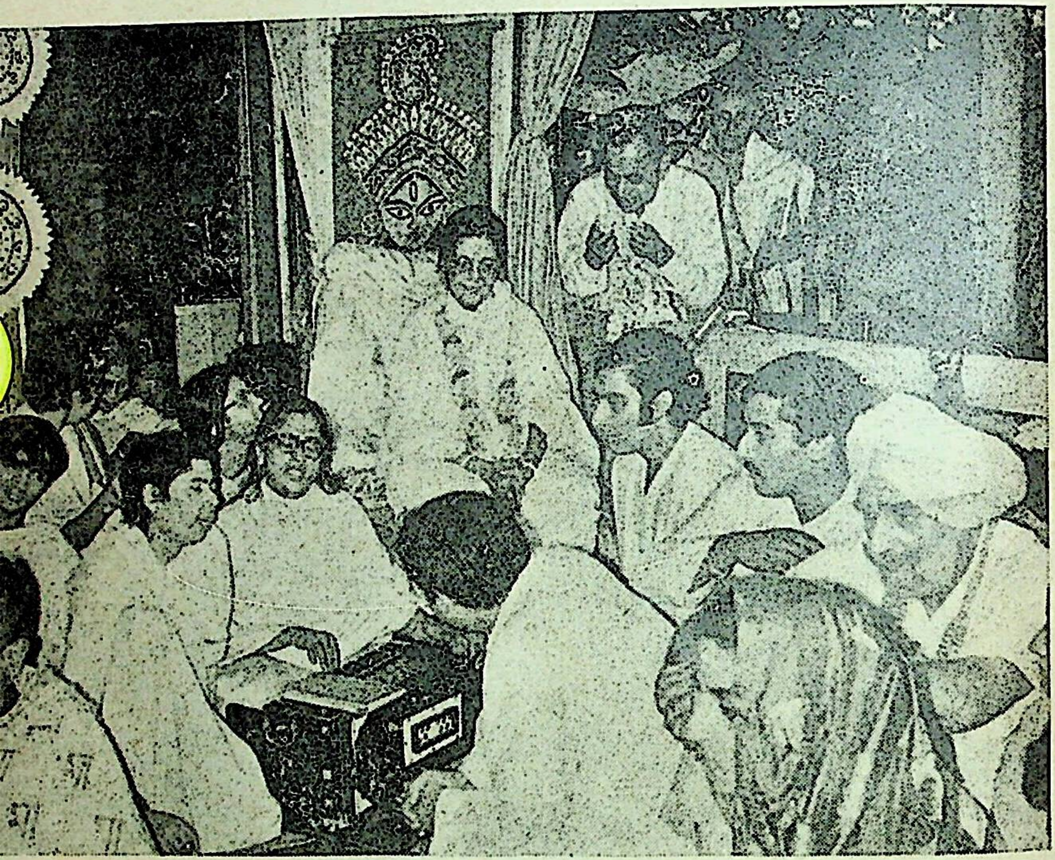

Ma during Durga Puja at Hardwar. October '73

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

একবিংশ বর্ষ] জানুয়ারী ১৯৭৪ [১ম সংখ্যা

ঃ মাতৃবাণী ঃ

যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে পেতে চেষ্টা করা। তাঁকেই ডাকা। তোমার সব কষ্টের কথা, আবেদন-নিবেদন যা কিছু প্রাণ খুলে তাঁকে জানাও। তিনি পূর্ণ কিনা ; সব দিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব্বদুঃখহারী। সর্ব্বদাই তাঁর চরণে মনটা রাখা। তাঁরই ধ্যান করা। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম করো। তিনি মঙ্গলময় আনন্দময় শান্তিময়। আর কি নয়? তিনি প্রাণের প্রাণ আত্মা।

* * * * *

স্বাধ্যায়—নিত্য নিয়মিত সদ্গ্রন্থ পাঠ। আনন্দের কথা। সদুপদেশ শাস্ত্র উপদেশ যেখানে যতটা লেখারূপে অনুভবরূপে গ্রন্থরূপে গ্রন্থিভেদনের জন্য প্রকাশ—তাকেই তো গুরুগ্রন্থ বলে। ঐখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুই গ্রন্থরূপে প্রকাশ। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আর ভগবানের নাম গান— কলিযুগের সার — ভবসাগর পার হবার উপায়। মৃত্যুযাত্রা তো অনেক হোলো। সুখদুঃখ তো অনেক পাওয়া হোলো। অমৃতযাত্রী হওয়া। নিজ ঘরে ফেরা।

* * * * *

নিজ ঘরে ফিরতে হলে চাই আত্মবল, চাই গুরুকৃপা। একটা ক্রমপ্রকাশ আর একটা কৃপা প্রকাশ যেমন অন্ধকার ঘর হঠাৎ আলোময় হয়ে গেল। আবার ক্রমপ্রকাশের সাধনাও অনন্ত স্বধনের প্রাপ্তি ইচ্ছাই তো সাধনা। তঁার কাছে 'সাধা' আমায় নাও আমায় নাও—এই তো সাধনা। তিনিই সাধনারূপে অনন্ত। কর্ম্মেতে ক্রমকৃপা হতে থাকে। ঘষতে ঘষতে আগুন জ্বলে। প্রকাশের দিক খোলে। আবার হয় অহৈতুকী কৃপা। ক্রমের স্বরূপ তা নয়। এজন্য বলা হয় তঁাকে পাবার ঠিকানা কোথায় ? এইজন্যই কৃপা! করুণা প্রার্থনা।

* * * * *

নিজে শিষ্য হইতে চেষ্টা করো, তবেই গুরু মিলিবে। কৃপা পাওয়ার দিক খুলিবে। করুণার ধারার সন্ধান মিলিবে। প্রার্থী হইলেই জিনিষ মিলিবার সম্ভাবনা। প্রার্থী তো হও।

* * * * *

চিত্ত যত শুদ্ধ হইবে তদ্ভাবনায় কর্ম্মও তত সুন্দর হইবে। কর্ম্মরূপেও তো তিনি। কর্ম্মের ভিতর শুদ্ধ ও সরল ভাব প্রকাশ হওয়া। কেহ আমায় একটু স্নেহ বা আদরের চোখে দেখুক অথবা আমার কাজটা একটু করিয়া দিক এই পথে আসিয়া এই সবের অপেক্ষা মোটেই রাখিতে নাই। ধৈর্য্য ও সংযমের আশ্রয়ে সর্ব্বক্ষণ থাকা। অনেক দুধের মধ্যে এক ফোঁটা দই পড়িলে যেমন সবটা দুধ দই হইয়া যায় তেমন কর্ম্মের মধ্যে সেবার মধ্যে একটু রাগের সঞ্চারেও বিশেষ ক্ষতিকর—মনে রাখা।

* * * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোলনে মাতৃসৎসঙ্গ (৭)

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

[ভাষান্তর ও সম্পাদনা : ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ]

১২ই জুন, ১৯৫৫, রাত্রি সাড়ে নটা :

প্রশ্ন : শুনেছি অতিথি সৎকার গৃহস্থদের অবশ্য করনীয়। যার গৃহে অতিথি এসে ফিরে যান—তিনি নাকি যাবার সময় ঐ গৃহস্থের পুণ্যরাশি নিয়ে চলে যান। আবার যদি কুপাত্রে দান করা হয় তবে ঐ দানের জন্য যে মন্দ ফল হয়—তা নাকি দাতাকে অর্শায়। গৃহস্থের দুদিকেই মুস্কিল। এবিষয়ে শ্রীমা কি বলেন ?

শ্রীমা : তুমি কি কিছু দানধ্যান কর নাকি ?

প্রশ্নকর্তা: যথাশক্তি করে থাকি।

শ্রীমা : তুমি দানী নাকি ?

প্রশ্ন : না। আমি অতো দান করি না যাতে আমায় দানী বলা যেতে পারে।

শ্রীমা : যদি কেউ দান করে আর ঐ দানের দ্বারা ভগবৎ-সেবা সম্পন্ন হয় তবে তার ফল তো উত্তম। আবার দান নিয়ে যদি কেউ মদ ইত্যাদি পান করে বা অসদ্ভাবে উপযোগ করে তবে তার ফলও অবশ্য হবে। সুপাত্রে দান করা যথাশক্তি। যেমনভাবে পশুপাখীদেরও তদ্ভাবনা রেখে নমস্কার করলে ফল হয়—তেমন ভাবে কুপাত্র-সুপাত্র না দেখে ফলাফলের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না গিয়ে—আদান-প্রদানের ভাবনার দিক না নেওয়া—কেবল ভগবদুদ্দেশ্যে ভগবানকেই ঐরূপে দান—তদ্ভাবনা রাখার চেষ্টা। এ শরীরটাকে তো তোমরা শাস্ত্র পড়াও নাই। তবে তোমাদের মুখেই তো শুনেছি যে অতিথিসেবা নারায়ণ সেবা। অতিথি নারায়ণস্বরূপ।

একটা গল্প বলার খেয়াল আসছে। শুনবে কি তোমরা ?

সমুপস্থিত সকলে আনন্দের সঙ্গে শ্রীমার কাছে প্রার্থনা জানালে শ্রীমা গল্পটা বলেন।

"একজন ব্রাহ্মণের নিত্য নিয়ম ছিল অতিথি নারায়ণের সেবা করে পরে দুপুরের ভোজন করা। যতক্ষণ না অতিথি সেবা হোতো ততক্ষণ নিজে উপবাসী থেকে অতিথি নারায়ণের আগমনের প্রতীক্ষা করে বসে থাকতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকতে হোতো। তবে রোজ কোন না কোনও অতিথি অবশ্যই ব্রাহ্মণের ঘরে সেবা নিতে আসতেন।

ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন। নিজের বড় ছেলেকে ডেকে বল্লো : বাবা ! আমার তো সময় হয়ে এলো। তুমি কিন্তু অতিথিনারায়ণের সেবা ঠিক মতো করে যাবে। অন্যথা না হয়।

পিতৃভক্ত ছেলে পিতার আদেশ মতো প্রতিদিন অতিথি ঘরে এলে পা ধুইয়ে আসনে বসিয়ে আদর করে ভোজন করিয়ে পরে নিজে প্রসাদ পেতো। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিথিসেবা চলতে লাগলো।

এর মধ্যে একদিন একজন বন্ধু এসে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বল্লে : নিজে নিজে রোজ রান্না করে এভাবে অতিথিনারায়ণের সেবা তুমি কতো দিন করতে পারবে। বিবাহ কর। ঘরে স্ত্রী এলে তোমার সব সেবার সুবিধে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুর কথা শুনে ব্রাহ্মণের ছেলে বল্লে: বিবাহ আমি করতে পারি। তবে এক শর্ত্তে : যদি স্ত্রী আমার কথার অবাধ্য হয় তবে আমি তার গর্দ্দান নেবো।

বন্ধু মনে মনে হাসলো—বিবাহিতা স্ত্রীর কেউ গলা কেটে নেয়। শর্ত্তানুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা হোলো। স্ত্রীর প্রতি ব্রাহ্মণের ছেলের আদেশ হোলো : তুমি রোজ রান্না করে—অতিথিনারায়ণের সেবা হয়ে গেলে আমায় খেতে ডাকবে।

এ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের ছেলের খুব আনন্দে জপ ধ্যানে দিন কেটে যেতে লাগলো। প্রতিদিন অতিথিনারায়ণের সেবা হলেই ভোজন করে। স্ত্রীও পতিপরায়ণা। অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে যায়।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয় তবু অতিথির দেখা নেই। অল্পবয়স্কা স্ত্রীর খুবই খিদে পেয়েছে। ভয়ও আছে। অতিথিসেবা ও পতির সেবা না করে খায় কি করে। খুবই দুঃখী হয়ে বসে আছে এমন সময় দেখে এক অদ্ভুত অতিথির আবির্ভাব। কাঁধের ওপরে মোটা লাঠি—আর সেই লাঠির সঙ্গে ঝুলছে সদ্যকাটা গরুর মাথা—যার থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। ঐ জাতীয় অতিথির দর্শন আজ পর্য্যন্ত হয় নি। ভয়ে তো স্ত্রীর গা শিউরে উঠলো। কি করবে ভেবে পেলো না। যদি অতিথির সেবা না করে তবে স্বামী গর্দ্দান নেবে আর সেবা করলে কি ভাবেই বা করবে?

কি আর করে। সাতপাঁচ ভেবে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঐ অদ্ভুত অতিথির পা ধুইয়ে—আসনে বসিয়ে হাতজোড় করে বল্লে : "হে অতিথি-নারায়ণ! ভোজন তৈরী —আপনি সেবায় বসুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিথিনারায়ণ বল্লে : আগে এই গরুর মাথা কেটে রান্না কর—তারপর আমি প্রসাদ পাবো।

ভয়ে ভয়ে আর অতিথির আদেশ মতো ব্রাহ্মণী ঐ গরুর মাথা কেটে রান্না করে থালায় পরিবেশন করে বল্লে : হে অতিথিনারায়ণ ! আপনার আদেশমতো ভোজন প্রস্তুত করেছি। এখন দয়া করে গ্রহণ করুন !

অতিথিনারায়ণ এসে নিজের আসনে বসে প্রথমে ব্রাহ্মণীকে আদেশ দিলেন যে ঐ গরুর মাথা আগে তুমি খাও। ব্রাহ্মণী ভয়ে আড়ষ্ট। কি করে। অতিথির আদেশে যেই খেতে যাবে অমনি অতিথি বলে উঠলো—"থাক। এখন খেয়ো না—তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।"

ব্রাহ্মণ যখন শুনলো যে অতিথিনারায়ণের ভোজন হয় নি।—তিনি তাকে ডাকছেন—তখন নিজের স্ত্রীর ওপর খুব রেগে গেলো। বল্লে : নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হয়েছে—তাই অতিথি আজ আমার গৃহে অভুক্ত আছেন।

এরপর স্বামী স্ত্রী দুজনে অতিথি নারায়ণের কাছে এসে দেখলেন সেখানে অতিথি নেই—শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মধুর দর্শন দিচ্ছেন।

ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা নেই—ইষ্টদর্শনে ধন্য হলো দুজনে।

কি কেমন লাগলো গল্প ? সকলেই আনন্দে বলে উঠলো—"খুব সুন্দর ! খুব ভাল লাগলো।"

শ্রীমা আরও বলেন : নারায়ণের সেবা করা। পাপ তাপ থাকবে না। দান করা তো নারায়ণকে দান করা। এভাবে যে দান করে তার লাভ হয়। নিজের ইষ্টই অতিথিরূপে—এই ভাবনা রাখার চেষ্টা।

প্রশ্ন : মা। আমার তো কোনো ইষ্ট নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা: ভগবানই তোমার ইষ্ট। সকলের ইষ্ট। ইষ্ট কখনো অনিষ্ট করে না। যদি দুঃখও দেন তাও কল্যাণের জন্য। ভগবান কষ্ট দিয়ে বিপদ দিয়ে বিপদ হরণ করেন। এজন্য তো তার নাম 'কষ্টহারী বিপদ্‌হারী'। আবার বিপদ হরণ করে পরমানন্দে নিজের ঘরে নিয়ে নেন—নিজ কে? সেই আত্মা আপনাতে আপনি।

সাড়ে নটা বেজে গেল। সকলে প্রণাম সেরে বিদায় নিলেন। শ্রীমা হাত জোড় করে সকলের প্রণাম গ্রহণ করলেন আর স্মিত হাসি দিয়ে সকলের হৃদয় ভরিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

"তোমার কেউ নিন্দা ক'রেছে। তাতে তোমার কোন অনিষ্ট হয় না। তোমার নিজ কর্ম্ম অনুসারে তুমি ফল পাবে ; অন্য কেউ তোমার সুখ-দুঃখদাতা নয়। মানুষকে উপলক্ষ্য ক'রে ফলভোগ হয়। তোমার পূর্ব্ব-কর্ম্মের অনুসারে ঈশ্বর তোমায় ফলভোগ করান।

কষ্টভোগের সময়ে ভগবানকে ডাকলে ফল এই হয় যে ভোগের কঠোরতা লাঘব হয়—দুঃখ বোধটা অন্তরেতে কম হয়।"

—শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(২১)

আমাদের শুধু পথ হাঁটা; মায়েতে পৌছানো ;

আমাদের শুধু চেয়ে থাকা, মায়ের দর্শন।

সেই দর্শন-সুখে সুখী আমাদের প্রতিটি হৃদয় আজ এক সুরে বাঁধা। একের সম্মুখে একত্র হয়েছি সবাই—চোখ মেলে আছি, কান পেতে আছি, কখন শরীর মন সব ঢেলে দিয়ে। অঞ্জলিবদ্ধ হাতের দশটি আঙ্গুল যেমন গায়ে গায়ে মিলে একটি প্রার্থনায় একটি অঞ্জলি, আমরা তেমনি রচিত হয়েছি একটি অঞ্জলিতে,

অনুগ্রহের ওই বিগ্রহের সম্মুখে।

চেয়ে দেখে চোখ, মুখে ভাষা নেই।

মহাত্মারা বোঁজা চোখ মেলে বসে আছেন—তাঁদের ধ্যানের মুর্ত্তি 'হিয়া হৈতে কে কৈল বাহির'। দাঁড়িয়ে মায়ের আগে বৃদ্ধ কাঁদেন অনুরাগে—শেষ-পারাণির কড়ির উপায় কি হবে; ব্যাসাসনে বসে ছলছলচাখ নিয়ে ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে পণ্ডিতের—তালপাতার পুঁথির কোনো পাতা থেকে দিব্যরূপের এমন ছটা বুঝলে পারেন নি। ওরই মধ্যে বৃদ্ধা-এক কেঁদে বলেন—মা, দুগা ভাতের জন্য খোটা দেয় বউ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতো রাজ্যের অতৃপ্তি, অবসাদ, নৈরাশ্য সারি বেঁধে বিশ্বের জননী যিনি তাঁর দরবারে। দুঃখের আঁধার রাতে বুকে বুকে অশান্তির আগুন পোহায়ে দলে দলে ওরা ছেলে-মেয়ে। মালা ফুল সন্দেশের ভিড়ে মায়ের আবির্ভাবের হেতুটা তেমন বোঝা যায়নি, যেমন বোঝা গেল এই চোখের জলে নালিশ জানানোতে।

'যদি গৌর না হইত, কি যেন হইত, কেমনে ধরিতাম দে (হ)'—যদি মা না হতেন, এত কাতরতা নীরবে নিতেন কে !

মুর্তিময়ী কৃপা নীরবে এ কলরব কান পেতে নেন। চোখ মেলে দেখেন। অদৃশ্য পথে দেন প্রাণ ঢেলে ক্লেশ ধুয়ে মুছে। দেন সহ্য করবার শক্তি, দৃষ্টিতে নবসৃষ্টি করে—

"এই শরীরটা থেকে যা হবার তা হয়েই যায়।" সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে সে এক বিস্ময়।

ফেরেন না তারা, যারা আসেন। বলেন—'জীবনে যা দেখি নাই তা আজ দেখলাম। বিশ্বজননীর প্রকাশ-মূর্তি দেখা হোল।'

সাধারণ বোধে তারা 'মন-তোর' পেয়ে যান বুঝি !

চেয়ে দেখি, দেখেনি যে আগে কোনোদিন, দেখেছে সে চেয়ে—এই তো তার মা ! ক্লিষ্ট চোখে যারা এসেছিল, মাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে মুখ তাদের ইতিমধ্যেই শোভন হয়ে উঠেছে—নেমেছে সব মুখের পরে ফুল-ফোটানো সূর্যালোকে। রামধুনের সুরে যে রামধনু জেগেছিল, তার রঙগুলি সবার মনে, ঘরের দেয়ালে, জানালা দরজায় মিশে রইল। দেওয়ালগুলো সরব হোল মায়ের কথা ঝুলিয়ে—

"হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

কীর্তন ওঠে—সাগরে তরঙ্গ ওঠে, এবার ডাঙায় তরী ডোবায় বুঝি। সে দোলায় যাত্রা করে বোঝা যায়, যাত্রী হয়েও এতদিন ইষ্টিশনে বসেছিলাম, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলায় ঘুমভাঙা প্রাণ চমকে জেগে ওঠে। চোখের উপর থেকে পুরানো পৃথিবীর চেনা পরিচয়ের পর্দা কে যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়—

জানার মধ্যে অজানা, এ জানা ছিল না।

"প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি কেমন করে তিনি সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন।"

কিভাবে যেন বুঝতে পারি, জন্মেছিলাম এই আনন্দ চেয়ে, যে আনন্দের মধ্যে এই যে এখন ডুবে আছি। আমার পরিণতিও এই আনন্দে মিশে গিয়ে, জলেতে জল মিশাইয়ে। জন্মকালের সেই বাসনা কবে যেন হারিয়েছিলাম, মায়ের জীবনে লভিয়া জীবন মনে পড়ল।

আর মনে পড়ল, আমি অসহায় নই। আমি আমার মায়ের।

মাকে দেখা একদিনের একটি মুহূর্ত নয় তারপরেরও প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত। চোখের পাতা জুড়িয়ে চোখে থাকেন,প্রাণের খাঁচার পাখীকে সদাই দেখান—আকাশ অবারিত, তার কোথাও বন্ধন নেই।

মাকে-দেখা এই দুটি চোখের সমাদরের সাড়া পড়ে যায়; রূপের পুরে দশদিকে তাদের সাধ মিটিয়ে দেখার নিমন্ত্রণ। মাথার ওপরের আকাশ বলে, আমার মধ্যে চেয়ে দেখ তো। পাশের সংসার বলে, আমার মধ্যে দেখছ নাকি কিছু! সুমুখের প্রান্তর বলে, এতদিনে চিনতে আমায় পারলে! আনন্দের অশ্রুর মত দু'চোখ ভরে যিনি রইলেন, তাঁর মধ্য দিয়ে চেয়ে দেখি, তাঁ'তেই দশদিশি মগন'—

"সম্মুখে পশ্চাতে তুমি মা আমার!"

তাঁর রূপে ভ'রে যায় দৃষ্টি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেদিকে ফেরাই চোখ সেদিকেই ফিরে ফিরে দেখি—ঠাকুমার কোলে ঐ খুকিটির গোপাল-ঝুটিতে মায়ের 'চূড়াটি উচ্চে বাঁধা'; নাগেদের বাগানে বিরাট সাদা ডালিয়াটি মায়ের বসে থাকা; গলিতে অশথের গুড়িটা ঘিরে পৌনে-নটার মৌন চলছে সকাল-সন্ধ্যা; হঠাৎ মেঘ করে এসে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টিতে এক পশলা কীর্তন হয়ে গেল; আমের ডালগুলি কীর্তনের তালে তালে নামের সঙ্গে দুলছে।

"বাবা, ঐ ঐ ঐ তো তিনিই স্বয়ম্-প্রকাশ।"

আর দেখা গেল, আনন্দের পাল খাটিয়ে এ সংসার দুস্তর দরিয়া পার হয়ে চলেছে—যা দু'পাশে দেখা যায় তা ফেলে ফেলে দিয়ে, যিনি দেখা দেন না তাঁরই উপর ভরসা রেখে। আর দেখা গেল, মায়ের কোলেই মাকে চেয়ে ছেলে কাঁদছে বিচ্ছেদ ভাবনা করে, তার 'হৃদয়-কমল চলিতেছে ফুটে যুগ যুগ ধরি'।

কেবলই ভাবনা, এ কেমন করে হয়—এই সম্ভবের মধ্যে অসম্ভবের বাস করা। এরা যে আমার চেনা, অতিকাছের। যারা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাদেরই মধ্যে এই অফুরান্ রূপ।

যারই পরে চোখ রাখি, পারিনে তার উপর থেকে দু'চোখ টেনে ফিরিয়ে নিতে,

না পাই অন্ত ওদের, না আমার দেখার—
অন্ত নেই অনন্তের।

এ যেন মায়ের কাছে বসলে, তিনি সমস্ত মন নিয়ে নিলেন। মায়ের কাছেই বসে থাকা, সেখান থেকে কিছুতে আর উঠতে ইচ্ছে হয় না।

(২২)

মায়ের কথা যে বলে, ভাল লাগে তাকে। সে পেয়েছে, সে বুঝেছে। তার মতো বান্ধব আমার আর কে আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিকে বলি, কোথা পেয়েছিলে তুমি এত সত্য এই মাতৃবাণী—মধু বায়ু বয়ে যায়, মধু ঝলে সিন্ধুজলে, মধুময় ধরণীর ধূলি !

অস্ফুটে বলি—তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু !

রূপের তুলনা মধু।

ওই অপরূপার তুলনা তুলো না,

মা চেনাতে উপমা পারে না।

'কালোরূপ অনেক দেখেছি এ বড় আশ্চর্য্য কালো'—যাকে দেখা শেষ হয়ে গেছে মনে ভেবে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, তাঁকে দেখা শেষ করা যায় না। হাতে অনেকদিনের কথা ছিল বলার, হাতড়ালেও আর তাদের দেখা নেই—যেন যে-জীবনের মামলা নিয়ে সেই কথা জমেছিল, সেই জীবনের সূত্র গেছে ছিন্ন হয়ে। ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে ওঁকে পেয়েছি, কি খুঁজে মরছি, ধুলিবাঁধা চোখে এই ধাঁধা লাগে বারে বারে।

'ছোঁবেন না ওকে'—এ অনুশাসন নয়, ছোঁয়া যায় না ওঁকে। 'দূর থেকে প্রণাম করুন'—অন্তরে তাই করতে গিয়ে দেখি, সেখানে বসে মিষ্টি-মধুর হেসে বলছেন—'এই তো আমি।' আমার অন্তর যে কতো অন্তরায়ে ভরা মা, সেখানে ক্ষমা করে তুমি এসেছ ?

আমার প্রতিদিনের যতো পতন স্খলন অপরাধ, সব হাসিমুখে তুমি সইছ !

কোথায় এমন রূপকার যে আঁকবে এই রূপ খানিক কালো খানিক আলো দিয়ে, হাতে তুলি বাটিতে রং নিয়ে। সন মাস তারিখ মিলিয়ে জীবনী লেখার চেষ্টা, শেষটায় হবে মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে মায়ের মূর্তি গড়াতে চাওয়া শুধু।

প্রতিমা নয়, উপমা নয়—

বুদ্ধিও পৌছতে গিয়ে কখনো সংস্কারের ঢিবিতে ঠেকে যায়, কখনো ঠেকে শাস্ত্রে, কখনো সংশয়ে। ভাবনার অন্ত থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুই এত ভাবিস কেন? কেবল শিশুর মতো হাত ধরে থাক।...জীবনে তো বুদ্ধির খেলা কতই খেললি; হার-জিত যা হবার অনেক তো হোল। আর কেন? এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে নিরাশ্রয়ের মতো তাঁরই কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি।"

কোথায় পাই সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি? কে সেই আকাশের চাঁদ এনে দেবে আমার হাতের মুঠোয়?

সরল বিশ্বাস। শিশুর পবিত্র সরলতা। সরল চোখের সোজা দৃষ্টি যায় অনেকদূর অবধি, অশেষ আকাশের শেষ পর্যন্ত, অনন্ত সাগরের দিগন্ত অবধি। অথচ দিগন্ত যে দূরেও, একথায় সে ভুলে যায় না।

'এই তো আমার মা'—এমন করে মাকে পেয়েও অবোধ শিশু এ বোধ হারায় না—এই মা যেমনটি চান সংসার তেমন চলে। তারপর তার জানার পালায় যেদিন চেনার চেয়ে অচেনাই সে সত্য বলে বোঝে, তার অচেনার জন্য প্রাণ কাঁদতে থাকে, সেদিন জননীর চেনা রূপটির মধ্যেই দেখে তাঁর অচিন রূপটিকে। দেখে, তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

টিপ্ পরতে চাঁদ চায় ছেলে, সে চাঁদই দেখে। সেদিন তার কাছে সারা আকাশ থাকে শুধু আভাস হয়ে, যেমন শৈশবের সামনে থাকে আভাস হয়ে সারা জীবনটি। তার জানার পালায় একদিন চাঁদ যখন ভূগোলের উপগ্রহ হয়ে ফুরিয়ে গেল, সেদিন তার নয়নতারায় অনন্ত আকাশ দেখা দিল তারায় তারায় অপার বিস্ময় নিয়ে। সে করযোড়ে বলে, আমার নয়নমণিতে তুমি রয়েছ শয়নে স্বপনে।

"অসীমকে পাইতে হইলে প্রথমে সীমার মাঝে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া চলিতে হয়—পরে অনন্তের আভাসে সীমার বন্ধন খুলিয়া যায়।"

সরল হবার সাহস হোল যে বীরাচারীর, শুধু সেই পেল মাতৃঅঙ্কে বসার অধিকার। তুমি নির্ভয়ে সরল বিশ্বাস চাও।

"মনে মুখে সর্বভাব এক করিয়া চাওয়া চাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চাইলেই পাবি।...দেখবি জড়তার গ্রন্থিগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আর চন্দ্র-সূর্যের আলোর মতো প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবি কেমন করে সর্বত্র তিনি জুড়ে রয়েছেন।"

চোখ মেলে চাও, চাইলেই পাবে,

হাত বাড়িয়ে চাও, চাইলেই পাবে।

"জয় করতে হলে 'আমি' দিয়েই আমাকে জয় করতে হয়, 'আমি'র উপর জোর দেবে—আমি তাঁকে ডাকব, পূজা করব। আসুক বাধা আসুক, টলব না।"

(২৩)

মা আছেন, আর আমি আছি—প্রাণের এই বিশ্বাস আকাশের ঐ ভারমুক্ত খোলা-মেলার মতো ; আর তার ভেতর দিয়ে নেমে-আসা ঐ ঢালা রোদের মত— যা এই শীতের সকালে ঐ দুঃখী ছেলেটার আদুল গায়ে এসে, ভালবেসে, ঢলে যেন ঢেলে পড়েছে। আর পড়েছে ওর সহচর ঐ অস্থিসার কুকুরছানাটির বুকে-পিঠে। এক মরণে দু'জন যাবে এমন বান্ধব ওরা। দুই-ই হাড়-জিরজিরে, যমেরও ওদের দু'জনাকে সমান পছন্দ। সারারাত ওরা শীতে কেঁদে কেঁদে উঠছিল,

সকালে চরম দুঃখে পেয়েছে পরম ধন—

রোদের কোলে সোহাগে চোখ বুঁজে আছে—মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশু। নির্ভরতায় সর্বাঙ্গ তার কাছে এলিয়ে দিয়েছে, যিনি সর্বাঙ্গ দিয়ে ওদের কোলে নিয়েছেন। শীতের অমৃতের কোলে শীতের শিকার—

কি দিয়ে কে বোঝাবে এ বিস্ময় !

কথকতা হবে কতো কথা শুধু কিছু না বলতে। যে দেখছে সেও 'এক বলিতে বলে আন'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোদের ঐ স্পর্শটুকু না চাইলে, ঐ রোদ আতসের কাঁচে ফেলে হরেক-রঙের ছটা করে চলে। মা বোঝাতে দেওয়া চলে মনোজ্ঞ ভাষণ, সারগর্ভ আলোচনা, আর তত্ত্বকথা কীর্তন-ভজন। ওজন আছে সে আয়োজনের।

কিন্তু তখন রোদটুকু? যার থেকে এত হরেক রঙের ছটা, সে কোথায় গেল?

মা বলেন হেসে—'বাবা, কথা-ক, থা-ক, থাক।'

কন্তু জপের মিছরি তো মুখে আছে মা, তবু?

"হাঁ তা আছে বটে, তবে কথা কইলে পড়ে যায়। চুপ করে থাকলে মিছরি মুখ থেকে পড়ে যায় না।"

তা'বলে তত্ত্বটা তো বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে?

"যতক্ষণ ভাষা ততক্ষণই কর্ম আছে, যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণই ভাষা আছে।"

পুথি আওড়াতে গেলে বললেন—"বাবা, তোমাদের ঐ বোঝা তো বোঝা-ই।"

(২৪)

যা বুঝি তা বোঝা হয়ে উঠল বলেই তো বুঝিনে কিছু। কান্তবাবু কলকাতার। বয়স হয়েছে। মাতৃপদে ফুল মালা দিয়ে এলেন। শমন ভয়ে খন-পেয়াদার কড়া তাগিদে, খাজনা দেবার মতো।

মায়ের প্যাণ্ডেলেই পরিচয়। "একমাত্র তিনি আছেন বলিয়াই তো আমি, তুমি।" তাই দেখা হোল। একান্তে পেয়ে দুঃখ করে বললেন—আপনার ভাগ্যেও জোটেনি দেখছি মায়ের হাতের মালা, কি একটা কিছু দ্রব্য। কিছুই পান-নি দেখছি।

যার ওজন আছে, যা গজে মাপা যায়, এমন বস্তু মেলেনি বটে। বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারী মানুষ আমরা, শুধু কি দিলাম তাই তো নয়, কি পেলাম তার হিসেবটাও দেখতে হয়। সংসারে তা দাখিল করতেও হয়।

তাঁর কথায় অনেক বেদনা, তার কণ্ঠে অনেক ক্লেশ।

বললাম, একাসনে লক্ষ জপ, আসন-প্রাণায়াম, এসব হলেই মায়ের কৃপা মিলবে বোধহয়।

তিনি যেন ভেঙে পড়লেন—সংসারে এত যে পুড়ছি, এখনো কি হয়নি মায়ের মনের মতো?

বললাম, তাঁর ভাণ্ডারে আছে তো অনন্ত, কি নিতে পারলাম তাও তো দেখতে হবে।

'কি নিতে পারলাম'! এই দেখুন না, দিদি লিখেছেন, মা স্নান করতে নেমে নদীর স্রোতকে জামা দিয়ে দিলেন, সুরধুনীতে কতদিন দিলেন ফল—জলেই তো দিলেন জিনিষটা! আগুনে যে কতো ঘি ঢালছেন দেখতেই পান। শুধু আমরাই পেতে পারিনে মায়ের কোন স্মৃতি?

স্মৃতি! যা পেয়েছিলাম, কিন্তু অক্ষয় হয়ে নেই, তাই তো স্মৃতি—সে কি হবে পাওয়ার মতো পাওয়া! আমার দৃষ্টি ছিল দূর-আকাশের দিকে, সেদিকেই চেয়ে রইলাম।

কান্তবাবু বিরক্ত হলেন—কি দেখছেন?

বললাম—যত দূর চাই রয়েছে শুধু মুক্তির নীলাকাশ, আর তার মধ্য দিয়ে বাসাছাড়া মেঘগুলির নির্ভাবনায় ভেসে ভেসে যাওয়া; শঙ্খচিল ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত উপরে উঠছে, ওরা সুদূরের পিয়াসী। ভেসে যেতে চায় মন।

কান্তবাবু হাত চেপে ধরলেন—এসব আপনার পাগলামি! ওদের কথা নেই, ভাষা নেই—থাকলেও তার ব্যাকরণ আমরা জানিনে। তাকিয়ে দেখুন তো সংসারের দিকে—কতো ঝামেলা, দায়িত্ব, কতো বাঁধন, নজর ফেরাবার ফুরসৎ নেই—আবার কি দেখছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললাম, সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি উড়ছে, তার মাথা কোটাকুটির শেষ নেই, তবু সুতো ছিঁড়ে চলে যেতে চাওয়া নেই, চলে যেতে পারছেও না।

তিনি বললেন—আমরা মুক্তি চাই, তবু বাঁধনের মধ্যে থাকতেই ভালবাসি, এই আমাদের প্রকৃতি।

বললাম, সে প্রকৃতি মাকে কেন—মায়ের মধ্যেকার মহা-পুরুষকেও দেখেনি। প্রকৃতি সেই পুরুষের পাশে মিশে নিঃশেষ হয়।

"যদি মহাপুরুষের নিকটেই আস, তবে অবনতি হইতেই পারে না।"-

কান্তবাবু ছাড়লেন না, মাকি ঐ ঘুড়িখানার মাথা-কোটার উপশম দিতে পারতেন না? ওর পাওনা কি কিছু নেই!

বললাম, পাওনা দিচ্ছেন-ই, অনুভবে যে পাইনে সে ত্রুটি আমারই। কেন দেবী ভেবে দূরে রয়ে গেলাম বরাদ্দ পূজা দিয়ে, কেন আপন জেনে অদেয় কিছু রাখিনি! যদি পারতাম নিজেকে ভাসিয়ে দিতে নদীর জলের মতো, আমার বলে যা-কিছু বোধ সব পুড়িয়ে দিতে যজ্ঞশিখার মতো, তবে উতলা সেই আত্মদানে সর্বনাশী কিছু না দিয়ে কি থাকতে পারতেন!

"দেয় কে? নিজেদের সব ঠিক রাখিয়া যাহা বাঁচে তাহা হইতেও সামান্য একটু দেয় কিনা সন্দেহ।"

বললাম, কোনোদিন কি নিজের হিসেবটি ছাড়তে পেরেছি, আর অতি-কাছের এই সংসারটিকে জড়িয়ে থাকার ইচ্ছে? তাইতো পাইনে কিছু!

ভেঙে পড়বেন না—কান্তবাবু বলেন, আমাদের কপাল আমাদের কপালেই আছে।

না। "প্রারব্ধ আছে, আবার প্রারব্ধের উপরেও একটা স্থিতি আছে। সেখানে অধিকারী অনধিকারীর কথা নাই। যখন বন্যা আসে তখন সব ভাসাইয়া নিয়া যায়।"

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বন্যা এল, আমি 'মা' বলে ভাসতে পারলাম কই—, বলতে বলতে কথা রোধ হয়ে এল। মেঘলা হয়ে আসছিল, এবার ঝিরঝিরে জল এসে পৌঁছল। মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকি, তারপর চোখ তুলে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে চমকে গেলাম—

চোখের সামনে মেলা রয়েছে খোলা পথ। সরকারী সেই সড়ক ধরে সারি বাঁধা যাত্রীর দল চলেছে ওরা ছাতিম কদম অর্জ্জুন মন্দার দেবদারু কৃষ্ণচূড়া। গাছের পরে গাছ চলেছে, দলে দলে নানা রঙের নানা জাতের—কেউ বা পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে, কেউ বা পাতার ভার পথের ধুলোয় নামিয়ে দিয়ে নাগা-সন্ন্যাসী, কারও গন্ধফুলের বাহার, কেউ শুকিয়ে কাঠ। বুঝি ওরা আমার সঙ্গী!

উত্তুরে হাওয়া এসে ওদের কাঁপিয়েছে, দক্ষিণে হাওয়া কানে কানে ফুঁসলেছে, পুবে হাওয়া পশ্চিমে হাওয়া কান-ভাঙানির অন্ত রাখেনি। তাতে ওদের ডালে ডালে দোলাদুলি, ওরা দোলেনি। কখনো পথ হয়েছে পিছল, কোথাও কাঁকর, কোথাও কাদা; তবু ওরা পথ বেয়ে কতোকাল ধরে কেবলই সামনে এগিয়ে চলেছে, পথশেষের দেবতাকে প্রণাম জানাতে।

চেয়ে চেয়ে দেখি; পথ বেয়ে চলি, পথ দেখতে পাইনে।

অশ্রুতে এ আমারই ঝাপসা চোখ, কি ঝিরঝিরে জলে ওরাই বাষ্পাকুল বুঝতে পারিনে। আর্দ্র একটা সংযোগ যেন রাখীবন্ধনে বেঁধেছে আমাকে ঐ বান্ধবদের সাথে এক করে দিয়ে।

মাটি থেকে অশ্রুরস নিয়ে সূর্যালোকে ওরা তুলেছে মাথা। বর্ষার বরিষণে আঘাতে আঘাতে এসেছে ওদের কুঁড়ি। তারই কয়েক গুচ্ছ কুঁড়ি কথার উচ্ছ্বাসে ফেটে গিয়ে ফুল হয়ে ফুটেছিল, আলোর নাচনে হাওয়ার ভাষায় দেবতার কথা শুনে শুনে ওরা ফোটে। ওদের কথা ফোটে।

প্রায় সমস্বরে তারা ভর্ৎসনা করল আমাকে—তুমি দেখতে পাওনি বলে, দেখা পাওনি ভেবেছ? পাওনি তুমি কিছু? আজকের যে পাওয়া কাল শুকিয়ে হবে স্মৃতি, তা-ই হোল পাওয়া! আর যাকে এতটুকু ঠাকুরঘরের একটি কোণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট একটি সিংহাসনে এতদিন ধরাতে পেরেছিল আজ তাকে এতবড় আকাশের নীচেও ধরাতে পারছ না, আকাশ পৃথিবী তোমার জন্যে তাদের রঙমহলের দুয়ার খুলে দিল—অরূপের এত রূপ-দরশন, এও কি পাওয়া নয়!

মায়ের সামনে বসে চোখ বুঁজেই শুধু মাকে দেখবে, চোখ মেলে মাকে দেখবে না!

"এই যে কিছু হচ্ছে না, হোল না, এও তো তাঁকে পাওয়ার দিকেই যাত্রা; অশান্তি আসা তো শান্তিরই নিকটে আসা।"

স্বয়ং মায়ের মুখের কথা! তাঁর কণ্ঠস্বর! হঠাৎ মাটির পরে ভেঙে পড়ে বারবার মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে হোল, সমুখে আমার বিপুলা পৃথিবী, মাথার উপরে অনন্ত নভোতল। এতদিনে কি প্রাণে প্রণাম এল—আমার প্রথম প্রণাম!

চোখ থেকে একফোঁটা জল মুছে ফেললাম, কিন্তু তখনই ভয় পেয়ে বললাম, ফতুর হলাম বুঝি! চোখের জলই ছিল সম্বল; তাও কি হারিয়ে গেল!

জীবনের যত সম্বল জীবনসন্ধ্যায় যে আঁধারে মিশে যায়, ওই জলটুকুও কি সেই আঁধারে মিলিয়ে গেল।

দমকা হাওয়ায় ঘনঘন শাখা দোলাল ছাতিম কদম- সেই জল আমাদের আঁখিপাতায় দেখ। ব্যথা তোমার আমাদের বুকে বেঁটে নিয়েছি।

লক্ষ পাতার কোণা দিয়ে চোখের জল ফেলছ তোমরা, ব্যথা লাগেনি তোমাদের? নালিশ করো নি?

এই জল, কাঁটা, ফুল নিয়েই আমাদের রূপ—চোখের জল, কাঁটা, ফুল ওরা তো আলাদা নয়, অপর নয়, কোথায় লাগবে বল তো!

পুলকে ফোটা ফুলগুলিরও কথা ফুটল—আর আমাদের মধ্যে রয়েছে তোমার হাসিটি।

আমার হাসি তোমার মধ্যে ফুটবে কেমন করে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি-আমি কোথায়—আপনের মুখে আপনজনের হাসি আপনি ফোটে তা দেখোনি !

"বাবা, তুমি-তুমি-তুমিই তো আছ। সমস্ত কিছুতে তুমিই। আবার তুমি স্বয়ংই। অনন্ত একমাত্র তিনিই—একমাত্র আমিই।...নিজেতে নিজেই।"

একটা সাড়া পড়ে গেল এমন সময়। কান্তবাবুও বললেন—মা প্যাণ্ডেলে আসছেন, যাবেন না ?

কোথায় ?

মাকে দেখতে।

যাদের দেখছি তারা তবে কি ? মাকে কি দেখছিনে ? অদর্শনের কথা তো মনে জাগছে না।

যারা ছিল বসে-থাকার ঘর বাড়ী দোকান, তারা সবই আজ এগিয়ে চলার পথ হয়ে দেখা দিল। বললাম, আমরা যাচ্ছিই তো।

যে পথ ধরে সবাই কাজে-কর্মে আফিসে যায়, মোটর রিক্সার যে পথ দিয়ে দৌড়াদৌড়ির শেষ ছিল না, সেই পথই হোল আমার মাকে দেখতে যাবার পথ ; আর দলে দলে যে কদম কৃষ্ণচূড়ারা চলেছিল পথশেষের দেবতা-দর্শনে, ফুল হয়ে ফুটে সব মধু তাঁর চরণে ধরে দিতে, তাদেরই সহযাত্রী হলাম আমি।

আমার চোখের জলে রইলেন, যিনি চোখে ধরেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত, এম.এ.বি.এল

ইহার পরও মেয়েটিকে দুইদিন আশ্রমে লইয়া আসা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরাই তাহাকে লইয়া আসিত। ঐ সঙ্গীদের কাছে মেয়ের ফিটের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল। শেষ যেদিন আসিল সেদিন ৺পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী উপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে মার কাছে আসিতেন। মেয়েটির সঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয়ের কি সম্পর্ক তাহা জানিতে পারি নাই। মা মেয়েটিকে কাছে আসিতে বলিলেন। মেয়েটি পায়ে হাঁটিয়া আসিতে অসমর্থ এবং অনিচ্ছুক জানিয়া উপাধ্যায় মহাশয় মোটরে করিয়াই তাহাকে মায়ের কাছে আনিতে সচেষ্ট হইলেন। তখন মা বাধা দিয়া বলিলেন, "না উহাকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে বল"। তখন ঐ মেয়েটি উপাধ্যায় মহাশয় এবং আর একটি মেয়ের উপর ভর করিয়া মায়ের কাছে আসিল। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই ত হাঁটিতে পারিতেছ।" কি ভাবে হাঁটিতে হইবে তাহাও মা দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। মেয়েটিও সাধ্যমত উহার অনুকরণ করিতে লাগিল কিন্তু সামান্য এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু পরিশ্রমেই মেয়েটি যেন কেমন হইয়া যাইতেছিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে মেয়েটি বুঝি এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমাও এই সময় গিয়া মেয়েটির হাত ধরিলেন এবং দৃঢ়স্বরে তাহাকে চক্ষু বুজিতে নিষেধ করিলেন। আবার পরক্ষণেই ছেলেমানুষের মত কথা বলিয়া মেয়েটিকে হাসাইতে লাগিলেন। পরে তাহাকে আশ্রমের বারান্দায় বসিতে বলিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া তাহার পথ্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন যে মেয়েটি অসুখ হওয়ার পর হইতেই শুধু ফল খাইয়া আছে, তখন হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত সাধু হইয়া গিয়াছিস।" মায়ের আদেশমত বেলুদিদি কয়েকটি আম আনিয়া দিলেন। মা একটি আম মেয়েটির হাতে দিয়া উহা খাইতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল যে ডাক্তার তাহাকে আম খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। মা তবুও তাহাকে ঐ আম খাইতে বলিলেন। মেয়েটি উহার খোসা ছাড়াইতে পারিতেছে না দেখিয়া মা তাহাকে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া খোসা ছিড়িতে বলিলেন। মেয়েটি অনেক চেষ্টায় সামান্য একটু ছিড়িতে পারিল এবং ঐখানে মুখ লাগাইয়া চুষিতে লাগিল। মা হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, "তুই যদি আম না খাস তবে বলত আমি আম খাই কেমন করিয়া? তুই যে আমার দোস্ত, তুই আম খাবি আর ডাক্তারকে বলবি যে তোকে যেন আম হজম করিবার ঔষধ দেয়।" এইভাবে কিছুক্ষণ মা মেয়েটির সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সে পূর্ব্ববৎ উপাধ্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত মেয়েটির কাঁধে ভর করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। মা আমাকে বলিলেন, "মেয়েটির ব্যাধি মানসিক"। এই মানসিক ব্যাধিই লোককে কি ভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শেরসিংহের কন্যার নামকরণ

২০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার (ইং ৩/৭/৪৯)। আজ সকাল বেলা পাঠের সময় ৺হরিবাবা হ্লাদিনী শক্তি ইত্যাদির কথা বলিতেছিলেন, তখন মা হঠাৎ তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্লাদিনী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিবাবা উত্তর করিলেন যে আনন্দের সারাংশকেই হ্লাদিনী বলা হয়। ইহা শুনিয়া মা বেলুদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা হ্লাদিনী, আহ্লাদী শব্দের অর্থ জানিয়া রাখ।" মা যে কেন একথা বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠ শেষ হইলে মা হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন "দেখ, মজা কেমন! শেরসিংহের কন্যাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তাহার মোটা সোটা গোলগাল চেহারা দেখিয়া আমি তাহার নাম আহ্লাদী রাখিয়াছিলাম। এ দেশের লোকেরা এরূপ নাম বোধহয় রাখে না। সেদিন ইহারা যখন ডুঙ্গায় গিয়াছিল তখন শেরশিংহের মেয়ে বেলুকে বলে, 'মা কি যে আমার একটা নাম রাখিয়াছেন যাহা বলিতে 'আল্লা' 'আল্লা' বলিতে হয়।' (সকলের হাস্য)। এই কথা আমি এইমাত্র শুনিলাম। তবুও পাঠের সময় খেয়াল হইয়াছিল যে ইহাদিগকে আহ্লাদী শব্দের অর্থ জানাইয়া দেই। সেইজন্য হরিবাবাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহা না হইলে আমি পাঠের সময় কখনও কিছু প্রশ্ন করি না।"

পণ্ডিত সুন্দরলাল

২১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার (ইং ৪/৬/৪৯)। আজ বিকালে পাঠের পর যখন ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হইতেছিল তখন মা আশ্রমের বাগানে ঢুকিয়া, গাছ হইতে লিচু তুলিয়া ভক্তদের দিকে ছুড়িয়া দিতেছিলেন, আর ভক্তগণ আনন্দ করিতে করিতে উহা লুফিয়া লইতেছিল। মাঝে মাঝেই মা এইরূপ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রামসিং মাকে একটি কেয়াফুল আনিয়া দিলে মা উহার পরাগগুলি মেয়েদের গালে পাউডারের মত মাখাইয়া দিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর ৺মনোমোহনের (মনোমোহন ঘোষ) ছোট মেয়ে রমা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর তাহাকে দেওয়ার মত কোন পরাগ ছিল না। মা নিজের গালেই তাহার গাল ঘষিয়া দিলেন। এই ভাবেই মায়ের লীলা চলিতেছে।

৺পণ্ডিত সুন্দরলাল নামে বৃন্দাবন হইতে এক বৃদ্ধ ভক্ত আসিয়াছেন। মা তাঁহাকে নিয়া হাসি তামাসা করেন। শুনিয়াছি উনি উড়িয়াবাবার ভক্ত ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং উড়িয়াবাবাও ইঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। পাঠের সময় পণ্ডিতজী এমনভাবে নিজের অভিমতাদি প্রকাশ করেন যাহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে থাকেন। কথা বলিবার সময় তাঁহার আঙ্গুল পড়িবার ভঙ্গী দেখিয়া মা উহার নাম দিয়াছিলেন সুন্দরী মুদ্রা। বেদান্তের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটা। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ছাড়া তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতা কিছুই মানেন না। মা তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পিতাজী তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু, মান না কেন?" পণ্ডিতজী বলিলেন, "ও সব কি মানিব? যাহা কখনও চোখে দেখি নাই তাহা আবার মানা কি?"
মা—পিতাজী, তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। তুমি বুঝি কৃষ্ণকে দেখিয়াছ?
(সকলের হাস্য)

শুধু ভদ্রতার খাতিরে তিনি হরিবাবার পাঠে উপস্থিত থাকেন। উহাতে যে কাহারও কোন উপকার হয় তিনি তাহা মনে করেন না। একদিন পাঠের সময় তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, "এই সব পাঠ করিয়া সময় কাটান ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।" হরিবাবার কীর্ত্তনের সময় তিনি কদাচিৎ উপস্থিত থাকেন। লোকটির সরলতার জন্য সকলেই তাঁহাকে পছন্দ করে।

আজ রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে আমরা যখন মাকে নিয়া বসিয়াছিলাম, মা পণ্ডিতজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পিতাজীর আলস্য বড় কম।"
পণ্ডিতজী—না, মা, সকালে ঘুম হইতে উঠিবার সময় বড় আলস্য লাগে।
মা—সেইজন্য ত কম বলিয়াছি। আলস্য একেবারেই নাই এ কথা তো বলি নাই। আলস্য সাধন পথে বড় অন্তরায়। আলস্য থাকিতে এ পথের কোন অনুভূতি পাওয়া যায় না।

পণ্ডিতজী মাকে চিন্ময়রূপ এবং আকাশগমন প্রভৃতি যোগ বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ৺মুক্তিবাবা প্রমুখ দুই একজন পণ্ডিতজীকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। মুক্তিবাবা বেদান্তবাদী। চিন্ময়রূপ, চিন্ময়ধাম প্রভৃতি তিনি কিছুই মানেন না। সুবিধা পাইলেই তিনি পণ্ডিতজীকে আক্রমণ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিবাবা প্রায় ২৫/২৬ বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনে কাজ করিয়াছেন। তিনি ঐ সম্প্রদায়েরই লোক। তবে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত মিশনে থাকিতে পারেন নাই। তিনি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন আশ্রমে থাকিয়া আসিতেছেন। কথা বলিতে তিনি হাস্যরসের অবতারণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথায় রস অপেক্ষা ঝাঝালভাব বেশী থাকে। দুর্ম্মুখ বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পছন্দ করে না। পণ্ডিতজী কোন প্রশ্ন করিলে মাও উহা হাসি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু আজ পণ্ডিতজীর প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে চিন্ময় দেহের কথা বলিতেছ ইহা সবই সত্য। এমন যোগীও আছেন যিনি নিজকে শূন্যে মিশাইয়া দিতে পারেন, আবার ইচ্ছামত নিজকে দেহধারীরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। দেবতা, ধাম—যাহা কিছু বলা হয় উহা সবই সত্য এবং সবই তোমার মধ্যে আছে। লোক বলে না যে যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে পিণ্ডে। একটা বীজে যেরূপ সম্পুর্ণ গাছ আছে এবং একটা গাছে যেরূপ অনন্ত পাতা, বীজ, গাছ আছে সেরূপ তোমার ভিতর ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আছে। সবই স্তরে স্তরে সাজান আছে। উপলব্ধি, অনুভব—যাহা কিছু বলা হয়—সবই কিন্তু দ্বৈতভাবের কথা। উপলব্ধি কিনা কাছে লাভ করা অর্থাৎ কেহ কিছু লাভ করিল। অনুভবও তাহাই। যতক্ষণ এইরূপ দ্বৈতভাব থাকে ততক্ষণই দ্বন্দ্ব। আবার এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি—ইহাও একদিকের কথা। আবার এমন অবস্থাও আছে যাহাকে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলা হয়, যে অবস্থা পেলে সবই যে একের বিভিন্নরূপ তাহা বুঝা যায়। যখন এই অবস্থা লাভ হয় তখন বলা যায় যে তুমি নিজকে লাভ করিয়াছ।"

পণ্ডিতজী—এসব দিয়া আমার কাজ নাই। এখন আমি উঠি।

মা—(হাসিয়া) এসব কিছু বুঝিতেছ না বলিয়া উঠিতে চাহিতেছ। আবার মনেও ভয় যে শেষে তাহার রাধারাণী বা ভাসিয়া যায়। একটু অপেক্ষা করিলে দেখিতে পাইত আমি ইহার মধ্যেও রাধারাণীর স্থান করিয়া দিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের হস্ত হইতে ফুল লাভ

২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ৫।৬/৪৯)। আজ সকালবেলা রাস্তার ধারে কতকগুলি সুন্দর ফুল দেখিয়া উহা পাঠের সম্মুখে ফুলদানীতে দিবার জন্য তুলিয়া আনিয়া শ্রীমান্ বিষ্ণুকে দিলাম। বিষ্ণু উহা ফুলদানীতে না রাখিয়া শ্রীশ্রীমাকে দিয়া দিল। মা তখন হলঘরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় ছিলেন। মায়ের কাছে স্ত্রীপুরুষ অনেককেই বসা দেখিলাম। ইহা দেখিয়া আমিও গিয়া ঐখানে বসিলাম। মা বিছানার উপর বসিয়া আছেন। বিছানার উপর আমার আনীত ফুলসহ, জবা গুলঞ্চ, ইত্যাদি আরও অনেক ফুল দেখিলাম। স্বামী পরমানন্দ ঐখানে ছিলেন। মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ ফুলগুলির মধ্যে তুমি কোন্ ফুলকে শ্রেষ্ঠ মনে কর?" স্বামীজী বলিলেন, "গুলঞ্চ ফুলই শ্রেষ্ঠ, কারণ ঐগুলি নাকি সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট।" মা অমনি ঐ ফুলগুলি স্বামীজীকে দিলেন। অবশিষ্ট ফুলগুলি দেখাইয়া মা আমাকে বলিলেন, "অমূল্য, এখন তুমি বল ত এই ফুলগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ।"

আমি। সবই সমান।

মা। ইতর বিশেষ কি কিছু নাই?

আমি। আমার কাছে সবই সমান বলিয়া মনে হয়।

মা। তবে সবগুলিই তোমাকে দিলাম। যে সব সমান দেখে আমি তাহাকে সব দিয়া দেই।

এই বলিয়া মা উঠিলেন। আমিও আশীর্ব্বাদী ফুল লাভ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ধারাবাহিক অলৌকিক জীবন কাহিনী)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

[ছয়]

হরকুমারকে আর কেউ আটকে রাখতে পারে না। সে মায়ের সেবা করবেই। কোনো কাজ না দিলেও জোর করে নিজে থেকে কাজ তৈরী করবে। টাকা আনা পাইএর অর্থকরী চাকরীটা গেছে। এখন সে শুধু মায়ের চাকর।

কি আশ্চর্য্য! একটা ভদ্রলোকের ছেলে। কোনোকালে ভালো চাকরীই করতো। কাঁধে করে এক গাদা কাঠ এনে হাজির। কি ব্যাপার? না মায়ের রান্নার কাঠ ভিজে ছিল। ধোঁয়া দেখেই সে ধরে ফেলেছে। ধোঁয়াতে মায়ের সুন্দর মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

মা কিন্তু সহজে ধরা দেন না। এমন কি সামনেও বেরোন না। দূর থেকে প্রণাম করেই হরকুমার খুশী।

মায়ের একমুঠো প্রসাদের জন্য কি অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে হরকুমার। সকাল সন্ধ্যা প্রণাম করে যায়। মায়ের প্রসাদ না পেলে নড়ে না। এদিকে মা-ও কিছুতেই প্রসাদ দেবেন না। শুধু তাই না। মা হাত তুলে বসে আছেন। ঘোমটা টানা গৃহ বধু লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোলানাথ তো সত্যিই ভোলানাথ। রোজই এ দৃশ্য দেখেন আর উপভোগ করেন। একদিন বেচারা হরকুমারের অবস্থা দেখে বড়ই কাতর হয়ে পড়েন। বেচারার হয়ে নিজে অনুরোধ জানান দাও না একটু প্রসাদ যখন অমন কাতরভাবে চাইছে। ওর যদি বিশ্বাস থাকে তাতে তোমার বাধা কেন? ও যা মনে করে বসে আছে মা কি নিজে তা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। যতদিন ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা যায় ততদিনই শান্তি। এর পর তো কাতারে কাতারে সন্তানদল এসে জোর জুলুম করে ঘিরে বসবে। তখন?

মা কিন্তু ভোলানাথের নির্দ্দেশ মেনে নিলেন।

প্রসাদ দিলেন হরকুমারকে। তবুও সামনে এসে দাঁড়ান না।

আজ একার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না মা। যেদিন জগৎ এসে মা বলে ডাকবে তখোন? তখোন্ লুকোবে কি করে?

সেদিন কিন্তু ছেলেরই জয় হয়েছিল। সন্তানের ডাকে মা কতক্ষণ চুপ করে লুকিয়ে থাকতে পারে? আর সেই ডাক যদি হয় মন মাতানো গলা ফাটানো তবে তো কথাই নেই।

সেদিন হরকুমার বলেছিল, "এই এক বছর থেকে রোজ তোকে কথা বলার অনুরোধ জানাচ্ছি তুই আমার সাথে কথা বলছিস না। আমি যদি পাষাণের কাছে গিয়ে এ ভাবে মা বলে ডাকতাম, পাষাণেও আমি প্রাণ সঞ্চয় করতে পারতাম। ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা এ আবার কি কথা?"

বলার সাথে সাথে হরকুমার আবার সজোরে বলতো 'দেখি দুনিয়ার লোক যখন মা বলে ডাকতে শুরু করে তখোন তুই কি করিস?'

হরকুমার দেখলো পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় গাঁয়ের সব চেয়ে পবিত্র তুলসীমঞ্চ। কথা নেই বার্তা নেই হরকুমার সেই পবিত্র তুলসী মঞ্চে মায়ের আরাধনার সর্বপ্রথম আয়োজন করে বসলো। কীর্তনানন্দে মা আত্মহারা। তারপর থেকে মাঝে মাঝে এখানে কীর্তনের আয়োজন হতো। অষ্টগ্রামের এই তুলসীমঞ্চে পৃথিবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এইখানেই একবার কীর্তনীয়া গগন রায় ভাবাবেশে সঙ্কীর্তনে মাকে মুগ্ধ করেছিল। মা কীর্তনানন্দে ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেইদিনই এই হরকুমারের আরাধনা সার্থক হয়েছিল। ছোট্ট অষ্টগ্রামের তুলসী-মঞ্চে মায়ের পুজোর বোধন সম্পন্ন হয়েছিল। বিশ্বজননীর পুজোর শুভোদ্বোধন সমাপিত হল নাম না জানা অচিন গাঁয়ে। কে জানে কোন্ অগ্নিরক্ষক মনে মনে আবৃত্তি করেছিলেন বেত্থা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হির্ধা বহিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা। অগ্নি দিয়ে অগ্নিরক্ষা। গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজো। বেদী শোধনমন্ত্র!

অষ্টগ্রামে মায়ের শুভ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। মা সেদিন একটা ব্রাহ্মণবাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সরল শুদ্ধ আত্মা ব্রাহ্মণবাড়ীর লোকটার ভারী সখ মাকে একখানা শাড়ী দেয়। মা শাড়ী গ্রহণ করলেন। পরে দাঁড়ালেন সন্তানের সামনে। অষ্টগ্রামে নাম না জানা গ্রামীন সরল ব্রাহ্মণ মাকে জোড় হাত করে প্রণাম করলো দেবী বলে। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সর্বপ্রথম সন্তান হরকুমার মাকে অষ্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না।

কি আশ্চর্য! ঠিক এমনি ভাবে একদিন ছোট্ট কামারপুকুর গ্রামে অনাড়ম্বর ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত ভক্ত গ্রামীন শাঁখারী শ্রীনিবাস। ঠাকুর বলতেন ছিনিবাস দাদা। ছিনিবাস বলেছিল তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমি বলরাম। মালা পরিয়ে হাতে গরম জিলিপি দিয়ে গদাধরকে নাম না জানা গ্রামে অধিষ্ঠিত করেছিল শুদ্ধসত্য প্রাণ সরলমতি শাঁখারী। যেন একই লীলার অপর দৃশ্য!

হরকুমার এত ব্যস্ত সমস্তভাবে এলো কিন্তু টুক করে কোথায় হারিয়ে গেল। তার কাজ যে শেষ হয়ে গেছে। হাল দিয়েছে মায়ের হাতে। এখন আর তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনা কিসের। ঝড় যদি ওঠে আকাশে চাইবে না সে আসে পাশে, ডরবে না উজান বাতাসে যেদিকেতেই যাক না তরী। উত্তর কালে মা বলেছিলেন, "কর্ম থেকেই কর্ম ত্যাগ।" মা বলেছেন, "এমন অবস্থা আছে যখন কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত। কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নয়। এমন কি কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণাতেও নয়। কাজটা ভালো লাগে তাই কাজ করা। কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয়।"

রামকুমার তাই কাজে এগিয়ে এসেছিলো কি?

কাজে সিদ্ধি হয়ে গেলে হৃদয় গ্রন্থি খুলে যায়। সব সন্দেহ সংশয় ছিন্ন হয়। পার্থিব যাবতীয় ক্ষয়ের পথ হয় উন্মুক্ত। তখন যে মহাসত্ত্বা সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে সেটা কর্মীর চোখের সামনে হয় উদ্ভাসিত। উপাস্য উপাসক এক হয়ে যায়। পৃথিবী তখন মনে হয় মধুময়।

মা বলেন "যখন একমাত্র কর্মেই লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে তখন একাগ্রতার প্রভাবে কর্মত্যাগ সম্ভবপর। এই অবস্থায় খারাপ কাজ করার কথাই কারুর মনে ওঠে না। যে কোন প্রকারে এককে ধরতে পারলেই কর্ম কাটতে বাধ্য। তিনিই ত এক। যখন তিনি কর্মরূপে প্রকাশিত হন তখন কর্ম কাটে। যখন তিনি বিষয়রূপে প্রকাশিত হন তখন বিষয় কাটে। তিনি প্রকাশিত হলে তিনিই থাকেন আর সব কিছু মিলিয়ে যায়। তখন দেখা যায় তিনিই আমি, তাঁতে আমাতে নিত্য যোগ।" জলের তরঙ্গ তখন জলে লয় হয়ে যায়। মানুষ তখন নিজের সাধারণ ভাবে চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দরের সাথে মিলে যায়। তুমি আমি আর বিভিন্ন থাকে না। তখন সব এক।

হরকুমার বহুদিন পরে একবার মাকে দেখতে এসেছিল।

সেটাও ভারী মজার ঘটনা।

অষ্টগ্রাম ছেড়ে মা যান বিদ্যাকূটে। সেখানে প্রায় বছর তিনেক কাটাবার পর মা যান বাজিতপুর। মা তখন বাজিতপুরে। একদিন সকাল বেলা ঘুম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে উঠে বললেন ভোলানাথকে, "কি আশ্চর্য বল দেখিনি। আমি হরকুমারের গান শুনছি কেন ?"

ভোলানাথ অবাক ভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হবে ওটা তোমার মনের ভুল। হরকুমার কোথায় আছে কে জানে? তবে তুমি যখন দেখেছো তখন নিশ্চয়ই আসবে। হর পার্বতীকে জানেন।"

কিছুক্ষণ কাটতে না কাটতেই অষ্টগ্রামের ক্ষেত্রবাবু এসে হাজির। সাথে হরকুমার! খুঁজে খুঁজে হরকুমার মার চরণে এসে পড়লো ছিটকে। চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে। জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে হরকুমার এ চরণস্মৃতি বক্ষে জড়িয়ে ধরেছিল। মা তাকে ছাড়িয়ে ফেলতে পারেন নি।

অষ্টগ্রাম, বিদ্যাকূটের পালা সেরে ছোট্ট পরিবার এসে নীড় বাঁধলেন যেখানে তার নাম বাজিতপুর।

ভোলানাথ চাকরী করছেন সেটল্‌মেণ্ট বিভাগে। এই আন্‌সেটল্‌ড্‌ জগতে সেটল্‌মেণ্ট্‌ ডিপার্টমেণ্ট! ভাবতেও অবাক লাগে। তবুও সংসারী মানুষ আমরা। যা দেখছি, যা ভাবছি তার ওপরে যেতে পারি কোথায়?

এই বাজিতপুরের য়োগেশ ঘোষের ছোট জামাই ভূদেব বোস। বোসই ভোলানাথকে চাকরীটুকু জুটিয়ে দেয় বাজিতপুরের নবাব ষ্টেটের ল ক্লার্ক্‌। ভূদেবগৃহীনী মাকে খুব ভালবাসেন। মা তাদের ছেলেদের খুব স্নেহের চোখে দেখেন।

কীর্ত্তনীয় সদা হরি।

কে কীর্ত্তন করবে? কীর্ত্তনের নামেই যাঁর সমাধি তিনি কি করে কীর্ত্তন করবেন? ছোটবেলায় পাশের বাড়ী কীর্ত্তন শুনতে গিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল সে অবস্থার আজও কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। অষ্টগ্রামে হরকুমারের আয়োজিত কীর্ত্তনেও মায়ের সমাধি হয়েছিল। বাজিতপুরেও সেই একই অবস্থা।

এই তো সেদিনের কথা। ভূদেবের মেয়ের ভারী অসুখ। সবাই বলল বাড়ীতে কীর্ত্তনের আয়োজন কর। মঙ্গল হবে। অসুখ সেরে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান অন্ত প্রাণ। ভূদেব তাড়াতাড়ি কীর্ত্তনের আয়োজন করেন। মা আনন্দময়ী ভূদেবের অসুস্থ মেয়ের শিয়রে বসে। কীর্ত্তন শুরু হলো। ভক্ত হলে হবে কি ? ভূদেবের মনের সন্দেহ নির্ম্মূল হয় নি।

কানের ভিতয় দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া তোলে প্রাণ ! মায়ের শরীর যেন কেমন করছে। তাড়াতাড়ি ইসারায় ভূদেব গৃহিনীকে ডাকেন. পাশে। বেচারা এমনিতেই মেয়ের অসুখে কাবু। বাড়ী ভর্ত্তি লোক।কীর্ত্তন চলছে পুরো দমে। কি করবেন ?

তাড়াতাড়ি মায়ের মাথায় জল ঢালেন। পাখা এনে হাওয়া করেন। বাইরে ভূদেবকে খবর পাঠান। অতি কষ্টে মাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো।

ভূদেবের কিন্তু দৃঢ় ধারণা গৃহবধূটি অসুস্থা। নিশ্চয়ই তার হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম আছে।

তার কি দোষ। কি করে বুঝবে এ ভাব ? কতটুকু তার জানা।

ভূদেব সবাইকে ব্যাপারটা গোপন রাখবার ইঙ্গিত দিলেন।

কি আশ্চর্য ! দুনিয়াতে কত রকম ঘটনাই না রোজ ঘটে যাচ্ছে। তবে আমরা তার কটার খবর রাখি ? অলৌকিক ঘটনা ঘটছে তখন বাজিতপুরের এক ছোট্ট গৃহবধূর জীবন কেন্দ্র করে। আর গোপন থাকে না ঘটনা। সবাই ধীরে ধীরে জানতে পেলো। কেউ দেখেছে, কেউ শুনেছে, কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে, কেউ অবিশ্বাসের প্রত্যয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। তাতে কি যায় আসে ? নদীর প্রবাহ কে আটকাতে পারে ?

এখনকার ভাব যেন একটু বেশী রকম নতুন। গৃহবধূর বাড়ীর সব কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করে রাখেন। ভোলানাথের সেবা পুরোভাবে করেন। রান্না-বান্নাতে ফাঁকি নেই। এমনকি ঘরদুয়ার পরিস্কার থেকে গৃহকর্মের কোনো কাজে নেই বিন্দুমাত্র ত্রুটি। স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে নিজেই ছোট্ট ঘরের একটা কোণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটিতে প্রার্থনায় বসতেন। এটা যেন একটা দৈনন্দিন জীবনের একটা পাকাপাকি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে মায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কতকগুলো ভাব ফুটে বেরুতো। নিজে থেকেই কখনও বা যোগাসনে বসেছেন। কখনও যোগমুদ্রায় আসীনা। কখনও নিজে থেকে আরাধনারতা পুজারিনীভাব। এই সময়ে মায়ের অঙ্গ থেকে ঠিকরে পড়তো হাজার মাণিক শশীর আলো। সুতীব্র অনন্ত জ্যোতি। নিজেই সে আলোর ঝর্ণাধারা ঢাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। শাড়ীর আঁচলটুকু দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলতেন। ভোলানাথ নিদ্রামগ্ন। ভোলানাথ নিজে বলেছেন তিনি নিজেও মায়ের এই বিভিন্ন স্বতঃপ্রণোদিত যোগমুদ্রা দেখেছেন।

ধীরে ধীরে ঘটনাটা আর চাপা রইলো না। এসব ব্যাপার কি কখনও গোপন থাকে? বিশেষ করে নিভৃত বাংলার গ্রামে যার অনুসন্ধিৎসা পৃথিবীর যে কোনো জাতির লোককে হার মানাবে? বাড়ীর দেওয়াল তো পাকা নয়। তাই কেউ কেউ লুকিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে যায় মায়ের দিব্য অনন্ত জ্যোতির্ময়ী রূপ। কেউ ভয় পায়। কেউ রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অনন্ত সত্যের বাস্তবরূপ দেখে ভাবে বিভোর হয়ে পড়ে।

গ্রামের ব্যাপার। অত সহজে এর শেষ নেই। কেউ কেউ বা গায়ে পড়ে এসে ভোলানাথকে পরামর্শ দেয় ভালো চিকিৎসা করাও। গৃহবধূর মাথা ঠিক আছে কি? আবার কেউ কেউ এক পা এগিয়ে যায়। ওঝা ডাকলে কেমন হয়? বৌটাকে ভূতে পায়নি তো?

ভোলানাথ কি করবেন? তিনি কার দিকে তাকাবেন? যার দিকে তাকিয়ে তিনি জীবনটার ভেলা ছেড়ে দিয়েছেন, সব ঘটনাটা যে তাঁকেই কেন্দ্র করে!

কি আর করবেন? উপায় নেই। এদের ভিতর বাস করতে হবে। এদের কথা না শুনে উপায় কি?

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগত্যা নিজেই এদের সাথে সায় দেন। ওঝা, ডাকা হয়। ওঝা আসে ভূত ছাড়াতে। এসে সামনে দাঁড়াতেই ভয়ে কাঠ। হাতজোড় করে মা মা বলে প্রণাম করে ভিতরে চলে এলো।

যখন বাড়ীতে এসেছে তখন একটু ব্রাহ্মণসেবা করেই যাবে। এই বাসনা। এক ছিলিম তামাক ভরে হুঁকোটা এনে ভোলানাথের হাতে দিতে এসেই তার সর্বাঙ্গ কি রকম একটা অব্যক্ত ভাবে বিবস হয়ে এলো। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। ওঝার কাণ্ড দেখে সবাই থ। ভোলানাথ তাড়াতাড়ি মাকে এসে বললেন, লোকটাকে বাঁচাও। ওষে গেল।

লোকটা তখনও মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে।

মার দৃষ্টিটা কেমন বদলে গেল। তিনি ওঝাটার দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেলতেই ওঝা স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়ালো। উঠেই ঢিপ করে মায়ের পায়ে পড়লো। ভোলানাথকে বলল মহারাজ এসব কাজ আমাদের নয়। মা সাক্ষাৎ দেবী।

ঠিক এমনটি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে। কামারপুকুরে ঠাকুরের গায়ে চণ্ডী ভর করেছিল। ওঝা এসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে গিয়েছিল। চণ্ডীদেবী ঠাকুরকে গুপুরী কমিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই সব অলৌকিক ঘটনা শুধু বাংলার নিভৃত পল্লীতেই সম্ভবপর। শত সহস্র গ্রামীন ভক্ত এর মূক সাক্ষী।

মা আনন্দময়ীর স্বতঃপ্রণোদিত যোগক্রিয়া যখন শেষ হয়ে যেত তখন মা নানারকম মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। যাঁরা মায়ের এ অলৌকিক ভাবোন্মেষ নিজের চোখে দেখেছেন তাঁদের জীবন ধন্য। ভাবাবেশের পর অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ। অনর্গল মন্ত্রোচ্চারণ। মধুময়, স্পষ্টোচ্চারণ। হৃদয়স্পর্শী সে মহাঝঙ্কার ধ্বনি।

জ্যোতিষচন্দ্র রায়, যাঁকে সন্তানদল ভাইজী বলেই জানে, এর এক অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন। এই ভাব বিভূতির ব্যাখ্যা সে-ই শুধু দিতে পারে যে নিজে যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসের বিভিন্ন ভাবের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই স্বতঃপ্রণোদিত ভাব বিভূতির ইঙ্গিত পৃথিবীর খুব কম তাপসের আপন জীবনে ঘটেছে। যোগের অপূর্ব মাহাত্ম্যকে পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বার্টাণ্ড্ রাসেলকে পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'সাইন্স্ এ্যাণ্ড্ রিলিজন' বইতে ভারতীয় যোগবিভূতির অপূর্ব ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন এ যোগ মাধ্যমে এক অপূর্ব শক্তির সমাবেশ দেখা যায় মানুষের জীবনে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনে শান্তি দিতে পারে নি। ভারতবর্ষের যোগ পৃথিবীকে সেই মহাশান্তি দিতে পেরেছে। তবুও প্রশ্ন জাগে যিনি মানুষের সামনে কোনোদিন যোগ অভ্যাস করেননি তাঁর জীবনে যোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মেষিত হয় ?

এর জবাব বিজ্ঞানে নেই।

এর জবাব পুনর্জন্মবাদেও যতদূর জানি, পাওয়া যায় না। অন্তত, অনেক খুঁজেও পাইনি। এটাকে প্রারব্ধও বলা চলে না। কারণ যাঁর জীবনে এত যোগ-ক্রিয়া হয়ে গেছে যিনি তপঃসিদ্ধ তাপসী তাঁর পুর্নজন্ম হয় না। তিনি মানব থেকে অতিমানব স্তরে পৌছে গেলে আর মানুষের রূপ ধারণ করার কথা ওঠে না। তবুও মায়ের জীবনের এই অলৌকিক ঘটনা শত শত দার্শনিকের মনে জাগিয়ে আসছে চির বিস্ময়। এর জবাব শুধু মা-ই দিতে পারেন। এই যোগবিভূতির খেলা জানা কোনো তাপসের জীবনে ঘটেনি।

ভাইজী বলছেন : মহাভাবের পর শ্রীশ্রীমা যখন শান্তভাবে ফিরে আসতেন তখন তাঁর শরীরে নানা প্রকার যোগক্রিয়াদি আপনা থেকেই প্রকাশ পেত। সেই অবস্থায় তাঁর শরীর থেকে এক অস্পষ্ট ধ্বনির গুঞ্জরণ প্রথমেই শোনা যেত। তার কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের অশান্ত আঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গ প্রবাহের মত ছন্দায়িত দেব-ভাষায় স্বতোদগত সত্যবাণী অপরূপ মধুরতার সাথে অনর্গল বয়ে যেত, মনে হত যেন মহাব্যোম থেকে নানা রাগ রাগিণীর অপূর্ব ঝঙ্কার নিয়ে সত্যের স্বরূপ বাণীরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুর্ত্তি পরিগ্রহ করছে। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এখন সাবলীল ছন্দের প্রাণস্পর্শী প্রবাহ, তার মুখের এমন নির্মল পাবন জ্যোতি পণ্ডিতেরা শত চেষ্টাতেও তপস্যায় আয়ত্ত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ জাগত।

মায়ের ভাবোন্মাদনায় বিহ্বল মুর্ত্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ধন্য। বাজিতপুরেই মার অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেবীর সম্মুখে হয়েছিল। তারপর? তারপর দেবীতে দেবী লয়। সব একাকার। কে মা? সেই থেকে ষোল বছর মা প্রণাম বন্ধ করলেন। কাকে প্রণাম করবেন? নিজেকেই নিজে প্রণাম করবেন কি করে?

মাকে এই অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ, প্রণাম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

প্রণামেরও একটা পদ্ধতি আছে।

পূজোর পর অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই দেবপূজায় পূর্ণাহুতি। শুধুমাত্র সেইটেই শাস্ত্রসম্মত।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম কি?

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।

তন্ত্রসার মতে দুই পা, দুহাত, জানুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গ দিয়ে যে প্রণাম করা হয় তাকেই বলা হয় অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কি?

বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোহং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মাথা, বাক্য ও চোখ এই পঞ্চাঙ্গ দিয়ে প্রণাম করা হয়, তাকে বলা হয় পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

প্রণাম কখনও একহাতে করতে নেই। প্রদক্ষিণ কখনও একবার করতে নেই। অসময়ে দেব দর্শনও করতে নেই। করলে পূর্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকে সর্বদা সামনে রেখে প্রণাম করতে হয়। প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ। শক্তি ও শঙ্করকে সর্বদা ডান দিকে রেখে প্রণাম করতে হয়। বিষ্ণুমূর্ত্তি থাকবে সর্বদা বাঁ দিকে।

তা তো হলো। এত শত বুদ্ধি দিল কে? কে নির্মলাকে এসব পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। মন্দিরে মন্দিরে যথাযথ ভাবে সিদ্ধযোগীর মতন প্রণাম করে যাচ্ছে অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের গৃহবধূ! এতটুকু খুঁত নেই দেবারাধনায়। আচারে, বিচারে।

বাংলার গ্রামের কটা গৃহবধূ এ শাস্ত্রপদ্ধতি জানে? কে শেখালো মাকে এ শাস্ত্রানুশাসন? এ পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রণতি পদ্ধতি?

কে শেখালো তোমাকে এই প্রণাম? মাকে এ প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর মামাতো ভাই নিশিবাবু। সুপণ্ডিত। দিদিমা, ভোলানাথও সাথে ছিলেন। তাঁরাও কম অবাক হন নি।

নিশি আবার প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে কে শেখালো এসব প্রণাম পদ্ধতি? কার কাছে শিখেছিস? বল্ না।

সমানভাবে অবাক নয়নে তাকান মা আনন্দময়ী।

কি আশ্চর্য! কে আবার শেখাবে! এতে শেখার কি আছে?

এতো স্বতঃপ্রণোদিত।

মা বলেন কারুর কাছে শিখিনি। নিজে থেকেই হয়ে যাচ্ছে!

অসুখ নয় গো অসুখ নয়। কালীকচ্ছের মহেন্দ্রনন্দীকে ডাকা হয়েছিল। বড় ডাক্তার। ভালো লোক। ভোলানাথ অসহায়ের মতন ওঝার পর ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। কে জানে এটা কোন্ ধরণের ব্যারাম। না সারলে সারাটা জীবন বৃথা যাবে যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক লোক এসে হাজির হয়েছেন। এমনটি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে। বিরাট ডাক্তার মহেন্দ্রনন্দী। ডাক্তারের চেয়েও বড় যেটা সেটা হলো তাঁর ভক্ত মন। দেখে শুনে চুপি চুপি বললেন ভোলানাথকে। এতো অনেক উঁচু ভাব। কে বললে অসুখ? একে বলে ভাবাবস্থা। একটা কথা বলি। যাকে তাকে ওর সামনে এনে দাঁড় করাবেন না।

মায়ের ভাব রোজ রোজ বেড়েই যাচ্ছে। ভাব সমাধিতে যেন ডুবেই আছেন।

পরম লগ্ন এসে গেছে! দীক্ষার পরমপূত ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। তারিখটাও মনে আছে মায়ের। সেদিন ছিল ঝুলন পূর্ণিমা। শ্রাবণ মাস। তারিখটাও মনে পড়ে। তেরোশো উনত্রিশ সাল।

আসন, প্রাণায়াম মুদ্রা সব যোগক্রিয়া এক এক করে নিজে থেকে এসে যাচ্ছে!

সব চেয়ে বড় গোপন কথাটা কি?

দীক্ষা কে দিল?

জগতের মাকে কে দীক্ষা দেবে?

মার দীক্ষা আপনা আপনিই হয়ে গেছে। মা নিজেই নিজের গুরু।

মা বলেন: সাধন করতে করতে কোন না কোন সময়ে এক মঙ্গলময় মহা-মুহূর্তে সেই মঙ্গলময় মহাপ্রকাশময় সত্তা স্বয়ংই ফলরূপে সাধকের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকাশিত হন। যাঁকে ধরা যায় না। যিনি সকল সাধনের অতীত। তিনি নিজে থেকেই তখন ধরা দেন। এরই নাম অধরকে ধরা। এটাই স্বয়ং প্রকাশ সত্তারই আত্মপ্রকাশ। একমাত্র গুরুই এই শক্তি দিতে পারেন। তাই তো বলা হয় গুরুই ধারা দিয়ে থাকেন। গুরুশক্তি স্বভাবের গতিতে সাধককে চালনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা নিজেই নিজেকে চালনা করেছেন।

নিজেই নিজেকে দীক্ষা দিয়েছেন।

দীক্ষার পর একটা নতুন জিনিষ দেখা দিল।

মা অনর্গল স্তোত্র আবৃতি করতে শুরু করে দেন।

এতদিন ছিল শুধু আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা।

এবার দেখা দিল স্তোত্র। স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্তোত্রর ঝর্ণাধারা।

কে শেখালো কেউ জানে না। কে বলে দিচ্ছে কেউ জানে না। দেশের মহাপণ্ডিতের দল চিন্তায় পড়ে গেল কোত্থেকে আবৃত্তি করছেন মা এ সব দর্শনাবৃত্তি? এর উৎস কোথায়। কোন শাস্ত্রগ্রন্থে আছে এই উদ্ধৃত অংশগুলো। একের পর এক মহাপণ্ডিত বই মেলাতে বসে যান।

(ক্রমশঃ)

"হৃদয়ের সকল শক্তি দিয়ে নিজেকে তুমি ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও। কোন শর্ত্ত আরোপ কোর না, কোন কিছু চেও না। এমন কি যোগসিদ্ধিও নয়। কেবল চাইবে যে তোমার ভিতর দিয়ে যেন ভগবৎ ইচ্ছাই সফল হয়।"

—শ্রীঅরবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃলীলানুধ্যান

(পূর্বানুধ্যানের অনুবৃত্তি)

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়

মাতৃলীলানুধ্যান বিষয়ে স্মরণ মনন ও অনুধ্যানের এক বিশেষ পর্বে যখন আমরা প্রবেশ করতে চলেছি ঠিক সেই সময় সরাসরি মায়ের কাছেই আনন্দবার্ত্তায় প্রকাশিত বিগত দুইটি সংখ্যার অনুধ্যান বিষয়বস্তু নিয়ে উপস্থিত হওয়ার এক পরম সৌভাগ্য আমাদের লাভ হয়। গত ৭ আগষ্ট, জননী আপন খেয়ালে, দীর্ঘদিন অদর্শনের পর, রাঁচিস্থ সন্তানদের প্রতি অপরিসীম করুণাবশতঃ অপ্রত্যাশিত ভাবেই রাঁচি আশ্রমে পদার্পণ করেন। নিরন্তর অগণিত প্রার্থী, দর্শনার্থী ও ভক্তসমাগমে, উৎসবানন্দে মুখরিত প্রতিদিনের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যেও মায়ের সম্মতি-ক্রমে একদিন দ্বিপ্রহরে লীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ অংশ, পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মাকে পড়ে শোনাবার সুযোগ হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত 'মায়ের দীক্ষা' প্রসঙ্গে আমরা যে দুটি প্রামাণিক সূত্রের সাহায্য নিয়েছি, তা'র একটিতে"......১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মা'র দীক্ষাদি আপনা-আপনি হইয়া যায়" অপরটিতে মায়ের নিজ মুখের বিবরণের উদ্ধৃতি : "এ দেহের দীক্ষা হয় ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে"—এ সকল যখন মাকে পড়ে' শোনান হয়, আমরা লক্ষ করেছি "মায়ের দীক্ষা" কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য মায়ের যেন একটু ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তন হয় এবং পরমুহূর্ত্তেই মৃদু ভর্ৎসনার মতো—কতকটা আপন খেয়ালে স্বগতোক্তি করার ভাবে—বলে ওঠেন "মায়ের দীক্ষা!" স্পষ্ট তীরস্কারের ভাব প্রকাশ না পেলেও আমাদের সকলের বক্তব্যেই 'মায়ের দীক্ষা' এই কথাটির প্রতি জননীর অনুমোদনের ভাবটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফলে আমরা বেশ একটা অস্বস্তির মধ্যে মুহূর্ত্ত গুন্‌ছিলাম—এমনি সময়ে করুণাময়ী নিজেই এই সঙ্কট থেকে আমাদের উদ্ধার করে' বলেন : 'মায়ের মুখ দিয়ে বীজমন্ত্রাদির অক্ষর রূপে প্রকাশ' লেখ।" অর্থাৎ আমাদের 'অনুধ্যান বিষয়' (চতুর্থ অধ্যায়ে) যা প্রবন্ধারম্ভে "শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা প্রসঙ্গ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা'ই সংশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত হয়ে' দাঁড়াবে : "মায়ের মুখ দিয়ে বীজমন্ত্রাদির অক্ষর রূপের প্রকাশ প্রসঙ্গ" বলে'।

মাতৃলীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায় প্রায় গোটাটাই মাকে পড়ে' শোনাবার পর অপর যে জায়গাটিতে মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেয়াল এসে প'ড়ে সে হ'ল "কীর্ত্তনে মায়ের ভাবান্তর" প্রসঙ্গে। (আনন্দবার্ত্তা বিংশ বর্ষ/৩য় সংখ্যা—১৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয়ের বর্ণিত মাতৃশ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তব্য, '.........কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেলাম' এই বাক্যটিতে। এবং মা এ স্থানেও "শরীরটা কি রকম হইয়া গেল' লেখ" বলিয়া সংশোধন করিয়া দেন। এ ছাড়া এই অনুধ্যানেরই স্থানান্তরে যে ভাবে আমরা মায়ের সর্বপ্রথম অনুরাগী সন্তান হরকুমার রায়ের বিষয় আলোচনা করেছি, তৎপ্রসঙ্গে, হরকুমার বাস্তবিকই পাগল ছিলেন কিনা মায়ের কাছে নিশ্চিত ভাবে জান্‌তে চাইলে, মা তা'র প্রত্যুত্তরে কেবল : "না", বলেই পুনর্বার অত্যন্ত সহজভাবে বল্লেন, "ভগবৎ ভাবের পাগল ছিল, বল্‌তে পার।" এই ভাবে সেদিন মায়ের মুখেই হরকুমার সম্বন্ধে একটি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ঘটে, মাতৃ-লীলানুসরণ ব্রতীদের কাছে যা' বিশেষ অর্থপূর্ণ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সর্বোপরি সে দিন যে বিষয়ের উপর মায়ের বিশেষ খেয়াল প্রকাশ পায় সে হ'ল যে সব জায়গায়—যদিও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমরা কোন না কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রামাণিক গ্রন্থের বা প্রবন্ধেরই উদ্ধার করেছি—মায়ের উক্তিতে 'আমি' ও আমার' শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, তাই নিয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ-যোগ্য মাতৃলীলানুধ্যানের পঞ্চম অধ্যায়ের এক জায়গায় যেমন বলা হয়েছে : "......এই প্রসঙ্গে সেদিন মা'র শেষ কথা, 'সর্বদাই যে আমি আমাকে নিয়া খেলা করিতেছি' " (আনন্দবার্ত্তা, বিংশ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা—পৃঃ ২৫৩) এই অংশটি মাকে পড়ে' শোনান হলে সঙ্গে সঙ্গে মা সংশোধন করে' দিয়ে তা'র পরিবর্ত্তে, "নিজেকে নিয়া নিজে খেলা হইতেছে" এই লিখ্‌তে আদেশ করেন। অর্থাৎ মায়ের আপন স্বীকারোক্তি যা' "সর্বদাই যে আমি আমাকে নিয়া খেলা করিতেছি" এই ভাবে শ্রীযুত অমূল্য দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে এই বাক্যটি পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়াবে : সর্বদাই যে নিজেকে নিয়া নিজে খেলা হইতেছে", এতে। এ ছাড়া মায়ের নির্দেশে এও সুস্পষ্ট হ'ল যে, যেখানে যেখানে আমরা আলোচ্য দুইটি অনুধ্যানে মায়ের উক্তিতে "আমি" বাচক শব্দের প্রয়োগ করেছি সেই সব ক্ষেত্রেই, মা সচরাচর যেমন 'আমি' বা 'আমার' এরূপ শব্দ ব্যবহার না করে' 'এই শরীর' অথবা 'এই শরীরের' এমনি বলে' থাকেন। মায়ের উক্তি যথাযথ রক্ষা করতে হ'লে সর্বত্র অনুরূপ সংশোধন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

মাতৃ-নির্দ্দেশানুযায়ী লীলানুধ্যানের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের দুইটি বিশেষ অংশ পরিবর্তিত হ'য়ে যেরূপ দাঁড়াবে নিম্নে তা'র দৃষ্টান্ত রাখা হচ্ছে :—

(১) মাতৃলীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে, যেখানে অন্যান্য কথার মধ্যে মায়ের আপন বক্তব্য বিষয় উদ্ধার করা হয়েছে, "........আমি অনেক সময় বলি না যে দেখিয়া আসি ননী কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বারবার ননীকে দেখিয়া আসি, আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে" (আনন্দবার্ত্তা, বিংশ বর্ষ/৩য় সংখ্যা—পৃঃ ১৭৫/৭৬) এই ভাবে, বাস্তবিক তা' বল্‌তে হবে, "......এই শরীর অনেক সময় বলে না যে দেখিয়া আসি ননী কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি এই শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে বসিয়া জানে না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বারবার দেখিয়া আসা হয়, এই শরীরের সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে", এমনি ভাবে।

(২) পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুধ্যানের আর একটি মাতৃবাণীর অনুরূপ সংশোধনের উদাহরণ—যেখানে মায়ের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, "আর সাধনার কথা যে বলা হয়, আমি কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইলাম ? কে আমাকে পথ বলিয়া দিল ?......জানাশুনা স্থানে যেমন বেড়াইতে যাওয়া হয়, আমার সাধনাটাও সেইরূপ" এমনি বক্তব্যের মাধ্যমে, বস্তুতঃ মায়ের নির্দেশানুসারে এরই সংশোধিত ভাষণ হবে, যেমন : "আর সাধনার কথাই যে বলা হয়, এই শরীর কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইল ? কে এই শরীরকে পথ বলিয়া দিল ? দীক্ষাও এই শরীর নিজেই নিজেকে দিয়েছে। পূজা, মন্ত্র, জপ—যাহা কিছু হইল সবই তো এই শরীরের নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া তাহাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। এই শরীরের সাধন সম্বন্ধে তো অনেকবার বলা হইয়াছে, যে উহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই শরীর তো সবই জানে। তবুও যে তোমাদিগকে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করা হয় উহা খেলা ভিন্ন আর কি ? অনেক সময় তোমাদিগকে বলা হয় না যে অমুক জায়গায় একটু বেড়াইয়া আসি। ইহার অর্থ তো এ নয় যে এই শরীর এ স্থানে কখনও যায় নাই। জানাশুনা স্থানে যেমন বেড়াইয়া আসা হয়, এই শরীরের সাধনাটাও সেইরূপ।"

(আনন্দবার্তা, বিংশ বর্ষ/চতুর্থ সংখ্যা—পৃঃ ২৫২)

বলা বাহুল্য উপরোক্ত দৃষ্টান্তের আদর্শে আমাদের আলোচ্য লীলানুধ্যান দু'টির আরো অনেকাংশে সংশোধন ও পরিবর্তন কর্তব্য—যথাসময়ে সমগ্র মাতৃ-লীলানুধ্যানের গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রনকালে আমরা এই কার্য সম্পাদন করিবার অভিলাষ রাখি।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমেবাদ্বিতীয়ম্ (২)

গঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী

গুরু অনুসন্ধান—তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যদি যথার্থই আন্তরিক হয়, পিপাসার্ত্ত যেমন জলান্বেষণ একাগ্রতার সহিত করে, জল না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি হয় না— অনুসন্ধান যদি সেইরূপ একাগ্র ও তীব্র হয়, পথ প্রদর্শক ত স্বয়ং ভগবান, তিনি স্থির থাকতেই পারেন না, গুরু রূপে ধরা দেন;—সেই সর্ব্বব্যাপী ভূমাসুখের মার্গ প্রদর্শন করেন।

সেই সুখস্বরূপ ভূমা হইতেই সমগ্র জীবজগৎ সৃষ্ট, অথচ আমরা সেই সুখ-স্বরূপ ভূমার স্বাদ পাই না কোথাও কেন ? ভুল ত্রুটি আমাদের কিসে ও কোথায় ? কেন বিষয়ে স্থায়ী সুখলাভ করিতে পারি না ? অতিবাঞ্ছিত বিষয় লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারি না, কিছুদিন পরই দুঃখ-জ্বালা।

কারণ আমরা যে বিষয়ীকে, ভূমাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। মুল ছাড়িয়া যে কেবল শাখা প্রশাখায় বিচরণ করিতেছি আমরা। সুতরাং পতন-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। রূপীকে ছাড়িয়া রূপের লোভে প্রলুব্ধ হইতেছি, দুঃখের মুল ত ইহাই। কার রূপ, কে এই অনুপম মহান্ সৌন্দর্যের স্রষ্টা, পালয়িতা, তাহা যে আমরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। রূপের কারণ না জানিলে সেই রূপ কয়দিন সুখ দিবে আমাদিগকে ? দ্রব্যের গুরুত্ব আমাদিগকে সুখ দেয়। কোন পুস্তক পাইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা লেখককে দেখি, খ্যাতনামা লেখকের নাম দেখিলেই পুস্তকের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, আদর হয়—সযত্নে পড়ি, আনন্দ পাই। নতুবা শ্রদ্ধাও হয় না! পড়িয়াও সুখ পাই না। স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্য, তত্ত্ব যদি কেহ না জানেন তবে স্বর্ণভূষণ ধারণ করিয়া কেহ সুখী হইবেন না। ঠিক একই কারণে আমরা অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারি না, আমাদের যাত্রাই যে বিপথে।

গুরু চলার পথ, বিষয় উপভোগের কৌশল, সুখলাভের উপায় বলিয়া দেন। রূপের নেশায় প্রমত্ত হইয়া ধাবিত হইও না, এই পরম মনোহর বিরাট বিশ্বের মহান শিল্পীর সন্ধান কর, প্রতি রূপে রূপে রূপস্রষ্টার খোঁজ লও, শিল্পীর বিরাটত্ব শিল্পীর কলানৈপুণ্য অনুধ্যান কর; অন্তর স্রষ্টার মহান মহিমায় ভরপুর হইবে—প্রাণ মহত্ত্বে বিরাটত্বে পূর্ণ হইবে, রূপের মাধুর্যে মনপ্রাণ মাতিবে, সুখস্পর্শে মন নির্মল হইবে, সরস হইবে। "রসো বৈ সঃ" তিনি যে রসময়—রসস্বরূপ প্রতি বিষয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধে রসময় তিনি স্বয়ং ফুটিয়া উঠিবেন—প্রকাশ হইবেন, বিষয় তখন তাঁহার রসে মধুময় হইবে, বিষয় রসে সেই রসিক চূড়ামণিরই স্পর্শ পাওয়া যাইবে। সেই রসে অন্তর সিক্ত হইবে, তাঁহার রংএ প্রাণ রঞ্জিত হইবে, তখন জগৎ মধুময় হইবে, বিষয় মধুক্ষরণ করিবে, দুঃখ কোথায়? দুঃখ ত স্রষ্টাকে ছাড়িয়া সৃষ্টির পিছনেতে দৌড়ানতে, দুর্বুদ্ধিতে, বিশ্বস্রষ্টা দূরে কোন দূরে, এই দূর বুদ্ধিতে। যখন গুরুকৃপায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাত্মা তাঁহার ধ্যান শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে আরম্ভ হয়, তখনই যথার্থ বিষয় ভোগ, প্রাণ মন রসে বিভোর হয়, পূর্ণ হয়। ক্রমশ: ভোগলিপ্সা সেই রসময় ভূমা সুখের চরণে প্রণত হয়। যে ভোগ শরীরের নিমিত্ত—শরীর রক্ষার্থে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও যে ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত হয়। শরীরটিও ক্রমে তাঁহারই হইয়া যায়। তিনিই এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাতা, সাক্ষী। সুতরাং শরীরের নিমিত্ত যে অনিবার্য ভোগ গৃহীত হয়, তাহাও সেই সাক্ষী পুরুষেরই সেবায় পরিণত হয়। "আমি" তখন তাঁহার সেবক বা সেবিকা হইয়া যাই, প্রিয় প্রভুর আপন হইয়া যাই। "আমি"ই যদি আমি রূপে না থাকিলাম, "আমি" "আমার" যদি তাঁহার দাস, সেবক হইয়া গেল, তবে আর বন্ধন বা দুঃখ কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আনন্দময়ের চিন্তায়, তাঁহার সঙ্গ-মহিমায় জীবনও আনন্দময় হইয়া যায়। এমন ভগবদ্ভক্ত যে স্থানে যান সেই স্থানে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, দুঃখ-জর্জ্জরিত জনগণের মনে আনন্দ-তরঙ্গের স্পর্শ লাগে, ফলে জনগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হয় আনন্দের আকর্ষণে, কিছুক্ষণের জন্য তাহারা শীতল হয়।

"ভয়ং বৈ দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ"। দুঃখ, ভয়, শোক, তাপ এবং ভোগ-লালসার অনন্ত লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত হয় দুর্বুদ্ধি হইতে, তাঁহা হইতে দুরে, আমি এইরূপ ভেদবুদ্ধিতে। সুতরাং সাধনার মুল কথা হইল ভেদবুদ্ধি হইতে, নানা বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া সেই সর্বাত্মক একে স্থিত হওয়া, একাত্মক হওয়া। "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" এই সর্ব সেই একেরই অনন্তলীলাবিলাস— "একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" "স একো ন রমতে" বলেন শ্রুতি। একা একা চুপচাপ তাঁহার ভাল লাগিল না, খেলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু খেলিবেন কাহার সহিত। খেলা ত একা হয় না। দ্বিতীয় চাই। কাজেই—"তদৈক্ষত বহু স্যাম্, প্রজায়েয়।" নিজেই বহু হইলেন ক্রীড়া রসাস্বাদনের নিমিত্ত।

আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন আসে, সবই যদি তিনিই, তিনি ত সচ্চিদানন্দময় তবে এই দুঃখ শোকতাপ ত্রিতাপ জ্বালা কেন? আনন্দের লীলা বিলাস কেন আমাকে দুঃখে নিমগ্ন করে! মনীষীগণ বলেন—যদি ভেদ, যদি পৃথকত্বই না থাকে তবে খেলার রসাস্বাদন হইবে কি করিয়া? ক্রীয়া রসাস্বাদন নিমিত্ত তিনি স্বয়ই ভেদরূপ, নানাত্বরূপ আবরণে স্বয়ং আবৃত হইয়াছেন এবং পুনঃ সাধনারূপ ক্রীড়া দ্বারা নিজেই নিজের আবরণ মুক্ত করতঃ নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। "তমেব বৃণুতে।" এক রসে—এক রূপে ত খেলা হয় না। নানা রসের—নানা বিচিত্রতার সমাবেশে ক্রীড়াসুখ উৎপন্ন হয়। আমরা যে নাটক দেখি, যদি তাহাতে নিরন্তর অবাধ সুখেরই অভিনয় দেখি, সুখচিত্র হইলেও ভাল লাগে কি? সেই নাটক প্রশংসনীয় হয় না। নানারসের বিচিত্রতায়ই নাটক জনপ্রিয়। তিনি ত স্বরূপতঃ একরসই, পরন্তু এক রসেই নানা রসের আরোপ করিয়াছেন লীলার নিমিত্ত। সুতরাং মুলতঃ ভেদ কোথায়? "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দুর্গাপূজার দিনে"

(১৯৭৩)

❀

শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এবারে দুর্গাপূজার আরও দিন পনের বাকি আছে। ছোটবেলার কথা মনে পোড়ে গেল। এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটী কবিতা—সকলরেই জানা কবিতা, তবু উল্লেখ কোরলাম—

"আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।
হের ঐ ধনার দুয়ারে, দাঁড়ায়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে।।"

অদ্ভুত লাগলো। মনে এরূপ কবিতা কেন এসে হাজির হোলো। আমিতো আর কাঙ্গাল নই! পরেই একটা কথা মনে পোড়ে গেল—আমি বর্ত্তমানে ভবনদীর তীরে বোসে পরপারের কুল পাবার কাঙ্গাল। এদিক ওদিক বহু চেষ্টা কোরে কোন স্থানেই পথপ্রদর্শক ঠিক কোরতে পারছি না। তাই ঐ কাঙ্গালিনী মেয়ের মতোই আজ আমার অবস্থা, অনুভব হোতে লাগলো। দুর্গাপূজাতে গত বছর হার্ট এ্যাটাকের পর গৃহে বসেই কেটেছে। এবারও কি ঐ দশাই হবে। চিন্তা কোরছি।

হঠাৎ নজর গেল টেবিলের উপর। "রামকৃষ্ণকথামৃত" বইটা তুলে খুলেই একটা গানের ছত্র নজরে এলো—তার শেষ কটা ছত্র—

"গুরুদত্ত বীজ রোপন কোরে,
ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথামৃতটী সামনে নিয়ে বেশ খানিকটা চুপ কোরে বোসে গেলাম—বার বার বোলতে লাগলাম—

"গুরুদত্ত বীজ রোপন কোরে,
ভক্তি বারি সেঁচে দেনা।"

এবারে দুর্গাপূজা ২রা অক্টোবর ১৯৭৩। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ষষ্ঠী।

২৮শে সেপ্টেম্বর ভোর রাত্রি। রোজই নিয়ম মতো ভোরে উঠি আর আঁকপাঁক কোরতে থাকি। আজও খুব ভোরে ৩-৪৫ মিঃ ঘুম ভাঙ্গলো। আজ মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে—আনন্দময়ীর আগমন সময়ে, পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে—দুর্গাপূজা দেখতে যাবো। এবারে দুর্গাপূজা শ্রীমা হরিদ্বারে "বাঘাট হাউসে"—এ কোরবেন। বাঘাট পরিবার শ্রীমার বিশেষ ও পুরাতন ভক্ত। নাভার রাজা সিংজী এবারে দুর্গা পূজার সমস্ত ভার নিয়েছেন।

গতকাল রাত্রে মিহির লোধ, মণি দাস মহাশয় প্রভৃতিরা বাড়ীতে এসেছিলেন। জগৎ সকালেই বোলেছিলো মিহির লোধ বোলেছিলেন যে গগদা (আমার ডাক নাম) দুর্গাপূজায় বাইরে যাবে না। তাই রাত্রে ঘরেতেই থাকবো অনুরোধ করতে আসবেন। লোধ মহাশয় এবারে বম্বে চেম্বুরের দুর্গা পূজার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু রাত্রে বিশ্বজননী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার ডাকে হরিদ্বারে যাবো শুনে আর বম্বে থাকার অনুরোধ কোরলেন না। বরং বোললেন দুর্গা পূজার সময়ে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা খুবই 'ভাবে' থাকেন। খুব আনন্দ পাবেন। তিনি দুর্গা পূজায় তাঁর কাছে যেতে পারবেন না—তাই একটু অন্যমনস্ক হোলেন। অবাক হোয়ে আমার দিকে চাইতে চাইতে রাত্রে ১১টা নাগাদ চোলে গেলেন। মনে মনে হয়তো মিহির লোধ ও মণি দাস মহাশয় ভাবতে লাগলেন যে গগদা (আমি) এবারে শ্রীশ্রীমার নজরে পোড়েছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে শুতে গেলাম। মনে ভীষণ আনন্দ হোলো। মিহির লোধ মহাশয় শ্রীশ্রীমার পুরাতন আশ্রিত। মণি দাস মহাশয় নূতন আশ্রিত। তাঁদের অনুমান যেন শ্রীভগবান সত্য করেন। আমি যেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের নজরে পোড়ে জীবন স্বার্থক কোরি।

দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম এলো না। পরদিন হরিদ্বার রওনা হবো। বিন্দু ও শ্যামলী আমাদের সঙ্গে যাবে। এটাও শ্রীশ্রীমার নির্দ্দেশেই হোচ্ছে। ব্যবস্থা তাঁরই।

তন্ময় হোয়ে সহোদর ভাই সেজদাকে (বর্ত্তমানে সাধু কৃষ্ণদাস গোস্বামী) লেখা আমার নিজেরই মন্তব্য মনে পোড়ে গেল। সেজদা আজকাল বার বার পত্রে 'দীক্ষা' নেওয়ার কথা স্মরণ কোরে লিখছে। উত্তরে আমি জানিয়েছি যে—"আমার জন্ম জন্মান্তরের পথ প্রদর্শক গুরু ঠিকই আছেন। আমার দ্বারা কয়েকটি বকেয়া বাকি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। সময় হোলেই আমাকে সামনে নিয়ে বোসবেন। ইহজীবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দেবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হোলো—গত ২১শে জুলাই ১৯৭৩—বি. কে. সাহা—ভাই সাহেব বম্বের ভিলে পার্লে বাড়ীতে-শ্রীশ্রীমা বোলেছেন যে-"বিন্দু, তুমি ও শ্যামলী এদের নিয়ে ৺দুর্গাপূজার সময়ে হরিদ্বারে আসবে। শ্রীভগবান যদি শরীরটা ভাল রাখেন পূজার সময়ে হবে।"

আজ তাই ২৮শে সন্ধ্যার সময়ে ডুন এক্সপ্রেসে রওনা হোলুম হরিদ্বারের পথে—গাড়ীতে চোড়ে শুনলুম বুবা যাবে। বম্বে বোরিভলী ষ্টেশনে বুবা আমাদের গাড়ীতে উঠবে। যোগাযোগ বেশ! ২১শে জুলাই ছিলো—"বিন্দু-শ্যামলী-বুবা" সঙ্গে রইলো ওরাই। হরিদ্বার বোধহয় আমার কেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিবারের সকলের পথপ্রদর্শককে দীর্ঘদিন পরে খুঁজে পাবে।

খাওয়া দাওয়া বর্ত্তমানে আমার খুবই সংযত। যদিও কোন দিনই বাপ পিতামহের আশীর্ব্বাদে খাওয়াতে অসংযত ছিলাম না। তাই বাড়ী থেকে আনা

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলটল দিয়েই ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সকালে দিল্লী পৌঁছালাম। সময় আর কাটতে চায় না।

দুপুরে কিছু খাবার পর একটু গাড়ীতে শুয়ে পোড়েছি। এক অদ্ভুত ঘটনা স্বপ্নে দেখলাম। একটী প্রকাণ্ড মুর্ত্তির সুন্দর মুখ। দেখে খুব আনন্দ হোলো। বুঝতে পারলাম এসব যন্ত্রী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলা ও খেলা। আমাকে যেন জানান দেওয়া হলো—তৈরী থাকো—সময় হয়েছে—আর দেরী নেই—দীর্ঘ পচিশ বছরের পর বোধহয় করুণাময়ী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা দয়া কোরবেন। দীর্ঘ পচিশ বছর আগে ২/১ মিনিটের জন্য আমার মুখটী—একডেলিয়া রোডের আশ্রম উদ্‌ঘাটনের দিনে দোতলায় চৌকিতে বোসে শ্রীশ্রীমা নিরীক্ষণ করেছিলেন। আজ রেলগাড়ীতে বোসে মনে পোড়ে গেল ঘটনাটী।

হরিদ্বারে পৌঁছে "খড়খড়ীতে"—বাঘাট্ হাউসে গিয়ে মনটা খুবী খুশী হোলো। বিন্দুর চেষ্টাতে পরমানন্দ স্বামীজি থাকার ব্যবস্থা কোরেছেন। শীঘ্র তাই সেখানে গিয়ে চান টান কোরে সন্ধ্যার সময়ে "দুর্গামণ্ডপে" হাজির হোলাম।

"বাঘাট্ হাউসের" ইতিহাস অপূর্ব্ব। এখানে একটী সুন্দর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। আজ "দুর্গা মণ্ডপ"-এর এক পাশে সুপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আর এক পাশে দুর্গা প্রতিমা—অতি মনোরম মনে হোতে লাগলো। এই স্থানে শ্রীশ্রীমার অনেক প্রিয় ভক্ত ও সন্তানেরা ধর্ম্মজীবনে প্রভূত উন্নতি লাভ কোরেছেন।

আসলে যে কাজের জন্য হরিদ্বার এসেছি, তাই নিয়ে আজই রাত্রে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য বিন্দু, শ্যামলী ও বিন্দুর মেজদিদি রেণুদি আর বুবা যোগাযোগ কোরে দিল। শ্রীমা বোললেন ষষ্ঠির দিন সকালে আমাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র ১৪ বছরের জয়দেবকে দীক্ষা দেবেন।

ভাস্করানন্দজীকে এনে রেণুদি রাত্রে ফর্দ্দো করিয়ে দিলেন। ঠিক হোলো ১লা অক্টোবর সমস্ত দীক্ষার জিনিষপত্র জোগাড় কোরে ফেলতে হবে। ২রা অক্টোবর মহাষষ্ঠীর দিন সকালেই দীক্ষা হোয়ে যাবে। আমি ও জন্মদাত্রী মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে আমি রাত্রে ১১টা নাগাদ বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়েছি। নিশ্চিন্ত হোলাম, দীর্ঘ দিনের চিন্তা কাল সকালেই দূর হবে। শ্যামলী ও বিন্দু ১২টা নাগাদ রাত্রে এসে খবর দিলো শ্রীশ্রীমা বোলেছেন ষষ্ঠীর দিন আমাদের দীক্ষা হবে না।

শুনে খুব মন খারাপ হোয়ে গেল। সারাদিন ষষ্ঠীর দিন শ্রীশ্রীমাকে ধরতে পারলুম না। শ্রীশ্রীমা দুর্গাপূজা ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। সারাদিন দুর্গামণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কেবলই কান্না আসছে—মনে হোতে লাগলো আমার বোধহয় এখন সময় হয়নি—তাই শ্রীমা রুখে দিলেন।

মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যার সময়ে যখন 'বাঘাট্ হাউসের" দুর্গামণ্ডপ জমজমাট হোয়ে উঠেছে—নাভা ষ্টেটের রাজা ও রাণী স্বয়ং উপস্থিত থেকে দুর্গাপূজার ভার নিয়েছেন। এহেন মহামায়ার আনন্দের দিনে—আমার নিরানন্দে ঘুরে বেড়াতে ঠিক ইচ্ছা হোচ্ছে না—তাই চুপচাপ বোসে দুর্গামণ্ডপের চারিদিকে তাকাচ্ছি। তখনও দুর্গা প্রতিমার মুখ ঢাকা আছে। মা দুর্গার মুখ খোলা থাকলে—হয়তো কেঁদে কেঁদে বোলতুম—মা! একি হোলো। আজ আনন্দময়ী দুর্গার আগমনীর দিন—আর শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর উপস্থিতিতে আমি এখানে নিরানন্দ। সঙ্গে সঙ্গে "রমা-যজ্ঞেশ্বর" (আমার পত্নী ও আমি) উভয়েরই এক অবস্থা।

দাড়িয়ে আছি—হঠাৎ দেখি রেণুদি খবর দিলেন শ্রীশ্রীমা আমাদের সঙ্গে প্রাইভেটে কথা বোলবেন। শুনে ধড়ে প্রাণ এলো। একবার কথা বলার সুযোগ তো পাবো। নিজের ইণ্টারভিউ পেলেই সাধারণতঃ সুযোগ হারাই না। তাই ভালোমন্দ চিন্তা কোরতে কোরতে দাঁড়িয়ে রইলুম শ্রীশ্রীমা যেখানে বসে আছেন—গুরুপ্রিয়া দিদির ঘরের পাশে।

ডাক পোড়তেই শ্রীশ্রীমার ঘরে ঢুকতেই বোলে উঠলেন—"বাবা! আজ তোমাদের দীক্ষা দেওয়া হোলো না কেন জানো—আমার মনে কটী প্রশ্ন উঠেছে। কিছু জানবার আছে তাই ডেকেছি।" শ্রীশ্রীমার 'বাবা' ডাক শুনেই শ্রীমান যজ্ঞেশ্বর (আমি) একেবারে জল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে প্রশ্ন কোরতে কোরতে আমার নাড়ী নক্ষত্র সমস্ত পরিচয় বার কোরতে কোরতে বোলে উঠলেন শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদিকে—"একি আমার আজকের পরিচয় ?" অবাক হোয়ে ভাবলুম এক অদ্ভুত কথা ! সঙ্গে সঙ্গে মনে পোড়ে গেল শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের—সেই "আঁখি দুটি" যার সঙ্গে পচিশ বছর আগে একডেলিয়া রোডে আশ্রম উদ্‌ঘাটনের দিন এক মিনিটের জন্য আমার প্রতি নিরীক্ষণ। বোলতেই হেঁসে দিদিকে ফেলে উঠলেন শ্রীশ্রীমা—কাণ্ড দেখেছ !

ঠিক এই সময়ে আমার জন্মদাত্রী মা সঙ্গে এসেছেন জেনে তাঁকে ডাকিয়ে দীর্ঘ কি সমস্ত আলোচনা কোরে—বোলে দিলেন কাল মহাসপ্তমীর দিনে—বাঘাটু হাউসের বিখ্যাত শিবমন্দিরে বোসে (যজ্ঞেশ্বর-রমা-জয়দেব) আমাকে, পত্নী রমা ও একমাত্র পুত্র ১৪ বছরের শ্রীমান জয়দেব চট্টোপাধ্যায়কে একত্রেই সকলের ভার নেবেন।

প্রাইভেটে কথোপকথনের মধ্যে শ্রীশ্রীমাকে আমার নিজের ও পত্নী রমার স্বপ্নদর্শন ঘটনাগুলি বলা শেষ না হোতেই শ্রাশ্রীমা সটান প্রিয় নির্ম্মলানন্দজীর ঘরের দিকে চলে গেলেন। পরেই ভাস্করানন্দজী বোললেন কাল সকালে আমাদের দীক্ষার সময়ে নির্ম্মলানন্দজী শ্রীশ্রামার সঙ্গে থাকবেন।

এইরাত্রেই প্রায় ২টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা নিজেই সকলকে নিয়ে দুর্গামণ্ডপে নিমন্ত্রিত সাধুদের বসবার চৌকি প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকলেন। প্রতিটি জিনিষ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টাই শ্রীশ্রীমার ব্যবস্থাপনা হোতে একটী বিশেষ নজর ও শেখার জিনিষ।

শুতে গেলাম—কিন্তু কান্তকবিকে মনে হোলো। 'মা' কবিতার লাইন—

স্নেহ বিহ্বল, করুণা ছল ছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশয়ন লাগিরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রান্ত অবিরত, যামিনী জাগরণে
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে,
আত্মহারা, সদা বিমুখ নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা ভরা বুকে,
টানিয়া হৃদয় তুলি' যাতনা তাপ ভুলি',
বদন পানে চেয়ে থাকিরে ॥

কবিতাটা বোল্‌তে বোল্‌তে ঘুম এসে গেছে। ঘুম ভাঙতেই শুনি—দুর্গামণ্ডপে ভোরের মঙ্গল আরতী সুরু হোয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি স্নান কোরে সমস্ত পূজার জিনিষ নিয়ে শীঘ্র শিবমন্দিরে গিয়ে "মৈত্রেয়ী দিদির" হাতে সমস্ত দিতে হবে। শ্রীশ্রীমা মৈত্রেয়ী দিদিকেই সব জোগাড় কোরতে বোলে দিয়েছেন।

আমাদের তিনজনকে সকাল থেকে তৈরী হোয়ে শিবমন্দিরেই থাকতে বোলেছেন। সময় পেলেই এসে শ্রীশ্রীমা কাজ সেরে নেবেন।

ভোর থেকে মঙ্গল আরতী, পর পর পূজা অনুষ্ঠান তার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদের গান, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি খুবই মনোরম মনে হোচ্ছে। আজকালতো দুর্গাপূজোতে অনেক লোকই অনুষ্ঠান মানে আমোদ প্রমোদ—এর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ব্যবস্থাপনায় এ এক অপরূপ দুর্গাপূজা জীবনে প্রথম দেখলাম। ভোর থেকে সুরু কোরে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কিভাবে সময় কেটে যেতো টের পেতাম না।

শ্রীশ্রীমা ঠিকই সময় মতো এসে আমাদের তিনজনের ভার নেওয়া কাজ ভালভাবেই সেরে নিলেন। চোলে যাবার সময়ে আমাদের শিবমন্দিরে ও পরে দুর্গামণ্ডপে জপ করার কাজ দিয়ে গেলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে গত বেশ কিছুদিন ধরেই মা যেন আমাদের তৈরী কোরে নিচ্ছিলেন। আজ তার আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ কোরে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমীর দিন সারাদিন ও রাত কেবলই শ্রীশ্রীমার উপদেশগুলি মনে পোড়তে লাগলো। সমস্ত সময় যেন এক অদ্ভুত বিভোর অনুভব কোরতে কোরতে অষ্টমীর দিন দুপুরে অঞ্জলী দেবার পর আরতীর সময়ে সটান নজর এলো মাতুর্গার মুখের দিকে। প্রত্যক্ষ অনুভব কোরলাম দুর্গাপ্রতিমা সজীব। আর মায়ের পায়ে আরও অনেক ফুলের সঙ্গে লাল জবাফুল বড় সুন্দর লাগছিলো।

মায়ের চরণে লাল জবা দেখে হিংসে হোলো—

"জবা তোর ভাগ্য দেখে,
চক্ষে আসে জলরে জবা—
চক্ষে আসে জল।
ধন্য হলি তুইরে জবা,
পেয়ে মায়ের চরণ তল।
জনম জনম মরছি ঘুরে,
মায়ের চরণ পাবার তরে,
(তুই) আগেই হোতে পেয়ে গেলি,
শেষেরই সম্বল।
কতই না পথ বাকী আছে,
মায়ের কাছে যেতে,
কতদিন আর কাটবে রে হায়,
মায়ের চরণ পেতে।
তাইতো বলি ধন্য হলি,
ওরে জবা ফুল,
অকুল সমুদ্রেও তুই,
পেয়ে গেলি কুল।
এখন কুল পাবারই,
মন্ত্র কিবা, বলরে জবা বল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মজগুল হোয়ে মহাষ্টমীর দিন কেটে গেল। রাত্রে সন্ধিপূজা দেখবো। তাই সন্ধ্যার পর একটু বিশ্রাম কোরতে গিয়ে ঘুম এসে গেছে। তন্দ্রাভাবে হঠাৎ খেয়াল হোলো শ্রীশ্রীমাকে যদিও সারাদিনই সামনে দেখেছি—তবু আর একটু তাঁর পুণ্য পরশ পেলে ধন্য হবো।

উপরে শ্রীমার ঘরের দিকে গিয়ে দেখি বেশ ভীড়। ঠিক এই সময়ে মায়ের ঘরের পাশের ঘরটীর দরজা খোলা দেখে—ঢুকেই শ্রীমার দিকে তাকাতেই ইসারা কোরলেন দাঁড়াও বাবা! পরেই ডাক পোড়লো—খোঁজ কোরলেন কাজ কোরে যাবে তো? উত্তরে বোললুম মা আশীর্ব্বাদ করুন, পারবো।

তৎক্ষণাৎ নারায়ণ-নারায়ণ বোল্‌তে বোল্‌তে মাথায় খানিকক্ষণ হাত রাখতে কি যে আনন্দ অনুভব কোরলাম তা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নহে। চোখ বুজে থাকতে থাকতে মনে হোতে লাগলো—

"দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥

এভাবে নবমীর দিনও ভালই কাট্‌ছে। তবে বেশ বৃষ্টি হোচ্ছে। মণ্ডপের মধ্যে থাকলে কোন অসুবিধা নাই। এভাবে যখন সময় কাটাচ্ছি—স্বামী পরমানন্দজীর ডাকে দেখা কোরতেই, একাদশীর দিন আমাদের বম্বে ফেরার টিকিট গুলো দিতেই মনটা খারাপ হোয়ে গেল। বেশ ছিলাম কদিন মায়ের আশ্রয়ে ও সুন্দর পরিবেশের কাঠামোতে। মধ্যে শুধু দশমীর দিন। দুঃখ কোরে লাভ নাই। কারণ—

"যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥"

অর্থাৎ

সুখে দুঃখে সম, ধীর, তাতে ক্ষুণ্ণ নয়
হেন চিত্ত অমৃতত্ব লাভে যোগ্য হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমীর দিন নির্ম্মলানন্দজী ভাষণে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মাতৃরূপী শক্তিকে আরাধনা করার জন্য আজ মহাভারতের নানা স্থান থেকে মানুষ এসে মার কাছে উপস্থিত। উদাহরণ দিয়ে তিনি বোলেছেন সৎলোক ও অসৎলোক দুই প্রকারের লোকই শ্রীভগবানকে ডাকে। তবে অসৎলোক স্বার্থ-সিদ্ধির আশা করে। আর সৎলোক আত্মসিদ্ধির জন্য মন প্রাণ সঁপে দিয়ে শ্রীভগবান এর আরাধনা করে।

নির্ম্মলানন্দজী শ্রোতাদের বোঝাবার চেষ্টা কোরছেন—অনন্যোচিত্তে যে ভক্ত নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানকে নিজ ইষ্টরূপে স্মরণ কোরে যায়—শ্রীভগবান তুষ্ট হোয়ে ভক্তে যোগক্ষেম হোয়ে তার অলব্ধ বস্তুর সংস্থান ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ কোরে থাকেন। যে কোন কাজেই শক্তির প্রয়োজন। আজ তাই আমরা সেই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য জগতজননীর আরাধনা কোরছি।

একাদশীর দিন সকালেই ১১টার মধ্যে আমাদের বম্বে রওনা হোতে হবে। ফিরে যেতে ভাল না লাগলেও যেতেই হবে। তবে আমার জীবনে দুর্গাপূজার এরূপ নুতন অনুভব বার বার আনন্দ দিতে লাগলো, মনে হোতে লাগলো প্রতি বছর শ্রীশ্রীমার কাছেই দুর্গাপূজাতে থাকার ভাগ্য যেন শ্রীভগবান আমাদের দেন। চিন্তা কোরতে কোরতে হাজির হোলুম উপরে শ্রীমার ঘরে দেখা কোরে যাবো। জয় মা! বোলে ঘরে ঢুকলুম স্ব-পরিবার, পুত্র, জন্মদাত্রী মা, শ্যামলী ও তার মা সেজদিকে নিয়ে—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কান্তকবি রজনী সেনের কবিতা শুনিয়ে শ্রীমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সাব্যস্ত কোরে শুরু কোরলাম—

"পরশ মণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার আলো,
সোণা কোরে লবে পলকে আমায়, সব কলঙ্ক কালো।"

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

"কেবলই তোমার পুণ্য পরশ, কোরে তোলে মোর চিত্ত সরস,
উথলিয়া ওঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি।"

—কান্ত কবি রজনী সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সময়ে শ্রীমার মুখের দিকে তাকিয়েই আছি। ইচ্ছে করছে না তাঁকে ছেড়ে চোলে যাই বস্বে। মা যেন ইঙ্গিত কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কর্ম্ম কোরে যেতেই হবে। এই কর্ম্ম কথাটার প্রকৃত অর্থ দুটি—একটা আমি গৃহস্থ হিসাবে গৃহকর্ম্ম আর অন্যটী ধর্ম্মকর্ম্ম। সমস্ত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও সারাদিন তাঁকে ডেকে যাবে। মনে ও প্রাণে চির শান্তি ও সুখ পাবে সন্দেহ নাই।

ঘরের বাইরে আমার মতো মায়ের বহু সন্তান অপেক্ষা কোরছে। তাই 'জয় মা!' বলে টপ কোরে বাইরে এসে গেলাম। মনে মনে গাইতে লাগলাম—

"আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি।
শিয়রে দিল ডালি, পুণ্য স্নেহ রাশি,
বক্ষে ধরি চির, পীযুষ নির্ঝর
নিরাশ্রয় শিশু—অসীম নির্ভর।"

"নমো নমো নমঃ জননী দেবী মম।
অচলা মতি পদে মাগিগো॥"

"জীবনে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলেছিস্। হার জিত যা হবার হয়ে গেছে। এখন নিরাশ্রয়ের মতো তাঁর পানে চেয়ে, তাঁরি কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্ দেখি। তোর আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিংশতিতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত

কুমারী গীতা ব্যানার্জী

মানবমাত্রই অমরপথের যাত্রী, অমৃতত্বই মানবের স্ব-স্বরূপ। মনে পড়ে কবিগুরুর সেই গান—

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় মিছে—
বিষয় বোঝা টানে আমায় নিচে,
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে॥
যাত্রী আমি ওরে॥

তাই তো সেই পরমানন্দ স্বরূপ অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যই আবহমান কাল ধরে চলে আসছে প্রাণীমাত্রের শাশ্বত প্রচেষ্টা। কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্ত জীব "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" শ্রুতির এই অমোঘ বাণী ভুলে মর্ত্ত্য জগতের ক্ষণিক মিলনে নিজের আনন্দ স্বরূপকে খুঁজে বেড়ায়। সে ভুলে যায় শাস্ত্রের কথা যে—

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যাপেয়াতাং তদ্বদ্ভূত সমাগমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যেরূপ মহাসমুদ্রে তরঙ্গের দ্বারা প্রেরিত হয়ে একটি কাঠ আরেকটি কাঠের সাথে মিলিত হয় এবং তখনই আরেকটি তরঙ্গ এসে কাঠ দুটিকে পরস্পরের বিপরীত দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক সেই রূপই এই চরাচর জগতে প্রাণী-মাত্রের প্রারব্ধবশতঃ পরস্পরের সহিত কখনও সংযোগ কখনও বা বিয়োগ হয়। আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অনুভব করেছিলেন যে পৃথিবীর এই ক্ষণিক মিলনে আমরা চিরসুখ পেতে পারি না। তাঁরা সেই অমৃতত্বের সন্ধান এক কথায় দিয়ে গেছেন যে "আত্মজ্ঞানাদেব অমরত্বম্"। একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই জীব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মপরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ বলা হয়েছে যে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে ব্রহ্মজ্ঞানের যথার্থ উপায় কি? বেদান্তশাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়েছে "আত্মাবারে শ্রোতব্য ধ্যাতব্য নিদিধ্যাসিতব্য।" অর্থাৎ গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায়। অনুভবী ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত "অহিংসা সত্যাহস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহ" এই পাঁচ প্রকারের যমকে সাধনের প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যমের অর্থ এই রূপ করেছেন।—

'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রাম সংযমঃ। যমোহয়মিতি সম্প্রোক্তোহভ্যাসানীয় মুহুর্মুহুঃ।' অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জগৎ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এই জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুহের সংযমকেই যম বলা হয়েছে। সম্যক্‌রূপে যমের পালনকেই সংযম বলা হয়। এই প্রকারে আত্মজ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহনের প্রথম সোপানরূপে সংযমকে পরিগণিত করা হয়েছে।

সংযম মানব জীবনে শান্তির একমাত্র সাধন। সম্ভবতঃ জীবনে সংযমের অপরিহার্য্যতাকে লক্ষ্য করেই শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত স্বনামধন্য যোগীভাইয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মাতৃসান্নিধ্যে প্রথম সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী থেকে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত মহাব্রতটি ভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, ও রাস পুর্ণিমার দিন হোমান্তে ব্রতের উদ্‌যাপন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত গোওয়ালের মহারাণী লক্ষীদেবীর সাদর আহ্বানে বৃন্দাবনে মায়ের আশ্রমে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হবে। তাই কিছুদিন আগে থেকেই বৃন্দাবন আশ্রমে মায়ের ভক্তদের সমাগম শুরু হয়ে গেলো। মায়ের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী থেকে সাধারণ জনতা পর্য্যন্ত সকলেরই সমানরূপে অবারিত দ্বার। দেশ বিদেশ থেকে বহু ভক্তরা এসে মিলিত হলেন। দিল্লী কাছে থাকায় কয়েকজন উচ্চপদস্থ মন্ত্রীরাও এসে এই উৎসবে যোগদান করলেন। এইরূপে প্রচুর জনসমাগমে বৃন্দাবন আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই স্বামী পরমানন্দজীর কাছ থেকে নিজেদের নিজেদের বাসস্থান দেখে নিলেন। সবার উপরে করুণাময়ী জননী ভক্তদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় নিজে ঘুরে ঘুরে সব তদারক করতে লাগলেন। কোথায় মহাত্মারা এসে থাকবেন, কোথায় ভক্তরা এসে থাকলে তাঁদের বেশী সুবিধা হবে, সবই মা নিজে দেখিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সকলের বহু আকাঙ্খিত আনন্দের দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল। ৩রা নভেম্বর থেকে সংযম সপ্তাহ শুরু হবে।

২রা নভেম্বর রাত্রিবেলা আশ্রমের সুরম্য হলঘরটি অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হয়ে উঠল। কারণ কাল থেকে ব্রতীরা এখানেই ধ্যানে বসবেন। হলের ঠিক মাঝখানটিতে দেবালয়ে কৃষ্ণ ছলিয়ার অপূর্ব্ব মনোহর মুর্ত্তিটি বিরাজমান। তাঁর বামে মায়ের প্রতীক শ্রীরাধা অনায়াসেই ভক্তদের মন আকৃষ্ট করছেন। তাঁদের পাশে যোগীভাইর রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ছলিয়া মন্দিরের একদিকে গৌর-নিতাই ও অপরদিকে মহাদেবের ভব্য মন্দির যেনো ভক্তদের হর ও হরি একই এই অভেদ দৃষ্টি খুলবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাত্রিবেলা ধীরে ধীরে ব্রতীরা সব নিজেদের আসন নিয়ে উপস্থিত হলেন। ৭ দিন ব্রতীদের আসন একই জায়গায় থাকবে এই নিয়ম। নির্ম্মলদা কে কোথায় বসবেন ঠিক করে সবার আসন পেঁতে দিলেন। সামনে মার ও মহাত্মাদের চৌকি পাতা হলো। অখণ্ডানন্দজী আগেই এসে পৌঁছালেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য মহাত্মারাও কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তাহের প্রথমদিকে কেউ বা শেষের দিকে এসে পৌঁছাবেন। তাই মার পাশে প্রায় ১০/১২টি আসন মহাত্মাদের জন্য পাঁতা হলো। সবার শেষে মা এসে প্রতিটি কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নিলেন। কাল থেকে কে ধুনো দেবেন, কে ব্রতীদের চন্দন পরাবেন, কে মহাত্মাদের স্বাগত করে এনে বসাবেন সব নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মা একটি অতি তুচ্ছ বিষয়েও এতটুকু ত্রুটি হতে দেন না। কারণ যিনি পূর্ণ তার সকল কাজের পরিশেষই যে পূর্ণতায়।

অবশেষে নিশাবসানে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের প্রথম দিবস শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য সমাগত হলো। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪৷৷০টায় সমস্ত ব্রতীদের ঘণ্টা বাজিয়ে জাগরিত করা হলো। বৈদিক শাস্ত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরণের উদাত্তকণ্ঠে প্রশংসা করছে। কারণ যখন স্থূল সমষ্টিরূপে সূর্য্যোদয় সন্নিকট হয় তখন সূক্ষ্ম ব্যাষ্টিরূপে বিচারোদয় হয়। তাই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা নিষিদ্ধ। শ্রুতি বলেছে যে উদীয়মান সূর্য্যের আদর করে না সে উদীয়মান জ্ঞানেরও আদর করতে পারে না। আমাদের সংযম সপ্তাহের ব্রতীরা সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের প্রথম দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করলেন। ঠিক ৫টায় প্রত্যেকে হলে নিজেদের আসনে বসে উষাকীর্ত্তণে যোগদান করলেন। এর পরে ৮টায় ধ্যানের প্রস্তুতির জন্য কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হলো। যে যার নিজেদের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেন। এর মধ্যে গোওালের রাণীসাহেবা মার ঘরে মার বিশেষ পূজা করে নিলেন। ঠিক পৌনে ৮টায় আবার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাওয়া গেলো। সব ব্রতীরা হলে এসে বসলেন। সবার কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হলো। যেনো ব্রতীদের অন্তরের সাত্বিক ভাবই শ্বেতচন্দনরূপে সকলের ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। সচ্চিদানন্দময়ী মা আমাদের সামনে বিরাজ করছেন। সকলের কি এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে বেদধ্বনির পরে "সত্যংজ্ঞানংঅনন্তংব্রহ্ম" এই পদটি গাইতে লাগলেন। ক্ষণিকের জন্য মানসপটে একটি সত্যযুগের দৃশ্য উদিত হলো। যেনো কোনো এক দেবালয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাঙ্গনে শত শত সত্যব্রত যতিবৃন্দ সত্যানুসন্ধানের জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ৫ মিনিট আগে একটি শঙ্খধ্বনি সবাইকে জাগরুক করে তুলল। কীর্ত্তন বন্ধ হয়ে গেলো। ঠিক আরেকটি শঙ্খধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে হলের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। সকলে শান্ত সমাহিত চিত্তে স্থিরাসনে ধ্যানে বসলেন। শাস্ত্রে অনেক প্রকারের আসনের উল্লেখ আছে কিন্তু যোগশাস্ত্র বলছে "স্থিরাং সুখমাসনম্" অর্থাৎ যে আসন সাধকের সহজসিদ্ধ ও যে আসনে সুখ স্থির থাকে সেই আসনই শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতে পদ্মাসনই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুখকারক। তাই সব ব্রতীরা পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন হলেন।

এখন আমাদের দেখতে হবে ধ্যান কাকে বলে? যোগদর্শন ধ্যানের ব্যাখ্যা করেছে "তত্রৈকতানতাধ্যানম্" নিজের লক্ষ্যে মনকে একাগ্র করার নামই ধ্যান। বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" অর্থাৎ মনকে বিষয়রহিত করার নামই ধ্যান। কিন্তু এই স্থিতি প্রাপ্ত হবার জন্য বহু সাধনার প্রয়োজন। কাজেই সংযম সপ্তাহের ব্রতীরা শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের পন্থা পরিহার করে সম্মুখে বিরাজমানা চিন্ময়ী মাতৃদেবীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ৯টার সময় আবার শঙ্খধ্বনি হলো। "হে পিত! হে হিত! হে ব্রহ্মাত্বতম্, হে পিত! হে হিত! হে ব্রহ্ম ভূতম্, হে পিত! হে হিত! হে ব্রহ্মস্বরূপম্" শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত এই পদপাঠের দ্বারা ধ্যান সমাপ্ত হলো। সমবেত ভাবে মাতৃনাম কীর্ত্তন হলো। ধ্যানের পরে মায়ের অপূর্ব্ব রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। এরপরে সমবেতভাবে ৩ অধ্যায় গীতা ও ১ অধ্যায় চণ্ডী ও উপনিষৎ পাঠ হলো। ১০টা থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ছান্দোগ্য উপনিষদের বিদ্বতাপূর্ণ ব্যাখ্যা করলেন। সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়নের পরেও নারদের মনে অনুশোচনার উদয় হলো। তাই তিনি বিদ্যার শিষ্যরূপে সনৎ কুমারের কাছে এলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ সনৎ কুমার নারদের পঠিত তালিকা শুনে একটি কথাই বললেন "নামেবৈতৎ"। এর পরে তিনি নারদকে ভূমা বিদ্যার উপদেশ দিলেন। অখণ্ডানন্দজী সুললিত ভাষায় উপনিষদের দুর্বোধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়কেও শ্রোতাদের সামনে সহজ করে তুললেন। প্রথমদিন 'এ' ক্লাস ও 'বি' ক্লাস উভয় শ্রেণীর ব্রতীদেরই গঙ্গাজল। সবাই একটু বিশ্রাম করে আবার পৌনে ৩টায় ধ্যানে বসলেন। "হে ভগবান" কীর্ত্তন প্রারম্ভ হলো। শঙ্খধ্বনির সহিত ধ্যান শুরু হলো। ৪টায় ধ্যানের পর থেকে ৫টা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনেরই লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা করলেন। ৬টা অবধি সৎসঙ্গ চললো। তারপর দেবালয়ে দেববিগ্রহদের আরতি ও আশ্রমের নিত্যকীর্ত্তন সমাপন হলো।

রাত্রিবেলা ধ্যানমণ্ডপের আরেকরূপ দেখা গেলো। বৈদ্যুতিক আলোকের ছটায় হলঘরটি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠল। বুঝিবা সত্যলোকে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মার সভামণ্ডপ আজ কোন অভিনব উৎসব উপলক্ষ্যে দেবদাসীদের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে উঠল। একে একে সব মহাত্মারাই এসে উপস্থিত হলেন। শুকতালের প্রসিদ্ধ সাধু বিষ্ণু আশ্রমজী, শিবানন্দ আশ্রমের প্রেসিডেন্ট স্বামী চিদানন্দজী, কৈলাশ মঠের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, যোগেশ ব্রহ্মচারিজী, রামতীর্থ মিশনের প্রেসিডেন্ট গোবিন্দ প্রকাশজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, মানস সেবা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শরণানন্দজী, আনন্দস্বামী এবং বৃন্দাবনের স্থানীয় মন্দিরের মহন্ত ও গোঁসাইরাও মাতৃ সান্নিধ্যে এই মহাব্রতে যোগদান করেছিলেন। প্রত্যেকেই বিচারপূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবচনের দ্বারা শ্রোতাদের মন মুগ্ধ করলেন। রাত্রি ৯টা থেকে মাতৃ সৎসঙ্গের সময় রাখা হয়েছে। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন আর ভক্তবৎসলা জননী অতি সহজ সরল ভাষায় ভক্তদের প্রশ্নের সমাধান করছেন। কখনও বা কোনো ভক্তের আবেদনে মা সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করতে শুরু করলেন। একদিন যোগেশ ব্রহ্মচারিজীর প্রশ্নে ছলিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠার অলৌকিক ঘটনাটি সংক্ষেপে বলেছিলেন। এইরূপে মাতৃ কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়ে ব্রতীরা যে যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

এই একইরূপে ৭দিন ব্রতীরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করে দুবেলা ধ্যানে যোগদান, মহাত্মাদের প্রবচন শ্রবণ ও মাতৃ-সৎসঙ্গের পরে শয্যাগ্রহণ করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার অন্যান্য বার থেকে তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজন ১২টার সময় হতো। প্রথম দিন গঙ্গাজলের পর ক্রমশঃ ৩দিন আনন্দময়ী ব্রহ্মখিচুরী, খিচুড়ী, তরকারী সিদ্ধ ও পয়ফল, ব্রহ্মখিচুড়ী, খিচুড়ী ও সপ্তম দিন 'এ' ক্লাস ব্রতীদের গঙ্গাজল ও 'বি' ক্লাসের ঝোলভাত। এই হলো ব্রতীদের ভোজন-সূচী। রাত্রিবেলা 'বি' ক্লাস ব্রতীদের দুধ গ্রহণ সেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। খাবার ঘর থেকে শুরু করে অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্রতীরা লম্বা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। শত শত ব্রতীদের সে এক বিরাট লম্বা কিউ। যেনো অমৃতত্বের সন্তানেরা অমৃতত্ব পান করার জন্য কোন এক অজ্ঞেয়ের পথে পাড়ি দিয়েছেন। মায়ের দরবারে আজ ধনী দরিদ্র সব এক হয়ে গেছেন। উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার থেকে নিয়ে আশ্রমের মালী মজুররা পর্য্যন্ত সেই একই লাইনে দুধের জন্য দাঁড়িয়েছেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে মহাত্মাদের ভাষণ ও মাতৃ সৎসঙ্গ এইটি বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয়। মহাত্মাদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী অতি দুরূহ জটিল বিষয়কেও খুব সহজ সুন্দর কোরে বোঝান। ওনার একটি বাণী এখনও কর্ণকুহরে ঝংকৃত হচ্ছে—যে মানবমাত্রই ঈশ্বরের সন্তান ধর্ম্ম ও জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে। আমরা ঈশ্বরের প্রেমে যেনো সংসারের যাবতীয় বিষয়বস্তুর প্রতি নিরাসক্ত হয়ে উঠি। প্রাণীমাত্রের তদ্‌জ্ঞানে সেবা করাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যা কিছু কর্ম্ম করা হয় সব ভগবানের চরণে সমর্পণ করাই সাধন পথের অগ্রতম সোপান। এই ভাব নিয়ে চলতে পারলে মানব জীবন শোক-মোহ-ভয় থেকে চিরমুক্ত হয়ে যাবে। অখণ্ডানন্দজী বললেন "ভূত কালের চিন্তাই মানব জীবনে শোকের কারণ। যা গত হয়েছে তা আর আমরা কোনোদিনই পাব না, অতএব চিন্তা করা বৃথা। বর্ত্তমানকে ধরে রাখার ইচ্ছাই মোহ। মানব ভুলে যায় যে যার সাথে একবার সংযোগ হয়েছে, তার সাথে বিয়োগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।" তাই তো কবি গেয়েছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐই পৃথিবীর রঙ্গ,
এই আছে, এই নাই ক্ষণিকের সঙ্গ ॥

কিন্তু আমরা অজ্ঞানবশতঃ চিরচঞ্চল বর্ত্তমানকে নিজের করে রাখতে চাই ও মোহ-পাশে আবদ্ধ হই। ভবিষ্যতের চিন্তার দ্বারাই মানব ভয়ের বশীভূত হয়। এইরূপে আমরা দেখতে পাই, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তাই ক্রমশঃ মানবজীবনের শোক, মোহ ও ভয়ের কারণ। যিনি বিচারবান তিনি একটু বিচার করলেই শোক-মোহের অতীতে যেতে পারেন।

স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী বললেন "মানব-জীবনে সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন বলা হয়েছে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" সুখে দুঃখে যিনি সমরস থাকেন তিনিই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে কথিত আছে "সুখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে, দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে।" অর্থাৎ যখন মানব জীবনে দুঃখের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝতে হবে নিজের অর্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, এবং দুঃখ এলে বুঝতে হবে যে স্বকীয় পাপের নাশ হচ্ছে। সুতরাং বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাণীমাত্র প্রারব্ধ বশতঃ সুখ দুঃখের সম্মুখীন হয়। যাঁরা বিচারশীল তাঁরা অতি দুঃখেও ধীর স্থির থাকেন।" তাই তো কবির ভগবানের চরণে এই আকুল মিনতি—

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে,
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

স্বামিজী বললেন "এই জগতে যা কিছু আমরা দেখতে পাই সবই সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের রূপ। তাই তো বিশ্বসৃষ্টি এত সুন্দর, এত প্রাণবন্ত।

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের হৃদি-আসনে বিরাজমান সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষই আমাদের দ্বারা সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করছেন।" কবিগুরুর অপূর্ব্ব ছন্দটি স্মৃতিপথে ধরা দিল—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর ॥

মহাব্রতের সপ্তম দিন আমেরিকান্ মাতৃভক্ত স্বামী নির্ম্মলানন্দ নিজের ভাষায় সদ্‌গুরু ও সৎনামের বিষয়ে খুব সুন্দর বললেন। মাতৃ সৎসঙ্গের সময়টুকুর জন্য সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করতেন। মা তো মহাত্মাদের সামনে সবসময় নিজেকে "ছোটী বচ্চী" বলে সম্বোধন করেন। একদিন যোগেশ ব্রহ্মচারিজী মাকে বললেন "মাঁ তুম তো হমারী জগজ্জননী হো, তো বচ্চী কৈসে ?" এই শুনে মা হাসলেন। এই প্রসঙ্গে নির্ম্মলদা খুব সুন্দর একটি ঘটনা বললেন। ঘটনাটি এইরূপ—মা যখন দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সঙ্গে হরিবাবা ও অবধূতজী এক জায়গায় ২/৩ মাইল দূরে একটি বৃদ্ধ সাধু মার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মা ও কাউকে কিছু না বলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধটির মাতৃদর্শনে আনন্দে দুনয়নে অশ্রুবর্ষণ হতে লাগল ও তিনি গদগদ কণ্ঠে মা মা নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। মা বললেন "বাবা! যহ শরীর তো তুম্হারী ছোটী বচ্চী হৈ।" তবুও বৃদ্ধটি মাতৃনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। বৃদ্ধটি যতবারই মা বলছেন মাও ততবারই নিজেকে দেখিয়ে "তুম্হারী ছোটী বচ্চী" বলতে লাগলেন। শেষে বৃদ্ধটি বললেন "হাঁ মাঁ প্রলয়কালমেঁ তথা সৃষ্টি কে পহলে ভী জো বচা রহতা হৈ বহী বচ্চা রহনে বালা তুম বচ্চী হো। গল্পটি শুনে সবাই খুব আনন্দিত হলেন। মা একদিন ধ্যান ও জপের সুন্দর অর্থ করে বোঝালেন, ধ্যান অর্থাৎ ধরো ও নেও। জপ অর্থাৎ যা পাও। আরেক দিন মা ভক্তদের আবেদনে "জগদ্‌গুরু শরণং মম নমো নমঃ" এই পদটি অপূর্ব্ব ভাবে গাইলেন। একদিন মাতৃ সৎসঙ্গের পরে মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুমাল বিতরণের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম। মা উঁচু চৌকিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তরা নীচে উর্দ্ধবাহু হয়ে মার হাত থেকে রুমাল পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। একটি উঁচু সিঁড়ি থেকে মায়ের রুমাল দেওয়া দেখছিলাম। সেখান থেকে শুধু মাত্র মাকে ও ভক্তদের হাজার হাজার হাতই দেখা যাচ্ছিল। মায়ের সেই অপরূপ রূপ দেখে ভগবানের সহস্র বাহুর সুন্দর ছবিখানি মানসপটে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এমনি করে মহাত্মাদের ভাষণ ও মাতৃ সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে সংযম সপ্তাহের ৭টি দিন অতিবাহিত হলো। ৯ তারিখ মহাব্রতের সমাপ্ত দিবস। রাত্রিবেলা পৌনে বারটা থেকে সওয়া ১২টা পর্য্যন্ত মহানিশার ধ্যান হলো। ধ্যানের পরে ভক্তরা একে একে মাকে প্রণাম করলেন। করুণাময়ী জননী শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রাত দেড়টা পর্য্যন্ত হল ঘরে বসে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করলেন।

পরের দিন হোমান্তে মহাব্রতের অবসান হলো। সবাই কপালে যজ্ঞের টীকা লাগালেন। এর পর মাকে প্রণামের পালা। ভক্তরা সব সারি বেঁধে মায়ের চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে মায়ের হাত থেকে ফল নিলেন। যেনো কৃপাময়ী জননী সন্তানদের কঠোর সাধনায় প্রসন্ন হয়ে সদ্য অপবর্গরূপ ফল প্রদান করলেন। এখানেই সংযমসপ্তাহ-মহাব্রত-কথার ইতি করলাম।

এই প্রবন্ধের শেষে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাই যেনো আমাদের জীবনে একমাত্র পরমাত্মস্বরূপ রূপে প্রকাশিত হন এই প্রার্থনা সহ মায়ের চরণে প্রণতি জানাই—

তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলন-পূর্ণিমা

শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

বুঝি এতদিনে পড়্‌ল মনে
এলে তুমি মা
তব চরণ-ছোঁয়ায় আজ যে হেথায়
মিলন-পূর্ণিমা !
সবার প্রাণে জাগ্‌ল আশা
মা'কে দেখার পাওয়ার নেশা
ঘুচিয়ে দিল অমানিশা
ঐ মধুর প্রতিমা ;
আজ যে মায়ের আগমনে
মিলন-পূর্ণিমা !!

শঙ্খ বাজে গভীর স্বনে
উঠ্‌ল উলু-ধ্বনি,
পুলক জাগায় সকল প্রাণে
মা'র আগমনী।

সবাই আনে ফুল আর মালা
গন্ধ ধূপ দীপ পূজার থালা
আনন্দ আজ খুশীর মেলা
কী মায়ের মহিমা !
সকল পরাণ কর্‌ল আলা
মিলন-পূর্ণিমা !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনের বেশে একটি পাশে
　　ছিলাম দাঁড়ায়ে
মায়ের হাসি হিয়ায় পাশি'
　　দিল জুড়ায়ে !

আমার হৃদয় পদ্মটিরে
দিলাম মায়ের চরণ 'পরে
—গজরাজের মতন ধ'রে—
　　নাও তা' তুমি মা,
শাশ্বত হো'ক হৃদয়-পুরে
　　মিলন-পূর্ণিমা !!

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রয়াণে শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

ইং ১৯৯৩ সালের ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের প্রাতঃকাল অধিমুক্ত বারাণসী ধাম—আহা, কি সুন্দর স্থান ও কাল। ভক্তপ্রবর শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত এই দিনে পরম কারুণিক ভগবান ৺বিশ্বেশ্বরের নিত্য লীলাধামে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হয়ে সানন্দে প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রস্থানের কিছু আগেও বুঝিতে পারা যায় নাই যে তিনি আমাদের ছাড়িয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্বভাব শান্ত ও গভীর ছিল ; শান্তভাবেই সকলের অজানাতেই অনন্তপথের যাত্রী হইলেন। শেষ সময়েও তাঁহার প্রশান্ত এবং সমুজ্জ্বল মুখমুদ্রা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন 'যোগীরাজ চলে যাচ্ছেন'। সত্যই তিনি সংসারী জীবন যাপন করিলেও অন্তরে অন্তরে অযোগীর নির্লিপ্ততা জাগরূক থাকিত।

পূর্ব্ববঙ্গের, অধুনা বাংলাদেশ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন কাল হইতেই এই ধামরাই গ্রাম বস্ত্র শিল্প (মস্‌লিন) ও বাসনের জন্য বিখ্যাত তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে এই গ্রামের মাধব ঠাকুর। এই মাধব ঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও প্রসাদ প্রাপ্তির জন্য প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পুণ্যার্থীদের আগমনে এক মহান তীর্থে পরিণত হইত। শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় এই গ্রামে ১২৯৯ সালের ২৫শে ভাদ্র ইং ১৮৯২ শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সত্যবাদী, ধর্মভীরু ও স্বল্পভাষী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৩/১৪ তখন স্থানীয় জনৈক বালকের সঙ্গে (যিনি পরবর্ত্তী কালে সাধু শান্তি নাথ নামে পরিচিত হন) ঢাকা হইতে সুদূর গোরখপুরে চলিয়া যান এবং নাথ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা গম্ভীর নাথজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। বহুদিন বাদে তাঁহার দীক্ষার কথা সকলে জানিতে পারে।

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন এবং আইন সাহিত্যেও বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে বহুকাল অধ্যাপক ছিলেন। ঐ সময় কয়েকটি আইন গ্রন্থও রচনা করেন।

শ্রীদত্তগুপ্ত মহাশয়ের জীবন ধারায় যিনি এক নূতন প্রবাহ আনিয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহার করুণাধারার স্বচ্ছন্দ স্পর্শ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পাইয়া ধন্য হইয়াছেন তিনি—'শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'। অতি অল্প বয়সে সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র পাইয়াও দীক্ষা লাভের কয়েক বৎসর পরে গুরুর দেহত্যাগ করায় সদ্‌গুরুর সাহচর্য্য ও উপদেশ লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ দত্তগুপ্ত মহাশয় পান নাই। এই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। বাংলা ১৩৩৮ সালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। এই দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই সময় হইতে ১৩৬৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত ভাবে যাহা শুনিয়াছেন তাঁহার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ ডায়রীর প্রথমাংশ পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে তাঁহার জীবিত কালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড আনন্দবার্ত্তায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ড আনন্দবার্ত্তায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীদত্তগুপ্ত মহাশয়ের লেখা বড়ই সরল সহজ অথচ ভাব গম্ভীর। শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশামৃত মার ভাষাতেই যথাসম্ভব বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহার অগ্রজ শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের বাড়ীতে চলিয়া আসেন। কোথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিবেন স্থির করিতে না পারায় শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হন। শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে কাশী আশ্রমে ছিলেন। মা দত্তগুপ্ত মহাশয়কে কিছুদিন কলিকাতায় ও কিছুদিন কাশীতে থাকিতে বলিলেন। এই ব্যাবস্থা তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি মাকে বলিলেন "একেই ত উলঙ্গ করিয়াছ তাহার পর হাতে যাহা কিছু টাকা পয়সা আছে তাহাও রেল কোম্পানীকে দিবার ব্যবস্থা করিলে।" মা একটু হাঁসিয়া "উলঙ্গ করিয়াছি নাকি বাবা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅমূল্যবাবু—বাকীই বা কি রাখিয়াছে! বাড়ীঘর টাকা পয়সা সমস্তই ত গিয়াছে, শুধু ক্একখানা কাপড় লইয়া ঢাকা হইতে চলিয়া আসিয়াছি।

মা—'ভালই হইয়াছে, সন্যাস হইয়া গেল'

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এই সব কথার সার্থকতা শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের পরবর্ত্তী জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৫৫ সালে শ্রীদত্তগুপ্ত সপরিবারে কাশী চলিয়া আসিলেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি কাশীবাস করিয়া মাতৃসঙ্গ লাভে ধন্য হয়েন। ইঃ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দত্তগুপ্ত মহাশয় উচ্চ রক্ত চাপে আক্রান্ত হন। তাহার পর হইতে ইহলীলা সংবরণ করা পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮ বৎসর অসুস্থ অবস্থাতেই ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাহ্যতঃ তাঁহার কোনও ক্রিয়া, জিজ্ঞাসা বা চাওয়া ছিল না। এই দীর্ঘকালীন অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহাকে কখনও অপ্রসন্ন দেখা যায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সব সময়েই বলিতেন 'ভাল আছি'। সময় সময় এমন ভাবে কথা বলিতেন তখন মনে হইত না যে তিনি অসুস্থ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি কি মাকে ভুলিয়া গিয়াছেন'। তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিয়াছেন 'মাকে কি কেহ ভুলে? মার প্রতি তাঁহার শিশুর মত নির্ভরতা ছিল আর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। মা যাহা করেন তাহা আমাদের কল্যাণের জন্যই করেন—এই বিশ্বাস তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল। শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীমা কাশীতে আসেন। সেই সময় যে কয়দিন মা কাশীতে ছিলেন সব সময়েই অমূল্য বাবুর কথাই বলিতেন। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "বাবা গৃহস্থ হয়ে শিক্ষা দিয়ে গেল কি করে ভোগের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকা যায়। সন্যাসী যেমন কুটিয়া করে সৎকাজ নিয়ে বসে যায় বাবাও তেমনি বসে গিয়েছিল। সৎকাজ পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্থানে চলে গেল। লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় এই তিন বন্ধন থেকে মুক্তি হয়ে গিয়েছিল। তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর 'এ শরীর সর্ব্বদাই সঙ্গে ছিল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shree Shree Anandamayee Charitable Society

BHADAINI, VARANASI - 221001

Dear Brother/Sister

You are aware that Shree Shree Anandamayee Sangha, which was registered in 1950, had also been carrying on diverse charitable activities.

As the Sangha has grown up considerably and its charitable activities have also been expanding rapidly, it was deemed desirable by the Sangha to form a Charitable Society which would ensure more efficient and effective management of its expanding activities.

Accordingly, a Society under the name "Shree Shree Anandamayee Charitable Society" has been registered on 29. 3. 73 under the Socieites Registration Act No. XXI of 1860.

Shree Shree Anandamayee Sangha has since transferred its following activities to the Society :—

(1) Mata Anandamayee Hospital

(2) Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth

(3) Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth

(4) Publications including the Magazine 'Ananda Varta'

(5) Shree Shree Anandamayee Karuna

(6) Stipends

May we request you, as a devotee of Mother, to kindly enrol yourself as a Member of the Society and help us develop these Institutions with your valuable advice and guidance.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We may mention that for the time being we can only offer the following privileges to the Members of the Society ;—

(1) Free Issues of our Qly. magazine "Ananda Varta" as and when published.

(2) Individual intimation about :

(1) Mother's Birthday Celebrations

(b) Durga Puja

(e) Samyam Saptaha Mahabrata

Kindly fill up the attached Application form and return it to the General Secretary, Shree Shree Anandamayee Charitable Society, Bhadaini, Varanasi--221001.

Yours in service of Ma

Swami Bhagavatananda
General Secretary

Dr. Triguna Sen
President

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Shree Shree Anandamayee Charitable Society

Head office :—**BHADAINI, VARANASI-1**

To

THE GENERAL SECRETARY,
SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
Bhadaini, Varanasi—1.

Dear Sir,

I wish to enrol myself as a member of Shree Shree Anandamayee Charitable Society.

I agree to accept the aims and objects of the Society as laid down in its Memorandum of Association and to abide by its rules and regulations.

I am not a minor.

I remit herewith Rs. ______________(Rupees ______________ ______________) only as my annual subscription including the admission fee of Rs. 101/-

Yours faithfully,

Date :

Full Name ____________________________

(Address) ____________________________

____

Admission Fee	Rs. 101/-
Annual Ordinary Membership Fee	Rs. 51/-
Life Membership Fee	Rs. 2500/- for Individuals
Life Membership Fee	Rs. 5,000/- for Institutions

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni "	...	...	1.00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XVIII		...	52.00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.50
Amar Vāni	...	...	6.00

BENGALI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Mātri Vāni	..	...	0.75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVI		...	45.50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha		...	1.50
Akhanda Mahayājna " "	...	...	2 50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	...	2.50
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayananda Tirtha		...	2.00
Viveka Churamani " " "			3.50

GUJRATI

Mātri Darshan—"Bhaiji"	...	1.50
Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vāni" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I	...	4 00
—Vol. II	...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji" ...		...	6.00
Matri Vani (Sayings)	2.00	Special edition	3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Do.	7.50
Mother as Seen by Her Devotees	5.50	Special edition	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji.		...	10 00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	2.00

PHOTOS

Photos—various sizes	...	0.50 to 15.00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 1727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

জন্মোৎসব সংখ্যা

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARAS

বর্ষ ২১] এপ্রিল, ১৯৭৪ [সংখ্যা ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Statement about ownership and other particulars about newspaper

ANANDA VARTA

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1
2.	Periodicity of its publication	Quarterly
3.	Printer's Name (Whether citizen of India) (If foreigner, state the country of origin)	Swami Chinmayananda Yes X
4.	Publisher's Name (Whether citizen of India) (If foreigner, state the country of origin) Address	Shwami Chinmayananda Yes X Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1
5.	Editor's Name (Whether citizen of India) (If foreigner, state the country of origin)	Brahmachari Nirmalananda Yes X
6.	Address	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1
	Names and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Shree Shree Anandamayee Charitable Society (Regtd.) Bhadaini, Varanasi-1

I, Swami Chinmayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Swami Chinmayananda
Signature of Publisher.

Dated 1-4-74

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varaṇasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.........
Shri Shri ...

ওঁমা

মান্যবর !

পরম আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের ৭৯তম শুভ জয়ন্তী মহোৎসব আগামী ৩রা মে হইতে ৯ই মে, ১৯৭৪ পর্য্যন্ত শ্রী ও শ্রীমতী প্রতাপসিংহ মথুরাদাস ভিশানজীর সাদর আহ্বানে ও শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে অন্ধেরী, বম্বেতে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র উপস্থিতি আশা করা যাইতেছে।

এই সপ্তাহব্যাপী পুণ্য পর্ব্বে সম্মিলিত হইবার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

ভবদীয়
দুর্গা সিং
সভাপতি
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ

বারাণসী ধাম
১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

১। বিস্তারিত কার্য্যক্রম উৎসব মণ্ডপে প্রতিদিন সূচিত করা হইবে।

২। যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আগমনের সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছাইলেই তদনুসারে ৩রা মে হইতে ৯ই মে পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার চেষ্টা করা হইবে।

৩। পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা :

স্বামী পরমানন্দ
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম
ভদৈনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

আনন্দ বার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ…অধ্যক্ষ
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম৹এ৹, পি৹আর৹এস, ডি৹লিট্
ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম.এ,, পি. এইচ. ডি
ব্রহ্মচারিণী আত্মানন্দ
ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম৹ এ৹, শাস্ত্রী

❀ বার্ষিক চাঁদার হার ❀

ভারতে —সাত টাকা (সডাক)

বিদেশে — (সি মেলে) —১০ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১৫ শিলিং অথবা ২ ডলার

— (এয়ার মেলে)—২৫৲ টাকা অথবা ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং (ইউরোপ)

— ৩৫৲ টাকা অথবা সাড়ে পাঁচ ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Coming out shortly :

MĀ ANANDAMAYI LĪLĀ

Memoirs
of
Sri Hari Ram Joshi

Sri Hari Ram Joshi was one of Mataji's foremost devotees for thirty-six years. Shortly before passing away in 1970, he dictated his reminiscences. The major portion of the book is a description of Joshiji's very interesting personal experiences about :

* Kamala Nehru's first darśana of Mataji in 1933
* Mataji's visit to Sewagram and Her meeting with Gandhiji in 1942
* Bhaiji's last days and his mahāsamādhi in 1937 and Bholanathji's in 1938
* The stories of Mataji's first American devotee and of a staunch Mahammedan bhakta
* Many other fascinating incidents

The author's sincere love and adoration for Mataji are tangible throughout the narrative and conjure up Her Presence.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
BHADAINI, VARANASI--221001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী, এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রাহককে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হয়। আগামী বর্ষের চাঁদা ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্যালয়ে পৌঁছান দরকার।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথা সময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট, এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমুলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করিতে পারিবেন।

* 'আনন্দবার্ত্তা'য় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক্ কমিশন বাবদ অতিরিক্ত ২৲ টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা —
জেনারেল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি
(পাবলিকেশান্ একাউন্ট্)
ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনা পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা —
সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা'
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
কালকাজী, নিউদিল্লী—১১০০১৯
ফোন—৬৩১৩৭৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১। মাতৃবাণী ৭৩

২। পরশন —অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ ... ৭৬

৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী —ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য ... ৯০

৪। তীর্থ-দর্শনে —"সুনির্ম্মল" ... ৯৯

৫। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ —শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... ১০৪

৬। "যুগের আলো" —শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় ... ১১১

৭। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-দর্শনে দিব্য-দেহ—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ ... ১১৩

৮। অহৈতুকী করুণা —শ্রীত্রিগুণা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৬

৯। আমার জীবনে মাতৃদর্শন —শ্রীবিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়... ১৩৫

১০। পুষ্পাঞ্জলি —শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায় ... ১৫০

১১। মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল কথা ১৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক্ কমিশন বাবদ অতিরিক্ত ২৲ টাকা পাঠইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা —
জেনারেল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি
(পাবলিকেশান্ একাউন্ট্)
ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনা পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা —
সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা'
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
কালকাজী, নিউদিল্লী—১১০০১৯
ফোন—৬৩১৩৭৮

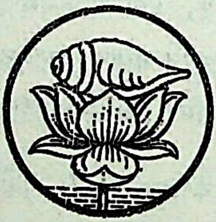

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১। মাতৃবাণী ৭৩

২। পরশন —অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ ... ৭৬

৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী —ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য ... ৯০

৪। তীর্থ-দর্শনে —"সুনির্ম্মল" ... ৯৯

৫। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ —শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... ১০৪

৬। "যুগের আলো" —শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় ... ১১১

৭। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-দর্শনে দিব্য-দেহ—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ ... ১১৩

৮। অহৈতুকী করুণা —শ্রীত্রিগুণা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৬

৯। আমার জীবনে মাতৃদর্শন —শ্রীবিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়... ১৩৫

১০। পুষ্পাঞ্জলি —শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায় ... ১৫০

১১। মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল কথা ১৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

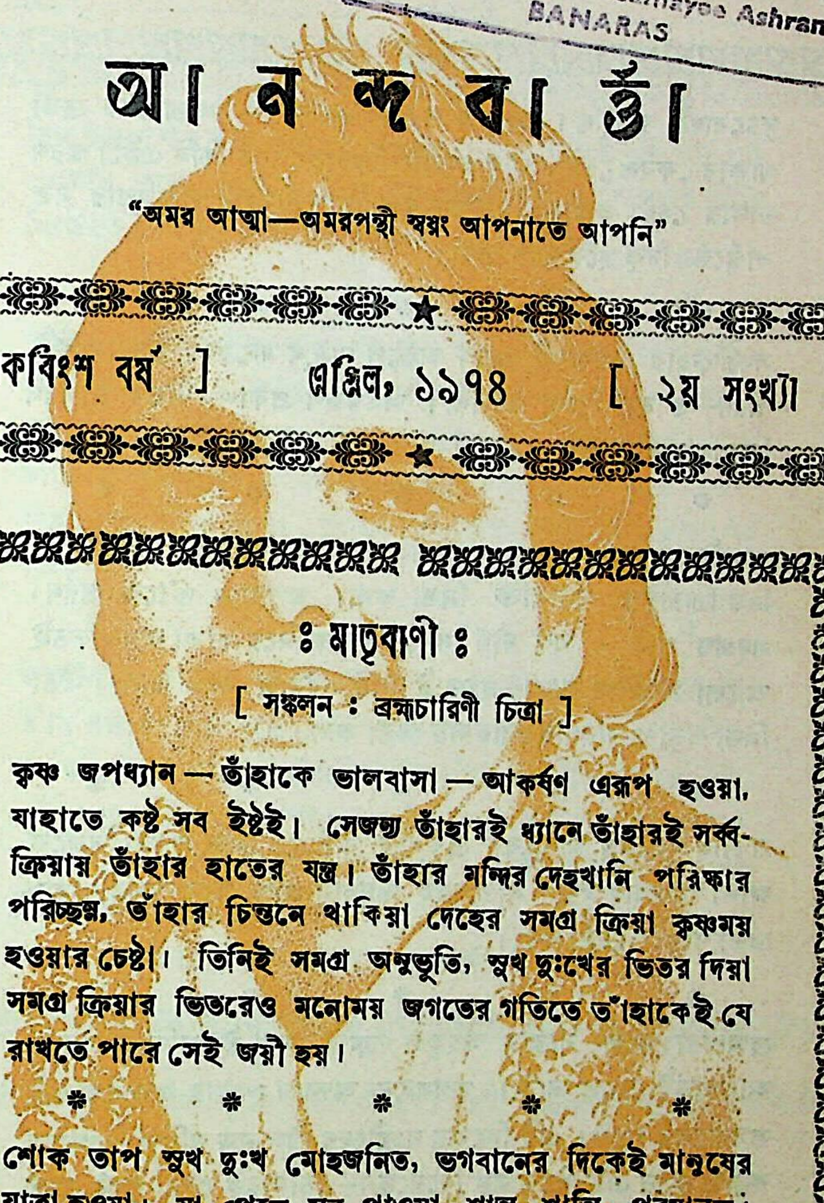

আনন্দ বার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

একবিংশ বর্ষ] এপ্রিল, ১৯৭৪ [২য় সংখ্যা

: মাতৃবাণী :

[সঙ্কলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

কৃষ্ণ জপধ্যান — তাঁহাকে ভালবাসা — আকর্ষণ এরূপ হওয়া, যাহাতে কষ্ট সব ইষ্টই। সেজন্য তাঁহারই ধ্যানে তাঁহারই সর্ব্ব-ক্রিয়ায় তাঁহার হাতের যন্ত্র। তাঁহার মন্দির দেহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাঁহার চিন্তনে থাকিয়া দেহের সমগ্র ক্রিয়া কৃষ্ণময় হওয়ার চেষ্টা। তিনিই সমগ্র অনুভূতি, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া সমগ্র ক্রিয়ার ভিতরেও মনোময় জগতের গতিতে তাঁহাকেই যে রাখতে পারে সেই জয়ী হয়।

* * * * *

শোক তাপ সুখ দুঃখ মোহজনিত, ভগবানের দিকেই মানুষের যাত্রা হওয়া। যা পেলে সব পাওয়া—শান্ত, শান্তি, পরমানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরবোধই দুর্বুদ্ধি। তৎবুদ্ধি যতক্ষণ না হয় — তৎভাবনায় ব্রতী থাকার কেবল চেষ্টা, সর্ব্বক্রিয়ায় ক্রিয়ারূপেতে তিনি এইটী স্মরণ রাখার চেষ্টা হওয়া। মোহজনিত দুঃখভাবনায় বৃক্ষলতার মত বর্দ্ধিতের দিক্ হয়ে মনে রাখা।

* * * * *

সর্ব্বক্রিয়ায় ভগবানই রূপে অরূপে মানুষ মাত্রেরই ভগবানকেই স্মরণ—তাঁহার কৃপা প্রার্থনা। সৎস্বরূপ প্রকাশ—অন্তর জাগরণ ক্রিয়ায় ব্রতী থাকা।

* * * * *

সত্যই যে আলো চায়—ভগবান না দিয়া থাকিতে পারেন না। নিজ ক্রিয়াটুকু যথাশক্তি নিত্য করা। জপধ্যান তাঁকে স্মরণ। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ — যত দীর্ঘ সময় তাঁকে নিয়ে থাকা যায়—ততই আলো পাওয়ার যাত্রা—হওয়াই চাই - ইহাই মনে রাখা। গীতা নিত্য পড়া ও বারবার বোঝবার চেষ্টা করা।

* * * * *

সত্যানুসন্ধানই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজ কর্ত্তব্য নিজকে জানা পাওয়ার জন্য। মানুষেরই ভগবান লাভ, পরমপথের যাত্রায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করা।

* * * * *

ব্রহ্মচারী ছেলে, যাত্রার অনুকূল ক্রিয়া, সেবা ইত্যাদিতে রাগকে আসিতেই দিতে নাই। ভগবানে অনুরাগ হওয়ার জন্য তো এই ভগবানের পথে। এই দিকের যাত্রীদের দীন নম্র সহিষ্ণু—ভগবান করুণা করে এই দিকে মন দিয়েছেন—তোমারই কৃপা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ কুভকর্ম্মের ফলে দুঃখ পাওয়া হয়। দণ্ড দিয়েও যদি আমাকে তোমার করে নেওয়ার ইচ্ছা হয় তাই করা। স্থির ধীর ভাবে নিজেকে চালিত করার চেষ্টা। স্মরণ করতে করতে সেবা।

* * * * *

যতক্ষণ তাঁহার অনুভব না হয় ততক্ষণ তাহার ক্রিয়া ছাড়িতে নাই। এইটি মনে রাখা। জপে ধ্যানে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যে ভাবে জপ ধ্যান করছে তাহা যাতে সর্ব্বক্ষণ হয় চেষ্টা। তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেন না এ হতে পারে না।—সময় নেয়—নিজকর্ম্মে তীব্র ক্রিয়া যেখানে তীব্রগতি—সেখানে প্রকাশের অনুকূল।

* * * * *

ভগবানকে ডাকবে ও তাহার ফল হবে না এ হতেই পারে না। তাঁর সন্তান ধুয়ে মুছে তিনি ন্যান তো। তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকো। যথাশক্তি, সর্ব্বশক্তি দিয়ে তাঁহাকে নিয়ে থাকার চেষ্টা। তাঁর চরণে নিজকে লাগানো। তিনি স্বয়ংই তাঁর ক্রিয়া দেন—ক্রিয়াতীত করবার যাত্রী তৈরী করেন। তাই যথাশক্তি যে দিকে চিন্তা করিলে মন প্রান ঢালিয়া দেওয়া যায়—সেরূপ চিন্তা নিয়া মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়ার চেষ্টা।—সময় চলিয়া যাইতেছে।

নববর্ষের বাণী

নববর্ষ — নূতন জীবনে ভগবৎ-পথের যাত্রী হয়ে নূতন নূতন পরিস্থিতি প্রাপ্তির চেষ্টা হওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

কেন যে প্রাণ কাঁদে তা প্রাণ জানে না। বলতে পারিনে, আমি বোঝাতে পারিনে। দুইবেলা দুইমুঠো জোটে যেন, এ-কান্না তার জন্যে নয়। কবে 'দেহ'-বলা এই 'দে-না'র মিটবে সকল পাওনা, সে কান্না নয়। বুকের পাথর ঠেলে নিবিড় উৎস থেকে দুইচোখে গুমরে আসে জল।

কথা নয়, ব্যথার নীরব ভাষায় স্ব-জনদের দেখি। বুঝি; মাতৃদর্শন পেয়েছেন যারা, সাগর-ফেরা যাত্রী তারা। সাগর স্নানে চোখ তাদের এমনই হয় রাঙা।

আড়ালে পেয়ে বাউল বললেন, গুরু তোমার হৃদয়ব্যথা ঝরায় দু'নয়ন। এই আশার-বাসার আনবে সর্ব্বনাশ। সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সর্বস্ব হয়ে থাকবেন তিনি।

"তোমাদের যদি সর্বনাশ হইত তবে ত অতি মঙ্গলের কথা।...শোন একটা কথা, এই মেয়েটা কোন শরিক থাকতে দিবে না, একেবারে একা, ষোল আনা চাই।" এ শ্রীমায়ের কথা।

এই কথা তাঁর, যিনি এ কথা বলতে পারেন।

এই শাসন তাঁর, যিনি সোহাগ করেন।

---

* এই রচনায় উদ্ধার-চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং মায়ের উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধা এক মহিলা বললেন বাষ্পাকুল চোখে, এক একবার এসে মা, প্রাণে শুধু আগুন জ্বালিয়ে যাও।

"আগুন যে ভাল জ্ব'লে না, মা। ঠিক জ্বলার মতন জ্বললে যে সব ভস্ম হইবে, আর জ্বলাজ্বলির প্রশ্ন থাকিবে না।"

আগুনের পরশমণিতে ধন যাবে, জন যাবে ?
কিন্তু এ ধন যার ঘরে নেই তার কিসের জীবন ?

"ধন বলিলেই নিধনও আছে। যাহা হারায় না তাহাই স্বধন। সাধন মানেই স্বধন।"

বাঁধন যে প্রাণে বসে গেছে মা ! ছাড়াতে চাই, ছাড়াতে চোখে জল আসে !

"এটা ছাড়িব ওটা ছাড়িব ইহা ভাবিও না। এক নাম ধরিয়া থাক, দেখিবে সব আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। ধীরে ধীরে যাহা যাইবার যাইবে, যাহা আসিবার তাহা আসিবে।"

আমার সাজানো বাগান শুকিয়েই যাবে যদি, তবে এত-ফুল কেন ফোটালে, এত মধু তাতে ভ'রে দিয়ে ? একি কম পরিতাপ ?

"ভগবানকে লাভের জন্য এই যে তাপ-সহা হয়, ইহাকেই তপস্যা বলে। এই তাপ সহনই ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। যেমন দেখ না, যজ্ঞ করিতে যাইয়া আগুনের তাপ সহন করিতেছ আবার সেই অগ্নিতে আহুতি দিতেছ।"

"এ হৃদয় নিত্যের আসন, তিনি এই আসনে আছেনই। যার আসন তাকে না বসাইয়া তার আসনে অনিত্য অর্থাৎ যে জিনিষের আসা যাওয়া আছে তাহাদিগকে বসাইলে তার আসনের সম্মান রাখা হইবে কেন ? সেই অনিত্য জিনিষের আসা যাওয়া আছেই, কাজেই কষ্টভোগ, ব্যথা পাইতে হয়।"

তিনি কি কথা বলে তাঁর কথা বলবেন না, শুধু ব্যথা দিয়ে তাঁর কথা বলবেন ? প্রাণ ফেটে গিয়ে তবে ফুল হয়ে ফুটবে ?

"তিনি নির্মম নহেন; সুখ দুঃখ সব অবস্থার ভিতর দিয়া তিনিই পূর্ণ করিয়া নিবেন বলিয়া এসব দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া নিতেছেন। তাহা ছাড়া আরও কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে তিনি নিজেকে লইয়াই নিজে খেলা করিতেছেন, এই তাঁহার লীলা।"

চোখ মেলে মায়ের কথা শুনি। সব ভুলে কেবল শুনি। চোখে আসে জল, চোয়ানো অশ্রুধারা। ঝর্ণার ধারা। কোথায় যাবে তা জানে না, কিবা তার গতির পরমগতি! তবু, যেদিকেই যাক ঝর্ণার আর্দ্র-ধারা ঝিকমিক করে, তার জলে ছায়া ফেলে বিশ্বরূপ দুলে দুলে ওঠে!

সেই দরশন-পরশনে শিহরণ জাগে। ঝর্ণার বুকে ঢেউ কাঁপে।

সেই মূরতি চোখের পরে বুকের পরে নিয়ে একটানা স্রোতরেখা প্রাণঢালা প্রণামের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকে। অনন্তের ছবি তার জীবনে এসে খেলে।

মায়ের জন্যে ব্যথা লেগে আসে যে চোখের জল, সেই জলেই আবার মায়ের ছবি ভাসে। যেদিকেই মেলি দুই চোখ, তাঁর ছবি ছায়ার মতো ভাসে। কখনো বা রূপে-রূপে আভাস লেগে রয় অপরূপার। চোখের কোণে কতোদিনে জমেছে যে জল, তার পরে ফুটে থাকেন রাঙা পদ্মটি!

"সর্বরূপে তিনিই তো। সবই তো তাঁর মধ্যে; তিনিই তাকে নিয়েই।"

তাঁরই অনিমেষ আঁখি নীলিমার নীলে চোখ মেলে চেয়ে আছে। পল্লবে ফুলের রাশি তাঁরই ফোটা হাসি, বাতাসের দোলা লেগে কীর্তনে মায়ের ছন্দে দোলে।

যতো ছেলে-মেয়ের খেলায় তাঁর আনন্দ বেড়ায় হেসে ভেসে। কাঁদেন তিনি, কাকেও যখন কাঁদাই ব্যথা দিয়ে।

চোখ পেতে থাকি।

দেখি, আমার ঘুম-ভাঙা প্রাণ দৃষ্টি মেলে থাকে তাঁকেই দেখার খোঁজে, যাকে পেতে খুঁজতে হয় না কোথাও। অনন্ত এই রূপ-রেখার বর্ণ-গন্ধের ভিতর দিয়ে যখন দেখি লীলার আনন্দকে, তখন তাঁকে চিনি। তিনি আনন্দঘনমূর্তি আনন্দময়ী। কখনো গন্ধে জেগে আবার মিশে গিয়ে, কখনো পথের লম্বা-রেখা হয়ে দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে, কখনো পবন হয়ে পবনবেগে হা-হা করে দূরে মিলিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীমা ফেলে অসীম হয়ে দাঁড়ান, আমার চোখে ধরা দিয়ে নিজেকে তিনি চিনিয়ে দেবেন বলে।

"তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। তিনিই যে সব—সর্বভাবে ও রূপে। একেতে যিনি থাকেন, ভাগে ভাগেও তিনিই হন।"

"একই চৈতন্য-সত্ত্বার মধ্যেপশু পক্ষী, গাছপালা। যেমন এক শূন্যের মধ্যেই আমরা আছি, শূন্য স্থানটা কাটিয়া ভাগ করা যায় না—ঠিক তেমনি।"

(২)

অনুভব বোলন' না যায়।

জানা জগৎ দেখব বলে আমি মেলি চোখ, সেই চোখ মাকে দেখে পলক ফেলে না। দেখি, চেনাদের যতো চিনতাম ততো চিনতাম না। চেনার সীমায় আছেন অচেনা, আমাকে বিস্মিত করতে সেজেছেন নিজেই বিস্ময়। দৃষ্টি জুড়ে রয়েছেন বসে। যতো তাঁকে বসা দেখি, আমি নিজেই উঠে বসি এতদিনের ধারণা সব বিসর্জন দিয়ে।

এ তো কল্পনা নয়, মায়ের নকল করে কথা বলাও নয়।

আমার ঘরে আধা বাইরে আধা। দূর-বুদ্ধিতে পড়ে আছি। এ অবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের শুদ্ধ প্রেরণা, সত্য দর্শন—হবার যা নয়, তা কি কখনো হয়! বিচার এসে মায়ের দানের বিচার করতে চায়—এত যে মোহন দরশন-পরশন, এত যে নয়নবারি, এরা কি আমারই ধারণা শুধু? আমার গড়া আমার ঈশ্বর?

আসে সন্দেহ, আসে সংশয়, মহা-অশান্তি লাগে।

তবু বিশ্বাস জাগে। মাকে দেখার আগে যখন আপন জোরে এক-হাত দেখিয়ে দেবার খেলায় মেতেছিলাম তখন এই দেখা ছিল কোথায়, এই নিতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদর্শন? মা প্রথম-দর্শনে প্রাণ কেড়ে নেন, প্রাণ কেড়ে নিলেন। নিজের করে নিলেন আমার নিজের চেয়ে-দেখা, আমার বুদ্ধির বোঝা।

"ভগবচ্চিন্তায় ভগবানের নামে আপনা আপনি শক্তি প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব।"

এই হোল মায়ের পরশ। যে দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালতে গেলেও জ্বলে না, তাই মা চিত্তে জ্বালিয়ে দেন। নেবাতে গেলেও নেবে না আর, এমন আলো এই আলো। অহৈতুক কৃপা-ভরে এ-যুগে মানুষকে এই দিয়ে চলেছেন আনন্দময়ী। মানুষ দেখে কৃপাচক্ষে, মা করেন কৃপা। আমরা তা বুঝিনে সর্বদা। বাইরের হিসেবে মেলে না, কৃপা বুঝতেও কৃপা প্রয়োজন বলে।

"কৃ-পা কি? 'কৃ' মানে কৃত, তার অর্থ যাহা করিয়াছ, 'পা' মানে তাহা পাইতেছ। অর্থাৎ কিনা যেমন কর্ম তেমন ফল।"

মাগো. দূর-মতি আমার। কোনোদিন ও চরণ নিকটে ভাবিনি, এ প্রসাদ কি তার ফলে হবে?

"তুমি এখন এমন কোন কর্ম কর নাই যাহাতে এই ফল পাইতে পার, কিন্তু তোমার এমন কোন কর্ম ছিল যাহা এখন কর্মরূপে প্রকাশ না পাইলেও পূর্বে তোমার যাহা করা ছিল তার ফলস্বরূপ পাইলে।"

ওগো মা, জন্মে-জন্মে গোপনচারী দূর-বুদ্ধিরা অন্তরঙ্গ আমার; আমি যে কাঙাল জীবনে জীবনে।

নিজে ধরা না দিলে ধরা যায় না যাকে, এতক্ষণে তাঁর বুঝি করুণা হতে চায়। বলেন,

"আর এক দিক দিয়া দেখ, কৃ-পা যিনি করিতেছেন তিনি নিজে করিয়া তোমাকে পাওয়াইয়া দিলেন। সবটা তোমার কর্মের ফল নয়। যেমন একজন মজুর তোমার বাড়ীতে কাজ করিতে গেল, দুর্বল শরীরে বেশী কাজ করিতে পারিল না কিন্তু অভাব তাহার যথেষ্ট আছে, তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তাহার কর্মের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া দিলে, এই হইল কৃপা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কাজ করলে তবে তো আসবে তোমার কাছ থেকে পুরস্কারের কথা ? সকাল-সাঝে সকল কাজে তোমার কাজের কাজী আমি, এ বিশ্বাস মনে থাকে কই ! আমায় তুমি বুঝিয়ে দেও !

"আরও দেখ মোটরে চড়িয়াছ, মোটর একটু খারাপ হইয়াছে, ড্রাইভার ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঠেলিতেছ, এইভাবে সাহায্য করিয়া যথাস্থানে মোটর নিয়া গেলে আবার ভাড়াও দিয়া দিলে।"। এই বলে মা হাসতে থাকেন।

কেঁদে বলি, আমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীর ধুলোর পথে হেঁটে চলেছ তুমি, তবু জানি জগন্নাথের রথ তোমারই। সেই রথের ড্রাইভার হওয়া যাক, তার রশিটিও গা বাঁচাতে ধরি নি কোনদিন। দীক্ষাও তুমি দিলে না।

"দেখ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধও একটা বাঁধন সত্য, কিন্তু এই শরীরের সে সব এভাবে হয় না। আত্মায় আত্মায় তো সকলের সহিত বাঁধন আছেই, আবার নতুন করিয়া কি বাঁধন করিবে !"

মুক্তি-রূপা মাকে বাঁধব, সে বাঁধন কি মোদের আছে ? কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা নেই. কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি বাঁধাও নেই। চুপ করে থাকি।

"দেখ, যার যা দরকার হইয়াই যাইতেছে। কারণ মন্ত্র না দিলে যে হয় না, তাহা নয়। কি ভাবে যে কাহার কাজ হইতেছে তাহা বলা চলে না। কি রকম জান ? যেমন বীজ হইতে গাছ হইল, তারপর কলম করিয়া আবার গাছ করা হইল। বীজের দরকার হইল না, কিন্তু সেই কলমের গাছ হইতেই ফল ফুল সব পাইতেছে।"

যারা তাই পেয়েছেন, আমি দেখেছি সেই ভাগ্যবানদের এই দুই চোখে। মাতৃ-সৎসঙ্গে গুণগত বিপুল পরিবর্তনে তারা হয়েছেন যেন নতুন মানুষ ! কিন্তু আমার এক চোখ খোলে যদি, তো অন্য চোখ বুঁজে থাকতে চায়। সেই আমি পাব প্রসাদ ?

আড়ালে থাকা শেষ করে, মা আড়াল ভাঙা সুরু করে বলেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যেখানে পাওয়া, দেওয়া, কার্য কারণের ভাবের কথা থাকিবে সেখানেই এই জাতীয় সব ভাবের কথা আসে। আবার বাস্তবিক কথা শুন, একমাত্র ভগবানের যন্ত্রই যখন তখন কর্ম হইলে কৃপা আসে, তা আবার কি? একমাত্র কৃপাই সব। সেখানে কোন হেতু নাই।

"অহৈতুক কৃপাও হয়। তাহা কেন হয় এই 'কেন'র উত্তর নাই। এই শরীরের কৃপা রূপেও যদি কিছু দেখ, জানিও, তাহাও হইয়া যাইতেছে। আগুনের কাছে গেলে যেমন তাপ স্বাভাবিক। যদি কিছু এই শরীরের কৃপা ইত্যাদি দেখ, তবে তাহাই। এই শরীর দিয়া সবই হইয়া গিয়াছে।...বন্যার জলের মত আর কি! ভাসাইয়া লওয়া।"

তবে বলো, এই দরশন সব তোমারই পরশনে। তুমি নিজে হাতে করে দিয়েছ, এ ভাবলে এই মধু হয় আরও মধুময়।

মা বন্যায় টেনে নেবেন সাগরে। অহৈতুক এই কৃপা-বন্যায় ভেসে চলেছেন মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যারিষ্টার, জন-নেতা, ব্যবসায়ী—সব বন্যায় ভাসা বনস্পতি। ভেসেছেন তৃণগুল্মেরাও। কিন্তু ভাসতে ভাসতে কুলের মায়ায় আটকে গিয়ে কুল রেখেছি, শ্যামকে রাখিনি। কুলে বাঁধা তরু আমরা, মাতৃদর্শনের জোয়ার পেলে ভাসি, হাসি। ভাটার সময় কাদায় দাঁড়িয়ে করি কাঁদাকাটা।

ঝরা-পাতা গাছগুলি নেড়া ডাল আকাশপানে তুলে, শূন্যে হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকে—

ওপারে তুমি মা, এপারে আমি, মাঝে দুস্তর নদী যে!

কি দিয়ে রাখি তোমার পরশ-হরষ? এত বড় বুক কোথায় পাব, যেখানে মন্দির গড়ে নিত্যপূজা করি?

দেখ, একে পাইতে হইলে এক লক্ষ্যই হইল উপায়। কাপড়খানা কি ভাবে ধরিয়া রাখ? শোক, দুঃখ, ঝড়, বৃষ্টি যাহাই হউক কাপড়খানা ত ঠিকই রাখ। কাপড়টা রাখিতে হইবে এই আবশ্যকতা বোধ বিশেষ ভাবে হওয়ায় এমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে একটু নড়িলেই আবার ঠিক করিয়া রাখ। সেই রকম অভ্যাস দ্বারাই এই আনন্দও ধরিয়া ঠিক রাখা যায়।"

জননী কতোবারই তো শিশুর কোমরে কাপড় জড়িয়ে দেন। অবোধ ততবারই খেলায় ভুলে অঙ্গে মেখে ধুলোমাটি কাপড় কোথায় ফেলে আসে।

এ যেন সূর্য নিত্যই সকালে উঠে আঁধার ঘোচাতে চান; কিন্তু অহংকারের অট্টালিকায় আকাশ-ঢাকা শহরে যে আকাশে তিনি ওঠেন সেই আকাশেই হেঁটে হেঁটে অস্তে চলে যান। কে তাঁর খবর রাখে! এমন করে এ জীবন থেকে দিবস-দিবস করে মাস চলে গেছে, মাস-মাস করে যুগ চলে গেল, বৃথা আরও একটি দিন চলে যায়।

তখন স্বয়ং মাকে আসতে হয়।

সঙ্গী হয়ে সদাই থাকেন কাছে, আমরা কাছে যাইনে। তিনিই কাছে আসেন।

প্রাণে জড়িয়ে আছেন তিনি, তবু বাইরের পানে চাই। তাই বাইরের রূপে আসেন।

অসীম স্নেহে বলেন, "বাবা, তোমরাই ত এ মেয়েটার কোন খবর রাখ না।"

[৩]

যাঁর খবর রাখিনে সংসারের শত কাজের মাঝে, তিনি হয়ে উঠলেন খবর। কলকাতায় এসেছেন মা।

কতোদিন যিনি আসেন না, তিনি এসেছেন।

যার আসা-যাওয়া নেই, তিনি এসেছেন।

"এই যাওয়া আসা হইতেছে কি রকম জানিস? এই শরীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দ্বন্দ্বই নাই। ইচ্ছা প্রকাশটা যদি দেখিস তাহাও স্বভাবতঃ হইয়া যাইতেছে। তোদের এই ইচ্ছা নয় জানিস; যেমন বাতাসে কাগজখানা উড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া যাইতেছে। ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিচার, বুদ্ধি বা লোকে কি বলিবে—কিছুই এই ভাবের কাছে দাঁড়ায় না, যাহা হইবার হইয়া যাইতেছে।"

কান্তবাবুই এসে সংবাদটা দিলেন, শুনেছ তো, মণ্ডপে প্রতিমা এসে গেছেন। বাংলার শরীর মা এসেছেন বাংলায়, গিরিরাজের গৃহে উমা।

বললাম আগে জানান-নি তো! ভাবনার আঙিনা জুড়ে আগমনীর আলপনা আঁকতাম :

মা আসছেন মানে আসছে ভাগবত-সপ্তাহ, বা সংযম সপ্তাহ, বা গীতা-জয়ন্তী, বা অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ। মা'কে কোথাও ধরে রাখতে হলে এদের চাই। চিরদিনের নিয়ম। এ সব অনুষ্ঠান যেন ফোটা-ফুলের পাপড়ি, পরাগ, বর্ণ, গন্ধ—যাদের পরে লাবণ্য হয়ে নেমে আসেন মা।

রূপের অতীত যে লাবণ্যের নেই তনুর বাঁধন, পাপড়ি-পরাগের বর্ণ-গন্ধের সাজে সাধে ধরা দিয়ে তিনি ফোটেন।

ঠিক আমাদের বেশে আমাদের মধ্যে এসে তিনি বসবেন; মা তিনি যে মানুষেয় মাঝে! মা তিনি যে মায়েদেরও। মাথায় চুল চূড়া করে বাঁধা। মুখে অভয় হাসি, তাই দিয়েই অভাজনদের চোখে তিনি পরিয়ে দেন প্রেম-ভক্তির কাজল। মায়ের পরানো সেই কাজল-চোখে মায়ের দিকে চেয়ে থেকে তারা উঠবেন সুন্দর হয়ে।

মা যখন কাছে থাকেন, তখন কে বা কার?

কাজ কাকে আর ধরে রাখে তখন? নিজেই শিকেয় ওঠে। জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্র থেকে আসেন আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী বা নিছক কুতূহলীর স্রোত। নানা ঠিকানার মানুষ পৌঁছান এক ঠিকানায়। হাজারো মায়ের সন্তান দেখেন, একই মা—সবারে মিলিয়ে নিয়ে আছেন সবার মাঝে, কেউ পর নয়। সবারে যে আনন্দ দেন সেই আনন্দ নিজেই আবার ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দময়ী।

লোকাকীর্ণ প্যাণ্ডেল বা হলঘরের আলো-বাতাস তাঁর অপার্থিব প্রবাহের বিকীরণে পবিত্রতা মাখা হয়ে ওঠে। অপূর্ব্ব এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প-কথাতেও যুক্তিবাদী মনের অবিশ্বাস কোথায় মিলিয়ে যায়—সে মন যতো ঋানু বিষয়ীই হোক।

বললাম, এমন আসার আশা আগে জানাতে হয়!

কান্তবাবু বললেন, জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাকে জ্ঞানের জাহাজ বলো ওই ডক্টর ভট্টাচার্য, আর তোমার ওই কর্মযোগী ব্রহ্মচারী দুজনই দেখলাম তোমার পাশে মুর্তিমান! ত্রিমুর্তির অপরজন তুমি রয়েছ ওই খোলা জানালার বাইরে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে—পড়েছ তোমার নিত্যসাথী চোখেরজলের পাল্লায়। ভাবলাম, তাতে ডুবে হারিয়ে গেছ তুমি। তাই আর বলিনি।

অধ্যাপক ডক্টর ভট্টাচার্য যাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, হারিয়েছি আমার বুদ্ধি আপনাদের ওই মাকে দেখে। ভারতবর্ষে অনেক মহাত্মার দর্শন পেয়েছি, মা তাদের কারো মতো ন'ন। মায়ের মতো এমন টানেও অন্যে টানেন না। কি যে আছে ওঁর শাস্ত্র-মীমাংসায়, ওঁর উক্তিই যুক্তি মনে হয়। গোপীনাথ, গৌরী শাস্ত্রীর মতো দিকপালদের কূট-জিজ্ঞাসার যে অনায়াস উত্তর দেন তাতে তো আমি হতবাক।

অধ্যাপক একমুখে বলে যেন শেষ করতে পারেন না। একটু থেমে বললেন, আকৈশোর পরিশ্রমে যে-বিদ্যার সামান্যই পেয়েছি, আপনারা যাকে মা বলেন তিনি যেন তার উৎস-স্বরূপ। অথচ নিজে বলেন "তোমাদের এই ছোট মেয়েটাকে লেখাপড়া তো শেখাও-নি, বাবা।" আশ্চর্য্য!

ব্রহ্মচারীও যাবেন বলে গা তুলেছিলেন, বললেন, বিচারে ওঁর ব্যাখ্যা মিলবে না। মাকে ঘিরে আছে এক আনন্দের ঢেউ। ওঁর দর্শনে কথায় হাসিতে তারই সঞ্চরণ পূর্ণ-আনন্দের স্বাদ দিয়ে দেয়। মানুষকে হুঁশ দিয়ে নিমেষে গড়ে মানুষ—তা যেখানেই তার দীক্ষা হয়ে থাক। যারাই নিষ্ঠা নিয়ে ওঁর কাছে যায় তাদের উনি মাতা-পিতা বন্ধু-সখা গুরু ঈশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর একটা কথা এই যে, যাহার জন্যই হউক এবং সে যে সম্প্রদায়েরই সাধক হউক (এখানে ত সম্প্রদায় বলিয়া কোন কথা নাই) সেই সাধকের এই পথের সহায়ক যতটুকু দরকার এই শরীরটা দিয়া তাহা হইয়া যাইতেছে।"

ব্রহ্মচারী বললেন, আমার শ্রীগুরুদেব বলেন—মা-আনন্দময়ী মহান পুরুষ, স্নেহময়ী মাতৃরূপ সামনে রেখে নেপথ্যে সদা বিদ্যমান। ওঁর জন্ম জীবন চলা অরূপের রূপের লীলা।

বললাম, কে তিনি বুঝিনে, বুঝিতে পারিনে, শুধু জামি 'তুমি আছ মা'। প্রাণে ধরা আছেন, তাই চোখে ধারা আছে।

কান্তবাবু বললেন, 'বুঝি নে' আবার কি ! না এসে এতদিন দুঃখ দিচ্ছিলেন, এখন এসে কোলে নেবেন বলে। মাকে এবার পেয়েই গেছি, সবাই মালা দিতে ছুটেছে যাকে ভালবেসেছে। কতো প্রতীক্ষার পর এই আগমন !

বলি, যে প্রতীক্ষার অন্তে আছেন মা, তা যতোই দীর্ঘই হোক কতটুকু আর সেই সময়। ইতিহাসে মহাজীবনের এমন আবির্ভাব কতোদিনের পর একটিবার আসে, তবু ক'জনা বা দর্শন পান !

"সত্যই দর্শন করিলে সব হইয়া যায়, কিন্তু দর্শন হইতেছে কই ? দর্শন করিবার অধিকারী হইবার জন্য তো কর্ম করিতে বলিতেছি। কর্ম না করিয়া কথায় কিছুই হইবে না।"

কান্তবাবু বললেন, 'কয়জনা দর্শন পান' ? মাকে দেখতে ভিড় হয় বটে, কিন্তু দরশন সবাই পান। এবার পরশনও পাব, তোমাকেও পাইয়ে দেব। এর জন্যে যে হাঁটছি আমি কবে থেকে।

এতদিনে কোথায় পৌছলেন ?

কোথাও পৌছাই নি, মায়ের দুয়ার মনে রেখে মাটিতে পথ হাঁটছি শুধু। তাঁর উঠোনের ধুলোয় বসে খেলছি বলতে পার। দূরে পড়ে আছি, কিন্তু মায়ের কাছে দূর তো দূরে নয়। এবার এসেছেন, এবার ধরা দেবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশু স্বর্গ হাতে পাওয়ার আহ্লাদে তিনি হাসলেন।

ভাবনা যায় না আমার। ভাবি, পাঁচ আঙুলের মুঠো দিয়ে কি আকাশ ধরা যায়?

"মায়ের ধরা ছাড়ার প্রশ্ন নাই। মায়ের ছাড়ার মধ্যেও ধরা, ধরার মধ্যেও ছাড়া। সর্বক্ষণ মা ভাবে অভাবে আছেন থাকেনই থাকবেনই।"

বললাম, ধরা দেবেন বা কে, ধরব বা কাকে? যিনি কোথায় আছেন বুঝিনে, কোথায় নেই তাও বুঝিনে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হবে কি ধরনে?

আমি কোথায় পাব তারে?

"এই যে স্থূল শরীর দেখিতেছ (নিজের শরীর দেখাইয়া) ইহা যত কিছু স্থূল বস্তু আছে সব নিয়া এক শরীর, সেটা কি রকম হয় জান? যাহা স্থূলে প্রকাশ নাই তাহা নিয়া সেই সূক্ষ্ম এক শরীর, আবার কারণ শরীর, সত্তায় অবস্থিত। ইহা যে ভিন্ন ভিন্ন দেখা হয় তাহা কিন্তু নয়, যেন একের মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে সব আছে। আবার সেই কারণের কারণ মহাকারণ যা তাই, যেমন তেমনই। তাই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বলিয়াও কোন্ কথা নাই। কি আছে কি নাই বলা যায় না।"

"যাহার ভিতর যে ভাবের সংস্কার থাকে, যেরূপ ভাব থাকে সেইরূপই যোগাযোগ হইয়া যায়।"

কান্তবাবু বললেন, 'কোথায় পাবে তারে'? মাকে ধরার কথা বলছ তো? ধরাধরি যা করার 'প্রাইভেট্' পেতে, তা আমিই করব। এখন চলো তো, 'জয় মা' বলে ভাসাও তরী। মায়ের সামনে বসিয়ে দিয়ে, মাকে স্পষ্ট স্পর্শ করিয়ে দেব—গাঁঠ্রি বাঁধো, হিতোপদেশ শোনো।

তার মরা গাঙে বান এসেছে। প্রায় ষাট বছরের মানুষটিকে মা কেমন প্রৌঢ়বয়সী শিশু বানিয়েছেন। এমন লক্ষ শিশু মায়ের সারাদেশে। তবু তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি, এমন স্পর্শ পাবার আনন্দ থেকে, শুধু এমন স্পর্শই কামনার দুঃখ যে আরও অনেক বেশী !

"কতো মশা মাছিও তো এই শরীরটায় বসে।"

কান্তবাবু রাগ করে বললেন, একটা কথা বলব ?—ভয়ানক অস্পষ্ট তোমার কথা। আমি যতোটা দেখি ততোটা বুঝি। তাই আমি খাঁটি। আমার কথায় অস্পষ্টতা নেই। ফুল মালা সন্দেশের নৈবেদ্য নিয়ে মায়ের কাছে যাবার মধ্যে অস্পষ্টতা নেই। মা হলেন দেবতার স্থান, অতএব ফুল মালা চড়াও। দর্শনার্থীদের ভিড়ে পা-রাখার ঠাঁই না থাকলে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া যেমন পরিস্কার, তেমন মায়ের আসনের পাশে একটু ঠাঁই করে নেওয়া, তাও স্পষ্ট কথা। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়—ওসব রাখা চলবে না। তখন সামনেই মাকে স্পষ্ট দেখো, প্রণাম করো, স্পর্শ করো, যেমন ইচ্ছা কথা বলো। মাকে তখন পেয়েই গেছি—কি, আমার দিকে চেয়ে রইলে যে ?

কান্তবাবু তো একজন নয়। শ্রীশ্রীমায়ের আসন ঘিরে বসে যেন সাগরকূলে সাগরমেলা।

মাতৃলাভের এমন সহজ উপায় শুনেও কান্তবাবুর মুখের দিকেই চেয়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে এই লোকটাকে একেবারে ছাড়তে ইচ্ছে হয়। হাড়-মাসের ঢেলা। পড়েছি এর কঠিন বাঁধনে। শহরে থাকি ওরই বানানো বাসায়, তা বিধির বিধান বলে মেনে নিয়েছি। উনি দিশারীও—শ্রীশ্রীমায়ের কবে কখন কোথায় গতিবিধি তা ওরই মারফৎ জেনে থাকি। উনি বলেন, দরশনে দুঃখ হরে, পরশনে সোনা করে। মায়ের স্পর্শই পরশরতন।

এ সব যখন ভাবি, তখন ভাবতে বসি।

মাকেই তো চাই। যেভাবেই পাই, প্রাণে ভালো লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাঁরই জন্যে মালা মিষ্টি কিনতে ছুটি, যিনি মালা পরেন না, মিষ্টি নেন না। পথে সামনে যাকে পাই তাকে শুধাই—মাকে পরাবার মালা কোথায় পাব ? বলতে গিয়ে চোখে জল আসে। চোখ মুছি, চোখের জল মোছে না।

কান্তবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বলেন, চোখে জল কেন ?

বলি, দেবার মতো অবিরত আছে শুধু নয়নজল, বুঝি চোখের জলে চোখ ধুইয়ে দেখা আমার সত্য করে তুলবেন।

তার বিস্ময় করুণায় ভরে যায়। বিজ্ঞের মতো বলেন, তা ঠিক কথা। অবিরত দুঃখ এলে মানুষ কি জন্যেই বা অবিরত চোখের জল ফেলবে না। হয়তো মানীদের দলে কল্কে পাও নি, বা তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। মামলাতেও পড়ে থাকতে পার, বা রোগভোগ পিছু ছাড়ছে না।

অন্তর্যামী জানেন, তা নয়। কিন্তু তাকে যে উত্তর দেব তাও অন্তর্যামী জুগিয়ে দিলেন না। বুকের কান্না-ধনও মুখ চেপে রেখে কথা বলার অবসর দিল না।

(ক্রমশঃ)

"প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে—
'হে অন্তর্যামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার দিকে যৎ-
কিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও। সংসারের চিন্তায়
বিক্ষিপ্ত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকারকে ডেকে বলিও—দেখ,
তোমাদের যে প্রভু, এখন তাঁর নিকট যাচ্ছি,
আমাকে তোমরা পথ ছেড়ে দাও'—এই
বলে নিশ্চল মনে আসনে বস্‌বে।"

—শ্রীশ্রীমা

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

[সাত]

মামাতো ভাই নিশিবাবু। সেই নিশিবাবু যিনি ছিলেন পণ্ডিত। মাকে যিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন অষ্টাঙ্গ প্রণাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কে শেখালো ?

ধ্যানাসনা মা আনন্দময়ী। ধ্যানে বসলে এ পাশের ও পাশের কিছুই মনে থাকে না। আবেশের বেগে বেশের দিকে থাকে না কোনো খেয়াল। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে। স্খলদঞ্চলা। গায়ের কাপড় ঠিক মতন জড়ানো নেই।

মনে মনে নিশিবাবু ভাবেন ইস্ কি উদাসীনতা ! ভোলানাথকে ডেকে অনুশাসন শোনাতে আরম্ভ করেন। অনাচার ?

দীক্ষার পর মা পূজো শেষ না করে কোনোদিন জল স্পর্শ করেন নি। সেদিনও ঠিক তাই। এদিকে মা বসেছেন পূজোতে। নিজ থেকে আসনাদি হয়ে যাচ্ছে এক এক করে। এদিকে নিশিবাবু ঘোর নিশার আঁধারে শাস্ত্র অনুশাসন বিধি পদ্ধতি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ভোলানাথকে তিনি তিরস্কার করে চলেছেন মার বিধি পদ্ধতি বিষয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের তখন ঘোমটাটুকু টেনে পর্য্যন্ত কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়, লজ্জা কোথায় ?

মা শুধু তির্যক নয়নে নিশির দিকে তাকান। সে দৃষ্টিতে যেন নিশার জ্ঞানাঞ্জন খুলে গেল। ভয়ে নিশি তিন হাত পিছু হেটে হাঁপ ছাড়েন।

মা সব বুঝতে পারলেন। মনে মনে ভাবলেন কি দরকার জ্ঞানপাপীদের ভয় দেখাবার। হেঁসে মা বললেন ভয় ? ভয় কিসের জন্য ?

বেচারা নিশিকান্ত পণ্ডিত লোক। তাঁর ধারণা কতখানি ভুল তিনি নিজেই বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন। পাণ্ডিত্য আর জ্ঞান এক জিনিষ নয়। বই পড়লে পাণ্ডিত্য বাড়তে পারে। জ্ঞান বাড়ে শুধু উপলব্ধিতে। অনেকে মনে করেন কর্ম করতে করতে জ্ঞানের উদয় হয়। তা বোধ হয় ঠিক নয়। মা বলেন, "বাস্তব জীবনে কর্ম থেকে জ্ঞান হয় না।" জ্ঞান সাধ্য বস্তু নয়। জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং প্রকাশের বস্তু। তাই জ্ঞানের আবির্ভাবও কল্পনামাত্র। তবে কি করে জ্ঞান লাভ করা যায় ? মা বলেন, "সাধকের অন্তঃকরণ নানা প্রকার আবরণে আচ্ছন্ন রয়েছে বলে এই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশও তার কাছে তিরোহিত হয়ে রয়েছে। ক্রিয়ার দ্বারা সাধকের চিত্তগত আবরণ নষ্ট হয়। এই জন্য ক্রিয়ার সার্থকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। তবে ক্রিয়া জ্ঞানের কারণ নয় এটাও সত্য।"

নিশিবাবু অবাক ভাবে মার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভয় থেকে নির্ভয়ে এসেছে। নির্ভয় থেকে নির্ভর। নিশি জিজ্ঞাসা করেন, "কে তুমি ? তোমার পরিচয় কি ?"

হেঁসে মা বলেন, তোমরা যে যা ভাবো আমি তাই।

নিশি তো নিশি। মা যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

নিশির জিজ্ঞাসা শেষ হয় না। সে শাস্ত্রজ্ঞ। তাই শাস্ত্রগত বিদ্যার দৌড়ে সে যতখানি এগিয়েছে তাই থেকে মনে প্রশ্ন জাগে এতো অনেক দূরের পথিক। এতদূর এগুলো কি করে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশি মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁগো তোমার দীক্ষা হয়েছে কি ? তোমার যে এইসব ক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এতো দীক্ষা ছাড়া হয় না।"

নিশি এইটুকু তো জানে। সে যে গণ্ডমুর্খ নয়। শাস্ত্রতেও তাই বলে।

মা বলেন, হ্যাঁ হয়েছে।

এইবার একটা মজার ঘটনা ঘটলো।

নিশির ঔৎসুক্য বেড়ে চলে। ভোলানাথের দিকে দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন—ওঁর দীক্ষা হয়েছে ?

মা বলেন। এখনও হয় নি। আজ থেকে পাঁচ মাস পরে পনরই অগ্রাণ, বুধবার, পঞ্চমী তিথি অমুখ নক্ষত্রে হবে।

নক্ষত্রটা ঠিক বুঝতে না পেরে নিশিকান্ত আবার প্রশ্ন করেন নক্ষত্রটা কি বললে বুঝলাম না।

এইবার মা একটা অলৌকিক কাণ্ড করলেন। মা নিশিকে বললেন—ঐ পুকুরে দেখ গিয়ে জানকীবাবু মাছ ধরছেন। তাকে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি বুঝতে পারবেন।

এই জানকীবাবু নবাবের ষ্টেটে চাকরী করতেন। মার বাড়ীর পাশেই থাকতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল উষা। এই উষাদিকে মা ভালবাসতেন। অবাক কাণ্ড। এতো ছুটির দিন নয়। দপ্তরে না গিয়ে জানকীবাবু মাছ ধরতে যাবেন কেন ? মা সেটা জানলেন কি করে ? তিনি তো কখনও জানকীবাবুর সামনে দাঁড়াননি পর্য্যন্ত।

আশ্চর্য্য ঘটনা। জানকীবাবু তো দপ্তরে যান নি। তিনি তো সত্যিই পুকুরে মাছ ধরছেন।

নিশিকান্তরও গোঁ চেপেছে। গিয়ে জানকীবাবুকে ডেকে আনা হলো। জানকীবাবু এসে মার সামনে দাঁড়ালেন। মা নিঃসঙ্কোচে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অবগুণ্ঠন উড়ে গেছে। আলু-থালু বেশ। এ যে মা দুর্গা। চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডা চণ্ডনায়কনায়িকা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবি তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ে সব কাঠ। কারুর সাধ্য নেই, মার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায়। কারুর সাহস নেই মাকে এসে ছোঁয়। জানকীকে মা নক্ষত্রর কথা বললেন। জানকী নক্ষত্রের জবাব দিয়ে মায়ের কৃপা ভিক্ষা করলেন। মা তাঁকে জানালেন তিনি কে। সারাটা দিন শাস্ত্র আলোচনায় কেটে গেল জানকীর আর দপ্তরে যাওয়া হল না।

এই তো সেই জানকী যাঁর স্ত্রী উষাদি মাকে চিনেছিলেন। তখনও মার সাথে গ্রামের সব বউঝি ঘনিষ্ঠভাবে মিশছে না। তার যে কারণ আছে। অনেকের ধারণা মাকে ভূতে পেয়েছে। এরা যে আলোর ঝর্ণাধারা দেখেনি। তাইতো প্রদীপের ঠিক নীচে ঘোর তমাচ্ছন্ন। আঁধারে ঢাকা। উষাদি সেসব মানা মানেন না। রোজ একবার করে মাকে না দেখে গেলে মনটা আইঢাই করে। একবার রোজ মায়ের দর্শনটুকু চাই।

অতি পবিত্র আত্মা। তা না হলে কি করে মাকে সে অত ঘোর আঁধারেও চিনতে পেলো। রোজই একবার আসা চাই। মা তাকে উষাদি বলে ডাকেন। উষাদি মাকে মা বলে ডাকেন। সে কি গো ?

হ্যাঁ, তোমাকে আমার মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। বোন হিসেবে তোমাকে পেতে চাই না। মা হিসেবে। মনে হয় তুমি আমার কত কাছের মানুষ, আমার মনের মানুষ। তুমি আমার মা। একদিন মার ভাবাবিষ্ট ভাবে এমনি ভাবে কথা বলে চলেছিলেন উষাদিদি। মা বললেন, "তুমি কেন, একদিন জগতের বহুলোক এ দেহকে মা বলে ডাকবে !"

কি আশ্চর্য্য কোন্ ছোট্ট নাম না জানা গ্রামে এ কত বড় ভবিষ্যদ্বাণী !

বাজিতপুরের উষাদিদি হরকুমারের উত্তরসাধিকা। সে ছিল পাগলা হরকুমার। উষাদিদি মাকে চিনেছেন তাঁর মুখের অনন্ত জ্যোতিতে। তিনি মার নিরালা একাকীত্বের একমাত্র সাথী। তাঁর বদ্ধ ধারণা মার শক্তি অফুরন্ত। তাইতো সেদিন নিজের অসুস্থ ছেলেটাকে এনে মায়ের কোলে রেখে কাঁদতে বসলো। সারিয়ে দাও মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলেন সে কি ? আমি সারাবো কি করে ? আমি কে ?

উষাদি বলেন, বেশ তো তুমি শুধু একটু দয়া করে ছেলেটাকে তোমার কোলে নাও। তারপর দেখা যাবে।

কি আশ্চর্য্য ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

তখনও মা জগজ্জননীরূপে ধরা দেন নি। এ যে বাজিতপুরের সবার জানা কাহিনী !

সেই উষাদির স্বামী জানকীবাবু।

তারিখটা নোট করে রাখেন সবাই। ভোলানাথের মনে সব চেয়ে বেশী কৌতূহল। লুকোতে হবে দিনটা। কিছুতেই ঐ দিনে ঐ নক্ষত্রে দীক্ষা হতে পারে না। এ যেন পতি পত্নী চিরন্তর চিরন্তন মায়ার খেলা ! দেখি কি করে ঐদিন দীক্ষা হয় ?

দেখতে দেখতে দিন ঘনিয়ে এলো। কাছারীবাড়ী ডিউটিতে যাবার আগে জলখাবার খেয়ে যান। সেদিন খেলেন না কেন ? নিজের ভয় মা যদি দপ্তরেই না যেতে দেন। তা ঠিক নয়। নিয়তি কেন বাধ্যতে ? যাতে ঘরে না বাঁধা পড়েন তাই ভোলানাথ না খেয়ে দপ্তরে গেলেন। বাঁধা তবুও পড়লেন, মাকে বাধা দিতে পারলেন না। যথাসময়ে মা ডাকিয়ে পাঠালেন।

ভোলানাথ আসতে চান না। মা বলেন, "বেশ। কাছারীবাড়ীতেই আমি আসছি। ওখানেই দীক্ষা হবে।" মাকে ভোলানাথ চিনতেন। তাড়াতাড়ি দপ্তর সেরে বাড়ী আসেন। ঠিক শিশু ভোলানাথের মতন স্নান সেরে আসনে বসলেন। মার মুখ থেকে 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্ত্র বেরিয়ে এলো। ভোলানাথ মন্ত্র পেয়ে গেলেন। মা নিজেকে একদিন নিজেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। আজ দিলেন স্বামীকে। স্বামী শুধু শিষ্য হলেন না স্বামী হলেন সতীর্থ। দুজনের মন্ত্রের উৎস একই মহামন।

মা বলেন, "মন্ত্র একটা রহস্যময় জিনিষ। এর মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধী অংশ অবিরুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়ে মন্ত্রের মন্ত্রত্ব সম্পাদন করে থাকে'। তার মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা অহঙ্কার। এই অহঙ্কারটা আছে তুমি অথবা আমি ভাবে। অন্যটা হলো শব্দ—চৈতন্যময় শব্দ। শব্দের সাথে অহং ভাবের যোগে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যাকে শব্দ বলা হলো সেটা হলো স্বয়ংরূপে আত্মপ্রকাশ। তাই যা অহংকার তা তুমিরূপেই ফুটুক বা আমিরূপেই ফুটুক তা প্রকৃতির সংযোজন। দুটো অংশ যুক্ত হলে অহঙ্কার বিশিষ্ট চৈতন্যময় শব্দই মন্ত্র। এই ভাব তখন মনে জাগবে। মন্ত্র সাধনা করতে করতে যখন অহঙ্কারের অংশ কেটে যায় মানে, সঙ্ঘর্ষণের ফলে যখন চিদাগ্নি জ্বলে ওঠে তখন ঐ শব্দের চৈতন্যরূপ জ্যোতির আকারে ভেসে ওঠে। অহঙ্কারের সম্বন্ধ থাকে বলে ঐ চৈতন্যরূপ জ্যোতিরও একটা সাকার পিণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অহঙ্কারের জন্যই ঐ সাকার পিণ্ডে অভিমানের উদয় হয়। মনে রাখতে হবে মন্ত্রের ব্যাপারও মনেরই খেলা।

শাস্ত্র অনুসারে মননের দ্বারা মনন থেকে নিজের যে ত্রাণ বা আত্মরক্ষা ঘটে তাই মন্ত্রের স্বরূপের নিদর্শন। এই মন শুদ্ধ হলেও বন্ধন স্বরূপ। বন্ধন হলেও এই বন্ধনের উপযোগিতা আছে। যদি কেউ একটা বন্ধন স্বীকার করে জগতের অনন্ত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তাহলে সেই বন্ধন হেয় নয় বরং উপাদেয়। মন্ত্ররূপী যে শব্দ তা মন্ত্রাখ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা অক্ষরপুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। একটু গভীরভাবে ভাবলেই বুঝতে পারবে মন্ত্র ও শব্দব্রহ্ম আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার কতবড় একটা মুখ্য উপায়। মন্ত্রশক্তি অনন্ত মহাশক্তিরই এক কণিকা মাত্র। কণিকা বটে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতনই সেটা জীবন্ত কণিকা। তার কারণ এটা মহাজ্ঞানের সাথে অভিন্ন। এই টুকরো আগুনের টুকরো—সেই তো জ্ঞানস্বরূপ। আর একটা কথা অখণ্ড মহাসত্যের মধ্যে একটা অংশ আছে যা শব্দাত্মক ও শব্দময়। আর একটা অংশ আছে যেটা শব্দের অতীত, নিত্য নির্ব্বিকার। সমস্ত জগৎ এই শব্দময় অংশে, মানে, শব্দব্রহ্মের মধ্যে ডুবে আছে। এই অংশের বাইরে না যেতে পারলে মহাজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। শব্দব্রহ্ম ও শব্দাতীত পরব্রহ্ম এই দুটো মিলিয়েই হলো আনন্দ ব্রহ্ম সত্তা। তবে সাধকের দৃষ্টিতে শব্দের মধ্যেও তারতম্য আছে। সাধারণত আমরা যে শব্দ ব্যবহার করে থাকি সেটা হলো বিকৃত, জড়। এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দের প্রভাবে মন স্বভাবতই বহির্মুখে ধেয়ে চলে। মন্ত্রের সঙ্গে যে শব্দের যোগ আছে সেটা বিকৃত শব্দ নয়। সেটা সংস্কারমুক্ত শব্দেরই রূপ।"

মা নিজেকে দীক্ষা দিয়েছেন।

মা ভোলানাথকে দীক্ষা দিয়েছেন। দুবারই মন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এসেছে। যেন দূর দূরান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ঠিকরে পড়েছে এসে দুজনের মরমে। কে গুরু? কে শিষ্য?

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।

এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়ই।

না হলে ভাবাবেশে বেদবেদান্ত আবৃত্তি করে যাচ্ছেন কি করে? পণ্ডিতের দল অবাক বিস্ময়ে এসে টুকে নিচ্ছেন স্তোত্ররাশি। এ তো সাধারণ মন্ত্র নয়। এ যে মুল ঋগ্বেদ। কি স্পষ্ট উচ্চারণ। কি মধুর ঝঙ্কার। কি মধুঢালা কণ্ঠ। কি মিষ্টি আবৃত্তি। কে যেন কানে সুধা ঢেলে দিল। সবই যেন মধুময়। প্রকৃতি মোহিনী সাজে সঙ্গেতে মৃদঙ্গ বাজে মধুর মধুর ধ্বনি হয়। মধুময়, স্পষ্টোচ্চারণ, হৃদয়স্পর্শী সে মহাঝঙ্কার। পণ্ডিতেরা শত চেষ্টাতেও শত তপস্যাতেও এ ভাবাবেশলব্ধ মন্ত্রোচ্চারণের উৎস খুঁজে মরেন।

কি আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিকরা যে শত সহস্র বছর গবেষণা করে এই তথ্যই অন্বেষণ করে মরছেন। সাউণ্ড! ধ্বনি! ইথার।

মা বলেন, "শব্দই জগতের আদি কারণ। নিত্য শব্দ, শতাব্দার সদ্‌বাণীর ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সৃষ্টিরও বিবর্তন বা বিকাশ সমান ধারায় চলেছে।" তাই কি মায়ের বাণী কখনো ক্ষুর ধারের মত নিশিত, তীব্র, কখনও দিবাশেষের সমুদ্রবায়ুর মতন স্নিগ্ধ? কখনও পূর্ণিমার মধ্যরাত্রির মতন নিবিড় মহাশান্তিপূর্ণ? কে জানে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ বেদান্ত অনর্গল আবৃত্তি করে যাচ্ছেন মা আনন্দময়ী। কখনও অশ্রুধারা সিঞ্চিত মুখমণ্ডল। কখনও অপরূপ হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। কখনও মেঘ-রৌদ্রর লুকোচুরি খেলার মতন হাসিকান্নায় সমুদ্ভাসিত রূপে সত্য-মঙ্গলময় কল্যাণীরূপে মা জগতের হিতার্থে মন্ত্র আবৃত্তি করেছেন।

সমস্ত স্তোত্র কেউ টুকে রাখতে পারেনি। কিছু কিছু যা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে এ মুল শাস্ত্র—শ্লোক, অনেক পুরোনো। এর সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ থেকেও সেটা বোঝা যায়।

মা বলছেন,

এহি ভাবনায় ভায়ং এহি যং সং তানি তায়ং
ভাবময়ং ভবভব হরণং হে।
যস্মিং স্তহং ভাগ পৌং হং বাং হ্রীং আং হে
ভাং হাং হিং হোং হং হীং বং লং যং সং ত্বং
তাদরৌ ভাগ সং বং লং হে দেব ভক্তময়ং মম হে।
স ত্বং হি হং যং বং বায়ং কং ভাবভক্তি····ভাবময়ং হে
· · · · · মহাত্মায়ং ভবভয়ং হর হে।

এর ভাবার্থও মা নিজে বলে দিয়েছেন। হে জ্যোতিঃস্বরূপ নিখিল ভাবনায়ক তুমি আবির্ভূত হও। তুমি সৃষ্টিজাল বিস্তীর্ণ করে চলেছো। তুমি ভবভয়হারী, তুমি আবির্ভূত হও।

তুমি অখিল বীজস্বরূপ। তোমাতেই আমরা অবস্থান করছি। তুমি আমার ভক্তজনমাঝেও বিরাজিত। তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ করছি। তুমি ভবভয় হরণ কর। হে সর্বদেবময় আমা থেকে তুমি। আমিই বিশ্বজগৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার অন্য ভাষায় কি বলছেন ? অনর্গল বলে যাচ্ছেন, "সেই পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের জন্য রজনী সৃজন করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম লাভ করো। আবার দিবা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই ঈশ্বর মানবের প্রতি কৃপাবান। কিন্তু ভেবে দেখেছো আমাদের অধিকাংশ মানুষ কি কখনও তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ?"

বিদগ্ধ মৌলবী সাহেব এর উৎস খুঁজে পান।

অনেক খুঁজে পেতে তাকে ডেকে আনা হয়েছে। কি আশ্চর্য ! মা সম্পূর্ণ মুসলিম কায়দা রপ্ত করলেন কবে ? মুসলিম কায়দায় নামাজ পড়ছেন। অনর্গল আবৃত্তি করছেন মন্ত্ররাশি। ভাষাটা কি পার্সিয়ান ? না আরাবিক ?

মৌলবী সাহেব বললেন, এতো কোর-আন্-শরীফ। মা আবৃত্তি করেছেন সুরা মুমেন থেকে। সুরা মুমেনের ষাট নম্বর শ্লোক। (ক্রমশঃ)

"মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেয় তবে ভাবিতেই হইবে—আমি কি করিতেছি? আমার সারা জীবন কি এই ভাবেই চলিবে ? যে কেউ এই ভাবনা করিবে তাহার মঙ্গল। না করিলে মৃত্যুগতি।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থ-দর্শনে

"সুনির্ম্মল"

ছোট একটি গ্রাম—খেউড়া, বাংলাদেশের অনেক হাজার গ্রামের মধ্যে একটি। কুমিল্লা হ'তে ব্রাহ্মনবাড়িয়া যে পাকা রাস্তা গেছে সে রাস্তা হ'তে তুই মাইল হাঁটা পথ। শাশ্বত বাংলার পল্লীচিত্র। মেঠো পথ এঁকেবেঁকে বাড়ীর ধার দিয়ে এঁদো পুকুর পার হয়ে বড় মসজিদের গা ঘেঁসে, মাঠের উপর দিয়ে চলতে হয়। ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। তু'পাশে রবি ফসলের বন্দোবস্ত হচ্ছে। মাঝে ছোট একটি খাল; সরু জলধারা পার হ'তে কোন অসুবিধা নেই। তু তিন বছর আগে এ খালের ধারে টেষ্ট রিলিফের জন্য রাস্তা করা হয়েছিল। বর্ষার জল রাস্তাকে সম্মান করতে জানে না। সে খাল ভরে তু'ধারে নদীর জল উপচে পড়েছিল, তার নিদর্শন বিস্তর।

শাশ্বত পল্লীচিত্র। কিন্তু ৪০ বছর আগে বাংলাপল্লীর যে চিত্র দেখেছি, তা আজ যেন একটু বদলে গেছে। বছরে তিন ফসল আজ অনেক জায়গায়। বাংলার চাষী জলের ব্যবহার শিখেছে; আর শিখেছে উন্নত বীজ এবং রাসায়নিক সারের উপযোগিতা। এই শিক্ষার জন্য তাকে স্কুলে যেতে হয়নি। নিজের অভিজ্ঞতাতেই সে জানে কোথায় তার স্বার্থ। পল্লীবাসীর রাজনৈতিক চেতনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদর্শনও সর্বত্র। গত বছরের ঘটনা বহুল ইতিহাস সুদূর নিভৃততম পল্লীবাসীকেও রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সম্প্রতি ইউনিয়নের পরিষদের নির্ব্বাচন হয়ে গেছে, তাই বাড়ীর বাঁশের বেড়ার উপর প্রার্থীদের নানা আবেদন। নির্ব্বাচন শেষ হয়েছে আজ ৩/৪ দিন। সমস্ত পল্লীগুলি যেন নিথর নিঃঝুম।

খেউড়া ছোট গ্রাম, কিন্তু মাতৃ সন্তানদের কাছে এই গ্রামটি পরম তীর্থ-স্বরূপ। কত বছর আগে শ্রীশ্রীমায়ের এখানে আবির্ভাব হয়েছিল। এই গ্রামের ধূলিতে মা খেলা করেছেন। এখনকার স্কুলে মা পড়তে গিয়েছিলেন। এই গ্রামেরই মুসলমান প্রতিবেশী মাকে আদর করতেন। যে স্থানে মায়ের জন্ম হয়েছিল সেই পূত ধূলি মাথায় ধারণ করে মাতৃ সন্তান ধন্য হ'ন। মায়ের স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিল বহুবছর। তারপর শ্রীশ্রীমা নিজেই নৌকা করে এসে সঙ্গীদের দেখিয়েছিলেন কোন স্থানে তাঁর জন্ম। সেই জন্ম স্থানে মাতৃ-ভক্তরা তুলেছিল ইটের ছোট একটি স্তম্ভ। তারও কিছু দূরে এক আশ্রম, যেখানে মায়ের পূজা হ'ত। পাশে শিবলিঙ্গ ছিল; তা আজ নেই।

সেও আজ বহুবছরের কথা। কালের বিপর্যয়ে আবার নুতন পরিস্থিতির উদ্ভব। বহুলোক নিজেদের পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নিল। কেইবা এই সুদূর পল্লীতে আশ্রমের দেখাশুনা করবে? ইতিহাসের নির্মম বিধানে মাতৃস্মৃতি আবার যেন এই ক্ষুদ্র পল্লী থেকে মুছে যাবার উপক্রম হ'ল।

আজ খেউড়াতে কয়েক ঘর মাত্র হিন্দু পরিবার, কিন্তু হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই গৌরব অনুভব করে তাঁদের গ্রামে এমন এক মহাত্মার জন্ম হয়েছিল, যাঁর পায়ের কাছে বিশাল ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র নরনারী মাথা নুইয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। তাই যখন কয়েকমাস আগে বহু হিন্দু-মুসলমানের স্বাক্ষর নিয়ে অনুরোধ এল যেন মায়ের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয়, তখন আনন্দ হয়েছিল। গ্রামের নবীন যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ ইদ্রিস কতবার এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাল গ্রামবাসীরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে, কবে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। সবাই চায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশে নতুন করে আনন্দময়ী আশ্রমের পুরাতন শ্রী ফিরে আসুক।

শীতের সকাল। রোদ্দুরের তেজ নেই, বাহুড় দক্ষিণ ইউনিয়নের নব-নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান শহীদুর রহমান, কসবা থানার আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান ইমদাদুল বারী সাহেব, আরো অনেক জন মিলে খেউড়ার পথে চলেছি। অনেকের মুখে মায়ের কথা—উনি কি আর আসবেন না? আমরা পল্লীবাসীরা তাঁর কি দর্শন পাব না? সেই কবে কোন যুগে তিনি এই গ্রাম ছেড়ে গিয়েছেন। শুনেছি ওদেশে তাঁর অনেক ভক্ত। আমরাও যে তাঁকে দেখতে চাই। দুই মাইল রাস্তা কতই বা? খেউড়া দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে এলেন প্রৌঢ় আব্দুল আজিজ সাহেব। সবে মেহরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়েছেন। খেউড়া গ্রাম তাঁরই ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত। রাস্তা শেষ হয়ে এল; এই-ই মায়ের আশ্রম।

আশ্রমে ছোট একটি ঘর; দরজা জানালা নতুন করে বসান হয়েছে। ভিতরে মায়ের একা তৈলচিত্র, দেখে মাতৃ সন্তানের প্রাণে তৃপ্তি হলো না। তারই পাশে ছোট একটি আলোকচিত্র। আজ সকালে যেন একটু আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা হয়েছে। সামনে খোলা হলঘর। কয়েক বছর আগে হল ঘরের ছাউনি হ'তে টিনগুলো কারা সরিয়ে নিয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রামবাসী ললিত মোহন ভট্টাচার্য্য নতুন ছাউনি দিয়েছেন। ভোগের ঘরটি অর্ধভগ্ন অবস্থায় এখনো আছে। জীর্ন দেওয়ালগুলি আর বেশীদিন দাড়িয়ে থাকবে না। এরই মধ্যে পল্লী বাংলার লতা গুল্ম দখল করে নিচ্ছে। অন্যপাশে আর একটি ছোট ঘর—ওটাও জীর্ণ। সম্প্রতি ভোগ-ঘর হিসাবে ব্যবহার হয়।

কিন্তু ভোগ দেয় কে? বৃদ্ধ ললিত মোহন ভট্টাচার্য্য মশায় ছলছল চোখে পুরান স্মৃতি টেনে আনছেন। তাঁদের বাড়ী বর্ত্তমান আশ্রমের কাছে। মা ওঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে গেছেন। উনি মার চেয়ে ১২ বছরের ছোট। মায়ের কাছে আদর পেয়েছেন। একসময় ওঁদের অবস্থা ভাল ছিল। উনিই আশ্রমের জমি দিয়েছেন। ১৯৪৭-এর পর এক ভদ্রমহিলা আশ্রমের তথাকথিত অভিভাবিকা ছিলেন। উনি কিছু জমি অন্যের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গ্রামবাসীরা সে জমি ফিরিয়ে নিয়েছে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে ললিত বাবু এখন খেঁউড়াতে ক্বচিৎ আসতে পারেন। কিন্তু এখনো প্রতি বছর আশ্রম প্রাঙ্গনে তাঁর বার্ষিক শারদীয়া পূজা হয়। গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে দেবীর পূজা করে ও আশ্রম দর্শন করার সুযোগ পায়। মাতৃ মন্দিরে পূজার ভার ব্রাহ্মণ ললিত বাবুর অনুপস্থিতিতে কে নেয়? কেন? পল্লীবাসী ধীরেন্দ্র সাহা মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অটুট। ব্রাহ্মণের অভাবই কি মাতৃপূজার একমাত্র প্রতিবন্ধক? এই বৃদ্ধা মহিলাই প্রতিদিন শুচি স্নাত হয়ে মায়ের পায়ে ফুল চন্দন নিবেদন করেন। নাইবা রইল প্রচুর ভোগোপকরণ এবং আনুসঙ্গিক আড়ম্বর। বৃদ্ধার ভক্তিই কি যথেষ্ট নয়?

গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক অভ্যার্থনা মানপত্র পড়লো ইদ্রিস।

"আমরা গর্বিত যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মত বিশ্ববরেণ্যা সতীসাধ্বী মহিয়সী নারীর জন্মভূমি এই গ্রাম। তার পরিচয় দিয়ে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি............।

আমরা তোমার কাছে দাবী করছি, তুমি মায়ের স্মৃতি চির উজ্জ্বল করে রাখার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবে। তাঁর পবিত্র জন্মভূমিতে এমন একটি সেবাধর্ম্মী প্রতিষ্ঠান করবে যা মানবতার জন্য কল্যানকর হবে এবং তাঁর পুণ্য মধুর স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখবে।"

এরই মধ্যে অনেক লেকে এসে জমেছে। রাস্তার ওপারে প্রায় ৪০-৫০ জন মহিলা দাড়িয়ে। বারী সাহেব তাদেরও সামনে এসে মায়ের কথা শুনবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য আহ্বান জানালেন। এতক্ষণ তাঁরা যেন প্রতীক্ষা করে ছিলেন। এসেই মাতৃমন্দিরে প্রণাম করে মায়ের কথা শুনবার জন্যে আকুল আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে রইলেন। মায়ের কথা কতটুকুই বা জানি, কিই বা বলি? শুধু বলা হ'ল মায়ের বাণী, ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, সব বৈষম্যের উর্দ্ধে। মায়ের উপদেশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান যিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন সৎভাবে নিজের ধর্মের অনুশাসন যথার্থভাবে পালন করুক। চারিদিকে যেন আনন্দের গুঞ্জন উঠল। এই বাণী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই মনঃপুত।

মাতৃমন্দিরে শেষ প্রণাম করে ফিরে চলেছি। হঠাৎ এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ মুসলমান এগিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ওঁর বাবা—যাঁর দেহান্ত হয়েছে প্রায় ৪০ বছর আগে—দাদামশায়ের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু আমি কে? মনে হল, বৃদ্ধের এ আবেগময় আলিঙ্গনই আমার যথার্থ তীর্থফল।

জয় মা

"সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার মানিয়াছে—সে ত সং সাজিয়া আসিয়াছে। এইজন্য সংসার।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

স্বর্গীয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত, এম.এ.বি.এল.

কিষণপুরে চোরের উপদ্রব

২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার (ইং ৬/৬/৪৯)। কিষণপুর এবং দেরাদুন শহরে চোরের উপদ্রব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। গত ৩/৪ দিনের মধ্যে তিনবাড়ীতে চুরি হইয়াছে। আমাদের আশ্রমেও এক রাত্রিতে চোর হানা দিয়াছিল ; কিন্তু লোক সজাগ ছিল বলিয়া কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই চুরি বন্ধ করিবার জন্য গ্রামের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পালা করিয়া রাত্রিতে পাহারা দিতেছে, কারণ পুলিশের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কেবল তাহাদের উপর নির্ভর করিলে চুরি বন্ধ হইবার নয়। এখানকার সকলেই বলিতেছে যে চোরের এত উৎপাত এদেশে ছিল না। পাঞ্জাব হইতে উদ্বাস্তুর দল আসিয়া এখানে আস্তানা লইবার পর হইতেই এইরূপ হইতেছে। আমাদের আশ্রমের নিকটেই শ্রীযুক্ত হরিরাম মিটেলের বাড়ী। ইদানীং তিনি দশহাজার টাকার মূল্যের জায়গা এবং বাড়ী একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপনের জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ পাঠশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনিও ঐ পাহারার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং প্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে একবার করিয়া আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিয়া যান। তিনি যখন আজ রাত্রিতে মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন তখন এইসব চুরির গল্প হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা তাহার নিকট একটি চোরের গল্প বলিলেন। গল্পটি এই—"এক দাগী চোর ছিল। সে প্রত্যহই এক সাধুর কাছে গিয়া দীক্ষা এবং উপদেশ প্রার্থনা করিত। তাহার পীড়াপীড়িতে একদিন ঐ সাধু তাহাকে দীক্ষা দিয়া এই আদেশ করিলেন যে সে যেন আর চুরি না করে এবং মিথ্যা কথা না বলে। চোর গুরুর আদেশ মত চুরি ছাড়িয়া দিল। চুরি না করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপার্জ্জনের পথও বন্ধ হইল। ফলে স্ত্রীপুত্র সহ অনাহারে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। দুই তিন দিন পর সে যখন আবার গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল তখন গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে চুরি এবং মিথ্যাকথা বলা ছাড়িয়া দিয়াছে কি না। উত্তরে সে বলিল যে, সে গুরুর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে কিন্তু উহার ফলে স্ত্রীপুত্র সহ প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে কারণ চুরিই ছিল তাহার একমাত্র জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। ইহা শুনিয়া গুরু তাহাকে চুরি করার অনুমতি দিলেন কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। গুরুর আদেশ পাইয়া চোর সেদিন রাত্রিতে রাজ-বাড়ীতে চুরি করিতে গেল। সিঁধ দিয়া যেই সে রাজবাড়ীতে ঢুকিয়াছে রাজা টের পাইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চোর রাজাকে চিনিতে পারিল না। রাজাও নিজেকে একজন চোর বলিয়া পরিচয় দিয়া চোরের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। রাজকোষ হইতে ধন অপহৃত হইলে চোরের সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া রাজা একভাগ পাইলেন আর বাকি তিন ভাগ চোর পাইল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা একত্র চুরি করিতে পারে এই অজুহাতে রাজা চোরের নাম এবং ঠিকানা জানিয়া নিলেন। পরদিন রাজা দরবারে বসিয়া লোক দ্বারা ঐ চোরকে ধরিয়া আনিলেন এবং গতরাত্রির চুরির বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে দেখিলেন চোর একবর্ণও মিথ্যা না বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা যথাযথ বর্ণনা করিল। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন কারণ রাজাই যে চোরের সঙ্গী ছিল ইহা চোর তখন পর্য্যন্ত জানিতে বা অনুমান করিতে পারে নাই। তাহার এইভাবে সত্য বলার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে চোর বলিল যে সে গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশেই এই ভাবে চুরি করিতেছে এবং সত্যকথা বলিতেছে। ইহা শুনিয়া রাজা খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে একটি চাকুরী দিয়া তাহার জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিলেন, যাহাতে ফলে চোর চুরি ছাড়িয়া সদ্‌ভাবে জীবন যাপনের পথ পাইল। সত্য ভগবানের রূপ কি না? যেখানে সত্য সেখানেই ভগবানের প্রকাশ।"

আগামীকল্য পাণ্ডেজীর দুইপুত্রের উপনয়ন এবং সংস্কারের কথা। সেইজন্য পাণ্ডেজী সপরিবারে আশ্রমে আসিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে যজ্ঞ ইত্যাদির জন্য অনেক জিনিষপত্র লরীতে বোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার (ইং ৭/৬/৪৯)। আজ সকাল বেলা হইতেই আশ্রমে ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। পাণ্ডেজীর পুত্রের সহিত ৺পরশুরামজী এবং তাঁহার পুত্রেরও পৈতা হইবে। যজ্ঞ করিবার জন্য আশ্রমের পূর্ব্বদিকের বারান্দা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞবেদী এবং যজ্ঞস্থান বিচিত্র রকমের আলপনা দিয়া সাজান হইয়াছে। উহা দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত এই যজ্ঞ চলিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা অল্প সময়ের জন্য যজ্ঞস্থানে গিয়া বসিয়াছিলেন।

আজ দিদি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যজ্ঞের জন্য তিনি চারি টিন ঘি দিল্লী হইতে কাশী পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। আজকাল অনুমতি পত্র ভিন্ন ঘি একস্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া যায় না এবং অনুমতি পত্র যোগাড় করাও এক বিরাট ব্যাপার। কিন্তু অসাধ্য সাধনে দিদির বেশ অভিজ্ঞতা আছে। শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিয়া তিনি যে কোন জটিল কার্য্যে অগ্রসর হন এবং উহাতে কৃতকার্য্য হন। দিদির সঙ্গে বন্ধুবর ৺মনোমোহনের দুই মেয়ে কাশী হইতে দেরাদুন আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশেই তাহাদিগকে এখানে আনা হইয়াছে।

বিকালবেলা যখন হরিবাবার পাঠ হইতেছিল তখন পূরণের মাতা শ্রীশ্রীমার চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কারণ পূরণের অবস্থা খুব খারাপ চলিতেছে। তাহার কান্না দেখিয়া অনেকের চোখই সজল হইয়া উঠিল, শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি হাস্যময়ী। সন্তান হারাইবার আশঙ্কায় মায়ের এই মর্ম্মভেদী কান্না মাকে যেন কোন স্পর্শই করিল না, বরং তিনি হাসিহাসি মুখে কথা বলিতে লাগিলেন এবং পাঠের সময় এইরূপ কান্নাকাটি করিয়া পাঠের বিঘ্ন করিতে নিষেধ করিলেন। দিদিমা নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি এই দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া সজল নয়নে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ইহার পর আর কাহারও পাঠে মন বসিল না। হরিবাবাও পূরণের মাতাকে কিছু উপদেশ দিলেন। পাঠান্তে মা পূরণকে দেখিতে চলিলেন, সঙ্গে হরিবাবাও গেলেন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার (ইং ৮/৬/৪৯)। সকালবেলা পাঠান্তে মা পূরণের অবস্থা বলিতে গিয়া বলিলেন, "গতকাল তাহার এক ভয়ানক দিন গিয়াছে। সে যে বাড়ীতে আছে সেখানে গিয়া দেখি যে সমস্ত বাড়ীটি কি যেন এক উদাসভাবে ভরা।" এইসময় ঐ বাড়ীর গৃহিনী উপস্থিত ছিল। সে ও বলিল, "মা, দুপুর বেলা হইতেই বাড়ীর ঐ ভাব দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেইজন্য গতকাল দুপুরেই তোমার কাছে ছুটিয়া যাই।" মা বলিতে লাগিলেন, "রোগীর অবস্থা অতি খারাপ। একটি লাঠির মত দেহখানি পড়িয়া আছে। চোখে পলক নাই। মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। খুবই খারাপ লক্ষণ। গতকাল চারিটি সময়ই খারাপ গিয়াছে— দুপুরবেলা, সন্ধ্যা, দুপুররাত্রি, এবং ভোররাত্রি।" খুকুনীদিদি বলিলেন, "পূরণকে দেখিয়া আসিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত মায়ের শুইবার ভাব নাই।"

পাণ্ডেজীর ছেলের উপনয়ন আজ শেষ হইল। আজও কিছুক্ষণ যজ্ঞ হইল। ব্রহ্মচারীরা মৃগ চর্ম্ম, মেখলা এবং ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া এবং পলাশ দণ্ড হাতে লইয়া যখন যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিল তখন তাহাদিগকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। এই উপনয়ন উপলক্ষ্যে পাণ্ডেজীও বিচিত্র সাজে সাজিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম যে ঐ দেশে বিবাহ হইতে উপনয়ন একটি বৃহত্তর ব্যাপার। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে পাণ্ডেজীর পত্নী গতরাত্রে নৃত্যগীত করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমা মহিলাগণসহ উহা বসিয়া দেখিয়াছেন। পরশুরাম বৃদ্ধ বয়সে উপবীত গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন সেইজন্য শ্রীশ্রীমা খুকুনীদিদিকে বলিয়াছিলেন যে গায়ত্রীমন্ত্র দিদি যেন পরশুরামের কানে দেয়।

আজ বেলা ২টার সময় শ্রীশ্রীমা সদলবলে New forest দেখিতে গেলেন। মনোরঞ্জন (সরকার) দাদা গেলেন না বলিয়া আমিও গেলাম না। সুন্দরলাল পণ্ডিতজী একটু বিলম্বে আশ্রমে আসায় তিনিও মায়ের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না এবং তাঁহার খোঁজখবর না লইয়াই যে মা চলিয়া গিয়াছেন ইহা দেখিয়া তিনি খুব মনঃক্ষুন্ন হইলেন। রাত্রি ৮টার সময় মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

পণ্ডিত সুন্দরলালের মানভঞ্জন

রাত্রিতে আহারান্তে পণ্ডিতজীর সহিত দেখা হইলে মা তাঁহার অভিমান দূর করিবার জন্য নানাভাবে রসিকতা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নিজমুখ ঢাকিয়া পণ্ডিতজীর নিকট দিয়া দুই একবার যাতায়াত করিলেন পরে বলিতে লাগিলেন, "পিতাজীকে আমি মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?" ইহার পর পণ্ডিতজীর সহিত এমন ঢংয়ে কথা বলিতে লাগিলেন যে পণ্ডিতজী আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মায়ের এই কাণ্ড দেখিয়া উপস্থিত সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত হাসিতামাসা করিতে করিতে মা একটি গল্পও বলিলেন। গল্পটি এই—এক রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদা তাহারা দুইজনে মিলিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। তাহারা নানাদেশে ঘুরিয়া একদিন এক বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক কুম্ভকারের দোকানে তাহারা চারিটি হাড়ি দেখিতে পাইলেন। উহার প্রত্যেকটির গায়েই একটি করিয়া উপদেশ বাক্য লেখা ছিল। উপদেশগুলি যথাক্রমে এই—(১) "যখন যেমন তখন তেমন, নিজের কাজ করিয়া যাও।" (২) "ছোট যদি বড় হয় তবে তাহার মর্য্যাদা দিবে।" (৩) "বড়লোকের গুপ্ত কথা কখনো বাহিরে প্রকাশ করিবে না," (৪) "কখনও সাধা অন্ন ত্যাগ করিবে না।" এই উপদেশগুলি দুই বন্ধুরই খুব ভাল লাগিল। তাহারা ঐ চারিটি হাড়ি কিনিয়া আনিয়া মনস্থ করিলেন যে উহাতে লিখিত উপদেশগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিবেন! একদিন রাজপুত্র স্নান করিতে গিয়াছেন এমন সময় অন্য এক দেশের রাজার মৃত্যু হওয়াতে সেই দেশের রাজহস্তী রাজা খুঁজিতে বাহির হইয়া মন্ত্রীপুত্রকে সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া তাহাকে উঠাইয়া নিয়া সেই দেশের রাজপাটে বসাইয়া দিল। এদিকে রাজপুত্র স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুকে না দেখিয়া খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাঁহার হাড়িতে লেখা উপদেশের উপর দৃষ্টি পড়িল—"যখন যেমন তখন তেমন, নিজের কাজ করিয়া যাও।" ভাবিলেন বর্ত্তমান অবস্থায় এই উপদেশই তাঁহার যাহা করণীয় তাহা বলিয়া দিতেছে। তখন তিনি আহারাদি বিষয়ে মন দিলেন। এইরূপে কিছুদিন চলিল। একদিন রাজপুত্র জানিতে পারিলেন যে তাহার বন্ধু অমুক এক রাজ্যে গিয়া রাজা হইয়া বসিয়াছে। তখন তিনি সেই রাজ্যের দিকেই রওনা হইলেন এবং ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজদরবারে গিয়া একটি চাকুরী প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে এক চাকুরী দিলেন। চাকুরীটি হইল রাজদরবারে পর্য্যবেক্ষকের কাজ অর্থাৎ দরবার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সে সর্ব্বপ্রথম আসিয়া দেখিবে যে সব ঠিক মত আছে কিনা। রাজার ছেলে একনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি জানিতেন যে তাঁহার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রই এখন রাজা, তথাপি হাড়িতে লিখিত দ্বিতীয় উপদেশটি অর্থাৎ "ছোট যদি বড় হয় তবে তাহারও মর্য্যাদা দিবে," স্মরণে রাখিয়া রাজার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। মন্ত্রীপুত্র কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু এবং রাজপুত্রকে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং এমনভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন যে রাজপুত্রকে সম্মুখে দেখিয়াও তাঁহার ছদ্মবেশের জন্য তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার স্বভাব এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ অন্তঃপুরে অবাধে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। এদিকে রাজরাণী একদা খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। রাজপুত্র অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া জানিতে পারিলেন যে দেবীর নাকি আদেশ হইয়াছে যে আগামীকল্য রাজদরবারে যিনি প্রথম উপস্থিত হইবেন তাহার রক্ত দিয়া যদি রাণীকে স্নান করান হয়, তবেই রাণী আরোগ্য লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন। রাজপুত্র ইহা জানিলেন বটে কিন্তু এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না কারণ হাড়িতে লেখা তৃতীয় উপদেশ ছিল—"বড় লোকের গুপ্ত কথা কখনও বাহিরে প্রকাশ করিবে না।" পরদিন নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার অভিপ্রায়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রাজদরবারে উপস্থিত হইতে চলিলেন। এদিকে মহাদেব রাজপুত্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া পথের ধারে এক বটবৃক্ষের তলে অন্নব্যঞ্জনাদি তৈয়ার করিতে বসিয়া গেলেন এবং যেই মাত্র রাজপুত্র ঐ পথ দিয়া রাজসভায় যাইতেছিলেন তখন তাহাকে ডাকিয়া ঐ অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি হইবে মনে করিয়া রাজপুত্র প্রথমে ব্রাহ্মণের আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন। পরে তাঁহার হাড়ির লেখা চতুর্থ উপদেশের কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত অন্নগ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি রাজদরবার অভিমুখে চলিয়া গেলেন। এদিকে কাল প্রেরিত হইয়া অন্য এক ব্যক্তি রাজদরবারে সর্ব্বপ্রথম আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজঅনুচরগণ তাহকে হত্যা করিয়া তাহার রক্ত দিয়া রাণীকে স্নান করাইলে তিনিও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাজপুত্র যখন দেখিলেন যে হাড়িতে লেখা সমস্ত উপদেশগুলিই তাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছে তখন তিনি মন্ত্রীপুত্রকে ঐ কথা বলিতে মনস্থ করিলেন। একদিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তিনি রাজার অনুমতি লইয়া তাহাকে জীবনের ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন। গল্প শুনিতে শুনিতেই মন্ত্রীপুত্রের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার মন্ত্রী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যুগের আলো"

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

মাগো, তুমি যুগের আলো!
তোমার প্রভায় জগৎ সভায়
দিকে দিকে দীপ জ্বলিলো।

চেতন-হারা বসুন্ধরা
তোমার ছোঁয়ায় পে'ল সাড়া
তোমার প্রকাশ আন্‌ল প্রভাত
নবীন জীবন উদয় হ'লো!

জাগ্‌ল পূরব পশ্চিম জাগে
বিস্ময়ে সব কেবল তাকায়
কোথা হ'তে এতো আলো
এসে দিল ভাসিয়ে ধরায়!

বার্ত্তা যায় দেশ দেশান্তরে
ধনী দীন সকল স্তরে
মুখে মুখে বেতার-যোগে
শুভ খবর ছড়িয়ে গেলো!

ঝর্‌ণা আলোর আস্‌ছে নেমে'
দেখ্‌ছে সবাই মেলে' নয়ন
অনাহত প্রেমের স্রোত
বিপদ্-বারণ কষ্ট-হরণ!

সবাই ত তাই আস্‌ছে ধেয়ে
গিরি সাগর সব পেরিয়ে
যেন রে আজ কূল ছাপিয়ে
প্রাণের গাঙে জোয়ার এলো!

স'রে যাচ্ছে বিশ্ব হ'তে
গাঢ় আঁধার যবনিকা
প্রকাশিতা বিশ্বমাতা
ভালে দীপ্ত জ্যোতির টীকা!

অধরেতে মধুর হাসি
মাতৃমূর্ত্তি গরীয়সী
দরশনেই সব যায় যে ক্ষুধা
মুছে যায় সব মনের কালো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ যে আলোক—অনল ত নয়—
মিষ্টি সুধা সঞ্জীবনী
শীতল কিরণ হয় বিকীরণ
মেল্‌ল নয়ন মোর জননী !
সেই আলোতে ত্রিতাপ জুড়ায়
পাপীর পাষাণ হৃদয় গলায়
যোগীর প্রাণে সাহস জোগায়
বাঁচে অর্দ্ধ-মৃতগুলো।

* * *

জগৎ-জোড়া দুঃখ ভরা
হিংসা দ্বেষ আর হানাহানি,
মাগো, তুমি শান্তি-রূপা
বিশ্বে জানাও শান্তি-বাণী।
বুলাও তোমার স্নেহের পরশ
স্নিগ্ধ প্রলেপ দৃষ্টি সরস
মধুর কথা জাগায় হরষ
মলিনতা সব ঘুচালো।
পূর্ব্ব ভাগে শান্তি জাগে
সে তোমারই কৃপার কণা
কৃপায় ধীরে জগৎ জুড়ে'
শান্তি হ'বে দুখ রবে না ;
দূরে দিতে সকল অ-শিব
এলে লয়ে' জ্ঞানের প্রদীপ
তারই আভায় পথ খুলে যায়
অন্ধেরা চোখ ফিরে পেলো !

* * *

যুগে যুগে কত যোগী
এল কত মুনি ঋষি
তুমি সর্ব্ব-সার-ভূতা
আধার-রূপা "তত্ত্বমসি"।
মাতৃ-রূপে সর্ব্বারাধ্যা
জ্ঞানালোকে স্বয়ংসিদ্ধা
তুমি আদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা
সর্ব্বকারণ সূক্ষ্ম স্থূল।
তুমি মূর্ত্ত মন্ত্র শক্তি
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে
সবা'র মাতা সবা'র ত্রাতা
আছো সবায় বক্ষে লয়ে ;
দিচ্ছ শান্তি দিচ্ছ শিক্ষা
মুমুক্ষুত্ব আর তিতিক্ষা
দিব্য জীবন মুক্তি ভিক্ষা
সাধন-শক্তি হৃদয়-বলও।
আমি পতঙ্গ আশায় আছি
এই আলোকে সিনান করি'
নূতন বেশে খেলে' হেসে'
জীবন-মৃত্যু যাব তরি'
ভাগ্য মোর সে হ'বে কবে
মা মোর পানে চোখ ফিরাবে
—কৃপা একদিন হ'বেই হ'বে—
সব ভালো যা'র শেষটি ভালো॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের যোগ-দর্শনে দিব্য দেহ

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শনে যে আদর্শটি জগতের মানুষকে তার চিরন্তন কামনার পূর্ণায়ণের সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছে, জড়বাদীর নিরীশ্বর মনস্তত্ত্বকে আস্তিক্যের অনুশাসনে সংশয়িত করে তুলেছে, সে পরা-ভূমির মুক্তি, মোক্ষ নয়; তা হল,—পার্থিব জীবনের শাশ্বতী স্থিতি, নিত্য-সিদ্ধ দিব্য দেহে ধরণীতে ভাগবতী লীলার ভূমিকা। মর্ত্যে দেবজাতির স্বর্গ-বিহার। মানুষ স্বতঃই মৃত্যু-বিমুখ; তার চিরঞ্জীবি হবার আন্তর কামনা জন্ম থেকেই স্বভাবগত। দেহীর মৃত্যু নাই,—শাস্ত্র অথবা গুরুমুখ-এ জেনেও সে জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহ ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায় না। কায়াসিদ্ধেরা প্রসঙ্গতঃ তাই দেহকে বাঁচিয়ে রাখার সাধনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। অন্ততঃ সাধন-পর্ব্বের তপোজীবনটুকু। দত্তাত্রেয় এবং নাথযোগী গোরক্ষনাথ কায়া-সিদ্ধ ছিলেন বলে কথিত আছে। দত্তাত্রেয় ছিলেন আকাশ-সিদ্ধ। আকাশে আঘাত হানলে আকাশ যেমন অনাহত থাকে, দত্তাত্রেয়ের দেহও ছিল তেমনি আঘাত প্রতিহত না করেও অচ্ছেদ্য। গোরক্ষনাথের শরীরে আঘাত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত, যেমন আসে পাষাণের গায়ের আঘাত।

তিব্বতের গহনারণ্যে গুরুধাম "জ্ঞানগঞ্জ" বাসী যোগিগণ কোন্ সাধনবলে পাঁচ শত থেকে সহস্রাধিক বৎসর বেঁচে আছেন, সে রহস্য যোগীরাই জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ তাদের শিষ্য যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দিয়েছেন। বলেছেন, সেই গুরু-ভূমির অধিবাসী ভৃগুরাম স্বামী, শ্যামানন্দ স্বামী, মাতাজী মহাতপা প্রভৃতির দেহ জরাবার্দ্ধক্য দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় নি। বিশুদ্ধানন্দজী বার বৎসর বয়সে গুরু কৃপায় সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেও অদ্ভুত যোগশক্তি লাভ করেছিলেন, পল ব্রান্টন (Paul Brunton) যাকে যাদুশক্তি বলে তার বই "Secret India"তে উল্লেখ করেছেন। ব্রান্টন একটি সদ্য নিহত চড়ুই পাখীর জীবন সঞ্চার করতে নিজচোখে দেখেছিলেন, বিশুদ্ধানন্দজীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে। পাখীটি অবশ্য আধঘণ্টা উড়ে বেড়াবার পরে মৃত্যুর কবলে পড়ে।

ভাগবতী তনু, চিন্ময় দেহ প্রভৃতির উল্লেখ শাস্ত্রপ্রসঙ্গে আছে। সেই দেহের কোন স্তরের আপেক্ষিক উৎকর্ষের দিক থেকে তাকে ভাগবত বলা হয়ত অসমীচীন নয়। ভাগবতী তনুর পূর্ণ বিবরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায়, যে দেহে ভগবান বিগ্রহান্বিত হয়েছেন,' তাই ভাগবতী তনু, হয়ত আংশিকভাবে চিন্ময়ও। তবু ভগবৎ লীলা সাঙ্গ হলে সে তনু বিনাশশীল।

মানুষের চিরজীবি হওয়ার ইচ্ছাকে পৃথিবীর জীবনে সফল করবার মহামন্ত্র শ্রীঅরবিন্দ দিয়ে গেছেন, পূর্ণযোগের সাধনায়। সে সাধনার পরিণতিতে মানুষী তনু হবে অতিমানস শক্তির (Supramental Power) আধার, যাকে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে বলা হয়েছে দিব্য-দেহ (divine body), অবিনশ্বর কিন্তু স্বেচ্ছা-বিলয়নশীল। এ দেহলাভের সাধনা পূর্ব্বে কেহ করেন নি, বরং পূর্ব্বসূরিগণ দেহকে সাধনার অন্তরায় বলেই গণ্য করতেন। শ্রীঅরবিন্দ কথিত দিব্য দেহ পূর্ব্বোলিখিত সিদ্ধকায়া, ভাগবতী তনু বা চিন্ময় দেহ নয়, এ সবের চেয়ে বহুধা-বিশিষ্ট, আত্মস্বাতন্ত্র্যে অনন্য। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-দর্শনে দিব্য তনু অতিমানস শক্তিতে চৈতন্যময় তো বটেই, অধিকন্তু দেহ-প্রাণ-মনের সর্ব্বস্তরে মহাশক্তির অবতরণে আপূরিত, পূর্ণ-রূপান্তরিত। সত্য-চেতনা (Truth Consciousness) তার স্বগত, সুতরাং মায়িক কৈতব বা অসত্য তাকে নিত্য-যোগ থেকে বিচ্যুত করতে অক্ষম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি, মোহ, মায়া প্রভৃতি প্রকৃতি কোন আলোড়ন, কোন অবিদ্যার লেশমাত্রও তা'তে নেই। পূর্ণত্ব লাভের পরে।

শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড যোগের একনিষ্ঠ সাধক শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মরদেহের রূপান্তর (Supramental transformation) প্রসঙ্গে যীশুর অন্তিম ভোজে সুরা ও রুটিকে তাঁর রুধির ও মাংসে পরিণত করার উদাহরণ দিয়েছেন। খ্রীষ্টান মরমীরা (mystic) বিশ্বাস করেন, যীশু তাঁর অন্তিম নৈশ ভোজে প্রদত্ত সুরা ও রুটিকে বস্তুত: (in substance) তাঁর রুধির ও মাংসে পরিবর্ত্তিত করেছিলেন। কিন্তু সত্যই কি যীশুর শিষ্যেরা সুরা ও রুটির পরিবর্ত্তে গুরুর রুধির ও অরন্ধিত মাংস সত্যই আহার করেছিলেন? গুরুর আশিস্‌পূত ভোজ্য ও পেয় তাঁর শ্রীঅঙ্গের মতই পবিত্র, এবং লক্ষণীয় তাঁর রুধির ও মাংসের মমত্বে নিষ্ণাত। তাকে বাস্তব রুটি-মাংস বলে সাব্যস্ত করার মত যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ কেউ কি দিতে পেরেছেন?

আর একটি দৃষ্টান্তে নলিনীবাবু বস্তুর শিলীভবনের (fossilisation) উপমা দিয়ে দিব্য রূপান্তরের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। শিলীভূত বস্তু যেমন,—তিনি বলেন, প্রস্তরীভবনকালে, আকৃতি ও অন্তর্গঠনে, সঙ্গঠিত কণার বিনিময়ে বহিরাগত জড় কণা দ্বারা আপূরিত হয়, তেমনি মানুষের জৈব দেহও, তনু মন প্রাণের স্তরে স্তরে, প্রতিটি অনুর বিমিময়ে ভগবৎ বস্তু সঞ্চারিত হয়ে থিতিয়ে দিব্যাধারে রূপান্তরিত হবে।[1] অর্থাৎ রূপান্তরিত দেহটিও হবে গঠন

1. As the fossil is a transformation in stone, grain by grain, of a living body—organic elements eliminated and replaced by the inorganic in the very atomic structure and constitution—even so, the living human structure, the mental, vital and physical formation will be translated grain by grain, atom by atom, into the divine structure by the infusion and imposition of the Divine figure,—"The yoga of Sri Aurobindo," Part IV, Nolini Kanto Gupta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশিষ্ট্যে মানুষের জৈব দেহের অনুরূপ। ব্যতিক্রম শুধু উপাদানে। দিব্য দেহের উপাদান ভাগবত বস্তু, আর জৈব দেহের জড় বস্তু (matter)। মহাশক্তি জড় অণুর স্থানে এক প্রস্থ অজর অণু বসিয়ে দেবেন দেহাকারে,—এ ধারণা নিতান্তই জড়বাদীর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং মহাশক্তির অনন্ত সম্ভাবনার পরিপন্থী। যদি এভাবেই দিব্য দেহ গঠিত হয়, তার পরে প্রশ্ন ওঠে, রূপান্তরিত দেহের শারীর ক্রিয়ার। সেখানে কোন নবায়ন ঘটবে কি? দেহের নিত্য জৈব প্রয়োজন পূরণ হবে কি দিয়ে? অঙ্গ থাকবে, আধারগত যন্ত্র থাকবে। অথচ ক্রিয়া থাকবে না? বিশ্ব-প্রকৃতি তো অপ্রয়োজনে কোন ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিও করেন নি। নলিনীবাবু এসব প্রশ্নের উত্তর দেন নি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পরবর্ত্তী লেখায় নানাদিক আলোচনা করে এসকল সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন।

অতীতে সাধনার রীতি ছিল পার্থিব দেহটারে কর্ম্মদেহরূপে অবলম্বন করে দেহাতীত, মনোনিত চৈতন্য-ভূমিতে ওঠবার চেষ্টা। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী ছিল অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ, ক্রিয়ার পরিণাম সেখানে নয়, পরভূমিতে। অবিদ্যার তরণী বেয়েই বিদ্যাকে পেতে হবে, পারের খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, যেখানে আছে অমৃত,—পরমভূমিতে পরমাগতি। দেহপাত বিনা তা হবার নয়, পৃথিবী যে অবিদ্যার অবাধিত নৈরাজ্য। দিব্যজীবনের সাধকের লক্ষ্য তা নয়, স্বর্গের অমৃত-কুম্ভ এখানেই আছে, আইন্‌স্টাইনের চতুর্থ ডায়মেন্‌সনের মত (fourth dimension) আমাদের আশে পাশেই রয়েছে, আমরা জানিনে। দিব্য জীবনের সাধকের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে অতিমানস শক্তিকে (Supermind) এই মরদেহের আধারে, দেহের রূপান্তর ঘটিয়ে। সে রূপান্তর ক্রম-বিকাশের সিঁড়ি ভেঙ্গেই আসে, যেমন ওঠে জড় থেকে চৈতন্য, প্রাণের স্তরে, তারপর মনে। মনকেও উঠতে হবে ঊর্দ্ধ মনে, দেহ-প্রাণ-মনের সর্ব্বস্তরের দিব্য রূপান্তরে। তার গতি যে মন্থর হতেই হবে, তা নয়। মনোগত অজ্ঞানতাই ঊর্দ্ধারোহণের বিকাশকে বিঘ্নিত করে। কিন্তু একবার যদি আমরা ঋত-চেতনায় পৌঁছুতে পারি, তা হলে সত্তার অধ্যাত্ম শক্তিটিই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করবে। আমরা সেই পরম চেতনার সত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে মুক্তি পাব, আর তা থেকেই মন, প্রাণ ও দেহ রূপান্তরিত হবে। "উর্দ্ধ থেকে অবতরণ-পথে পৃথিবীর অবিদ্যা অতিমানস সত্য-চেতনাকে রুখে দিতে পারবে না—সে যে সর্ব্বশক্তির, সর্ব্ব জ্ঞানের উৎস। সকলেই হয়ত তাঁর শক্তিরও পূর্ণত্বের আলোর কাছে নিজেকে উন্মীলিত করে দিতে পারবে না; যতটুকু পারবে, ততটুকুই নিশিতে পরিবর্ত্তিত হবে। রূপান্তরের মুল সুত্রটি তাই।"[2]

এমন হয়ত হতে পারে যে, কুটস্থ পুরুষ প্রকৃতিকে বশে এনে মনকে একটি আলোক তত্ত্বে নিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত করবেন জ্যোতির্ম্মনে, প্রাণের চেতনাকে বিশেষিত ও শক্তিপূত করবেন। তাই হবে তখন দিব্য জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। তবু দেহের রূপান্তর না ঘটা পর্য্যন্ত প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব নয়। আবার হয়ত ধাপে ধাপেও রূপান্তর আসতে পারে। আমাদের মনের রাজ্যে প্রকৃতির যে শক্তিগুলি এখনো গহনে রয়েছে, তারা আপূর্য্যমান প্রজ্ঞার প্রচ্ছন্ন শক্তিপুঞ্জ, যাতে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে ঐশী অর্কিক ও প্রবণতা। হয়ত সেই স্তরগুলি দিয়েই উর্দ্ধারোহন হতে পারি, আর সেই শক্তিগুলি মনোময় পুনুষের ভেতর নেমে এসে স্বভাবতঃই ক্রমবিকাশ সূচিত করবে বলে অনুমিত হতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে—এই মধ্যবর্ত্তী শক্তিস্তরগুলি পূর্ণ রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ তারা শুধু অংশ-শক্তি, পূর্ণাঙ্গ অতিমানস সত্য-চেতনা নয়। তারা মনকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে পারে মাত্র। তবু তারা আরোহনের ধাপ হতে পারবে, যেখানে কিছু সাধক পৌছে গিয়ে স্থিতিতে থাকতে পারেন। আর ভাগ্যবানেরা আরো উপরে উঠে উন্নততর ভূমিতে পেতে পারেন আধো-সজাগ ভাগবত জীবন। আরোহন এখানেই শেষ হয় নি। মনে রাখা উচিৎ, অতিমানস স্তরটি খুবই দুরারোহ এবং তাবৎ মানব গোষ্ঠী এক যোগে সে স্তরে কখনই পৌছুতে পারবে না। যাদের আন্তর বিকাশ সেই সুউচ্চ ভূমিতে পৌছবার প্রস্তুতি দিয়েছে, অথবা ভগবৎ কৃপা যাদের সহায়, তারাই কেবল পূর্ণ প্রজ্ঞা, শক্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে অধিকারী। সমষ্টির বড় অংশটি স্বাভাবিক জীবনের

2 শ্রীঅরবিন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আওতায় হয়ত দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট থাকবে, কিন্বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতির বাঁধন-শিথিলকরা পরিবেশ থেকে মুক্তির আলোর স্পর্শ লেগে ধীরে ধীরে চেতনার ভেতর জেগে উঠবে। আর এভাবেই আসবে। বিরাট্ পরিবর্ত্তনের সূচনা সকল স্তরের মানুষের ভেতর। তারাও পরিণামে পূর্ব্বগামীদের সাফল্যের আশা ও আশ্বাস থেকে বঞ্চিত থাকবে না। সৃষ্টির গভীরে সেই প্রতিশ্রুতি-লেখা হয়ে আছে।

এ সকল প্রস্তুতি পর্ব্বের আঙ্গিক। পৃথিবীতে সিদ্ধ দিব্য জীবনের পূর্ণ চিত্রটি আরো পরের পরিণত ফলিতরূপ! তাকে স্বাগত জানিয়ে সার্থক করতে হলে অতিমানস সত্য-চেতনাকে দিতে হবে নিরঙ্কুশ আধিপত্য, আর তারই সামগ্রিক প্রভাবের নীচে পৃথিবীর সর্ব্ব স্তরের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, সেখান থেকে সে জীবনের অলিতে গলিতে এসে পড়বে চরম সত্যের দিব্য আলো, লক্ষ্যের নিশানা এসে পড়বে তাদের সামনে, যা থেকে তারা পাবে প্রেরণা ও শক্তি!

মানুষের জীবনের গোড়াকার ইতিহাসে আমরা খুঁজে পাই তার প্রাক্-মানব ইতর জৈব আধারের একটি বিবর্ত্তন ধারা, তার মন ও প্রাণ-শক্তির সুসঙ্গত উন্নয়নের একটি ভূমিকা, যেখানে জীবনের পূর্ণতর অভিব্যক্তির সৌর্য্যে প্রাণিদেহের গঠনগত স্বাচ্ছন্দ ঘটিয়ে সম্ভব হায়ছে প্রাণের উন্নততর উন্মেষ ও কর্ম্মোপযোগিতা আর সেই আরোহণী দিয়েই জীবন পেয়েছে মনোময় শক্তির বিকাশ ও বিবেচনা বুদ্ধির প্রাখর্য্য, পেয়েছে মনের স্তরে স্থিতি। সেই ধারাতেই সত্য-চেতনার বিকাশ-ভূমিরূপে তুলে দিতে হবে মানুষী তনুকে নব নব পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের প্রগতিতে হয়ত আসবে দেহের যান্ত্রিক গঠনের নবায়ন, তার ক্রিয়াও সাঙ্গঠনিক প্রকরণের ক্ষেত্রে অভাবিত নিয়মন-যোগ্যতা,—পূর্ণরূপান্তরের ফল-স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—অতিমানস-চেতনা মাত্রিক ছন্দে বাঁধা পরিমিত বস্তু নয়, পরন্তু সে এমনই একটি শক্তি যার অধ্যাত্ম-স্থিতির অভিমুখীন উর্দ্ধগতি থেমে যাবে না, যতক্ষণ অতিমানসের চরম পূর্ণতার মধ্যে সে মুক্তি না পায়, এবং যতক্ষণ পৃথিবীর প্রাণ বা মনোভূমি থেকে উঠে আসা অধ্যাত্ম চেতনার স্তরগুলিকেও অতিমানস তার সাযুজ্যের পূর্ণতা দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরিয়ে না তোলেন। এ সকল সাধ্যকে সফল করতেই হবে। মানুষের আদি প্রকৃতিকে অতিক্রান্ত, বিশোধিত না করে, দেহের বিবাদীকে সম্বাদী গ্রামে না এনে মর্ত্যে পূর্ণকলা দিব্যজীবন সম্ভবপর নয়। এ সবই পূর্ণযোগের দ্রষ্টা ঋষির সাধন ইঙ্গিত।

শুরুতেই জৈব তনুর সসীমতার দৈন্য,—জৈব প্রকৃতির প্রবৃত্তির অসংখ্য তাড়নায় কণ্টকিত পথ। তাদের আমূল সংস্কার-মুক্তি না হওয়া অবধি অবিদ্যার অভিভাব চিরাচরিত সান্তের ধর্ম্মে রুখে দেয় প্রাণ, মন ও অস্থিহ প্রগতির প্রসারণকে। জড় প্রকৃতির নিত্য স্বভাবে বাঁধা দেহযন্ত্রগুলি—মস্তিষ্ক, হৃদয়, ইন্দ্রিয় তাদের জৈব প্রয়োজন, ক্রিয়া-কলাপ, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি। জীবন ধারণের ক্ষেত্রেও রয়েছে সেই অফুরন্ত দেহগত সমস্যা—অপরিহার্য্য খাদ্য ও পুষ্টির প্রকরণ, শরীরে অপচয়-নিরোধ, পূরণ, দেহের কামনা; নিদ্রা, ক্লান্তি প্রভৃতির অগুন্তি জৈব প্রয়োজন,—রূপান্তরের তারা বাধা। প্রাণ ও মনের, ওদের এসবের দুর্জ্জেয় প্রভাবও অস্বীকারের নয়। পৃথিবীর বশীকার ছাড়িয়ে ওঠবার এরা মস্ত বড় অন্তরায়। মনের ওপর সীমার দায়গুলিও এসে জাঁকিয়ে বসে, জানিয়ে দেয় দিব্য শক্তির ক্ষেত্র এখানে নয়—দেহান্তে। পৃথিবীর সীমীকরণ আর সাধর্ম্মকে মুক্তি দিতে হবে ভাগবতী করুণী শোধন-শক্তির কাছে। তখন আর তারা বাদ সাধবে না। পৃথিবীতে তখন অধ্যাতন শক্তিকে প্রকাশের পথে আনুকূল্য করবে, দিব্য রূপায়নেরই হবে জয়।

বাধা আসে দুদিক থেকে—দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক। প্রথমটি অশোধিত জৈব প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া জনিত প্রাণশক্তির আরোহনীর পথের বাধা। বিশেষত: নিম্ন প্রবৃত্তি, 'ভাবাবেগ' ও বাসনার এগুলি বায়নাক্কা। 'দ্বিতীয় হল, জৈব শরীরের অপ্রতুল কাঠামো এবং দেহযন্ত্রের সীমিত সামর্থ্য। উচ্চ প্রকৃতির ভাগবত কর্ম্ম-প্রবণতার পথে তারা স্বাচ্ছন্দ ও কুশলতা বিঘ্নিত করে। প্রথম ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে দেহকে নিয়ন্ত্রণে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তরে নিঃসন্দেহে যৌন আশক্তিও তার চরিতার্থতা সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বাধা। এদের বশীত্ব আনতেই হবে। নিবৃত্তি মার্গের অনুগামীদের চেয়ে দিব্য জীবনের সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী আরো ব্যাপক ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে, দিব্য জীবন-লীলার রূপায়ণে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অপরিহার্য্য বিশ্বপ্রকৃতির, এমন কি ভগবৎ স্বরূপেরও দ্বৈত ভূমিকা পরস্পরের অনুপূরক, অর্দ্ধনারীশ্বর ভাবটি তার তাত্ত্বিক দিক। ঈশ্বর ও শক্তি এই দুয়ের সহযোগিতা বিনা জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক সার্থকতাও আছে, মানবিক স্তরেও। তাকে অভাগবত মনে করা সমীচীন নয়। জাবনের বৃহত্তর পরিবারে প্রকৃতি-পুরুষের সাম্যে প্রতিষ্ঠিত ভূমিকার স্থান করে নিতে হবে। নিম্নাভিমুখী কোন প্রবণতা থাকবে না। নারী-পুরুষের প্রেমের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে বিশ্ব-প্রেমের স্তরে পরমসত্যের মধ্যে আনন্দ হবে তার সামাহার। অবশ্যই দেহ ও তার কর্ম্ম বাদ দিয়ে জীবনের ভাগবত রূপায়ণ অর্থহীন,—তারা আঙ্গিক। দেবজাতি এভাবেই গড়ে উঠবে। প্রজনন দিব্য জীবনের ক্ষেত্রে নয়, সে সমাধান ভিন্ন পথে।

মরদেহ যদি ভাগবতী তনুতে (divine body) রূপান্তরিত হয়, তবে কি তার খাদ্যের প্রয়োজন থাকবে না? স্থূল খাদ্যের উপর নির্ভর না করে শরীর রক্ষা তখনই সম্ভব হবে যখন এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে, যার দ্বারা বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে দেহ-পোষনের প্রয়োজন মিটানো যাবে। দেহ তখন জড় উপাদানের প্রয়োজনে পরমুখাপেক্ষী হবে না এবং খাদ্য সমস্যার বহু ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—দেখা গেছে, দীর্ঘ উপবাস সত্ত্বেও দেহ-মন-প্রাণের কর্ম্ম-ব্যস্ততা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে, আত্মিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারে। গভীর চিন্তা, রাত ও দিনভর অক্লান্ত লেখা, বিনীদ্র জীবন, দৈনিক আটঘন্টা ভ্রমণ, অথবা নিরবচ্ছিন্ন যোগস্থ থাকা,—এ সবের ব্যাঘাত না ঘটিয়েও শারীরিক অক্ষমতা, শ্রান্তি, শক্তিক্ষয় প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকা যায়। তবুও দেহো-পাদানের অপচয় বোধ হয়নি। সুতরাং জড়নির্ভর হয়ে দেহকেও চলতে হবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন তার সূক্ষ্ম বিনিময় ক্ষমতা স্থূলকে রেহাই দিয়ে শুধু শক্তিকে উপাদান পূরণের কাজে না লাগাতে পারে। সে ক্ষমতা মানুষের অল্পাধিক আছে। প্রকৃত-পক্ষে, শ্বাস প্রশ্বাস, নিদ্রা বিশ্রাম, প্রভৃতি আমাদের যে দেহের দাবী পূরণ করে, তা শক্তিরূপেই করে, নিতান্ত স্থূল উপাদান দিয়ে নয়। প্রাথমিক পর্য্যায়ে, দিব্য জীবনের উৎক্রামণ পর্ব্বে, প্রাকৃত খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন অস্বীকার করা সমীচীন হবে না। স্থূলকে অতিক্রান্ত করবার সম্ভাবনা অন্তরাত্মার জাগরণে সমর্থিত হবে, সে সামর্থ্য স্ফুটতর হবে ক্রম-গতিতে। আর সেই ধারা বেয়ে নেমে আসবে অতিমানসের স্তর থেকে সাধ্য-শক্তি রূপান্তরের লক্ষ্য পূরণে। তার আগে পর্য্যন্ত জৈব প্রয়োজনের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত শেষ হবে না। দিব্য জীবন তো দেবতার মর্ত্ত্য—লীলা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়, স্থূলকে পরিহার করে নয়,—তাদের পরিশোধন এবং তাদের দেবমানবের উপযোগী করে তুলতে হবে, সিদ্ধ যন্ত্র হবে তারা, আন্তর পুরুষের বৃহতের ভূমিকার আঙ্গিকে।

দিব্য জীবনের লক্ষ্যে নিয়তই থাকবে, পূর্ণত্বে পূর্ণ হবার প্রেরণা। বেঁচে থাকবার যে আনন্দ, সে আনন্দটুকুও সেই পূর্ণ লক্ষ্যের অঙ্গীভূত। দেহের বস্তুতে ব্যবহারিত আনন্দ এবং জীবন-প্রবাহে দেহেরও যে আনন্দ, তা পূর্ণায়ণ থেকে বাদ যাবে না, তাদেরকে নিখুঁত করে তবেই সমাহার। এ সবের সমুচ্চয় (integration) সাধন হবে ভূমাতে, জীবনের ক্রমাগতির প্রকৃতি হবে তাই, — মনের সম্ভাব্যতার পরিণতি তার আলোকময় সত্তায় রূপান্তরে, প্রাণের নবায়ণ চিদানন্দের শক্তিতে, আর দেহের রূপান্তরের সার্থকতা হবে ভাগবত কর্ম্মের যন্ত্ররূপে, ভাগবত জ্ঞানে ও ভাগবত আনন্দে। যা কিছুর রূপান্তর ঘটানো যায়, তাকেই অখণ্ডত্বের মধ্যে আত্ম-বিকাশের আধার হয়ে; আঙ্গিক হয়ে, ফুটে উঠতে হবে।

হয়ত জাতিরক্ষার প্রশ্ন কেউ কেউ তুলবেন। দিব্য জীবনে রূপান্তরের প্রেরণা মানব গোষ্ঠীর সকল স্তরে যতদিন সঞ্চারিত হয়ে না ওঠে, ততদিন জাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষার জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত মানব থাকবে। প্রকৃতির প্রজনন পদ্ধতিটি বাঁচিয়ে রাখার ভাবনা যোগীর নয়। তবু এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যেখানে দিব্য জীবনের পার্থিব সাফল্যের জন্য কল্যাণকামী কোন কোন মুক্ত বিদেহী আত্মার স্বেচ্ছাধীন কায়া গ্রহণের প্রয়োজন হবে। তখন অতি প্রাকৃত কোন উপায়ে দেহ-ধারণের প্রশ্ন দেখা দেয়। হয়ত যোগশক্তির মত কোন অলৌকিক শক্তিতে নির্ম্মাণকায় রহস্য গুপ্ত জ্ঞানের অঙ্গরূপে কোন অধিকারীর সামর্থ্যে থাকবে. মানুষের ক্রমবিকাশের ভবিষ্য সম্ভাবনায় কায়াগঠন শক্তিটি তার প্রগতির আঙ্গিক হয়ে উপার্জ্জিত হবে, আশাবাদীরা এই আদর্শে বিশ্বাসবান্। ভৌতিক সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে (ectoplasm দিয়ে) শরীর ধারণ করে প্রেতাত্মারা মানুষের সামনে মূর্ত্ত হতে পারেন, এমন ঘটনা এখনো ঘটে। সূক্ষ্ম জড়শক্তির ক্রিয়া যেমন যোগ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি জড়পদার্থের সূক্ষ্ম অস্তিত্বকে মেনে নেয়া হয়েছে, প্রাণশক্তি ও স্থূল পদার্থের মাঝের স্তরে। এই সকল সূক্ষ্ম জড় উপাদান ঘনীভূত করে পার্থিব বস্তু সৃষ্টি অস্বীকার্য্য নয়। কোন প্রত্যাগাত্মা পৃথিবীতে ভাগবত জীবন-লীলায় অবতীর্ণ হতে চাইলে, তার পক্ষে প্রাকৃত জন্ম না নিয়ে সূক্ষ্ম উপাদান থেকে শরীর গঠন করে নারী পুরুষের মিলন-ঘটিত নিকৃষ্ট অবিদ্যা-দেহ পরিহার করে নিখুঁত দিব্য দেহ লাভের জন্য নির্ম্মাণকায় পন্থাটি অবলম্বন করাই হবে প্রকৃষ্ট বিকল্প। সেই সম্ভাবনার পরিণতিই হবে ক্রমবিকাশের ধারায় ভাগবত জীবনে উন্নীত দেহ-মনের যে-আবির্ভাব একদিন ঘটবে পার্থিব প্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, তার বিগ্রহান্বিত দেহটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে যোগ-বিজ্ঞানের আঙ্গিকে গঠিত হতে পারে। প্রজনন-নির্ভর অবশ্যই হবে না।

জৈব দেহটি ধাপে ধাপে নিম্ন প্রাণীর অপ্রতুল স্তর থেকে মানুষের স্তরে সঙ্গঠিত হয়ে উঠেছে, যেখানে উন্নত দেহ-যন্ত্র ও জৈবিক ক্রিয়ার জটিলতা এতই সূক্ষ্মভাবে সমন্বিত ও পরিচালিত যে পদে পদে তার বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে হয় মানুষকে। নিখুঁত দিব্য দেহ এমনতর ঠুন্‌কো স্থিতি নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিবাদে চলতে পারে না। ভাগবতী তনুর থাকবে বন্ধনমুক্ত জীবনের স্বাধীনতা, বাধা-বিঘ্ন-নির্ম্মুক্ত স্বাভাবিক শাশ্বতী স্থিতির অধিকার। সেই হেতু দেহের আমুল রূপান্তরই হবে সমাধানের চরম সফলতা। দৈহিক ক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং সাংগঠনিক অপূর্ণতা থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে তনু-মন-প্রাণের। মানুষের ভেতর যদি কিছু গুপ্ত শক্তি-উৎস থাকে,—অছে হয়ত সীমিত ভাবে, তবে তাকে পূর্ণায়ণের লক্ষ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে আত্মিক ও অতিমানস সঙ্গতীতে, ভাগবত সিদ্ধ-যন্ত্র করে দেহকে। আমাদের দেহচক্রগুলি সেই ধরণের শক্ত্যাধার ; ওর মুলস্থিতি থেকে কুণ্ডলিনী শক্তি শতদল পদ্মশীর্ষে অসীমের সালোক্য লাভ করে ছড়িয়ে দেয় দিব্য আলোর ভাতি। দেহের পূর্ণ রূপান্তরের জন্যে তার অবিদ্যা-বিধৃত যান্ত্রিক জড়াংশ-গুলি, জৈব কার্যাক্রম, প্রকৃতি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ অপরিহার্য্য। দেহের উপর দেহীর সহজ সহজাত আধিপত্য চাই। জৈব দেহ-যন্ত্রগুলির কর্ম্ম-নিপুণতার রূপান্তর হতে হবে ইচ্ছার অবাধ প্রতিফলনের জন্যে, তাদের গুরুত্ব লক্ষ্যে রেখে। মন থেকে মনে বিনিময় মস্তিষ্কের নৈপুণ্যে হবে সহজসাধ্য ; তেমনি ভাববাহী শক্তিস্রোত প্রবাহিত করে অপর মনের উপর, এমন কি জড় বস্তুর উপরেও, পরিণামী ফল দর্শানো যাবে। হৃদ্‌যন্ত্রটিও প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র থেকে বাইরেকার জগতে পাঠিয়ে দেবে আবেগ ও বেদনশীলতা, চিত্তে চিত্তে হবে আন্তর বিনিময় ; প্রাণশক্তি সাড়া তুলবে দূরের প্রাণের আহ্বানে, সহায় হবে দূরে দূরে। ইচ্ছার বশিতা খাদ্য-গ্রহণ যন্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বতঃই হয়ত স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করবে, আসক্তি ও লালসের উর্দ্ধে উঠে বিশ্বের শক্তি-ভাণ্ডার থেকে দেহের নিত্য প্রয়োজন মিটিয়ে স্থুল আহার্য্যের অপেক্ষা না রেখে, প্রৈতির অপচয় বিনাই কর্ম্মরত রাখবে দেহকে, নিদ্রা ও বিশ্রাম বিঘ্নিত হয়েও বাধা হবে না। আত্মা অথবা মন উপরের স্থিতিতে সক্রিয় থেকে যৌন-প্রবৃত্তির বিরতি অথবা বিলয় ঘটিয়ে অব্যাহত ওজঃ শক্তি নিয়ত করে অক্ষুন্ন রাখবে মস্তিষ্ক, চিত্ত এবং প্রাণের শক্তি-প্রাচুর্য্য, শ্রেয়ঃ সাধনে। তখন চৈত্য পুরুষ হয়ত আরো এগিয়ে আসবেন, এমন কি দেহের উপাদানকেও নিয়োগ করতে পারবেন মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে। পরিণামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ বিকাশের পূর্ণায়নের স্তরে যৌন অঙ্গগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, থাকবে না তাদের আঙ্গিক অস্তিত্ব। সূক্ষ্মদেহ পরিণামে যোগীর ইচ্ছাবশে জড়দেহের শক্তি যোগাবে, সুতরাং দেহ আর জড়-নির্ভর থাকবে না, স্বচ্ছন্দ গতিতেই সুসাধিত হবে তার ভাগবত কর্ম্ম। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির পরিবর্ত্তে হয়ত কেন্দ্রশক্তি একদিন অভিনব সুক্ষ্ম জৈবিক যন্ত্র সংস্থান করে নেবে; জড় ব্যবহারের বাস্তব প্রয়োজন যদি থাকে, তবে শক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গত কোন আঙ্গিক শরীরে থাকবে।

প্রকৃতির বিকাশমুখীনতার কোন সীমা বেঁধে দেখা যায় না। সকল কিছুই আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য হবে না; যাদের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে যাবে না, তারা থাকবে পূর্ণায়িত সঙ্গতি রেখে চেতনার আরোহণের সাথে। তবু দিব্য তনুর রূপায়নে গোড়াতেই একটা পরিবর্ত্তন চাই, পুরাতনের উন্নত বিগ্রহ নয়, পূর্ণতর একটি আধার।—নবীভূত, উন্নত আরও বিকাশমান, পূর্ণত্বের দিকে। তবে দিব্য জীবনের স্থিতি-পীঠেও পার্থিব স্থূল ভূতকে বিদায় দেবার প্রশ্ন নেই। তারা থাকবে সুগঠিত, মার্জ্জিত, আলোক-দীপ্ত হয়ে, যে হেতু স্থূলের আন্তঃপুরুষকে ক্রমেই মুক্ত হবার পথ করে দিতে হবে উপলব্ধির স্তরে আনবার।

দেহের দিব্য রূপান্তরে মানুষ তার পরিচয় হারাবে না; যা সে প্রকৃতির কাছে পেয়েছিল তার ক্রমোন্নয়ন অবশ্যই ঘটবে পূর্ণাদর্শের লক্ষ্যে। মানুষের কোন কোন আঙ্গিক পরিবর্ত্তন ভাগবত জীবনোপযোগী হয়ে উন্নীত হয়েছে, তাদের বিলোপ হবে না, বাড়িয়ে তুলতে হবে উর্দ্ধ সীমায় পৌছবার প্রসার্য্যমানতাকে, তাদের ত্রুটিহীন, নিখুঁত, আরো কর্ম্মকুশল হতে হবে। সুতরাং দিব্য দেহটি হবে অফুরন্ত উৎকর্ষের আধার। দেহে আসবে নবতর কর্ম্মনৈপুণ্য, যার কথা আগেকার মানুষ ভাবতেও পারে নি। যা কিছু এখন মানুষ সন্ধান বা অধিগত করতে পারে যান্ত্রিক শিল্প-সাধনা বলে, তা নবলব্ধ দেহের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে বা আন্তর দেবতার আত্মিকশক্তিতে সম্ভব করে তাকে মুক্তি দিতে পারবে যান্ত্রিক নির্ভরতা থেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবর্ত্তনের সম্ভাবনার দিক থেকে দেহটি তার ঋত-চেতনার প্রথম সত্য অনুভূতির প্রারম্ভিক স্তর থেকে উন্মেষিত হয়ে অতিমানসের স্তরে উঠে যেতে পারে ধাপে ধাপে, এমন কি অতিমানস-ভূমি ছাড়িয়ে গিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যকে ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে প্রভিন্ন করতে পারে,—বিশুদ্ধ সৎ-চিৎ ও আনন্দের স্পর্শে এসে, যার স্বরূপভূত বৈশিষ্ট্য অতিশায়িত হয়েছে স্থিতির পরম সত্যের মহাজগতে তপসের আবেগময়ীতার পরাকাষ্ঠায় এবং আনন্দের সর্ব্ব-সম্ভাবনাময় পরম সত্তায়। পার্থিব জীবনের রূপান্তর এই অন্তহীন পূর্ণত্বের যাত্রায় হয়ত এগিয়ে যেতে পারে, এবং পৃথিবীতে দিব্য জীবনের পরিক্রমায় সেই সর্ব্বহেতুভূত পরমসত্তার পূর্ণতম মহিমা-কলার একটি বর্ণালীও ভাগবতী তনুতে (divine body) এখানে প্রতিফলিত কিম্বা পূর্ণায়ত হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ এই মহাসম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

"বন্ধু কাহাকে বলে ?—যে ইষ্টের প্রতি মন করিয়া দেয়। সেই ত পরম বন্ধু। যে ইহার দিক হইতে সরাইয়া মৃত্যুর দিকে গতি করাইয়া দেয় সে শত্রু, মিত্র নয়। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করো। যে নিজেকে শুধরাইবার চেষ্টা না করে সে ত আত্মঘাতী।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহৈতুকী করুণা

ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ
করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল—
রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দর-দ্যুতি—
কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে
স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥"

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁর রচিত 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটির দ্বারা জগজ্জনকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন। শ্লোকটির মর্মার্থ হ'ল,—"(পূর্ব কল্পের কোনো এক কলিযুগে যা অর্পিত হয়েছিল, তারপরে) বহুকাল যাবৎ যা অর্পিত হয়নি, স্বীয় উন্নত-উজ্জ্বল-রস-স্বরূপা সেই ভক্তি-সম্পত্তি সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে করুণা বশতঃ (বা করুণার সহিত) স্বর্ণ অপেক্ষাও রমণীয় কান্তিযুক্ত যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন; সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের অন্তরে স্ফুরিত হোন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীতে ও গীতায় শ্রীভগবদ্‌স্বরূপের আবির্ভাবের এইরূপ বাণী আছে। চণ্ডীতে দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্না দেবীর সান্ত্বনা-বাক্য—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামারি সংক্ষয়ম্॥ ১১/১৫

যখন যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ উৎপীড়িত হবে তখন তখনই আবির্ভূতা হয়ে শত্রু নাশ করে শান্তি আনয়ণ করবো। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অনুরূপ বাণী প্রদান করেছেন,—যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন সাধুগণের রক্ষণ, দুষ্কৃতির নাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। উভয় বাণীতেই বুঝা যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী দুর্গা উভয়েই দুর্দশাগ্রস্ত, উৎপীড়িত জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হন। 'করুণা' শব্দটি উভয় শ্লোকেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে, উল্লেখ করা হয়নি। উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব। জীবের প্রয়োজনই তাঁদের করুণাকে আকর্ষণ করে আনে। এই আবির্ভাবের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেখানে জীবের দুঃখ দুর্দশা রূপ কারণ বিদ্যমান, সেখানেই ভাগবতী করুণার কার্য্যরূপে আবির্ভাব। সুতরাং পৃথক ভাবে তা বিজ্ঞাপিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য গীতা ও চণ্ডীর উক্ত দু'টি শ্লোকে 'করুণা' শব্দটির বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে করা হয় নি। এই ভাগবতী করুণা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু উক্ত 'অনর্পিত চরীং' শ্লোকে শ্রীশচীনন্দনের আবির্ভাব প্রসঙ্গে 'করুণা' শব্দটি পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (করুণয়াবতীর্ণ)। এর তাৎপর্য্য কি ? মনে হয় এখানে 'করুণা' রূপিণী অন্তরঙ্গী শক্তি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অপেক্ষা না রেখে এবং যোগ্য অযোগ্যের বিচার না করেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পাবনী ধারার মত জীবকে উন্নত-উজ্জ্বল রসাস্বাদ করাবেন বলেই তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ন্যায়-পরায়ণতাই যোগ্য-অযোগ্যের এবং পাপ-পুণ্যের বিচার করে থাকে, কিন্তু 'করুণা' তা করে না, নির্বিচারে সকলকে কৃতার্থ করাই 'করুণার' স্বভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখা যায় 'করুণা'কে তিনি যেন একটা স্বাতন্ত্র প্রদান করেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, 'করুণা' তাঁকে যেদিকে চালিয়ে নিয়ে যায় সেই পথেই তিনি চলেছেন। তিনি 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' হ'লেও করুণার বশ্যতা স্বীকার করে তার মহিমাকে তিনি প্রোজ্জ্বল করেছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—

"এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥" চৈ-চ২/১৪/১৪

শ্রীচৈতন্যের কৃপার অসাধারণ শক্তি। সেই শক্তি স্বতঃস্ফুর্ত্ত ও স্বাধীনভাবে জীবকে কৃপা করে তাকে কৃতার্থ করে দিয়েছে। শ্রীচৈতন্য-লীলার এটাই হল বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টা তুলে ধরার জন্যই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁর 'অনর্পিত চরিং' শ্লোকে 'করুণা'কে একটা উল্লেখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গকে পুষ্ট করবার জন্য অনন্ত-বিস্তার শ্রীচৈতন্য-লীলার দুই একটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নীলাচলে মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে রথাগ্রে নৃত্য করছেন। প্রেমাবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

"এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে।
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল,
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল।
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার—
ছি ছি বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার।"

সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ীর সংস্পর্শ বিষবৎত্যাজ্য। রাজা প্রতাপরুদ্র মানবতাবোধে পতনোন্মুখ মহাপ্রভুকে ধরতে গিয়েছিলেন কিন্তু সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গের অপরাধে তিনি লজ্জিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। কেমন করে প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চিন্তা তার চিত্তকে অশান্ত করে তুলল। রাজার বিষয়ী ভাবই মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সত্তাকে স্পর্শ করেছিল। অনুশোচনাগ্রস্ত রাজা উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

বাসুদেব সর্বভৌমের উপদেশক্রমে রাজা তাঁর রাজবেশ পরিত্যাগ করে, বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে এবং জোড়হাতে সকল ভক্তের আজ্ঞা নিয়ে সাহস সহকারে মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হলেন,—

আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন ;
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন।
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন।
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করেন পঠন।
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ;
'বোল' 'বোল' ধ্বনি প্রভু বলে বার বার।

তখন রাজা শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীর অন্তর্গত গোপীগীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক পাঠ করলেন,—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণান্তি ভূরিদা জনাঃ"

মহাপ্রভু প্রেমবশে রাজাকে আলিঙ্গন দান করে বললেন,—

"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন'—
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার ;
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার।
'ভূরিদা, ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন,
ইহা নাহি জানে—ইহো হয় কোন জন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দেখ চৈতন্মের কৃপা মহাবল ;
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল।" চৈ-চ ২/১৪

রাজা প্রতাপরুদ্রের পরিচয় সম্বন্ধে মহাপ্রভু ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন (ইহা নাহি জানে—ইহো হয় কোন জন)। রাজার বিষয়ী মনের ভাবই মহাপ্রভুর অন্তরকে পীড়িত করেছিল। রাজার অন্তরের দৈন্য ও কাতরতার স্পর্শ ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্বন্ধে ঔদাসীন্য সত্ত্বেও মহাপ্রভুর কৃপাকে আকর্ষণ করে রাজার জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করে দিল। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না যেখানে কৃপা প্রকাশে প্রভু ছিলেন বিমুখ—অনিচ্ছুক, তথাপি তাঁর কৃপার অমোঘ শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গটি গোপীনাথ পট্টনায়কের সম্বন্ধে।

রায় ভবানন্দের অন্যতম পুত্র গোপীনাথ। রায় ভবানন্দ সবংশে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। গোপীনাথ রাজ সরকারে চাকরী করতেন। দৈব দুর্বিপাকে গোপীনাথ রাজ সরকারের অনেক টাকা আত্মসাৎ করেন। তাছাড়া, রাজকুমারের সঙ্গে গোপীনাথের সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। সেই সকল অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিলো। চাঙ্গে চড়ানো শাস্তি হ'ল,—কাষ্ঠাদি নির্মিত উচ্চ স্থানে চড়িয়ে সেখান থেকে নিচে রক্ষিত খড়্গের উপর ফেলে দিয়ে প্রাণ বধ। এই নির্মম শাস্তি থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য রাজগুরু কাশীমিশ্র প্রমুখ ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন,—

'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস,
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস।'

রায় রামানন্দ গোপীনাথের অন্যতম ভ্রাতা, এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অন্যতম।

রাজার নিয়ম ছিল যতদিন তিনি পুরীতে থাকতেন প্রত্যহ মধ্যাহ্নে গুরুস্থানে এসে গুরুর পদ সেবা করতেন। সে দিন কাশীমিশ্র রাজাকে প্রসঙ্গক্রমে জানালেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত,
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলাল নাথ।"

শুনি রাজা দুঃখী-হৈলা, পুছেন কারণ,
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ—
"গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা;
তাঁর সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা।"

শুনিয়া ক্ষোভিত হইন মহাপ্রভুর মন;
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন।

অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজ বিষয়;
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।

ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন;
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপীজন।

রাজার বর্তন খায় আর চুরি করে,
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে।

নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি কার দণ্ড,
রাজা মহা ধার্ম্মিক, এই পাপী ভণ্ড।

রাজ কৌড়ি নাহি দেয় আমাকে ফুকরে
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ?
আলাল নাথে যাই তাহা নিশ্চিন্তে রহিব;
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিব।"

"এতশুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা—
সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা।
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন ?
প্রাণরাজ্য করেঁ৷ প্রভুপদে নির্মঞ্ছন (সমর্পণ)।" চৈ-চ ২/৯

মহাপ্রভুকে পুরীতে রাখার জন্য কী ব্যাকুলতা রাজার! এই ব্যাকুলতার ফলশ্রুতি হ'ল,—প্রভুর ন্যায় ও নীতি পরায়ণাতাকে অতিক্রম করে তাঁর মহতী কৃপার আবির্ভাব। গোপীনাথ মুক্তি পেলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন,—'কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাব ছন্দ বন্ধ?" রাজা গোপীনাথকে ডাকিয়ে আনলেন,—

"রাজা কহে—সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল ;
সেই মালজ্যেঠা পাট পুনঃ তোমায় দিল।
আরবার ঐছে না খাইও রাজধন,
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুন বর্তন।"

এই কথা বলে রাজা গোপীনাথকে রাজচিহ্ন উষ্ণীষ (নেতধটি) পরিয়ে বিদায় দিলেন, এবং মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন,—

"বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল,
নিবেদন-প্রভাবে তবু ফলে এত ফল।"

মাতৃলীলার অনুধ্যানেও অনুরূপ অহৈতুকী করুণার প্রকাশ দেখা যায়। চির মাধুর্যময়ী মায়ের অহৈতুকী করুণার এই অবতরণও উচ্চ, নীচ, জাতিধর্ম্মের ভেদাভেদের কোনো অপেক্ষা রাখে না, তা স্বতন্ত্র। আপাত দৃষ্টিতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধও তাতে আরোপ করা যায় না। মনে হয় বিগলিত করুণার আকর মহাপ্রভুর অলৌকিক ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলার মধ্যেও অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। গিরি কন্দর থেকে উৎসারিত নির্ঝরের মত উভয়ের প্রেম ও করুণার অমৃতপ্রবাহ গঙ্গাযমুনার মত যুক্ত বেণীতে সম্মিলিত। শোক তাপ-ক্লিষ্ট জীবগণের একমাত্র সান্ত্বনা ও উপজীব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একদিন ঢাকায় মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে মা বলিলেন—"রাস্তা দিয়া যে গাড়ীখানা যাইতেছে, ঐটিকে রাখ্।" গাড়ী রাখা হইল, মা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় যাইবেন ?' মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তোমার বাড়ী'। সে জাতিতে মুসলমান ছিল। মার একথা শুনিয়া সে আর কোনো দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার বাড়ী নিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখা গেল যে একটি বৃদ্ধ মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে, আশে পাশে আত্মীয় স্বজনেরা কান্নাকাটি করিতেছে। মা আমাকে বলিলেন,—কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়। মিষ্টি আনিয়া সকলকে বিতরণ করা হইল, পরে মা চলিয়া আসিলেন। তারপর শুনা গিয়াছিল—সেই লোকটি সেই বার সারিয়া উঠিয়াছিল।"

আর্ত ও পীড়িতের কল্যাণ-কল্পে মার অমিত কৃপা নানারূপে নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। মায়ের অগণিত ভক্তের অনেকেরই অল্পাধিক তার অপরোক্ষানুভূতি আছে, সুতরাং প্রকাশ্য নহে। মা বলেন,—'আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করিনা বা বলিনা, তোমাদের ভাবে তোমরা যা করাও বা বলাও, তাই করি বা বলি। অনেক সময় কার কি হইবে না হইবে আমি দেখিতে পাই, কিন্তু সে কথা মুখে আসে না।' 'এমনও দেখা গিয়াছে যে যাহাদের সহিত কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহার অসুখ বা অশান্তির খবর অপরের মুখে মার কাছে আসিয়াছে, অথবা মার মনে স্বতঃই সে চিত্র উদয় হইয়াছে, সে লোক সুস্থ বা বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার রোগশোকে স্বপ্নে মার দর্শন পাইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছে।

ইহাও শুনা গিয়াছে যে কেহ কেহ মার দর্শনে বা স্পর্শে পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্মাদিজনিত অনুতাপে মর্মপীড়িত হইয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এমনও অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, সকলে যাহাকে পাপী বা হেয় বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়, সেও আসিয়া মায়ের সাঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছে। মা বলেন,—"যারা কিছু করিতে অক্ষম, যাদের ধর্মজীবনের কোন সহায় নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন।" মনে হয় যে দ্বন্দ্ব-দৈন্য ঘুচাইবার জন্য তিনি যেন সর্ব্ব-মঙ্গল-কারণ স্বরূপ এই মর্ত্ত্য-দেহ গ্রহণ করিয়াছেন।

মা বলিয়াছেন—"কৃপা বলিলেই অহৈতুকী কৃপা বুঝায়। যখন কৃপা হবার তখন তাঁর ইচ্ছাতেই কৃপা অবতীর্ণ হয়। যেমন দেখ, শিশু খেলা করতে করতে মাকে ভুলে গেছে, মা হঠাৎ গিয়া তাকে কোলে নিলেন। শিশু না ডাকতেই মার স্নেহ প্রকাশ হলো। তোরা বলবি সকল কৃপা পুর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। তা এক হিসাবে সত্য হলেও, অন্যপক্ষে তিনি স্বাধীন বলিয়া তাঁহার কৃপার কারণ কি এই প্রশ্ন মনে জাগিলেও তাহা জিজ্ঞাস্য বা আলোচ্য নয়। একটা কিছু আশ্রয় কর্, তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা কর্, তাহ'লে দেখতে পাবি বাঁশ-সংলগ্ন বালতিটি কুয়োয় ফেলিয়া দিলে যেরূপ জলপূর্ণ হইয়া উপরে অনায়াসে চলিয়া আসে, তদ্রূপ তাঁর কৃপা অজস্র পাইতে পারবি।" (ভাইজীর মাতৃদর্শন)

শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ রচিত 'অনর্পিত চরীং' শ্লোক নিয়ে যে আলোচনা সুরু হয়েছিল, মাতৃ-লীলা রসের কিঞ্চিৎ আস্বাদনের ভিত্তর দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এই ভাগবতী কৃপা-রহস্যের কথা দুর্জ্ঞেয় ও নিগূঢ়। সেই রহস্য-সমুদ্রের তট-রেখায় বসে এইটুকু শুধু মনে হয়, ভাগবতী-করুণার সূত্র ধরে ভগবানের সহিত ভক্তের যে মিলন-লীলা তা অনাদি কালের প্রবাহ ধরে চলে আসছে। কবিগুরুর অনবদ্য ভাষায় সেই তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে,—

"চলেছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদি স্রোত বেয়ে
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণ-ডালি ছেয়ে
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চির স্বয়ম্বরা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার জীবনে মাতৃদর্শন"

বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জ্জিলিং

একটা দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বেলে যেমন সূর্য্যকে বোঝানো যায় না ; ঠিক তেমনি করে একটি ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে মার মহিমা বর্ণনা করাও অসম্ভব। তবু এই ছোট প্রবন্ধে মার চরণে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে চাই। আমার জীবনে আমি মাকে কি ভাবে পেয়েছি সেই কাহিনীই এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধে উল্লেখ করব।

আমার ছোটবেলায় মা একবার একডেলিয়া প্লেসের আশ্রমে এসেছিলেন। অস্পষ্ট ভাবে সেই স্মৃতি আমার মনে পড়ে। রাস্তায় অনেক লোকজনের ভিড়। সারি সারি গাড়ী দাঁড়ান ছিল। একটা সুন্দর হলঘরের পেছন থেকে মাকে দর্শন করেছিলাম। সেই প্রথম দর্শন। তখন আমার মনে কি চিন্তা হয়েছিল তা আমার মনে নেই। এরপর বিভিন্ন জায়গায় মার ছবি দেখেছি, মার সম্বন্ধে লেখা বই পড়েছি। কিন্তু মাতৃ-দর্শন আর হয়নি। মনে মনে পরিণত বয়সে মাকে দর্শন করাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছি। হঠাৎ সেই সুযোগ আমার জীবনে এসে গেল।

ইতিমধ্যে শৈশব, কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছি। বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়েছে। চিন্তাশক্তি বেড়েছে। আর তাই কৌতূহলী মন নিয়ে মাকে দেখবার প্রয়াস অনুভব করেছি নতুন ভাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের ছাত্র।

খবরের কাগজে দেখতে পেলাম গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয় পার্কে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের সাথে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও উপস্থিত থাকবেন। এই খবরে উৎফুল্ল হলাম। আগ্রহে সেই দিনটির প্রতীক্ষা চললো।

শ্রীরামপুর থেকে আমাকে যেতে হবে। আগে উপস্থিত না হতে পারলে ভাল যায়গা পাওয়া যাবেনা। ভাল জায়গা না পেলে ভালভাবে দর্শন হবে না। তাই দোলের জন্য কিছু সময়ের বিরতির পর যে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেণটি এলো তাতে করেই দেশপ্রিয় পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যখন সেখানে পৌঁছালাম, ভরা দুপুর। শুধু প্যাণ্ডেলে কর্ম্মব্যস্ত মানুষ ছাড়া আর অন্য কোন দর্শক বা শ্রোতা উপস্থিত হননি। দর্শক এবং শ্রোতা বলতে আমিই একমাত্র সেইসময় উপস্থিত। মাথার উপরে সূর্য্যের প্রখর তেজ উপেক্ষা করেই মঞ্চের কাছে একটি জায়গা নিয়ে বসে পড়লাম। মন খুশীতে টগবগ করছে। অনেক সামনে থেকে মাকে দর্শন করবার এই সুযোগ পাবার সৌভাগ্যকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারছিলাম না। আর তাই সূর্য্যের তাপের প্রখরতা আমাকে ক্লান্ত করতে পারে নি।

কিন্তু বেলা বেড়ে উঠতেই দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হলো। সেই ফাঁকা মাঠ জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হলো। আর আমি যে জায়গায় স্থান করে নিয়েছিলাম তার চার পাশে সমাগত হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আমি যে জায়গাটিতে আসন করে বসেছিলাম সেটা যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তা আমার জানা ছিল না, যদিও চার-পাশটা বাঁশ দিয়ে ঘেরা ছিল। এরপর শুরু হলো সেই স্থানে যারা বসে আছেন তাদের কার্ড চেকিং। আমার মন আশঙ্কায় ভরে উঠল। আমার এই অবস্থাটা চেকার কামরায় উঠলে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীর অবস্থা যেমন হয় তেমন অবস্থা। কার্ড আমার নেই। তা না দেখাতে পারলে এই সাধের জায়গা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এবং ছেড়ে দিয়ে এরপর আমাকে যেতে হবে এই জন সমুদ্র পার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে মাঠের শেষ প্রান্তে। দুপুর বেলা যে কারণে এই কষ্ট উপেক্ষা করে বসে রয়েছি তার পরিণতি এমন হবে এই চিন্তা আমার মনকে যুগপৎ অভিমান এবং বেদনায় ভরিয়ে তুল্লো। যখন উঠব উঠব করছি ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিত-ভাবে মঞ্চের সামনে থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সামনে এগিয়ে এলেন। আমার হাতে একটি কার্ড দিয়ে বল্লেন, তুমি অনেকক্ষণ বসে আছো। এই কার্ডটা রাখো। তোমাকে আর উঠতে হবে না। ঠিক সেই সময় আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তাকে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই। ঈশ্বরের করুণায় মুগ্ধ, বিস্ময়াভিভূত আমি শুধু তাঁর অপার লীলা-মাহাত্মের কথা ভাবছিলাম।

যথাসময়ে মঞ্চে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী রাধা গোবিন্দনাথ, এঁরা উপস্থিত হলেন। চারিদিকে একটা দারুণ উন্মাদনা লক্ষ্য করলাম। দর্শকদের মধ্যে নানারকম ভক্তি রসাত্মক ভাবের প্রকাশ হলো। আমার পাশের এক ভদ্রলোক হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হালন। চারিদিকে হঠাৎ যে এক অনির্ব্ব-চনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হলো তা আমি ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারব না।

শ্রীশ্রীমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা হলো। সেই হাস্যস্মিতা, দিব্য-করুণাঘন আনন্দময়ী মুর্ত্তি হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে মা সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করলেন, "কৃষ্ণ গোপালরে আমার প্রাণ গোপালরে, কৃষ্ণ গোপাল, প্রাণ গোপাল আমার কৃষ্ণ গোপালরে।" কী সুর! কী কণ্ঠ! আমরা সবাই মার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই গান শুরু করলাম। আকাশ বাতাস সেই অপূর্ব্ব সুর মাধুর্য্যে মুখরিত হয়ে উঠলো। শুভ্র বসনা, গৌরাঙ্গিনী, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মার সেই এক অদ্ভূত অবস্থা। আজও সেই ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যাঁরা সেই দৃশ্য দেখেনি তাঁরা সেই দৃশ্যের অনির্ব্বচনীয়তা কল্পনা করতে পারবেন না। মার গান শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে কিছু বলার জন্য প্রার্থনা করা হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কথাই শুধু উচ্চারিত করলেন, "কলিযুগে নামই সার।" তারপরই তাঁর দেহ হঠাৎ নিঃস্পন্দ হলো। তিনি সমাধিস্থ হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোটবেলায় এবং পরবর্ত্তী বয়সে 'সমাধিস্থ অবস্থা' বা 'সমাধি' এই কথা শুনে-ছিলাম। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মঞ্চে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' এই সঙ্কীর্ত্তন শুরু করলেন। তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এই শত শত দর্শকবৃন্দও আকুল কণ্ঠে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই নাম গনে করতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ আবার স্পন্দিত হলো। তিনি চোখ মেল্লেন।

ইতিমধ্যে অনেকেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথের চরণ স্পর্শ করবার অভিলাষ নিয়ে মঞ্চের উপরে উপস্থিত হয়েছেন। কোনো বাধা নিষেধ তাঁদের এই ইচ্ছাকে নিবৃত করতে পারছেনা। দেখতে পাচ্ছি সবাই একটি সুযোগ চুরি করে মা এবং শ্রীঠাকুরের চরণ স্পর্শ করছেন। আমরা যারা এই সৌভাগ্যে নিজেদেরকে ধন্য করতে চাইছি অথচ কাপুরুষতার বন্ধন ছিন্ন করে মঞ্চে উপস্থিত হতে পারছিনা তারা মনে মনে মাতৃচরণে প্রণামার্ঘ্য নিবেদন করে কৃতার্থ বোধ করেছি।

একজন মহিলা ভক্ত মঞ্চের বাইরে থেকে মার চরণ স্পর্শ করতে গিয়ে হঠাৎ একটি তারে হাতে ব্যথা পেলেন। আসলে মঞ্চের ধারের অংশগুলি সাদা পদ্ম দিয়ে ঘেরা ছিল এবং সেই পদ্মেতে সরু তায় লাগান ছিল। ওই মহিলা ভক্তটি খেয়াল না করে তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ে হাত দিতে যাবার চেষ্টা করতেই ওই পদ্মের সঙ্গে লাগান তারটিতে তার হাত লাগে। ফলে রক্তপাত হতে থাকে। কিন্তু এই রক্তপাতও সেই ভক্তকে এতটুকু বিচলিত বা নিরাশ করতে পারেনি বরং এই ঘটনায় নিজেকে আরও বেশী সৌভাগ্যবতী বলে মনে করেছেন।

যাই হ'ক যে আশঙ্কা নিয়ে দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে এই প্রতীক্ষা করেছিলাম সেই আকাঙ্খা যে এইভাবে পরিতৃপ্ত হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আবেগে, উল্লাসে আমি মাতোয়ারা। মানুষের মন থেকে ঈশ্বর ভাবনা যে এখনও মুছে যায়নি, সেদিন সেই উপলব্ধি নিয়েই আমি ফিরে এসেছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ঘটনার পর বহু বছর অতীত হয়েছে। আমার জীবনেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে তার সাথে সাথে। কিন্তু মাতৃদর্শন আর হয়নি। মনের গভীরে মাতৃদর্শনের নিদারুণ ব্যাকুলতা অনুভব করে চলেছি। যাঁর এতটুকু সঙ্গ প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায় তাঁর কাছ থেকে নিজেকে দূরে থাকতে কারই বা ভাল লাগে! তাই আবার ভবিষ্যতের দিকে আশাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছি মার সঙ্গলাভের আশায়। জানিনা আমার এই ব্যাকুলতায় গভীরতা ছিল কিনা। সুযোগ কিন্তু আবার এসে গেল। আমার জীবনে মাতৃদর্শনের এটাই সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। আমার জীবন স্মৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই কাহিনীটুকুই লিপিবদ্ধ করে আমার এই আলোচনার ইতি টানব।

আমার এক মামা, (মার পিসতুতো ভাই) নাম কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী অনেক ছোট বয়স থেকেই মার সান্নিধ্যে আছেন সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে। মার নামে তিনি বিভোর। এমন ভক্ত আমি খুবই কম দেখেছি। মার কথা বল্লেই তাঁর দুই চোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই মামার গভীর ইচ্ছা তাঁর একমাত্র মামা যাঁর কাছ থেকে তিনি মানুষ হয়েছেন তাঁকে কয়েকটি তীর্থ পর্যটন করাবেন। আমার এই মামার মামা হলেন আমার দাদু অর্থাৎ আমার মায়ের বাবা। আমার দাদুর বয়স হয়েছে। সংসারের নানা চাপে চারপাশের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি ছড়িয়ে দিতে পারেন নি এদিকে সেদিকে। সংসারে থেকে এই রকম নির্লিপ্ত ভাব, এমন সদাশিব মানুষ খুব কমই চোখে পড়ে। সেই আমার দাদুর তীর্থ দর্শনের ব্যবস্থা হলো। পথের সঙ্গী আমার মা, আমার দিদিমা এবং আমি। ঠিক হলো আমরা প্রথমে দেরাদুন যাব। সেখানে মায়ের আশ্রম আছে কিষণপুরে। কিষণপুর আশ্রম থেকে একটু দূরে কল্যাণবন বলে একটি জায়গায় মার একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হবে। এবং সেখানে দুর্গা পূজারও আয়োজন হয়েছে। মা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমার এই মামাও সেই সময় দেরাদুনে আশ্রমে উপস্থিত। কাজেই আমরাও সেখানে উপস্থিত হবো। সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার কটা দিন কাটিয়ে তারপর হৃষীকেশ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন ইত্যাদি জায়গা পরিক্রমা করব এইরকম ঠিক হলো। আমরা মার আশ্রমাভিমুখী হলাম। মার সান্নিধ্যে এই তিন চারিদিন অতিবাহিত করার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করলাম। সেই স্মৃতি আমার চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়।

পৃথিবীতে ত কিছুই থাকবে না। দেহের বিনাশের সাথে সাথে অর্থ, প্রতিপত্তি সব কিছুই বিনাশ পাবে। অথচ সংসারের আবর্ত্তে, ভ্রান্ত, দিক ভ্রান্ত আমরা সেই মায়ার পেছনেই ছুটে যাই, তাকেই জীবনের চরম ধন মনে করি। কিন্তু জীবনের সত্যিকারের সুখ শান্তি পার্থিব জগতে পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে সত্যিকারের 'অরূপ রতন' যার সন্ধান পেতে গেলে 'রূপ সাগরে' ডুব দিতে হয়। আর এঁদের মত মহাত্মাদের সান্নিধ্যে না এলে মনের অচেতন ভাব কাটেনা। আর তাই শাস্ত্র এত বিশেষ ভাবে সাধুসঙ্গ করবার নির্দেশ দিয়েছেন যাঁরা মোহ-আবরণে ছিন্ন করে অন্তরকে আলোকিত করেন, জীবনের সত্যিকারের লক্ষ্য কী, উদ্দেশ্য কি তা জানিয়ে দেন। মার এই সান্নিধ্যে কী সুখ, কী তৃপ্তি, তা যাঁরা এই সঙ্গলাভে বঞ্চিত তাঁরা কী বুঝবেন ?

যথাসময়ে আমরা দেরাছুনের কিষণপুর আশ্রমে পৌঁছালাম। দেরাছুন শহর থেকে কিষণপুর বাসে যেতে হয়। অপূর্ব্ব পরিবেশ! কিষণপুরের এই আশ্রমকে স্থানীয় ভক্তেরা 'মাতাজী আশ্রম' বলেই জানেন। যে রাস্তা দেরাছুন শহর থেকে মুসৌরির পথে চলে গেছে সেই রাস্তার ধারেই কিষণপুরের এই শান্তির নীড়। আমরা যেদিন সেখানে পৌঁছালাম সেদিন ষষ্ঠী। কলকাতা থেকে আমাদের সাথে আরও অনেক ভক্ত এসেছেন। ট্রেনে অনেকের সাথে আলাপ। আশ্রমে পৌঁছাতেই দেখতে পেলাম ভক্তদের উপস্থিতিতে কিষণপুরের নির্জ্জনতা ভঙ্গ হয়েছে। চারপাশ কলমুখরিত। কিষণপুরের আশ্রম এখন 'আনন্দ নিকেতন'। মা কল্যাণবনে রয়েছেন। সপ্তমী পূজার দিন থেকে মা পূজা-মণ্ডপে থাকবেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃপূজার সাথে সাথে মাকেও মাতৃরূপে পূজা করা হবে। সেই আসন্নক্ষণটির প্রতীক্ষা মাতৃদর্শনের জন্য।

একটি বিশেষ কারণে আমার মন খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। আশ্রমে পৌঁছে মনের সেই অবস্থা আর ছিল না। হাওড়া থেকে দেরাদুন এক্সপ্রেসে আসবার সময় হঠাৎ মুগলসরাই ষ্টেশনে আমি নামি। উদ্দেশ্য সামনে ষ্টেশনের কলে মাথাটা ধুয়ে নেব। আমার সঙ্গে একটি হাত-ব্যাগ ছিল। আমি সেটা আমার বসবার জায়গায় রেখে আসি। নামবার সময় আমার মাকে ওদিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়নি। সেই সময় অন্য একটি প্যাসেঞ্জারের আঙ্গুল ফ্যানের ধারে লেগে রক্তপাত হতে থাকে। আমরা যখন তাঁকে নিয়ে বিচলিত সেই সময় আমার এই হ্যাণ্ডব্যাগটি বেমালুম অন্তর্হিত হয়। এতে ট্রেণে সময় কাটাবার জন্য কিছু বই এবং সবচেয়ে মুল্যবান আমাদের আসা যাওয়ার টিকিট ছিল। আমি মাথা ধুয়ে ফিরে এসে আমার ব্যাগটির অনুসন্ধান করতেই সব জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে গেল। খোঁজ খবর করে কী আর এর সন্ধান পাওয়া যায়? মন ভীষণ খারাপ হলো। হওয়াই স্বাভাবিক। টিকিট হারানোর পর থেকে ভয়ও লাগছিল। ষ্টেশনে পৌঁছে যখন বাইরে যেতে চাইব তখন বাইরে যাব কী করে? টিকিট না দেখাতে পারলে ভীষণ অসুবিধা হবে। টিকিট চুরি গেছে বল্লে টিকিট চেকার শুনবেই বা কেন? একজন মহিলা attendant যিনি আমাদের কামরায় ছিলেন তাঁকে সব জিনিষটা বুঝিয়ে বল্লাম এবং ওঁকে একটি কাগজে আমাদের এই অবস্থার জন্য যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এই বিষয়ে লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু ওঁকে কোন মতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। সঙ্গের অন্যান্য যাত্রীদের শরণাপন্ন হতে হলো। তাঁদের বল্লাম, যদি এই রকম অসুবিধা হয়, আপনারা দয়া করে আমাদের হয়ে একটু বলবেন। সবার কাছ থেকে যে খুব একটা সাড়া পেয়েছিলাম তা কিন্তু মোটেই নয়। আমার নিরাশা এবং ভীতি দুটোই ক্রমশঃ বেড়েই চল্লো। আমার মা আমার এই ধরণের অসাবধানতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই রকম অবস্থায় মনে মনে মার স্মরণ মনন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। মার কাছে চলেছি, কাজেই কোনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুবিধা যে হতে পারে না এই রকম বিশ্বাস সবসময় ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে কিছু কিছু সময় আসে যখন সে নিজের কাছে বড় বেশী অসহায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। আসল কথা, পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করতে না পারলে এই ধরণের বিশ্বাস আসেনা। আর আমাদের ত এই ধরণের আত্মনিবেদন নেই। তাই সংশয় এবং দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। যাই হ'ক, দেরাদুন ষ্টেশনে এসে ট্রেন পেঁছালো। ভয়ের ঘনীভূত অবস্থা। অনেক যাত্রী। রীতিমত ভিড়। সেই ভিড়ের ভেতর কোনরকম আত্মগোপন করার প্রচেষ্টা চল্লো। আমার মা যিনি দারুণ ব্যতিক্রম তিনি এই কাপুরুষতা এবং দুর্ব্বলতার অনেক উর্দ্ধে। তিনি আমার মত আত্মগোপন করার কোন চেষ্টাই করলেন না। বরং টিকিটধারী প্যাসেঞ্জারের মতই অন্যান্য যাত্রীদের সাথে ষ্টেশনের বাইরে যাবার মুখে এসে দাঁড়ালেন। কোন অসুবিধা হলোনা। আত্মগোপনকারী, ভীরু, দুর্ব্বল আমি এবং আমার মা দুজনেই বেরিয়ে আসলাম। কী ভাবে তা এখনও বুঝতে পারিনা। বোঝবার চেষ্টাও করিনা। বুঝবার চেষ্টা করলে সবটাই কেমন যেন রহস্যের মত মনে হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে কিষণপুর আশ্রমগামী আরও কয়েকজন ভক্তের যে সাহায্য পাওয়া না গিয়েছিল এমন কিন্তু নয়। ওঁদের সঙ্গে আমাদেরও যাবার জন্য ওঁরা বলেছিলেন যাতে এত ভিড়ের ভেতর ওরা যখন ওদের টিকিট দেখাতে থাকবেন তখন আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

মার কৃপাতেই হ'ক আর অন্য কারো কৃপাতেই হ'ক, টিকিট হারিয়ে টিকিট ছাড়াই আমরা মুগলসরাই থেকে দেরাদুন কিষণপুর আশ্রমে পেঁছালাম। মনে গ্লানি এবং বিষাদ দুইই ছিল। কিন্তু কিষণপুরের মাটিতে পা দিয়ে 'বিষাদযোগ' পর্ব্বের শেষ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ পর্ব্বের শুরু।

সপ্তমীর সকাল। গতকাল মার দর্শন হয়নি। আজ পূজামণ্ডপে চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী দুই মায়েরই দর্শন হবে। কত তাড়াতাড়ি সেই দর্শন হবে এখন শুধু অধীর আগ্রহে তারই ব্যাকুল প্রতীক্ষা। সবার ভেতর খুশীর আমেজ। বাঙলাদেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরে পূজার কটা দিন কাটাবার এই রকম সুযোগ ক'জনারই ভাগ্যে আসে! প্রসন্ন সকালের আনন্দময় পরিবেশ আনন্দময়ীর আগমনবার্ত্তাকে বিঘোষিত করেছে আকাশে বাতাসে। সবাই স্নান সেরে নেবার জন্য ব্যস্ত। ব্যস্ত আমিও।

স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার মত যাঁরা এসেছেন মাতৃ-দর্শনের জন্য এমন দু চারজনের সাথে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সাথেই পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হলাম। কিষণপুর আশ্রম থেকে যেখানে পূজার আয়োজন হয়েছিল সেই স্থানটির দূরত্ব পাঁচ মিনিটের মত। কিষণপুর আশ্রমের গা ঘেঁসে রামকৃষ্ণমিশনের আশ্রম। আশ্রম ছাড়িয়ে কারো বাগান বাড়ী। তারপর কল্যাণ-বন। কল্যাণবনের পরেই মার চরণে উৎসর্গীকৃত এই নবনির্মিত আশ্রম। এখানেই এই মাতৃপূজার আয়োজন হয়েছে। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি এসেছেন। গাড়ীতে গাড়ীতে চারপাশ ছেয়ে গেছে। এসেছেন মার ভক্ত অনেক রাজা মহারাজাও। মণ্ডপের নীচে একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে পূজার দর্শনার্থীদের জন্য বসবার আসন দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপের দুদিকে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এবং মার মা অর্থাৎ দিদিমার জন্য আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মধ্যখানে দেবীর বেদী। আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম মা এসে গেছেন। সেই কয়েক বছর আগে যে মাকে দেখেছিলাম সেই মাকে আবার দেখলাম। মা যেন এখন আমার অনেক কাছের লোক হয়ে গেছেন। পুরানো দিনের স্মৃতি বার বার করে মনে আসছিল। মনে মনে মায়ের চরণ-বন্দনা করে আসন নিলাম। মার ভাবাবেশ লক্ষ্য করছিলাম গভীর আগ্রহে। 'আনন্দ' যেন মার সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে। আনন্দময়ীর এমন আনন্দময়ীরূপে প্রকাশ সত্য বিস্ময়কর।

দেবীর পূজার সাথে সাথে মারও পূজা চলেছে। মার উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্ঘ্য নিবেদন করা হচ্ছে। মা কখনও দেবীর দিকে তাকিয়ে আছেন পলকহীন নেত্রে, কখনও সমাগত ভক্তবৃন্দের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। কখনও কখনও বা মহিলা ভক্তবৃন্দ কাছে গেলে তাঁদের সাথে কথা বলছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তাখচিত দন্তরাজি, শুভ্র ফেননিভ। মার সব কিছুই যেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত। পেছনে যে সব ভক্ত বসে রয়েছেন তাঁদের ভেতর একজনকে অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছিলো। দেখতে অনেকটা সে সময়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: ত্রিগুণা সেনের মত। বুঝতে পারছিলাম না আমার অনুমান ঠিক কিনা। আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি। নিজেকে আত্মগোপন করেই তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। ধরা পড়ে গেলেন। মা ডেকে পাঠালেন তাঁকে। মার কাছে সন্তানের ডাক পড়েছে। নিজেকে যিনি ধরা দিতে চাননি তিনি এইভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বোধহয় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তবু মার আদেশ অমান্য করেন এমন সাধ্য কার। আর সাক্ষাৎলাভের পর মণ্ডপের অনেক কাছে তিনি আসন করে নিলেন।

এইভাবে সকালে সন্ধ্যায় মার সান্নিধ্যে ভক্তদের আনাগোনা চললো। সন্ধ্যায় পূজার মণ্ডপে গান বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের পর মাকে রোজই কিছু বলতে বলা হয়। মা কখনও বাংলায়, কখনও হিন্দীতে, কখনও বা ইংরাজী মিশিয়ে নানান রকম ভাবে নানান বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যা মার সুললিত কণ্ঠে অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে। মার হাস্যরসের ভাণ্ডারটিও যে এমন প্রাণবন্ত তা আগে জানা ছিল না। এই প্রথম পরিচয় হলো। মা নিজেও হাসেন, ভক্তদেরও হাসান। সে এক মায়ের অন্যরূপ, অন্য অবস্থা।

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীর তিনটি দিন কি ভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এরপর এলো দশমী। দেবীর আবার স্বগৃহে ফিরে যাবার দিন। সবার মন বিষাদাচ্ছন্ন। এই তিনদিনের আনন্দ উৎসবের পর বিদায়ের এই লগ্ন প্রত্যেকের মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। অনেকেই যাঁরা দূর থেকে এসেছেন তাঁরা ফিরে যাবেন এবং অন্য কোনদিকে রওনা হবেন। যথারীতি দেবীর নিরঞ্জণের পর মাকে প্রণাম করা হবে এবং মার হাত থেকে মিষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করা হবে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা মধ্যখানে একটা বেদীতে বসে আছেন। মাকে ঘিরে চারপাশে অসংখ্য ভক্ত। এরই মধ্যে সবাই লাইন করে দাঁড়িয়েছে। এই লাইনে রাজাও আছেন, সাধারণ মানুষও আছেন। মার কাছে সন্তানের কোন তারতম্য নেই। সবাই মার চরণ বন্দনা করবার অপেক্ষায় রয়েছেন। দূরে মণ্ডপটি চোখে পড়ছে। যেখানে কিছুক্ষণ আগেও দুর্গাপ্রতিমা ছিল সে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। তবে মণ্ডপের প্রতিমাকে আবার আমাদের সামনে জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। অনেকের মত আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। একের পর এক সবাই আসছেন। মাকে প্রণাম করছেন। ম'র হাত থেকে মিষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছেন। আমার সময় হলো। মার অনেক কাছে যাবার এই প্রথম সুযোগ। কথা বলবারও সুযোগ এই প্রথম। অবিশ্বাস্য কিছু যেন ঘটে যেতে চলেছে। প্রণিপাত হলাম মাতৃচরণে। সংক্ষেপে বল্লাম, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী আমার নাম।। মা হাসলেন। তারপর আমার হাতে একটি সন্দেশ তুলে দিলেন। আমি ফিরে এলাম। ছোট্ট একটি ঘটনা। কিন্তু এর ভেতর যে আমার কতদিনের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি রয়েছে তা কেবল আমিই বোধহয় বুঝতে পারব। নিজের জায়গায় ফিরে এসে তাই ভাবছিলাম।

দশমীর পরের দিন আমরাও হরিদ্বার, হৃষীকেশ হয়ে বৃন্দাবন রওনা হয়ে যাব। পরে আবার এখানে ফিরে এসে বেনারস হয়ে কলকাতার পথে রওনা দেব এই রকমই আমাদের সূচী ছিল। মা কালীপূজা পর্য্যন্ত এখানেই থাকবেন। সুতরাং মার সাথে আবার আমার দর্শন হবে। ইতিমধ্যে আমার দীক্ষা নেবার বিষয়ে কথা উঠলো। মা কাউকে দীক্ষা দেন না। তাই মার মা অর্থাৎ দিদিমার কাছ থেকেই দীক্ষা নিতে হয়। দীক্ষা নেবার জন্য যে মন উদগ্রাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোথায় দীক্ষা হবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা ছিল না। যাই হ'ক, এই পরিক্রমা শেষ করে যখন আবার ফিরে আসব তখনই এই বিষয়ে ঠিক হবে, এই রকমই চিন্তা করলাম। তারপর সকলে মিলে রওনা দিলাম হৃষীকেশ' হরিদ্বারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে। মাকে ছেড়ে মন যেতে চাইছিল না। মার সান্নিধ্যে যাঁরা কোনদিন আসবেন তাঁরা মাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। মার ভেতর একটা অদ্ভুত যাদু আছে যা আপনাকে মার সমীপবর্ত্তী করবেই করবে। তবু এই জায়গাগুলো না দেখে গেলে আর একটা দিক দিয়ে বাসনার অতৃপ্তি থেকে যাবে, তাই যেতে হলো।

ছোটবেলা থেকে হরিদ্বার, হৃষিকেশের নাম শুনে এসেছি। অনেক ভ্রমণ কাহিনীতে এই জায়গাগুলোর অনবদ্য, মনোজ্ঞ বিবরণ পড়েছি। কিন্তু চোখের দেখা হয়নি। তা এই প্রথম। কী দেখেছি তা লিখে বোঝাতে পারব না। তা বোধহয় সম্ভবও নয়। তবে হৃদয়ের এ্যালবামে এই জায়গাগুলো চিরজীবনের স্মৃতি হিসাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, বৃন্দাবন, মথুরা, সব ঘুরেছি মনের আগ্রহে, গভীর ব্যাকুলতায়, প্রাণের আর্ত্তিতে। মনের ক্ষুধার শান্তি হয়েছে। সব জায়গা ঘুরে ফিরে এসেছি আবার দেরাদুনে, কিষণপুরের আশ্রমে। এখানে আমরা দুটো দিন থাকব। তারপর রওনা হবো বাড়ীর পথে। পথে বেনারস, যার সম্বন্ধে কত কাহিনী শুনেছি, পড়েছি ছোটবেলা থেকে। নানান জায়গায় ঘুরবার আনন্দ যেমন প্রাণভরে নিয়েছি, দেহ তেমনি ভাবে অবসন্ন হয়েছে। কিষণপুর ফিরে এসে অনেকটা সতেজ হওয়া গেল।

মা এখনও কল্যানবাগের সেই নবনির্ম্মিত আশ্রম বাড়ীতেই আছেন। সেখানে এখনও ভক্তদের আনাগোনা চলছে। লক্ষী পূর্ণিমা উদযাপিত হয়েছে আশ্রমে। এখনও বেশ কিছু ভক্ত রয়ে গেছেন। প্রথমে যখন এসেছিলাম তখন কিষণপুরের আশ্রমের বারান্দায় স্থান হয়েছিল। এবার ঘরের ভেতরই স্থান পেলাম। পরের দিন আবার মাতৃদর্শন হবে। সকালের দিকেই স্নান সেরে মার মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। সেখানে একটি ঘরে মাকে ঘিরে ভক্তদের ছোটখাটো একটা আসর বসেছে। মা সকলের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত রয়েছি। মা আমাদের সকলের খবরাদি নিলেন। আমরা চলে যাব সেই খবরও শুনলেন। আমার মা, দিদিমা, এবং দাদু কাপড় এবং চাদর পেলেন মার কাছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে। আমার জন্য যে এইরকম একটা বিরাট পাওনা অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতে পারিনি। আমার মত এইরকম একজন অতি সাধারণের জীবনে এত মূল্যবান পাওনা কী করে হতে পারে তা আমিও ভেবে পাইনা। অপ্রত্যাশিত এই ধন পেয়ে গেলাম। আর এটাই আমার জীবনে মাতৃদর্শনের চরম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার মামা অর্থাৎ কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী আমায় বল্লেন, "মা তোমার সাথে দেখা করতে চান। তুমি অপেক্ষা করো।" আমি প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। নানা রকম চিন্তা আসছিল আমার মনে। মা ত অন্তর্যামী। আমার জীবনের কোন কাহিনীই ত তাঁর অজানা নয়। এক দিক থেকে একটা ভয়ও হচ্ছিলো। যাই হ'ক ভয়ের চেয়ে 'অভয়' ভাবটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। ভক্তরা আসছেন, যাচ্ছেন। মার ঘর খালি বা ফাঁকা না হলে মার আমার সাথে সাক্ষ্যাৎও হবেনা। তাই প্রতীক্ষা ছিল অনেকক্ষণ। তারপর ডাক এলো। পাশের ঘরে দিদিমা অর্থাৎ মার মা ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে, আমার পরিচয় দিয়ে পাশের ঘরে অর্থাৎ মার কক্ষে প্রবেশ করলাম।

আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এক অনির্ব্বচনীয় অভিজ্ঞতা। একটি বড় ঘর। মেঝেতে কার্পেট বেছানো রয়েছে। মা একটি খাটে উপবেশনরতা। সেই হাস্যস্মিতা, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দময়ী মা। আমি ঘরে ঢুকতেই মা হাসলেন। আমি প্রণিপাত হলাম। মার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সাহস পেলাম না। তবে এক ঝলক আলোর পরশ অনুভব করলাম আমার দেহে, মনে, প্রাণে। তখনও জানিনা কিসের জন্য মা ডেকে পাঠিয়েছেন। এ আশ্রম, নিমন্ত্রণ কিসের? কিছুটা সাসপেন্স্‌ অনুভব করছিলাম।

মা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় পাশের ঘরের এক ব্রহ্মচারিণীকে আমাকে একটি বসবার আসন দেবার জন্য বল্লেন। আসনের সঙ্গে গায়ে জড়াবার জন্য একটি তোয়ালেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে গেল। কার্পেটের উপরই আসনটা বিছিয়ে নিলাম। মা আমাকে আসনের উপর বসতে বল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে ওই তোয়ালেটা জড়িয়ে নিতে আদেশ করলেন। আমি যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়লাম। মা তাঁর কাপড়ের যে অংশে একটি গিট দেওয়া ছিল সেটি খুললেন। সেই গিটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি বেলপাতা। মা বেলপাতাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, দেখ ত ওতে কি লেখা আছে পড়তে পার কিনা?

আমি সবিস্ময়ে বেলপাতাটি আমার হাতে তুলে নিলাম। বেলপাতার গায়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের নাম দেখতে পেলাম। এরপর মা বেলপাতাটি আমাকে খেয়ে নিতে বল্লেন। আমিও তাই করলাম।

তারপরের অংশটিকে বিস্তৃতভাবে লিখবার মত অবস্থা আমার নেই এবং লেখা বোধহয় যায়ও না। না লিখলেও পাঠকের বাকী অংশটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হবে না বোলেই আমার বিশ্বাস।

যথাসময়ে মার চরণে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়ে আসনটি এবং সেই তোয়ালেটি গায়ে গুটিয়ে রেখে চলে আসছিলাম নতুন জীবন নিয়ে। মা বল্লেন, দুটোই তোমার। ঐ আসনে বসবে এবং বসবার সময় ঐ তোয়ালেটা জড়িয়ে নেবে।

এরপর আর কিছু বলবার মত আমার ছিল না। আমি মার ঘর থেকে আসন এবং তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সবাই কৌতূহলবশত: আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলনে। মার সাথে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছে তা বলা যাবে না। তাই কোনকিছু বলতে পারলাম না। শুধু মার অপার মহিমার কথাই বলছিলাম। এই কিছু সময়ের মধ্যে যে ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেল এই ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তবে কি এরই জন্য আমার এখানে আসা? আর এই চরম পুরস্কার কিসের জন্য? এত বড় পুরস্কার এই জীবনে মিলবে এ কী কোনদিন ভেবেছিলাম? এ জীবনটা খুব সুদীর্ঘ না হলেও এখানে কিছুই নেই। অথচ সেই শূন্য জীবনের এই পরিপূর্ণতা নেমে এল মাতৃআশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবেগে আমি উদ্বেলিত। আমার ভাগ্যকে আমিই বিশ্বাস করে নিতে পারছিলাম না। মন চলে গেল কয়েক বছর আগের সেই একটি বিশেষ দিনে।

অনেক ব্যাকুলতা নিয়ে এসেছিলাম মাকে ভালভাবে দর্শনের জন্য। রোদে পুড়ে অপেক্ষা করেছিলাম মাতৃদর্শনের জন্য। কার্ড নেই। নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে মঞ্চের অনেক সামনে বসে প্রতীক্ষা করেছিলাম বুকভরা ব্যাকুলতা নিয়ে মাকে দেখব বলে। আর সেই আকুলতা, ব্যাকুলতার মর্ম্ম মা কী এইভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ? আর তার জন্যই কী এতদিন পর আমার জন্য বিশেষ পুরস্কার ? দুই হাত অঞ্জলি হয়ে এল।

মার চরণে সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে জীবনের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত নিয়ে প্রতিদিনকার পুরানো জীবনে ফিরে এলাম।

কি নিয়ে এলাম তা লিখে বোঝাবার মত সামর্থ্য আমার নেই, কোনদিন সম্ভবও হবে না। কারণ একে বলে বোঝান যায় না, লিখে প্রকাশ করাও অসম্ভব।

যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গ কর। তোমরা বল না যে রোগের বীজানু এক শরীর হইতে আর এক শরীরে আসিয়া উহাকেও অসুস্থ করিয়া ফেলে। সদ্‌সঙ্গের ফলও সেইরূপ। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে তাহাদের ভাল বীজাণু তোমার মধ্যে আসিয়া তোমার বিষয়-বাসনারূপ বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবে। বাস্তবিকপক্ষে আমরা সকলেই ত রোগী। সর্ব্বদা সদ্‌সঙ্গ সদালোচনা লইয়া থাকিবে তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার পথ মিলিয়া যাইবে।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায়

জননীর পুণ্য উৎসবায়োজন সমাগত। এ মহালগ্নে তাঁর শ্রীচরণে মন-প্রাণ অঞ্জলির মতো তুলে ধরতে পারলে জীবন ধন্য হতো !

পত্রে পুষ্পে ও রাতুল চরণ বন্দনার কথা প্রাণে জাগতে মনে হয় মাতৃলীলা-কাননে যে অনেক ফুল, তা'তে মায়ের কথামৃত ভরা। আর আছে তা'য় নিরঞ্জনা মায়ের পরম শুভ্রতা, সরসতা—তাজা বেলফুলের সৌরভ-সুষমায় ভরপুর যেন ! তেমনি গুটিকয়েক কুসুম চয়নে এ পুষ্পাঞ্জলি রচনা।

অনেক দিনের কথা। ঢাকায় রমনা আশ্রমে থাকাকালীন মায়ের আদি লীলাপর্ব্বের অন্তর্গত ছোট ছোট ঘটনার বৃন্তে ফোটা এরা :

(ক) মাতৃসমীপাগত একটি সরলমতি সন্তানকে মা একদিন তাঁ'র নিজের ও পরিবারের সকলের কুশল জানতে চাইলে, তিনি যেমনি বলে উঠেন, "মা, কিছুই ভাল লাগে না।" সঙ্গে সঙ্গে জননীর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ফুটে ওঠে এক অপার করুণাঘন বাণীর কুসুম-কলি, "ভাল না লাগারই তো কথা বাবা ! তোমরা যে আনন্দেরই মূর্ত্তি। খণ্ড আনন্দ তোমাদেয় ধরে' রাখতে পারবে কেন ? অখণ্ড আনন্দের আস্বাদন যে তোমাদের ভেতরেই রয়েছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) ঐ সময়ে রমনার আশ্রমে দুটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। একদিন প্রাতে গাভী দু'টির গলার দড়ি খুলে মাঠে চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তন্মুহূর্তে পরম আনন্দে গাভী দু'টি ছুটে বেরিয়ে পড়ে উন্মুক্ত বিচরণ ভূমিতে। এই ছোট্ট ঘটনাটি জননীর দৃষ্টি এড়াই নি; তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত সন্তানদের লক্ষ্য করে বলেন, "বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'লে জীবেরও এমনি আনন্দ হয়।"

আশে পাশের এমনি সব ছোটখাট ঘটনার ভেতর থেকেও জননী নিয়ত সন্তানদের কাছে আনন্দ-লোকের বার্তাই তুলে ধরেন।

(গ) রমনার আশ্রমে আর একদিন মা এবং বাবা ভোলানাথকে কেন্দ্র করে ঢাকার কিছু ভক্ত সন্তানেরা বসে আছেন। এমনি সময়ে এক মুড়িওয়ালা তা'র প্রকাণ্ড এক মুড়ির মোট মাথায় নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে। ঐ বোঝা মাথায় থাকা সত্ত্বেও সে বেশ প্রফুল্ল ভাবে আশ্রমের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে। ভাবটা যেন, মুড়ি বিক্রি করতে সে আসে নি, নিতান্ত কৌতূহল চরিতার্থতাই তা'র উদ্দেশ্য। মুড়িওয়ালার মাথায় এত বড় বোঝা নিয়েও স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরার দিকে লক্ষ্য করে মা সকলকে বল্লেন, "ঐ মুড়িওয়ালা তা'র মুড়ির বোঝাটি যেভাবে বইছে, সংসারের বোঝাও তোমাদের সেই ভাবে বহন করা উচিত। দেখ, লোকটির মাথায় এত বড় বোঝা, কিন্তু সে কেমন হাসিমুখে সব দেখে নিচ্ছে।" এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করেও সেদিন সন্তানদের উদ্দেশ্যে এই ছিল মায়ের অমৃতময় বাণী: তোমাদেরও এমনি আনন্দ করতে করতে সংসারের বোঝা বয়ে চলা উচিত।

(ঘ) মাতৃ-প্রসঙ্গ রচয়িতা শ্রদ্ধেয় অমূল্যবাবু একদিন দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছে থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে বলেন, "মা, এখন উঠি," সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে ফুটে ওঠে সহজ সুন্দর তা'র প্রত্যুত্তর, "কেবল উঠতেই চেষ্টা ক'রো, আর নামবে না কিন্তু বাবা!"

বিরাম নেই, বিরতি নেই, এ ফুল ফোটায়। সুদীর্ঘ দিনের লীলাবিলাসের সাথে সাথে সর্ব্বত্র ছড়ান মায়ের এই ঐশ্বর্য্য সম্ভার। সর্ব্বদেশকালে পরিব্যাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগণিত সন্তানদের অঞ্জলির পসরা জননী নিত্য ছড়িয়ে চলেছেন তাঁর চলার পথের পাশে পাশে। এ অলোক সামান্য অপরূপ বিস্ময়ের যেখানেই দৃষ্টি পড়বে দেখতে পাওয়া যাবে এই অমূল্য মণি-রত্নের ছড়াছড়ি!

মা তখন পূর্ব্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলা দেশ) চট্টগ্রাম হ'য়ে সীতাকুণ্ডে এসেছেন।[1] সেখানকার শঙ্করমঠের সন্ন্যাসী মহারাজ বিশেষ শ্রদ্ধায় ও যত্নে মাকে পাহাড়ের উপরিস্থিত একখানি সুন্দর নির্জন গৃহে সপরিষদ থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দেন। স্থানীয় ভোলাগিরি আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীও মাকে তাঁ'দের আশ্রমে সাদরে আমন্ত্রণ করতে এসে একদিন মাতৃ-সৎসঙ্গে যে প্রসঙ্গের অনুশীলন করেন তা'র কতকাংশ আমরা উদ্ধার করছি :—

ব্রহ্মচারীজী—মা, গীতায় যে বলা হয়েছে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য' ইত্যাদি। কৃষ্ণকে আশ্রয় করতে বলছেন? দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ?

মা —বাইরের দিক দিয়ে এই মেয়েটাকে তো গীতা পড়াও নাই, বাবা! তবে এই যে শ্লোকটী, যে যখন পড়বে তখনই তো সে বল্‌বে 'আমার ভজনা কর'। এই আমি কে?—পরমাত্মা। তবেই হ'ল, কৃষ্ণ কে? না পরমাত্মা।

ব্রহ্মচারীজি সম্ভবত ছোট্ট কথার মধ্যে তাঁ'র প্রশ্নের এমন সুন্দর মীমাংসায় উৎসাহিত হ'য়ে পুনর্ব্বার মায়ের মুখে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই নিগূঢ় শাস্ত্রবাক্যের যথাযথ মর্ম্ম জানতে চাইলে তদুত্তরে মা বল্লেন—

ধর্ম্ম মানে কি? যা 'ধারণা করে' আছে। চোর চুরি বিদ্যাই ধরেছে; কিন্তু দেখা যায় সেই চোরই সাধু হ'য়ে যায়। তবেই চুরিটা তা'র স্বধর্ম্ম নয়। যা' বাস্তবিক ধর্ম্ম তা'র কখনও পরিবর্তন হয় না। যা' পরিবর্তন হয় তা ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম্ম, তা' ছেড়ে আর যে সব পরধর্ম্ম, (অধর্ম্ম) নেওয়া,

1. ঘটনাকাল—মাঘ/১৩৪৩, ইং জানুয়ারী/১৯৩৬—দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৩/৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার জগতে যেমন আগুনের ধর্ম্ম, জলের ধর্ম্ম, সেইরূপ সংস্কার অনুযায়ী যা'র যা'র যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে গুরুশক্তির দ্বারা তা'র ভিতর দিয়েও তদ্‌মুখী করিয়ে নেন।

একসময়ে ঠিক একই প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘ আলোচনায় মা ভারতের প্রাণ-প্রদীপ সুভাষ বাবুকে যে সকল কথা বলেন তা'তে এই প্রসঙ্গে আরও নূতন আলোর সন্ধান দেয়।[2]

কথা চল্‌ছিল কর্মে কি করে আনন্দ, মায়ের কথায় 'নিত্য আনন্দ' পাওয়া সম্ভব।

সুভাষ বাবুকে সম্মুখে রেখে—যেহেতু তিনি প্রথমতঃ মাকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করতে চান নি—এই সাক্ষাৎকারেই বিবরণ লেখক শ্রদ্ধেয় অমূল্য দত্ত গুপ্ত যেন সুভাষ বাবুর হ'য়ে মায়ের কাছে জানতে চান, "দেশের সেবা করে কি ভগবানকে লাভ করা যায়?"

মা কিন্তু এই প্রশ্নের তখনই কোন উত্তর না দিয়ে সুভাষ বাবুকেই পাল্টা জিজ্ঞেস করেন: বাবা, তুমি বল তো ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা? সুভাষ বাবুর মুখে মায়ের এই জিজ্ঞাসার সুন্দর জবাবটি, "আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি" উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশ হাসির খোরাক জোগায়। বাস্তবিক তাঁর কথা বলার মধ্যে যেন এটাই সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—দেশের সেবা করে ভগবানকে লাভ করা যায়

2. ৩রা কার্ত্তিক/১৩৪৫, ইং ২০শে অক্টোবর/১৯৩৮, কলিকাতা থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা সপরিষদ দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ ভবতারিণী মন্দিরে যান। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মা আহারাদির পর নহবত ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, এবং বিকালের দিকে তাঁকে পঞ্চবটীতে নিয়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাঁধান বেদীতে আসন করে বসান হয়। মাকে ঘিরে সকল ভক্তেরা বসেন। নেতাজীও মাকে প্রণাম করে সম্মুখে গিয়ে বসলেন। সুভাষ বাবু ও মায়েতে এই আলোচনা এখানেই হয়॥ এই বিবরণের সংরক্ষক শ্রদ্ধেয় অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয়ের, "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড" দ্রষ্টব্য—আনন্দবার্ত্তা, Vol. III/2, পৃষ্ঠা ১১২/১১৬। "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৫ম ভাগ", পৃঃ ২৮১/৮৩তেও এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিনা, যিনি সত্যিই ভগবানের খোঁজ রাখেন, তিনিই বলবেন ; তাঁকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে।

মা নিজেও সুভাষ বাবুর কথা শুনে হেসে আবার তাঁকেই বলেন : তুমি কিসের খোঁজ রাখ ?

এদিকে সহজে ধরা দেবার পাত্র সুভাষ বাবুও নন, তাই উত্তরে বলেন : প্রশ্ন তো আমাকে করা হয় নাই।

পলায়ন-রত সন্তানকে তখন সাবধানী জননী ধরবার চেষ্টা করেন : তোমাকে উপলক্ষ্য করেই এই প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই তোমার হ'য়ে এরা প্রশ্ন করেছে।' এই বলে।

মায়ের এই কথায় অমূল্য বাবুও সুযোগ বুঝে যেই মাথা নেড়ে বলেন : 'হ্যাঁ মা।' মাও তক্ষুনি চেপে ধরেন সুভাষ বাবুকে :

আচ্ছা, তুমি দেশের সেবা কর কেন, বল ?

মায়ের এই কথায় কিন্তু সুভাষ বাবুর আর নির্ব্বাক থাকার সঙ্কল্প অটুট রাখা সম্ভব হয় নি। তিনি সহজ উত্তরে বলেন : দেশের সেবা করে আনন্দ পাই, তাই সেবা করি।

ধীরে ধীরে তখন রহস্যময়ী জননী তাঁর অপার প্রজ্ঞাঘন স্বরূপ-মহিমা বিস্তার করে চলেন।

এবারে ঠিক ঠিক জানতে চান মা, সুভাষ বাবুর কাছ থেকে :

এই আনন্দ কি নিত্য ?

উত্তরে সুভাষ বাবু বলেন : এই নিত্য কথাটির অর্থ একটু শক্ত।

মা : যা' সকল সময়ে আছে তাই নিত্য।

এর পর আরও সহজ ক'রে বলতে চেষ্টা করেন মা। বলেন :

স্বভাবের কাজেই নিত্য আনন্দ।

ভাল করে সেবা করলেই এই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের সঙ্গে সুভাষ বাবুর এই মিলনের ঘটনাটিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। একতো বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি তিনি, দ্বিতীয়তঃ আশৈশব শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রোজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভাবধারায় অনুরাগী ও পুষ্ট। ঐ শুদ্ধ শ্রদ্ধা-ভক্তিই তাঁকে মাতৃ-সান্নিধ্যে আসবার প্রেরণা দিয়ে থাকবে, এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

মা জানেন, সুভাষ বাবুর আরও অনেক গুণের মধ্যে, একটি প্রধান গুণ, তিনি সুবক্তা। মায়ের খেয়াল হয়তো সেদিকেই গিয়ে থাকবে, তাই বলছেন : তুমি কত ভাল লেক্‌চার দাও। কিছু বল।

সুভাষ বাবু : আমি তো লেক্‌চার দিতে আসি নাই।

তাঁর এই উত্তরের পর মায়ের কথায় যেন অনেকটা দরদমাখা অনুনয়ের সুর এসে পড়ে। মা তখন সুভাষ বাবুকে বলছেন : বাবা তুমি কিছু বলবে না? সুস্পষ্ট উত্তরে সুভাষ বাবু তাঁ'র পূর্ব্বের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করেন :

আমি বল্‌তে আসি নাই। শুন্‌তে এসেছি।

স্নেহময়ী জননী তখন নিজেই বাৎসল্যস্নেহে ধরা দিচ্ছেন সন্তানের কাছে এই বলে : দেখ, আমরা যা' কিছু জাগতিক কর্ম করি তা অভাবেরই কর্ম। অবশ্য অভাব দূর হ'লে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক কাজ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা শুধু অভাবকেই জাগিয়ে রাখে। মনে কর কোন একটা বিষয়ে অভাব বোধ করলে এবং তা' দূর করবার জন্য কর্ম আরম্ভ করলে। চেষ্টার ফলে হয়তো অভাব দূ'র হ'ল এবং আনন্দ পেলে। কিন্তু ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আবার অভাব জেগে উঠল। সে জন্য এই শরীর বলে যে জাগতিক কর্ম হচ্ছে অভাবের কর্ম হচ্ছে অভাবের কর্ম। স্বভাবের কর্ম করলেই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বল্‌লে যে দেশের সেবা ক'রে আনন্দ পাও। দেশের সেবা তো ভালই। তোমার প্রাণটা মহান, খুব বড়। তুমি তা'কে আরও বড় করতে চেষ্টা কর। দেশের সেবা খণ্ড ভাবে করলে তাও অভাবের কাজ হবে। তা'তে যে আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবে তাও খণ্ড আনন্দ। কিন্তু সকলে চায় অখণ্ড আনন্দ, যে আনন্দের শেষ নাই। স্বভাবের কাজ করলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দে স্থিত হওয়া যায়। তবে বল্‌তে পার, 'আমি একা আনন্দে স্থিত হ'য়ে কি করব? জগৎ দেখছি নিরানন্দময়।' এর উত্তরে বলা যায় যে: যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তা' হলে তা' অপরকেও দেওয়া যায়।

এখন থেকে সুভাষ বাবু আর মায়ের মধ্যে কথা চল্‌তে থাকে অনেকটা সহজভাবে।

সুভাষ বাবু জানতে চান: স্বভাবের কর্ম কি?

মা বলেন: যে কর্ম করলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ পায় তাকেই স্বভাবের কর্ম বলা যেতে পারে। স্বভাব কি না যা' আমার নিত্য আছে। তোমার ভিতর অখণ্ড আনন্দ আছে বলেই তো অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছ। যা' তোমার মধ্যে নাই, তা' কখনও চাইতে পার না।

সুভাষবাবু: সকলের স্বভাব কি এক?

মা: হ্যাঁ, সকলেই তো আমরা অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছি। জগতে এক বই তো দুই নাই। লোকে যে অন্যের সেবা করে সেও তো নিজের জন্য। সকলে এক বলেই তো একে অন্যের সেবা করে আনন্দ পায়।

এত কথার পরে সুভাষ বাবু তাঁ'র মনের সংশয় মায়ের কাছে অকপটে উন্মোচন করে' ধরেন: আপনি সকলেরই এক স্বভাব বল্‌ছেন, কিন্তু গীতায় আছে, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

মা, তাঁর উত্তরে বল্‌ছেন: স্বধর্ম কি? স্বভাবের ধর্মই স্বধর্ম। এই স্বধর্ম লাভ করবার জন্যই সাধনা। (নিজেকে দেখাইয়া) এই দেহটার কোন শিক্ষা নাই, তাই এ আবোল্ তাবোল্ বলে। স্বধন পাওয়াকেই এ শরীর সাধনা বলে। গীতার কথা তো সত্যই। স্বভাবের ধর্ম লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

সুভাষ বাবু: কিন্তু ইহাও সত্য যে লোকের স্বভাব বিভিন্ন। কাহার কি কর্ম জানা নাই।

মা: হ্যাঁ, সংস্কার ভিন্ন হ'লেও ধর্ম এক! সত্য এক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুভাষ বাবু তাঁ'র মনের দ্বন্দ্বের কথা পুনর্বার প্রকাশ করেন—নিজের দিক থেকে কি ভাবে ঠিক ঠিক জানা যায় ব্যক্তিগত সংস্কারকে পেরিয়ে আপন লক্ষ্যে, তাঁর প্রকৃত স্বভাব ধর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব—তিনি বল্‌ছেন : তা' তো নিজের নিজের দিক হ'তে ঠিক করা যায় না।

মা : কাজ আরম্ভ করতে থাকলে সব ঠিক হয়ে যায়। তখন যার যা' সংস্কার তা' ফুটে ওঠে। দেখ না ছেলেরা লেখাপড়া করতে চায় না। কিন্তু কিছুদিন জোর করে তা'দের শিক্ষা দিলেই তখন দেখতে পাওয়া যায় এক এক বিষয়ে এক এক'জন ভাল করতে থাকে। কেউ হয়তো ইংরাজিতে ভাল হ'ল, কেউ বা অঙ্কে। তেমনি লোকে কাজ আরম্ভ করলে কিছুদিন পর দেখা যায় তা'রা তাদের সংস্কার অনুসারে কাজ করছে।

সুভাষ বাবু লক্ষ্য করছেন, মা তাঁর সব কথার বেশ যুক্তিসহ উত্তর দিলেও এমন সুস্পষ্ট অবলম্বনের কথা কিছু বলছেন না যাকে ধরে মানুষ সহজে এগিয়ে যাবে। তাই এবারে মাকে বলেন : পথ তো বল্‌ছেন না। তাঁর এই কথা শুনে, মুখে সেই ভুবনভোলান হাসি নিয়ে মা বলে উঠেন :

কর্ম করতে হয়। সঙ্কল্প করতে হয় যে 'আমি পড়ব'।

এর মধ্যে অমূল্য বাবু আবার সুভাষ বাবুর হয়ে বল্‌ছেন :

মা, তোমার উত্তর অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে। তুমি বল্‌ছিলে যে সকলেই অখণ্ড আনন্দ চায়। সুভাষ বাবু বল্‌ছিলেন যে তিনি দেশের সেবা করে' আনন্দ পান। তা' হলে কি বুঝব যে দেশের সেবা করে গেলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যাবে? ভগবান লাভ হবে?

যদিও এই কথার উত্তর একরকম মা আগেই দিয়েছেন, তবুও সেই কথাই যেন নূতন করে বলেন : অখণ্ড ভাবে সেবা করা চাই।

সুভাষ বাবু জানতে চান : সেবারও তো একটা পথ আছে?

কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস : এই পথেরই যত গণ্ডগোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাও স্বীকার করেন : হ্যাঁ পথেরই যত গণ্ডগোল, পথেই যত পরিশ্রম। পরমুহূর্তেই মায়ের কথায় নিশ্চিত লক্ষ্য-ভেদ : যেমন পড়বার দৃঢ় সঙ্কল্প হলে বিদ্যালাভ হয়, তেমনি তাঁকে আমার পেতেই হবে এরূপ দৃঢ় ভাব এলে পথও পাওয়া যায়।

এতে সুভাষ বাবুর যুক্তি : অন্ধকারে হাটলে পথ পাওয়া কঠিন।

মায়ের উত্তর : হ্যাঁ, অন্ধকারেই হাটতে হয়। বিশ্বাসকে তোমরা অন্ধ বল না? এই অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। পরে সব বুঝতে পারা যায়।

মায়ের কথায় কিন্তু এতটুকু গোঁড়ামি নেই—নিজের কথা আরও সহজ স্পষ্ট করে বলেন : ছেলেমেয়েদের যখন প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর তখন কি তা'রা কিছু বুঝে? কিন্তু পড়তে পড়তেই জ্ঞান হয়।

সেদিন অকস্মাৎ এই দুর্লভ সংযোগ ও সংলাপের পরিসমাপ্তি ঘটে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, এক মহিলা (কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী) কিছু বলবার জন্য মায়ের অনুমতি চা'ন। ঐ ভদ্রমহিলাটির বিশ্বাস তিনি সুভাষ বাবুর সংশয় দূর করবেন।

মায়ের আদেশেই তাঁকে বল্‌তে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলতে চাইছেন, মাই তখন, "ওমা, এসব কথা এর (অর্থাৎ সুভাষ বাবুর) জানা আছে", বলে সেই মহিলাটিকে নিরস্ত করেন।

মাতৃ-কথার ছিন্নসূত্র আর জোড়া লাগবার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে উপস্থিত সকলেই প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কিছুটা নিরাশ হ'য়ে পড়েন। সুভাষ বাবুও মাকে তাঁ'র শরীরের কথা এবং কলকাতায় কতদিন থাকবেন, এমনি সৌজন্য-সূচক দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করবার পর প্রণাম করে' বিদায় নেন।

ঝরা ফুলে রচিত এ অর্ঘে সদ্য-বিকশিত কুসুমের অনাবিল মাধুর্য্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে না। মায়ের মুখের নির্ম্মল হাসি, তাঁ'র মধুর কণ্ঠের যাদু আর ঐ দৃষ্টির প্রশান্তি সব মিলে যে আনন্দ লোকের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়ে ওঠে, সেই অমরার আস্বাদ পেতে হ'লে মায়ের স্নেহচ্ছায়ে বসেই শুনতে হবে তাঁর মুখের মধুক্ষরা বাণী একটি একটি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল কথা

কোনো এক শুভ মুহূর্ত্তে কল্যাণমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাঁর মানবদরদী কল্যাণ চিন্তার বিস্তার করেছিলেন তাঁর "রুগীরূপী জনজনার্দ্দন সেবা যজ্ঞ" আচরণের পূত বাণীতে। আর্ত্ত সেবাধর্ম্মের ব্যথায় আমাদের শাস্ত্র মুখর। রুগীর সেবায় আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে দিব্য ও অধ্যাত্ম ভাবের স্ফুরণের সম্ভাবনার যে ইংগিত শ্রীশ্রীমায়ের বাণীতে নিহিত ছিলো তাহাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মায়ের কতিপয় নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের মধ্যে রোগ প্রপীড়িত আর্ত্তের সেবাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ইচ্ছার যে বীজ রোপিত হয় তারই প্রকাশ পায় ১৯৬৪ সালের এক শুভ দিনে এক সাধারণ চালা ঘরের ভিতর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী হাসপাতালের সুত্রপাত। ইহাই ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে আজ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এক মহীরূহে পরিণত বর্ত্তমান "মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল"।

সহৃদয় ও মহানুভব সজ্জনদের দানে ও কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং বারাণসী নগর মহাপালিকার অনুদানে ধন্য মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে আজ আপন দ্বিতল ভবনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা হাজার হাজার রোগ প্রপীড়িতের আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার বাবস্থা হচ্ছে বর্ত্তমানে এই হাসপালের বহির্বিভাগে, সাধারণ রোগ, হৃদরোগ, শল্য চিকিৎসা, স্ত্রী রোগ, দন্ত, নেত্র, নাসিকা, কর্ণ ও গলদেশের রোগ বিভাগগুলিতে রঞ্জনরশ্মিও নিদান পরিক্ষণের (X-Ray ও Pathological examinations) সহায়তায় বিশেজ্ঞদের তত্বাবধানে রোগ-নিরূপন ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে আধুনিক শল্য চিকিৎসার জন্য দুই প্রস্থ সুসজ্জিত "মেজর অপারেশন টেবিল" আছে এবং বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক দ্বারা সর্ব্ব প্রকার শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাধুনিক উন্নত মানের অনুবিক্ষণের সাহায্যে, বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শল্য চিকিৎসক দ্বারা "ইথার ড্রামের মাইক্রোস্কোপিক্ সারজারি" চিকিৎসার অতি সত্বরই বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত, স্ত্রীরোগ ও ধাতৃবিদ্যা বিশারদ পরিচালিত হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে প্রসব করানোর সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত রয়েছে।

এখানে অন্তর্বিভাগে রূগীর জন্য ৩টী শয্যা তিনখানা সুসজ্জিত কেবিন প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের পরিচালনায় রূগীর সেবায় নিয়োজিত আছে।

এখানে হাসপাতালের নিজস্ব রন্ধন শালা হইতে রূগীকে নিঃশুল্ক নিরামিশ খাদ্য ও পথ্য পরিবেশন করা হয়।

বিগত ২১শে ডিসেম্বর, ৭৩ হইতে ১৫ই জানুয়ারী ৭৪ পর্য্যন্ত নিঃশুল্ক 'চোখের ছানির' অপারেশন করা হয়েছে।

হাসপাতালের 'আনন্দময়ী' করুণা (হোমিওপ্যাথিক বিভাগে) প্রবীণ চিকিৎসকের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইচ্ছুক শত শত রূগীর দৈনিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়।

আমাদের হাস্‌পাতালের পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বজন প্রসংসিত এক বিশেষ আকর্ষণ।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবা ভাবের রূপান্তরে এই হাসপাতাল তাঁহার কৃপায় সার্থক হউক। ইতি—

সেক্রেটারী

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	... 3.00
Sad Vāni ,,	...	... 1.00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XVIII		... 52.00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	... 3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	... 2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	... 6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	... 0.50
Amar Vāni	...	... 6.00

BENGALI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	... 3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	...	... 1.50
Mātri Vāni	..	... 0.75
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	Vol. I—XVI	... 45.50
Ma Anandamayi Upadeshamrita Sangraha		... 1.50
Akhnda Mahayājna ,, ,,	...	... 2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	... 6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	... 2.50
Amar Vāni	...	... 10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayananda Tirtha		... 2.00
Viveka Churamani ,, ,, ,,		3.50

GUJRATI

Mātri Darshan—"Bhaiji"		... 1.50
Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		... 4.00
—Vol. II		... 2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji" ...		...	6.00
Matri Vani (Sayings)	2.00	Special edition	3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Do.	7.50
Mother as Seen by Her Devotees	5.50	Special edition	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji.		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	2.00

PHOTOS

Photos—various sizes ... 0.50 to 15.00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Anandamayee Ashram
BENARAS

श्री श्री आनन्दमयी संघ
मातृ शरणं

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by ... Gangotri and Sarayu Trust ... MoE

আনন্দ বার্তা

বর্ষ ২১ জুলাই ১৯৭৪ সংখ্যা ৩

CC-0. In Public Domain ...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

JUST OUT :

MĀ ANANDAMAYI LILĀ

Memoirs
of
Sri Hari Ram Joshi

Price Rs. 15/- or £ 1.50 or $ 3.25

Sri Hari Ram Joshi was one of Mataji's foremost devotees for thirty-six years. Shortly before passing away in 1970, he dictated his reminiscences. The major portion of the book is a description of Joshiji's very interesting personal experiences about :

* Kamala Nehru's first darśana of Mataji in 1933
* Mataji's visit to Sewagram and Her meeting with Gandhiji in 1942
* Bhaiji's last days and his mahāsamādhi in 1937 and Bholanathji's in 1938
* The stories of Mataji's first American devotee and of a staunch Mahammedan bhakta
* Many other fascinating incidents

The author's sincere love and adoration for Mataji are tangible throughout the narrative and conjure up Her Presence.

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
BHADAINI, VARANASI--221001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ...অধ্যক্ষ
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ০, পি০আর০এস, ডি০লিট্
ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম.এ., পি. এইচ. ডি
ব্রহ্মচারিণী আত্মানন্দ
ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee
BANARAS.

●

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

●

❀ বার্ষিক চাঁদার হার ❀

ভারতে —সাত টাকা (সডাক)
বিদেশে — (সি মেলে) —১০ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১৫ শিলিং
অথবা ২ ডলার

— (এয়ার মেলে)—২৫৲ টাকা অথবা ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং
(ইউরোপ)

— ৩৫৲ টাকা অথবা সাড়ে পাঁচ ডলার
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী, এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রাহককে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হয়। আগামী বর্ষের চাঁদা ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্যালয়ে পৌছান দরকার।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথা সময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট, এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করিতে পারিবেন।

* 'আনন্দবার্ত্তা'য় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক্ কমিশন বাবদ অতিরিক্ত ২৲ টাকা পাঠইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি (পাবলিকেশান্ একাউন্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনা পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম কালকাজী, নিউদিল্লী—১১০০১৯ ফোন—৬৩১৩৭৮

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১।	মাতৃবাণী	— ...	... ১৬১
২।	বিশ্বজননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী	— শ্রীদিব্যদর্শী	... ১৬৪
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	— ৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	... ১৮১
৪।	পরশন	— অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	.. ১৮৮
৫।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী	— ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য	... ১৯৬
৬।	কলকাতায় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা	— শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ২০৫
৭।	ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা	— ডাঃ বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি	... ২১৪
৮।	দুঃখ কোথায় ?	— ...	... ২২১
৯।	সাময়িকী	— ...	... ২১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

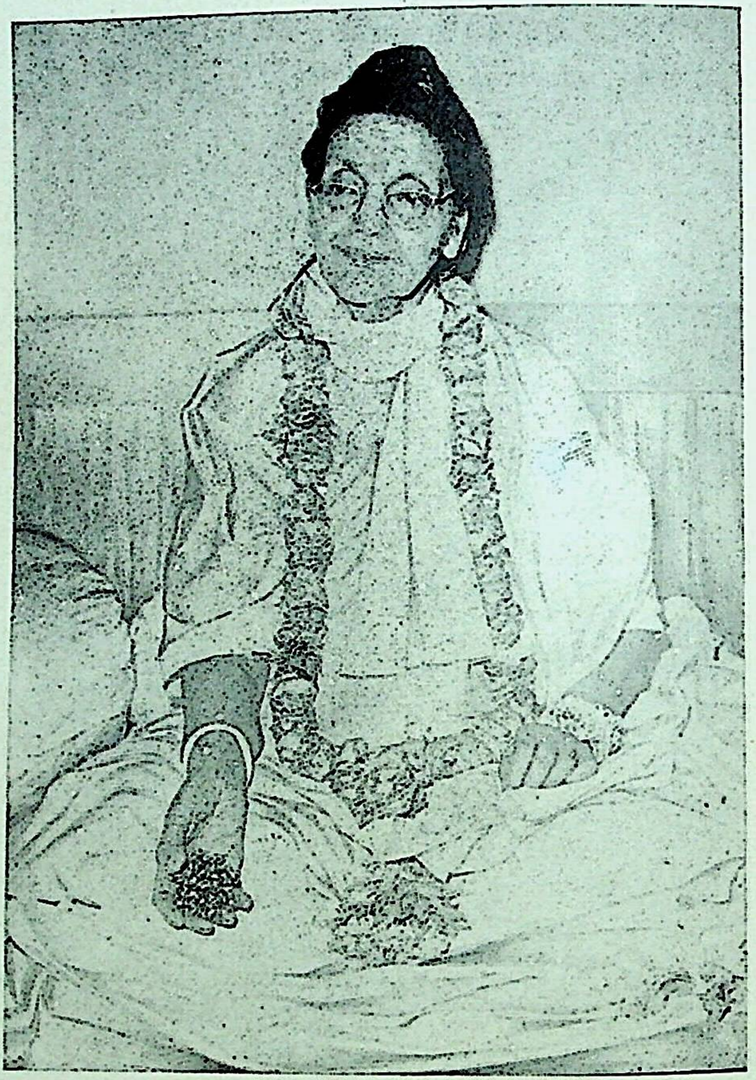

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

একবিংশ বর্ষ) জুলাই, ১৯৭৪ (সংখ্যা ৩

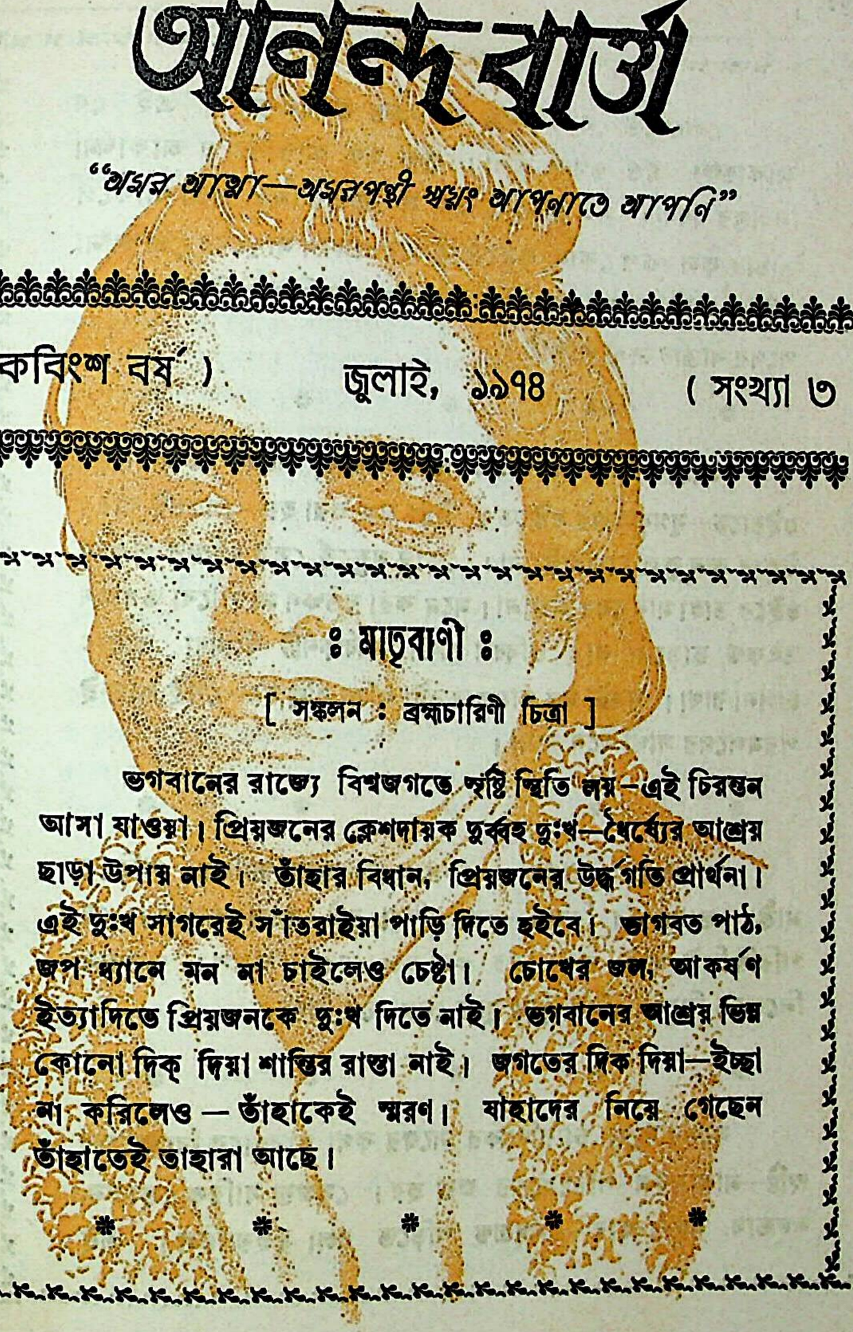

ঃ মাতৃবাণী ঃ

[সঙ্কলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

ভগবানের রাজ্যে বিশ্বজগতে সৃষ্টি স্থিতি লয়—এই চিরন্তন আসা যাওয়া। প্রিয়জনের ক্লেশদায়ক দুর্ব্বহ দুঃখ—ধৈর্য্যের আশ্রয় ছাড়া উপায় নাই। তাঁহার বিধান, প্রিয়জনের উর্দ্ধগতি প্রার্থনা। এই দুঃখ সাগরেই সাঁতরাইয়া পাড়ি দিতে হইবে। ভাগবত পাঠ, জপ ধ্যানে মন না চাইলেও চেষ্টা। চোখের জল, আকর্ষণ ইত্যাদিতে প্রিয়জনকে দুঃখ দিতে নাই। ভগবানের আশ্রয় ভিন্ন কোনো দিক্ দিয়া শান্তির রাস্তা নাই। জগতের দিক দিয়া—ইচ্ছা না করিলেও—তাঁহাকেই স্মরণ। যাহাদের নিয়ে গেছেন তাঁহাতেই তাহারা আছে।

* * * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধেতে যে আসছে না—এও ভগবৎ-কৃপা। এই যে আকাঙ্ক্ষা—এও ভগবৎ-কৃপা। শুভ সৎ আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির দিক্। সৎ শুভবুদ্ধি এবং সৎক্রিয়ায় নিত্য ব্রতী থাকিলে তাহার ফল স্বরূপ কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রকাশ মানুষের তো জানা নাই। তাই যতক্ষণ প্রকাশ না হয়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজকে পরম পথের যাত্রায় ব্রতী থাকাই।

* * * * *

আহার নিদ্রা জাগতিক সুখ-সাচ্ছন্দ অনেক তো দেখা হইয়াছে—যুগযুগান্তর হইতে। ইহা যত করা হয়—বেড়েই যায়। ইহার অনুকূল যাওয়াই না। কোন্ মুহূর্ত্তে সেই শক্তির প্রকাশ হইবে তাহা মানুষের অজানা। মনে করা যতক্ষণ না পাবো ততক্ষণ তৎকর্ম্ম ছাড়বো না। চব্বিশ ঘণ্টা সর্ব্বক্ষণটি বাঁধিয়া তাহার চালনা রাখা। যতটা মন থাকে ততটা শক্তি বৃদ্ধি হয়—সেই শক্তিই পরমপথের সাথী মনে রাখা।

* * * * *

ভগবৎ কৃপা প্রার্থনা। কোনো অবস্থায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে নাই। ভগবানের বিধান — কষ্ট দিয়া কষ্ট হরণ করেন। যে পরিস্থিতিই ঘটে—ভগবানের কর্ম্ম ফল দেওয়া স্বরূপ। ভগবান নিজেতে নিবেন বলিয়া ধুয়ে মুছে নেন মনে রাখা।

* * * * *

মনের মধ্যে চারিদিকের সঙ্গের কথা ব্যবহারে বিক্ষেপের সৃষ্টি—নানারকম পরিবেশের জন্য হয়। সেজন্য সাত্ত্বিক ভোজন, সদ্ভাব, সদ্ব্যবহার — সদ্গ্রন্থ পড়িতে বলা হইয়াছিল। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্ষেপ আসিবে বলিয়া—যাহা হইতে সৃষ্ট তাহার দিক্ ধারায় চলা। সেখান হইতে শক্তি আসিলেই সব সামলাইতে পারিবে—তাহা এখনো অভ্যাস করা।

* * * * *

"মা" সব দিক্‌টা ভালর জন্য বলেন। কিন্তু ইচ্ছা না হইলেও জবরদস্তী করিয়াও যদি করে তবে তার দিকের শক্তি ফল তিনি দেবেনই দেবেন। ক্রিয়ার ফলও হয় মনে রাখা, আর মন—সংযোগের ফলও হয় মনে রাখা। কয়েকদিন করিয়া কোনো ফল হইলো না—এ বলা চলে না। ওখানে ব্যাপার চলে না। অভ্যাসে পরিণত যাতে হয় সেজন্য নিত্যযুক্ত থাকার চেষ্টা; কর্ত্তব্য।

* * * * *

সকলের ভিতরই ভগবানই—সেটী ধরিবার জন্য অভ্যাস, নিজ জপ ধ্যান। ভগবানের জন্য মন-সংযোগ অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। মনকে যে দিকে চালনা করা যায় সেই দিকেই সে মস্তানা হয়। তাই মন যদি ভগবানের দিকেই চালিত করবার বারবার চেষ্টা অভ্যাস করা হয়, নিত্যযুক্ত যে আছে তাহার ছোঁয়া পাবার দিক্ ধারা নিয়া—তাহা হইলেই আশা তাঁহার ছোঁয়ার দিক্ পাওয়ার।

* * * * *

শ্রীশ্রীমায়ের নববর্ষের বাণী ঃ—

"নব বৎসর, ভগবানের বিশ্বরূপ—তাঁহার নিত্য নূতন নূতন রূপ অরূপও যে, সেই দর্শন নিরন্তর চেষ্টা।"

LIBRARY
No. ....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী

পুণ্যসলীলা ভাগীরথীতীর : ফরাসী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি চন্দননগর
১৯৭৪, ৯ই মার্চ্চ

●

শ্রীদিব্যদর্শী
[সংস্কৃতি ও প্রার্থনা ভবন, চন্দননগর]

'যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে,
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে ॥

যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তার খোজে
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে' ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতো শুধু কবির কথা নয়, এত ভক্তের কথা, ভক্তের প্রাণ ভগবানের নামে গলে যায়। অহং হারিয়ে যায় ব্রহ্মের সাগর সংগমে। এই অহংএর জন্যই সংসার, দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষার ইমারত এই অহং এর জন্যই। এই অহংএর জন্যই "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু"। প্রশ্ন আসে এই অহং কে? এই জীব কে? জীবাত্মার বনিয়াদ তো অহং কে নিয়েই। দেহ, প্রাণ, মন নিয়ে জীব। তিনটীই প্রাকৃত শক্তির খেলা, যা এই তিনকে ধরে আছে, সংহত করছে তাই অহং। শক্তির সমুদ্র যেন একেকটা খাতে বেয়ে চলেছে। এক বহু হচ্ছে তাইতে। অহং এই শক্তি প্রবাহের খাত। সুপ্তিতে মৃত্যুতে খাতের জল সমুদ্রে ফিরে যায়। মুক্তিতেও তাই হয়, তখন অহং থাকে না। জীবত্ব থাকে না, এই হল তর্কবুদ্ধির রায়। কিন্তু যে অহং মনের কারবারিমাত্র, সে তো সত্যকারের জীব নয়। মনের ওপারে আছে বিজ্ঞান, মন শান্ত ও অন্তর্মুখ হলে, ব্যাপ্তি চেতনার আলোতে তার রূপ ফোটে? জন্ম হতে জন্মান্তরে জীবত্বের প্রবাহ বয়ে চলেছে। প্রত্যেক জন্মে ফুটছে একটা করে অহং—সে জন্মের গণ্ডির বাইরে তার দৃষ্টি চলে না, বর্তমান জন্মের যে সংস্কার আর পরিবেশ, তাই তার একমাত্র পুঁজি। সে পুঁজিকে সে আঁকড়ে থাকে। এতেই ঘটে তার চেতনার সঙ্কোচ। জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অহং-এর মুলে যে মহাচেতনার বিশ্ব চেতনার সংবেগ আছে, জীব তা বুঝতে পারে না, কিন্তু মানুষের জীবনে এমন মাহেন্দ্রক্ষণও আসে, যখন সে তাহার আত্মকেন্দ্রিকতা হতে নিজেকে মুক্ত করে। যখন অমৃতের অধিকারী হওয়ার সাধ তাহার মনে জেগে ওঠে। মানুষের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত উন্মেষণায় পৃথিবীতে আসছেন আত্মিক সাধনার ঋদ্ধিবান সাধকমণ্ডলী। তাঁরা নিবিড়তর-ভাবে ভগবৎ উপলব্ধির গভীরতায় মুগ্ধ করেন মানুষকে। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই মানুষ ভগবানের মহিমা, আত্মার মাধুর্য নিবিড়ভাবে অনুভব করে। উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের মন অধ্যাত্ম চেতনায়—অমৃত উৎসাভিমুখী হয় তার প্রাণ-আবেগ।

এই পরিণামের পুরোধা হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রকাশ হয়ে এসেছেন চিন্ময় মহামানবের অভিযাত্রীদল। যুগে যুগে মানুষকে ডাক দিয়েছেন টান দিয়েছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশী যাত্রার পথে। এই দৈবী পথেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়। পুণ্যসলীলা ভাগীরথীতীরে ফরাসী সংস্কৃতির কেন্দ্র—ভূমি চন্দননগরে শ্রীশ্রীমায়ের (৯ই মার্চ, ১৯৭৪) পুণ্য শুভাগমনে তাই অগণিত ভক্তজনমানসে অভিব্যক্ত হল পরম আনন্দ ও ভক্তির উন্মোচন হল জনগণের অন্তরে। এই বস্তুতান্ত্রিক উগ্র রাজনীতিদুষ্ট যুগেও মানুষ সিদ্ধ মহাজন, ভগবানে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণকে কত ভালবাসে, কত শ্রদ্ধা করে, সেদিন এ সত্য বার বার মনে হচ্ছিল। মনে হয়েছে এদেশ দেবতার দেশ, মনে হয়েছে উগ্র রাজনীতি ও বিদ্বেষের বিষ প্রয়োগ না করলে, ভ্রান্ত জীবনদর্শন ও অতি নীচ কুৎসিত রুচির দ্বারা তরুণদের মন বিষায়িত না করলে, এদেশের শিশু, তরুণ, প্রবীণ, বৃদ্ধ নরনারী নির্ব্বিশেষে, জ্ঞানী গুণী, বিদ্বান, মূর্খ, ধনবান দরিদ্র পাপী পুণ্যবান সব মানুষই চিন্ময় মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করেন। রাজনীতি—সচেতন ও বিচারশীল ও বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি চন্দননগরের সহৃদয় অগণিত ভক্ত ও সজ্জন সাধুজন-সংসর্গ পিয়াসী মানুষ (অনেক অসুবিধা কষ্ট স্বীকার করেও) যে ভাবে মায়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এগিয়ে এসেছিলেন, এরূপ অপূর্ব্ব ভাব-সুন্দর দৃশ্য চন্দননগরে কখনও দৃষ্ট হয় নি। এবার চন্দননগরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণের পেছনে অনেক ভক্তের আকুতি ও ব্যাকুলতা আছে। মা সকলের। মা শুধু বিদ্বানের মা নন, জ্ঞানীর মা নন, মা শুধু ধনবানের মা নন, শুধু রাজা মহারাজার মা নন, মা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের মা, মা ভক্তের মা, মা ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু, মায়ের এখানে শুভাগমনে বার বার একথা মনে হয়েছে।

আজ বহুদিন যাবৎ চন্দননগরের ভক্তগণ প্রতীক্ষা করছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য দর্শনের জন্য। দীর্ঘকাল যাবৎ 'আনন্দ ভারতী' ও সংস্কৃতি ও প্রার্থনা ভবনে ভক্তগণ শুনছেন শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব জীবন লীলার কথা। প্রতি মাসের প্রার্থনা সভায় "উপনিষদ ও দিব্যজীবন—শ্রীআনন্দময়ী প্রসঙ্গ" মাধ্যমে নিবেদিত হচ্ছে তাঁর অমৃতময় উপদেশ বাণী। গত বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ অকস্মাৎ অহেতুক কৃপা করে আমাকে স্মরণ করলেন। সেই আনন্দবার্ত্তা নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন পরমভক্ত শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য (অর্থনীতির প্রধান শিক্ষক, হুগলী কলেজ)। করুণার বন্যা বর্ষিত হল শিরে। সেই অবকাশে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানালাম চন্দননগরে তাঁর পুণ্য পদধূলি প্রদানের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া করে রাখলেন সে প্রার্থনা। ১৯৭৩ সাল ; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। উঠলেন তাঁর আশ্রিত সন্তানদের কাছে। পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী ভাগবত-পরিষদের প্রথম দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শনে ও ভাষণ শ্রবণ করে ভক্তদের মধ্যে গভীর সাড়া পড়ে গেল। ভাগবত-পরিষদের সভা উপসংহার হল। দিকে দিকে আশা জাগ্রত হল 'শ্রীশ্রীমা আগামী বৎসর আসবেন'—মায়ের কৃপা নিশ্চয়ই হবে'। যে কোন সভায় গেলেই ভক্তগণ প্রশ্ন করেন "দাদা মায়ের পদধূলা এ শহরে পড়বে না ?" 'নিশ্চয়ই পড়বে। শ্রীশ্রীমাকে ধ্যান করুন, ডাকুন, জানান নীরবে প্রার্থনা।' সুপণ্ডিত মাতৃগতপ্রাণ নির্ম্মলানন্দ স্বামিজী জানালেন "দাদা, মাকে সব জানান হয়েছে। মা বল্‌লেন 'সব তাঁর ইচ্ছা'"। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ এল মায়ের কাছ থেকে, ভক্তগণ মায়ের শুভাগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দাদা (অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্ল দত্ত) আন্তরিকতার সহিত প্রতিবৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবারেও সাড়ম্বরে পালন করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব উৎসব পালিত হল 'সংস্কৃতি ও প্রার্থনা ভবনে'। সবার মুখে এক কথা, আগামী বৎসর মা আস্‌বেন। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রখ্যাত নৈয়ায়িক চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ তর্কতীর্থ (সভাপতি, ভাগবত পরিষদ) দুঃখ করতে লাগলেন 'আমার আর মাকে দেখা হল না'। আশ্চর্য, হলও তাই। শ্রীশ্রীমা চন্দননগরে আস্‌বার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, এই শহরে প্রবর্ত্তক আশ্রমে পদার্পণ করেছিলেন শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ। গভীর সাড়া পড়েছিল ভক্তদের মধ্যে। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজও এসেছিলেন বেশ কিছু বৎসর আগে।

১৯৭৪ সাল এসে পড়ল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তুন্ এক্সপ্রেসে চন্দননগর হয়ে মা কলকাতা যাচ্ছেন। তখন বেলা দশটা প্রায়। মা গাড়ীর দরজার সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়ালেন। চন্দননগরের ভক্তগণ ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে অধীর হয়ে এগিয়ে এলেন। চন্দননগরের বহু জ্ঞানী গুণী ভদ্রমহোদয়গণ মাকে জানালেন সাদর সশ্রদ্ধ প্রণাম। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত বিপ্লবী মহীয়সী মহিলা ডাঃ সুনীতি ঘোষও ছিলেন। ভক্তগণের আকুতি ও ব্যাকুলতা দেখে মা সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করেন। মা জান্‌লেন—এখানকার ভক্তগণ কী ব্যাকুলভাবে মায়ের শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। মা বল্‌লেন 'যোগাযোগ রেখ, সব তাঁর ইচ্ছা'। সাধক প্রফুল্লদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনের নির্দ্দিষ্ট দিনটী স্থিরভাবে পাবার জন্য। মাকে আনবার জন্য দাদা অনেক দিন হতেই চিঠিপত্রেও স্বামিজীর সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে ৪ঠা মার্চ পর্য্যন্ত ভাগবত-সপ্তাহ চলছে যোধপুর পার্কে। পি. কে. কুণ্ডুর আবাসস্থলে মা অবস্থান করতে লাগলেন। অগণিত জনস্রোত মাকে দর্শনের জন্য চলতে লাগল। যোধপুর পার্কের ভাগবত-সপ্তাহের উৎসবে সবাইকে নিয়ে গেলাম। আশা মাতৃ-দর্শন ও চন্দননগরে আসার কথাও হবে। শ্রীমৎ পরমানন্দজী, চিন্ময়ানন্দজী, তন্ময়ানন্দজী, কৃষ্ণপ্রিয়াজী, ও নির্ম্মলানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল। মায়ের আসার ব্যাপারে কথাবার্ত্তা হতে সবাই বল্‌লেন—সব মায়ের খেয়াল। সবাই ভরসা দিলেন। কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভক্ত আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—'এবার মা চন্দননগর যাবেন না, আশা ছেড়ে দিন'। মনে বেশ আঘাত লাগল। বল্‌লাম "মা চন্দননগরে যাবেন 'জানি'। 'কেমন করে, জানেন'। 'মায়ের কৃপাতে জানি, তাঁর ইচ্ছায় জানি'। চোখ সজল হয়ে এল। মনে মনে মাকে প্রণাম. করলাম। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরমানন্দ স্বামিজী বল্‌লেন—'কথা ঠিক, মায়ের কিন্তু চন্দননগরের দিকে খেয়াল আছে'। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্ব্বানানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর আনুকূল্যে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে একান্তভাবে দেখা হল। প্রণাম নিবেদন করে বল্‌লাম 'মা, তোমার চন্দননগরের কথা মনে আছে তো?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ বাবা, মনে আছে, তবে কখন সময় হবে বুঝতে পাচ্ছি না, সব তাঁর ইচ্ছা" বলে হেসে দিলেন। ফুল ও ফলপ্রসাদ পেলাম। প্রণাম করে সানন্দে সবাইকে নিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

এদিকে ভাগবত পরিষদের সভা ৩রা মার্চ হতে ৭ই মার্চ পর্য্যন্ত চলতে লাগল। প্রথম দিনে উপসংহারে আমার সম্পাদিত "শ্রীশ্রীবিশ্বজননী আনন্দময়ী" গীতি ও সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হল। উপনিষদের চিন্তাভাবনার পটভূমিতে শ্রীশ্রীমায়ের বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভাবের ভাব-গাম্ভীর্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রতিমুহূর্ত্তে উদ্বিগ্ন কখন মা আসার সংবাদ আসে। সভান্তে ৬ই মার্চ দাদা (ডঃ দত্ত) ঘোষণা করলেন শ্রীশ্রীমা ৯ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় আসছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভক্তদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল। স্থির হল প্রাক্তন ফরাসী প্রশাসকদের গঙ্গাতীরস্থ প্রশস্ত প্রাসাদ-অঙ্গনে [বর্ত্তমানে ভারতসরকার ও ফরাসী সরকারের চুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত Institute De French ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র] মা অবস্থান করবেন। শ্রীযুক্ত নস্কর (অতিরিক্ত হুগলী জেলা শাসক) সহৃদয়ভাবে ঐ প্রাসাদ-অঙ্গন ব্যবহারের আদেশ দিলেন ও সেইভাবে মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিলেন।

বহিরঙ্গে ব্যস্ততার সঙ্গে অন্তরঙ্গেও প্রবল আনন্দতরঙ্গ বইতে লাগল। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য পদধূলি চন্দননগরে পড়বে। আনন্দ যেন আর ধরেনা। ১৯৫৯ সালে নভেম্বর মাসে মাকে প্রথম দর্শন করি, দর্শনের দিন হতেই শ্রীশ্রীমা অন্তরের মণিকোঠায় পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের আসনে অঙ্কিত হয়ে আছেন। তাই সভা সমিতিতে স্বরচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি-বাণী দেবভাষায় নিবেদন করি ঐ কথা স্মরণ করে :—

"য স্ত্বা দর্শন মা এমেব
মনোমে চরণ সরোজ লগ্নম্,
জাতম শুদ্ধম পুনম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্যা দর্শনম্
আনন্দাম্বুধি বর্ধর্ণম্
নয়ন পুণ্যোৎসবং ভাতিমে ॥

যস্যা অমলধবল চরণযুগলম্,
নিয়তং সাধুজন সেবিতম্
ওঁ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ মাতৃকায়ৈ
ব্রহ্মস্বরূপিণৈ্য আনন্দময়্যৈ না মানমঃ ॥

সেই ব্রহ্মস্বরূপিনী, শ্রীশ্রীমা চন্দননগরে আসছেন। যাঁর অমল ধবল চরিত কথা অনুধ্যান করতে গেলে ভাব-রসে ডুবে যাই। সেই মহাভাবময়ী, ব্রহ্মময়ী আসছেন। কেমন যেন একটা অস্থিরতা আনন্দের ঘন-সন্নিবেশ তন্ময়তা মনকে পেয়ে বসল। সেদিন দোল-পূর্ণিমা ৮ই মার্চ, (পরের দিনই মা আসছেন)। ভোর হতে রাস্তায় চলাচল বন্ধ। রং-এর হুল্লোড়ের জন্য যাত্রীবাহী বাস্‌ও বন্ধ। কোন কথা ভাববার অবসর নেই। কোন্নগর ঘাটে চলে এলাম। রং এর ঘাটিগুলি অনুনয় বিনয় করে পার হলাম। বল্লাম "মাকে দেখতে যাচ্ছি, আমাকে একটু ছেড়ে দাও"। মুখে লাল, নীল, কাল রং মাখা। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল "কেন আপনার মাকি হাসপাতালে"। তাকিয়ে রইলাম, একটু ভেবে বল্‌লাম "হ্যাঁ, আমার মা ভবের হাসপাতালে এসেছেন রোগী দেখ্‌তে। তোমরা তো বেশ ভাল লক্ষ্মী ছেলে, আমাকে ছেড়ে দাও"। দলপতির নির্দেশ হল "ছেড়ে দে, লোকটা ভাল, মাকে ভালবাসে, আমাদেরও লক্ষ্মী ছেলে বলেছে'। হাসি চাপ্‌তে পাচ্ছি না, ওরা আমাকে ছেড়ে দিল, কোন্নগর ঘাটে আসতেই অনেক কথা ভীড় করে মনে আস্‌তে লাগল। এই পথেই আগরপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে দেখবার জন্য যাতায়াত করতাম। মাকে দর্শন করে একদিন ফিরে যাবার সময় এই ঘাটেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। (যে কথা "আনন্দবার্ত্তায়" পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে)। মনে যেন আনন্দবন-বোধি-নিবিড় অনুভব জাগ্‌তে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগরপাড়া আশ্রমে উপস্থিত হলাম, সেখানে অনেক ভক্তের সমাগম। ডাঃ কৃষ্ণ কিশোর চক্রবর্ত্তী (চন্দননগর)-কে দেখলাম সেখানে। মাতৃপ্রাণা চিত্রাদির আনুকূল্যে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট একান্তে উপস্থিত হলাম। মায়ের পায়ে আবির দিয়ে জানালাম আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি। মা কপালে আবির দিলেন। তখন সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে প্রবল জোয়ারে তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গেছে। বলে উঠলাম 'মা বাইরেও প্রবল জোয়ার, ভেতরে এনে দাও সেই কুল ভাঙ্গা মহাটান্'। শ্রীশ্রীমাকে চন্দননগরে শুভ পদার্পণের কথা নিবেদন করতে— মা আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন—'সব তাঁর ইচ্ছা'। বহু ভক্ত ভীড় করে আছেন। দীক্ষান্তে বহু প্রবর্ত্ত-সাধক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেছেন। নির্ব্বানানন্দজী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মা সানন্দে সকলকে আবির দিচ্ছেন। প্রসন্নতা চারিদিকে বিকীরণ হচ্ছে। যখন নীচে নেমে আসছি, মা উপরে সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে সেখান থেকেই জানালাম প্রণাম, মা হাত তুলে জানালেন আশীর্ব্বাদ ও ভরসা। মার প্রসন্ন হাসি ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দিব্যমূর্ত্তি ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলাম। মন যেন ভাবে রসে পূর্ণ হয়ে গেল। যখন সব রংএর ঘাটি পার হয়ে গঙ্গা অতিক্রম করছি তখন রং ও আবিরে রঞ্জিত হয়ে যেন নূতন মানুষ হয়ে গেছি। মনে হল সত্যিই তো ভাবের রংএ রঞ্জিত হলেই মানুষ ভাবসাগরে ডুবে যায়, ফিরে পায় নিজের স্বরূপ, জন্ম নেয় নূতন মানুষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বল্‌তেন "মাগো আমায় ভাবমুখে রাখিস"। যার ভাব নেই, তার রসও নেই শুষ্ক, 'রসোবৈসঃ' এর সন্ধানে এসে রসের কোন দেখা নেই'। সংসারে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। কে সে ভাবের মানুষ। প্রেমের পাগল গোরাচাঁদ সেই ভাবের মানুষ। সে যে নেচে গেয়ে হরিনামে দিন কাটায়।" গঙ্গা পার হতে হতে তাই বার বার মায়ের কথা মনে হচ্ছে। কথার বাঁধন এল গেয়ে উঠ্‌লাম।

"মা যে আমার মহাভাবময়ী

ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মহারা।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ash
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব-সাগরে আছেন ডুবে
নেইকো তাহার কুল কিনারা ॥
ভাবের মানুষ এল যারা
(মায়ের) প্রেম সাগরে হল হারা,
তারা ছাড়ল সকল
দিলরে প্রাণ
মায়ের নামে পাগল পারা ॥"

এদিকে শ্রীদিলীপ কুমার রায় (হুগলী জেলা শাসক) জানালেন তার অন্তরের ব্যাকুলতা। অবধূতের গ্রন্থে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে পড়েছেন। অনুরোধ করলেন, 'মা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই'। মনে এল আমি কেমন করে বলব। কেমন করে বোঝাব মাকে। আমিই ত মাতৃসমুদ্রে হারিয়ে গেছে। কেমন করে অনন্তের অন্ত বলব। অসীমাকে সীমার মাঝে ধরব। দিলীপ বাবুর চোখে মুখে গভীর ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি। অন্তরে গভীর ভাবের সাড়া পেলাম। বললাম—'শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরযুগে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উপনিষদ তত্ত্বভাবনার মূর্ত্ত বিগ্রহ সৃষ্টির পরম চমৎকার। প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের পরমবিস্ময়।" শ্রীদিলীপ কুমার রায় মায়ের এই স্বরূপ ব্যাখ্যায় সানন্দ মুগ্ধভাব প্রকাশ করলেন। এগিয়ে এসে হাত ধরে বল্লেন 'আমার কোন প্রার্থনা নেই। শুধু মাত্র মাকে প্রণাম করতে পারলেই আমি তৃপ্ত'। শ্রীরায়ের এই শুভ্রসুন্দর মনোভাব হৃদয়কে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করল। ৯ই মার্চ অপরাহ্ণ ৪ঘটিকা। প্রফুল্লদা মাকে আনতে গেছেন। সভামণ্ডপ সুসজ্জিত। অগণিত জনস্রোত আসতে লাগল। ভাগবত পরিষদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সর্ব্বভাবে সহযোগিতা করলেন—রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘের শ্রীসুধীর ঘোষ। বিশেষভাবে সাহায্য করলেন নন্দদুলাল চাটার্জ্জি, কৃষ্ণ কিশোর চক্রবর্ত্তী, সুধীর চক্রবর্ত্তী ও রানী সেন প্রমুখরা। আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা করলেন শ্রীসুষমা বসু ও যথাসময়ে স্বেচ্ছাসেবক তরুণ বন্ধুদের পরিচয় করে দিলেন আমার সঙ্গে। তারা ভক্তজনমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোনিবেশ করল। কান্ত, কল্যাণ, ব্রততী সোমা, বাসন্তী (সিংহ) সুন্দরভাবে কাজ করতে লাগল। মাতৃ-ভক্ত শিক্ষিকাবৃন্দ বাসন্তী (দাস), অনিমা, নিবেদিতা, ঝর্ণা, রেবা, সুলতা, শিবানীদি তাদের নির্দ্দিষ্ট কাজে আত্ম-নিয়োগ করল। প্রধান শিক্ষক নীলমণি কুমার, পণ্ডিত অনিলবরণ, মদন পণ্ডিত, শেখর চাটার্জ্জী, দুলাল নায়েক বিভিন্ন দিকের কাজে মনোনিবেশ করলেন। বৌদি (ছায়া দত্ত) ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রাখলেন। মহকুমাপ্রধান শ্রীপ্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত চারিদিকের শৃঙ্খলা ও পুলিশ ব্যবস্থার দিকে যত্ন পরায়ণ হলেন। সকল দিকে যাতে সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় লক্ষ্য রাখলাম। চন্দননগরের জ্ঞানী গুণী ভক্ত সজ্জন সকল সমবেত, প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ যতীন্দ্র নাথ ভড়, অধ্যক্ষ মনোজ চাটার্জ্জী। প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিগুণা বন্দোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর), ভক্ত নিশিকান্ত দাম (প্রোর প্রশাসক, চন্দননগর) ও আরও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপকগণ উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীদিলীপ কুমার রায় (হুগলী জেলা শাসক) ও বিভিন্ন পদস্থকর্ম্মচারী-গণ সশ্রদ্ধভাবে ভক্তজনমণ্ডলীর মধ্যে যথাসময়ে আসন গ্রহণ করিলেন। লোক-লোকারণ্য যেদিকে তাকাই শুধু লোক। কলকাতা হতে মাতৃভক্ত শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে কীর্ত্তনের দল উপস্থিত হল, জয় জয় মা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হলো প্রাসাদ ভবনে। মায়ের বসার শয্যাসন, শুভ্রবস্ত্র ও ফুলে সুশোভিত হয়ে চারিদিকে আলোর ঝরণা ধারায় স্নাত। মনে হল এক দেবমন্দির ভগবানের শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে। 'বিশ্বজননী আনন্দময়ী' প্রচার পুস্তিকা ভক্তগণের মধ্যে বিতরিত হতে লাগল। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে সেখান থেকে পাঠ আরম্ভ হল :—

"বাংলা ১৩০৩ সাল, ১৯শে বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৯৬ খৃঃ ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথি উষালগ্ন ভারতের ইতিহাসে এক মহাপুণ্যক্ষণ। ঐদিন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে (ত্রিপুরা জেলার খেওড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাম) আবির্ভূ‍্তা হলেন পরম সাধক বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য ও মোক্ষদা সুন্দরীর গৃহে। পৃথিবীর মাটিতে প্রকাশিত হল আত্মার চিন্ময়-দ্যুতি। সচ্চিদানন্দঘন এই মাতৃমুর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতের সহস্র লক্ষ মানুষ, একথা জানেন ভারতের প্রবুদ্ধ সাধক। জানেন ভারতের সাধু-মণ্ডলী, প্রাকৃত জন মায়ের দর্শনে অভিভূত, পরিতৃপ্ত। এই দেবী প্রতিভা একদিকে সংহত, সমাহিত, আরেক দিকে জীবঘন। জীবলীলার বৈচিত্র্যে ভরপুর। শ্রীশ্রীমা যুগপৎ অমানব অথচ মানুষীং তনুমাশ্রিত। প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের তিনি চমৎকার, শ্রীশ্রীমা সাবিত্রীদ্যুতীরদীপনী। তাঁর দিব্য সংসর্গে আধারে আধারে সঞ্চারিত হচ্ছে আত্মানু-ভবের আনন্দ, তাঁর লোকোত্তর সংসর্গে কত হৃদয়ে জেগে উঠেছে চিন্ময়-উন্মীলন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—উত্তর যুগে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়। আত্মিক-সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা মহান আলোকদ্যুতি :

"হে বিশ্ববাসী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মনিবেদন কর
ভারতের আত্মিক মহিমা মাধুর্য্য আস্বাদন কর।"

জয় মা, জয় মা, গীত ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, সৃষ্ট হল অপূর্ব্ব ভক্তি শুভ্র-সুন্দর পরিবেশ। প্রতি মুহূর্ত্তে ভক্তজনমণ্ডলী মায়ের আগমনের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা ৭টা প্রায় বাজে, তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ী প্রাসাদ ভবনের প্রধান ফটকের কাছে এসে দাড়াল। চারিদিকে জয় মা, জয় মা জয়ধ্বনি উঠল, অগণিত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মাকে ফটকের কাছে নতজানু হয়ে জানালাম গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভবনের পেছন দিকে শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ী উপস্থিত হল। দাদা (ডাঃ দত্ত) মাকে নিয়ে এগিয়ে চল্লেন সভামণ্ডপের দিকে। শ্রীদিলীপ কুমার রায় শ্রদ্ধাবণত চিত্তে মাকে জানালেন ভক্তি ও প্রণাম। তার উপর পতিত হল মায়ের কৃপাদৃষ্টি। শ্রীশ্রীমা গালিচার উপর দিয়ে বড় হল ঘরের মাঝখান দিয়ে চলে এলেন সভামণ্ডপে। ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠল ভক্তগণের। শ্রীশ্রীমায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনের সান্নিধ্যে বসলেন মায়ের অন্তরঙ্গ সাধিকা ও ব্রহ্মচারিণীগণ, চিত্রা দি, পুষ্পদি, বিল্বজী, ইন্দিরাজী ও ছবি বন্দোপাধ্যায়। ভাস্করানন্দজী ও পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের পশ্চাতে দাঁড়ালেন। ছবি উঠল কয়েকটি, সুন্দরভাবে আরত্রিক ও চণ্ডী পাঠ করলেন পণ্ডিত শ্রীঅনিলবরণ বেদান্ততীর্থ। মনে হল সদানন্দময়ী মা আমার ভাব-সাগরে ডুবে লোকোত্তর মাধুর্য বিকিরণ করছেন। ছবি বন্দোপাধ্যায় ও ব্রহ্মচারিণীগণের কণ্ঠে আরত্রিক ভজন গীত হতে লাগল, চতুর্দ্দিকে পূত শুদ্ধ ভাব পরিবেশের সুধা বর্ষণ হতে লাগল, ভক্তজনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শনে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সশ্রদ্ধ প্রশ্ন নিবেদন করা হল মায়ের কাছে 'মা গৃহস্থের মঙ্গল কিসে হয়।" 'দেহি দেহি ভাব, দেহের চাহিদা কমাতে পারলেই সংসারে নেমে আসে শান্তি'— উত্তর দিলেন শ্রীশ্রীমা। নিবেদিত হল আরও প্রশ্ন। ভক্তদের প্রাণের অনেক কথা উন্মোচিত হল মায়ের কাছে। মা অপূর্ব্ব সহজ সরল শৈলীতে, ছোট ছোট বাণীর মধ্য দিয়ে স্নেহ উত্তর দানে ভক্তগণের মনকে স্পর্শ করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমাও ভক্তদের কথায় খুশী হয়ে হাস্‌তে লাগলেন, অগণিত ভক্তজনতার মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তখন প্রতিপদের চাঁদ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। সম্মুখে প্রশান্ত-বক্ষা পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ভক্তজনমণ্ডলী অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাবনত সানন্দ চিত্তে মাতৃকথা শ্রবণের মাধুর্য-সুধা পান করেছেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠে ভগবানের নাম সঙ্গীত শুন্‌বার জন্য অধীর হয়ে উঠল। সাধিকা শিল্পী ছবি বন্দোপাধ্যায় হারমোনিয়েমে সুর সংযোজনা করলেন ঃ মা গাইতে লাগলেন :

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্ ॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ হে
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রাম হে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে।"

মায়ের অপূর্ব্ব সুমধুর কণ্ঠস্বরে সুধা বর্ষণ করছিল, ভক্তগণ গাইতে লাগলেন মায়ের সঙ্গে। ভাবে রসে ডুবে গেল জনসমুদ্র। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের সুষমা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। কণ্ঠ মিলিয়ে করতালি দিয়ে গাইতে লাগ্‌লাম মায়ের সঙ্গে। চারিদিকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিকীরণ হচ্ছিল, মায়ের দিব্যভাব কান্তি হতে। সে আনন্দ সুধা প্রকাশের ভাষা নেই। অন্তর আত্মা পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত। সভার উপসংহারে মা বল্‌লেন—বাবাদের কাছে. মায়েদের কাছে এ শরীর আজ ভিখারিনী, এই শরীরকে তোমরা একটী ভিক্ষা দাও। দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ একটা মুহূর্ত্ত ভগবানকে দাও, সে সময় তোমার বল্‌তে কিছু মনে রেখোনা; সব ভগবানের, তোমরা ফিরে এস, নিজের কাছে, সমস্ত হৃদয় উন্মুক্ত করে প্রার্থনা কর শুদ্ধ হবার জন্য ভগবানের কাছে।" সমস্ত অগণিত ভক্তজন মণ্ডলী উদ্বেলিত হয়ে মায়ের কথায় সাড়া দিলেন।

৮টা বেজে গেল। মাতৃগতপ্রাণ পানুদা মায়ের বিদায়ের সময় জ্ঞাপন করলেন। মা জোড় হাত করে ভক্তগণের প্রতি গভীর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানালেন। 'জয় জয় মা' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, অগণিত ভক্ত জনস্রোত মাকে স্পর্শ করবার জন্য ব্যাকুল ভাবে দুদিক হতে এগিয়ে আস্‌তে লাগল, অনেক কষ্টে মাকে ঘিরে নিয়ে উপরের কক্ষে উঠান হল। উপরে উঠে মা বিশ্রাম কক্ষে বস্‌লেন না, একেবারে উন্মুক্ত চন্দ্রালোকে ছাদে মা এসে গেলেন। সেখানে একটী চৌকির উপর শয্যাসনে মা শায়িত অবস্থায় দক্ষিণ হস্তে মাথা রেখে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন। মায়ের বয়স বর্ত্তমানে ৭৮। তাতেও যেন মায়ের কোন ক্লান্তি নেই। মায়ের কর্ম্মসূচী রাখ্‌তে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শ্রীশ্রীমা ছোট ছোট সুন্দর বাণীর মধ্য দিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। সেখানে উপস্থিত কতিপয় ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন: চন্দননগর অরবিন্দ-ভবনের প্রাণপুরুষ অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায়, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ঐ ফরাসী ভবনের ডেপুটী ডাইরেক্টার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত শ্রীকালী কর্ম্মকার প্রার্থনা ও প্রণতি জানালেন শ্রীশ্রীমাকে। ভক্ত শ্রীদিলীপ কুমার রায় ব্যাকুলভাবে জানালেন তার অন্তরের প্রার্থনা। মা তার শিরে হস্ত স্থাপন করে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ রাখলেন। অরবিন্দ-দর্শনের সুপণ্ডিত প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য প্রার্থনা করলেন মায়ের কাছে যাতে ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। মা গভীর প্রীতির সহিত আশীর্ব্বাদ রাখলেন, দাদা ও বৌদি (অধ্যাপক ডঃ দত্ত ও শ্রীযুক্তা ছায়া দত্ত) গভীর শ্রদ্ধায় জানালেন তাদের ভক্তি ও প্রণতি। পণ্ডিত অনিলবরণ, কমল চক্রবর্ত্তী, সুষমা বসু আনতচিত্তে গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশীষ। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জনা নীরবে শ্রীশ্রীমায়ের পেছনে বসে মাতৃ-মাধুর্য্য আস্বাদন করছিল ও জানাচ্ছিল তার অন্তরের ভক্তি। অনিমা, নিবেদিতা জানাল শ্রদ্ধা ও প্রণাম মাকে। অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী (ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, চন্দননগর) নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। ডাক পড়ল মায়ের, ব্যাকুল হয়ে জ্ঞাপন করলেন তার আকুতি ও করলেন পুত্রের আরোগ্য-কামনা। শ্রীশ্রীমায়ের হস্ত স্পর্শে শুদ্ধ করে নিলেন জপ সাধনার মালা। সুগায়িকা তুষার কণা ভড় (ডাঃ জে. এন. ভড়ের স্ত্রী) একটী মধুর ভাবসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। পরম পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল মায়ের মুখে চোখে। শ্রীশ্রীমায়ের বিদায়ের লগ্ন সমাগত। নতজানু হয়ে রাখলাম শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমার শ্রদ্ধাবনত ভক্তি ও প্রণতি।

রাত্রি ৯টা বেজে গেছে। মা উঠে পড়লেন, পানুদা বিদায়ের সময় জ্ঞাপন করলেন। মা ধীরে ধীরে ঐ সোপানাবলী অতিক্রম করে নীচে দাঁড়ালেন। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা ও ভক্তগণ জানালেন তাদের ভক্তি ও প্রণাম। তারা মাকে দেখেছেন অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছেন, তবুও মনে হচ্ছিল মাকে আরও কাছ থেকে প্রণাম স্পর্শ করতে পারলে তাদের প্রাণের যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি হত। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তখনও সহকুমা প্রধান, পুলিশের অধিকর্ত্তা রক্ষিদলসহ দাড়িয়ে আছেন। তাঁরা সশ্রদ্ধভাবে জানালেন তাদের ভক্তি। কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্ত গোপালদা, গুনেনবাবু ও আরও অনেকে তখনও রয়েছেন। মা গাড়ীতে উঠলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাস্করানন্দজী গাড়ীচালকের পাশে বস্‌লেন। তাঁর পাশে আমার জায়গা। মাতৃ-জয়ধ্বনির মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল। ফটক পার হওয়ার আগেই সৌভাগ্যবশত: শ্রীসুধীর ঘোষ পেলেন মায়ের আশীর্ব্বাদ।

জি. টি. রোড ধরে গাড়ী চল্‌ল ব্যাণ্ডেলের দিকে। চন্দননগর ষ্টেশন রোড পার হতেই গাড়ী থামান হল একটা গলির সামনে। শ্রীশ্রীমা নেমে পড়লেন। রাস্তা ধরে মা হেটে চল্‌লেন এক ভক্ত পরিবারকে দেখ্‌বার জন্য। এলাহাবাদের গনেশ সেন ও তার স্ত্রী মাকে পেয়ে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন। সশ্রদ্ধভাবে প্রণতি জানালেন গণেশবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূ। মা আশীর্ব্বাদ করে আবার এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীর সামনে অধ্যাপক মন্মথদা ও তার স্ত্রী গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানালেন মাকে। গাড়ী ছুটে চল্‌ল। চন্দননগরে হাসপাতালের 'আনন্দময়ী যক্ষারোগী নিরাময়' আবাসস্থলের দিকে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। রুগ্নশয্যায় শায়িত সন্তানেরা পেল মায়ের আশীর্ব্বাদ। মনে পড়ল অসুস্থতার জন্য আমার অনুজ ভক্তিমান সুগায়ক কার্ত্তিক চৌধুরী ও বৌমা সমিতা মাকে দর্শন করতে পারল না। প্রার্থনা করলাম মায়ের আশীর্ব্বাদ।

রথতলা, পঞ্চাননতলা, পার হয়ে গাড়ী তালডাঙ্গা পার হয়ে গেল। মাকে দেখালাম চন্দননগরের শেষ সীমা। চুচুড়ার চারমাথা পার হতেই গাড়ী হুহু করে দুদিকের মাঠের মাঝখান দিয়ে চল্‌তে লাগল, আকাশে প্রতিপদের চাঁদ অনেকদূর উঠে গেছে। রাত্রি ১০টা বাজে। মা হলদে রং এর তোয়ালে দিয়ে মস্তক আচ্ছাদন করে, গাড়ীর জানালার দিকে বসে নীরবদৃষ্টিতে যেন ত্রিভুবন দেখ্‌ছেন। ভগবতী সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মাধুর্য-সুধায় মগ্ন হয়ে আছেন। গভীর ভাবের প্রেরণা আস্‌তে লাগল প্রাণে, আপন মনে রচিত হতে লাগল গান।—গাইতে লাগলাম্।

"আবার কি মা এমন করে
পাব তোমার দরশন,
এমন করে হবে মাগো
আনন্দ বর্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মা যে ভক্তজনের
প্রাণের মানুষ দুর্লভ দরশন ॥

কত জনম জনম চলেছি মা
কেন পথের হয় না সমাপন,
দুঃখ পেয়েও কেন হয়না মাগো,
সংসার মোহ নির্ব্বাপন ॥
জানিনা মা কোথায় গেলে
জগৎ-জীবন গিয়ে মেলে
দিনরজনী প্রাণ থাকে মা
সুধায় নিমগন।
আবার কি মা আস্‌বে বলো
দিবে পুণ্য দরশন,
বুকের মাঝে রাখ্‌বো মাগো
তোমার যুগল শ্রীচরণ।"

কখন ব্যাণ্ডেল পার হয়ে গেছে খেয়াল নেই। ঐ নিশীথ কালের নিস্তব্ধতা, মাতৃসান্নিধ্য এক দিব্য মহানৈঃশব্দ মহাসঙ্গীত যেন আমাকে অভিভূত করে রাখছিল। পানুদাদের পেছনের গাড়ীর ঘন ঘন তূর্যনিনাদে সম্বিত ফিরে এল। গাড়ী ব্যাণ্ডেলে পৌছিল।

ব্যাণ্ডেলের ষ্টেশনমাষ্টার নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী মায়ের আগমন সংবাদ শুনেই তৎপর হয়ে উঠলেন। সাধারণ বিশ্রামাগারে মাকে না নিয়ে মাকে বসাবার ব্যবস্থা করলেন নিজের অফিস ঘরের প্রশস্ত জায়গায়। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দ একে একে এসে মাকে জানালেন গভীর প্রণতি ও শ্রদ্ধা। রাত্রি ১১টা। মিথিলা এক্সপ্রেস্ এসে গেল। মধ্যরাত্রির আমেজ ষ্টেশনে পড়ে গেছে। নি:সঙ্গ পথচারী, অন্ধ, আতুর, অসহায়,

LIBRARY
No............
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসম্বল, আহারনিদ্রাক্লিষ্ট তরুণ বেকার, রিক্ত নরনারী তাদের শেষ আশ্রয় ষ্টেশনের আনাচেকানাচে, ছিন্নকন্থা বস্ত্রখণ্ড গায়ে বিশ্রামের চেষ্টা করছে; অনাহারে জীর্ণ শরীরে বিনিদ্র নয়নে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মায়ের ভাব-মণ্ডিত মুখের দিকে। মনের ভেতরটা কেমন যেন বিষন্নতার করুণ রসে আর্দ্র হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম ওগো ব্রহ্মময়ী, বেদান্তের আত্মা, তুমি ত সবখানে, জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, ওষধি বনস্পতিতে সর্ব্বত্র। পৃথিবীর ধূলিকণা, স্থাবর জঙ্গম, বিশ্বচরাচর যেখানেই তাকাই, সেখানেই তুমি। ওগো ভাবময়ী, এই রিক্ত, অসহায় চোখগুলিও তো তোমার। তালের লয় ভাঙ্গতে লাগল, কেমন যেন বিমিশ্র-ভাবতরঙ্গ মনের জমাট ভাবঘন নীড়কে স্পর্শ করল — অনুভব করলাম মা ছড়িয়ে পড়েছেন সর্ব্বত্র। শুধু অঙ্গনে নয়, শুধু হৃদয়ে নয়, শুধু মন্দিরে নয়, গীর্জায় নয়, মস্‌জিদে নয়, মা সর্ব্বত্র। শ্রীশ্রীমায়ের সমাধিমগ্ন ভাবসমাহিত মুর্ত্তি সর্ব্বত্র ভাস্‌তে লাগল। বিস্ময়কর অনুভূতি। জানালার ধারে মাথা রেখে মাকে জানালাম প্রণাম সজল চোখে। মা সস্নেহে জানালেন করুণাঘন আশীর্ব্বাদ : বললাম 'মা আবার এস'। গাড়ী ছেড়ে দিল, কত কথা, কত ভাবনা, মনে ভীড় করে আস্‌তে লাগল। বার বার মনে হল :

"কে যায় অমৃত যাত্রী
আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয় গানে,
আনন্দ রব শ্রবনে লাগে
সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথ পানে
কে যায় অমৃত যাত্রী।

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

স্বর্গীয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত, এম.এ.বি.এল.

মহাবিষ্ণুযজ্ঞে শ্রীশ্রীমায়ের গমন

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার (ইং ৯/৬/৪৯)। আজ বিকালে পাঠান্তে মা ডাণ্ডীপুরে গেলেন। সেখানে এক শেঠজী মহাবিষ্ণুযজ্ঞ করিতেছেন। মাকে সেই যজ্ঞ দেখাইতে উহারা নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য মোটর এবং আমাদের জন্য বাস্ আসিয়াছিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম যজ্ঞশালাটি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম এবং মহাবীরের ছবি দিয়া সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড, উহার চারিদিকে ১০/১২ জন ব্রাহ্মণ বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতেছেন। মা কিছুক্ষণ যজ্ঞশালায় বসিয়া রহিলেন। এইসময় একাধিক লোক তাঁহার ফটো তুলিতে লাগিল। মা ঐখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া পূরণকে দেখিবার জন্য উঠিলেন। সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবু ও আমাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় মা আমাকে বলিলেন যে পূরণের অবস্থা খুবই খারাপ চলিতেছে। মায়ের ঐ কথা শুনিয়াও তাহার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন আশঙ্কা মনে আসিল না। পূরণ তাহার পিতার একবন্ধু শ্রীযুক্ত জহুরী মহাশয়ের বাসায় আছে। আমরা ঐ বাসায় পৌঁছিলে পূরণের মাতা ও শ্রীযুক্ত জহুরী মহাশয়ের স্ত্রী মাকে চন্দন ও ফুলের মালা দিয়া সাজাইলেন এবং আরতি করিলেন। হরিবাবার নির্দ্দেশমত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ আশ্রমের অনেকেই পূরণের আরোগ্য কামনায় "ওঁ নমঃ শিবায়" এইমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়াছে এবং পূরণের পিতাও চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা দূর হইতে পূরণকে দেখিলাম, তাহাকে খুব কৃশ দেখাইতেছিল। জ্বরও তখন ১০৪° চলিতেছিল। দিদি ঘরের মধ্যে গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পাদুকা পূরণের মস্তক স্পর্শ করাইলেন। কিছুক্ষণ আমরা ঐখানে থাকিয়া আবার ডাণ্ডীপুরে ফিরিয়া আসিলাম। এবার শ্রীশ্রীমা যজ্ঞকুণ্ডের বাহিরে একটি বিশিষ্ট আসনে বসিলেন। আমাদের আশ্রমের শ্রীমতী পুষ্প মায়ের কথামত কয়েকটি গান করিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। হরিবাবাকে ডাণ্ডীপুরে আনিবার জন্য একখানা মোটর পাঠান হইয়াছিল। ওখানকার লোকের ইচ্ছা ছিল যে হরিবাবার সান্ধ্য কীর্ত্তন ঐখানে করেন। কিন্তু মা যখন শুনিলেন হরিবাবা আশ্রম ছাড়িয়া আসিবেন না, তখন মা তৎক্ষণাৎ ঐখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন। মাকে প্রণাম করিবার জন্য মহিলাদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল। অতিকষ্টে মা বাহিরে আসিয়া মোটরে উঠিলেন। আমরাও বাসে উঠিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। এই মহাবিষ্ণুযজ্ঞ ছাড়াও দেরাদুনে মহারুদ্রের যজ্ঞ চলিতেছে। ষ্টেশনের নিকটেও বিশ্বকল্যাণের জন্য আরও একটি যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। এদিকে নানা স্থানেই এইরূপ যজ্ঞের ধূম দেখিতেছি।

পূরণের মৃত্যু

২৭শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (ইং ১০/৬/৪৯)। আজ ভোর ৫টার সময় যখন কীর্ত্তন শেষ হইল তখন পূরণের পিতাকে আশ্রমে দেখিয়াই মনে হইল পূরণ বোধহয় গতরাত্রে শেষ হইয়া গিয়াছে। পরে শুনিলাম যে গত রাত্রি ৩টার সময় পূরণের মৃত্যু হইয়াছে। গতরাত্রি ১২টার সময় পূরণের অবস্থা খুব খারাপ দেখিয়া উহারা মাকে নিতে আসিয়াছিল; কিন্তু মা যান নাই। তিনি খুকুনীদিদিকে বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি যে পূরণ শান্ত হইয়া আসিতেছে।" শেষ রাত্রিতে খুকুনী-দিদিকে বলিলেন যে একটা বিকট মুর্ত্তি দেখিতেছেন। খুকুনীদিদি বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তখনই বুঝিলাম যে পূরণ বোধহয় মারা গেল।" পূরণের বাবা Conservator of forests. পূরণকে আমি প্রথম কাশীতে দেখি। ছেলেটি খুব শান্ত ছিল। কথাবার্ত্তা খুব কম বলিত। তাহার সম্বন্ধে খুকুনীদিদি ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা এই—"ছেলেটি বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া দুই তিন নম্বরের জন্য ফেল হয়। মা বলিলেন, একটু চেষ্টা করিলেই সে পাশ হইতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার মরিবার ইচ্ছা হইল। তাহার বাবার বন্ধু জহুরী সেও বনবিভাগে চাকুরী করিত। পূরণ জহুরীর বাড়ীতে একটি ঘরে নিজেকে বন্ধ করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। সাতদিন পর্য্যন্ত সে একেবারে অনশনে রহিল। এই সময় আমি এদিকে আসি। যেদিন দেরাদুন হইতে রওনা হই, সেইদিন পূরণের পিতা ও মাতা পূরণকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে ষ্টেশনে আসিল। আসিয়া বলিল যে পরীক্ষায় ফেল হইয়া ছেলেটির মাথা খারাপ হইয়াছে, সে কিছু খায়ও না কথাবার্ত্তাও বলে না। তাহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে যাবে নাকি? আমার কথা শুনিয়া সে তখনই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি যখন তাহাকে ফল খাইতে দিলাম তখন সে ফলও খাইল। ছেলের বাপ, মা ছেলেটিকে আমার কাছেই ছাড়িয়া দিল। ছেলেটির সংস্কারও খুব ভাল ছিল। তাহার এতখানি বয়স হইয়াছিল কিন্তু কখনও কুখাদ্য খায় নাই। একদিন মাত্র জহুরীর বাড়ীতে সে অখাদ্য খাইয়াছিল। তাহাও উহাদের অনুরোধে। সেজন্য তাহাকে কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত করান হইয়াছিল। এবার যখন তাহার অসুখ হইল, আশ্রমে তাহার চিকিৎসা ও সেবার সুবিধা হয় না দেখিয়া তাহাকে দেরাদুনে জহুরীর বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জহুরীর বাড়ীতে যে ঘরে সে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, অসুখ হইয়া সে আবার সেই ঘরেই গিয়া উপস্থিত। এইজন্য তাহার মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল যে এবার বুঝি তাহার আর রক্ষা নাই। ছেলেটির সব দিকেই যোগাযোগ ভাল ছিল এবং তাহার সেবা করিবার ভাবটাও বেশ ভাল ছিল।" খুকুনীদিদি বলিলেন, "পূরণের যে এই অসুখটা তাহাও তাহার ইচ্ছাকৃত, পূরণ ইচ্ছা করিয়াছিল যে তাহার খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুখ হউক, তাহা হইলেই শ্রীশ্রীমা তাহাকে বার বার দেখিতে আসিবেন। সেইজন্য হরিবাবা যেদিন পূরণকে দেখিতে যান সেদিন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, পূরণভাই, তুমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া এ রোগ ডাকিয়া আনিয়াছ। অনেকদিন রোগে তোমার কাছে রহিল, এখন উহাকে তাড়াইয়া দেও।" পূরণ উত্তর করিল, "এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" হরিবাবা বলিলেন, "কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?" পূরণ বলিল, "শক্তির অভাব"।

যাহা হউক পূরণের সৎকারের জন্য আশ্রম হইতে সদানন্দ ব্রহ্মচারী গেল। পূরণের পিতার বুকে হাত বুলাইয়া শ্রীশ্রীমা তাহাকে বিদায় করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। যদিও তিনি কোন অশ্রুপাত করিলেন না, কিন্তু তাহার মুখখানি বিষাদে একেবারে অন্ধকার।

রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে মা যখন আশ্রমের সম্মুখের বারান্দায় বসিলেন, তখন আবার পূরণের কথাই আরম্ভ হইল। পূরণ আশ্রমে অসুস্থ হইয়া কিছুদিন ত্রিবেণীপুরী মহাশয়ের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় থাকিত। পুরী মহাশয় তাহাকে এলাচ প্রসাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে সে ভাল হইয়া যাইবে। শ্রীযুক্তা রুমা দেবীও ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা রুমা দেবীকে পূরণের শেষ অবস্থা বর্ণনা করিতে বলিলেন কারণ রুমাদেবী তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। রুমাদেবী বলিলেন, "যে মৃত্যুর পূর্ব্বে পূরণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজেই বার বার 'মা' 'মা' নাম করিতেছিল এবং উর্দ্ধদিকে কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল এবং হাসি হাসি মুখে ঘুমাইয়া পড়িল।" মাও বলিলেন, "ছেলেটির সবদিকেই যোগাযোগ ভাল ছিল। উত্তরাখণ্ডে গুরুবারে, পূর্ণিমা তিথিতে মহাত্মাগণের স্পর্শ লাভ করিয়া সে দেহত্যাগ করিল। তাহার দেহের সৎকার ও হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে হইল। এতগুলি যোগাযোগ কম ভাগ্যের কথা নয়। আমি পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছি যে সংসারের প্রতি তাহার কোন আশক্তি ছিল না। সমবয়সী ছেলেদের সহিত গল্পগুজব না করিয়া সে একা একা থাকিতেই ভালবাসিত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূরণের আত্মার কল্যাণে কীর্ত্তন

২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ১২/৬/৪৯)। পূরণের আত্মার কল্যাণে আশ্রমে আজ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভোর ৪টা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া বেলা ৯টার সময় কীর্ত্তন শেষ হইল। ইহার পর হরিবাবা ১ ঘণ্টাকাল চণ্ডীপাঠ করিলেন, পরে ভাগবত পাঠ করিলেন। এইভাবে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত চলিল। ১১টার পর আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া বেলা ৩টা পর্য্যন্ত চলিল। ৩টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত হরিবাবা পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মা অল্প সময়ের জন্য বাহিরে আসিলেন।

আমাদের আশ্রমের নিকটেই একজন শিখ বাস করেন। তিনি একটি সুইস্ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। মেম সাহেবের নাম হেলেন। তিনি বর্ষীয়সী এবং স্থূলকায়া। আমাদের আশ্রমের মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) ইহার বাড়ীতেই স্নানাদি করেন এবং রাত্রিবেলা নিদ্রা যান। মিসেস্ হেলেন প্রায়ই আমাদের আশ্রমে আসেন। আজও তিনি আরেকজন মেমকে লইয়া আশ্রমে আসিয়াছেন, মা মিসেস হেলেনকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি যে ক'দিন এখানে আছি তোমাকে রোজ আসিতে বলিয়াছিলাম। তুমি আস না কেন?" মেমসাহেব কি উত্তর করিলেন তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার সঙ্গিনী মাকে বলিল, মিস্ ব্ল্যাঙ্কা আমার বন্ধু। মা বলিলেন, "তাহা হইলে আমিও তোমার বন্ধু।" এমন সময় খুকুনী দিদি মায়ের একখানা কাপড় আনিয়া মিসেস হেলেনকে দিলেন। উহা পাইয়া মেমসাহেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ কাপড় দিয়া তিনি কি করিবেন। মিসেস হেলেন ভারতবাসী একজনকে বিবাহ করিলেও পোষাক পরিচ্ছদে তিনি ভারতীয় ছিলেন না। সেইজন্য বোধহয় তিনি মাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। মা তাহাকে ঐ কাপড়খানা পরিতে বলিলেন।

মিসেস হেলেন—এ কাপড় পরিতে গেলে ত নীচে পরিবার জন্য জামারও দরকার পড়িবে।

৪

LIBRARY
No.........

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—(খুকুনী দিদিকে) দেখ ত আমার গায়ের কোন সেমিজ আছে কি না। খুকুনীদিদি চলিয়া গেলে মা মিসেস হেলেনকে বলিলেন, "তুমি সরু কিনা তাই আমার গায়ের সেমিজ তোমার গায়ে লাগিবে না ; বড় হইবে। (সকলের হাস্য)। মিসেস হেলেন (হাসিয়া)—না, তোমার গায়ের জামা আমার বেশ লাগিবে। মা মিসেস হেলেনের গায়ের জামার দিকে তাকাইয়া উহাতে অতি ক্ষুদ্র দুইটি ছিদ্র দেখিতে পাইয়া হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ছেড়া জামা গায়ে দিয়া আসিয়াছ তাই কাপড় দিলাম। (তাহার সঙ্গিনীকে দেখাইয়া) এর জামা বেশ ভাল", সঙ্গিনী মেমটি বলিল, "অন্যদিন আসিলে আমিও ছেড়া জামা গায়ে দিয়া লাসিব।" (সকলের হাস্য)।

মা—(হেলেনের দিকে তাকাইয়া) তুমি দেখিতে বড় সুন্দর ; nice, very nice, yes, very nice. (সকলের উচ্চ হাস্য)।

ইতিমধ্যে খুকুনীদিদি মায়ের একটা পেটিকোট নিয়া আসিলেন, কিন্তু দেখা গেল যে উহা মেমসাহেবের পক্ষে ছোট হইবে। কারণ মেমসাহেব মায়ের চেয়ে অনেকটা মোটা। উহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ হাস্যালাপ করিয়া মা আবার হলঘরে ঢুকিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঐখানে কীর্ত্তন চলিতেছিল। মা কিছুক্ষণ করিয়া থাকিয়া পরে নিজেই কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল। মা সকলকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। তাহারাও উৎসাহিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মা আবার গান ধরিলেন—

"রাধে রাধে গোবিন্দ জয়"

অতি মধুর স্বরে মা গাহিতে লাগিলেন। মা যখনই গান ধরেন উহার মধ্যে যেন মাদকতা ঢালিয়া দেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তন্ময় হইয়া মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল মাকে ধূপ দিয়া আরতি করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় আরতি কীর্ত্তন চলিল—

"জয় জগদীশ হরে, প্রভু, জয় জগদীশ হরে।
ভক্ত জননকে সঙ্কট ক্ষণমে দূর করে" ইত্যাদি

স্বামী শঙ্করানন্দজীর পুত্র শ্রীমান্ বলাই আরতি করিল। আরতি শেষ হইলে সকলে প্রণতঃ হইয়া সমস্বরে "সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে" ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিল। বিকালবেলা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবের একটা প্রবল স্রোত আশ্রমের হলঘরের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গেল। ৮টা বাজিলে হরিবাবা আসিয়া তাঁহার সন্ধ্যা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। উহাও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত চলিল। এইভাবে আজিকার কর্ম্মসূচী শেষ হইল। পুরণের আত্মার কল্যাণে শ্রীশ্রীমা আজ সকলকেই ভজন কীর্ত্তনে মাতাইয়া রাখিলেন। আশ্রমস্থ সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে ভাণ্ডারা দেওয়া হইল।

(ক্রমশঃ)

---

*"যিনি ভগবানের দিকে যাত্রা করেছেন তিনি নিজেকে না
পেয়ে ভগবানকে না জানার দিক নিয়ে থাকতে পারেন
না। ঘরে আগুন লাগলে যেমন দরজা খুলে
বাহির হওয়া সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্য
জাগৃতি আসলে আর কোন
দিকের প্রশ্ন আসে না।"*

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

[৪]

চোখের কোণায় একফোঁটা নোনা-জল। গোটা সাগরের স্বাদ তাতে মাখা। সেই সাগরে অনন্তশয়নে আছেন নারায়ণ।

সাগরেই যে বাস পীতবাসের!

কিন্তু কান্তবাবু আমার সজলচোখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বিরস স্বরে বললেন, যেমন শ্রীশ্রীমাকে চেয়ে মায়ের জন্যে কান্না আসে, তেমন মায়ের কাছে অন্যকিছু চেয়েও কান্না আসে। বোঝা যায় না ঐ চোখের জলকে।

অর্থ চাই, কিন্তু 'কি চাই' বললে বলি, পরমার্থ।

ভাবের ঘরে এই চুরি ঠেকাতে মায়েরও উপদেশ রয়েছে।

বললাম, এ জল আপনি আসে। দুঃখেও নয়। নিবারণও মানে না।

"শুদ্ধভাবে একলক্ষ্য হওয়া একপ্রকার যাদুর মতই। ইহা যদি একবার ধরে তবে আর ছাড়ে না।"

বললাম, ঐ জলের কাজল চোখে লেগেই তো সব দেখা হয়ে ওঠে মাকে দেখা। সব হাঁটা হয় তাঁর আশ্রমের পথে হাঁটা।

---

* এই রচনায় উদ্ধার চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং মায়ের উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বলে উঠলেন, না। ঐ জল মানুষকে ঠকিয়ে বোঝাতে চায়— এ দুনিয়ায় সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ। মায়ের স্পর্শ পাওয়া অত সহজ নয়— সেই 'পরশনে সোনা করে'। বিশ্বাস কোরো না চোখের জলকে।

মাথা নেড়ে বললাম, গঙ্গার পাবনী ধারা কখনও ঠকায় না। গোমুখ-যাত্রী গঙ্গার প্রবাহ-ধারা চোখে রেখে পথ চিনে চলে। বিপুল চড়াই-উৎরাইয়ে পথ হারায় না। তেমনি, মায়ের দিব্য 'শরীর', সেই 'শরীরে'র শত ছবি, তাঁর লীলা-রূপ গীতাজয়ন্তী-ভাগবত-সপ্তাহ, সংযম-সপ্তাহ, নাম যজ্ঞ, দাতব্য হাসপাতাল, কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ, আরও অনেক নিয়ে আঁকা মায়ের বিপুল দেহ। এক হিমালয়। এই বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে একটিমাত্র প্রবাহ চলেছে, সে তাঁর করুণাধারা। জীবনের চড়াই-পথে সেই করুণাধারা যেই চোখে পড়ল অমনি চোখেরজলের ধারা গেল খুলে। তাঁর করুণার ধারার সঙ্গে আমার কান্নার ধারা মিশে যে ধারা, তাকে চোখে চোখে রেখে মায়ের অমৃতরূপের সন্ধানী হয়েছি। চোখ থেকে এই ধারা হারালে পথ হারাব। পর্ব্বতপ্রমাণ কৃচ্ছ্রের পরে, মন্ত্রের কঠিন পাথরে, শাস্ত্রের অরণ্যে কত যাত্রীই তো জীবন দিয়ে রেখে গেছেন অশ্রুমাখা পরিশেষ। কেবল এই ধারাটি পারে পথ দেখাতে, প্রস্তুত রাখতে।

"যে যে এখানে আস সকলকেই তৈয়ার হইতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত ত কিছুই না, শুধু মাটিতে কোদাল পড়িয়াছে মাত্র। কত সহিতে হইবে, কত ঝড় উঠিবে, সেই বাতাসে যাহারা যাইবার চলিয়া যাইবে, যাহারা থাকিবার তাহারা থাকিবে।"

কান্তবাবু হঠাৎ যেন চটে উঠলেন, ওঃ আচ্ছা, তবে চোখে শ্রাবণধারা বয়েই দেখো।

বলেই তিনি প্রচণ্ড ঠাট্টায় হাসতে গিয়ে হঠাৎ ঠোঁট চেপে চেপে কাঁদলেন। কখনো কাঁদতে গিয়ে তিনি হাসেন। তখন কাউকে 'তুমি' বলতে গিয়ে বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আপনি', 'আপনি' বলতে গিয়ে বলেন 'তুমি'। কাউকে ভালবাসা বোঝাতে গিয়ে খাপ্পা হয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দেন তাকে।

শহরের তিনি শিক্ষিত গৃহস্থ। সারাজীবন তাই চেয়েছিলেন, যা নিয়ে সারাজীবন কাটানো যায়। এমন সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেলেন। অর্থ যশ পদোন্নতি যা 'দর্শনে'র আগের দিন অবধি তাঁর কাছে মহামূল্য ছিল, পরের দিন তার কোন মূল্য রইল না। নিজেকে তাঁর কিছু ভাবতেও ভাল লাগল না। ঘরবাড়ী লোক-জন সম্পর্ক সম্পদ ঠেকল যেন পাহাড়ের উপরে বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে সেখান থেকে নীচের বসতি দেখছেন। তারা সব যেন পিছনে-ফেলে-আসা। দূরের, ছোট আকারের, ছোট পরিসরের। মন-প্রাণ সদাই এক অপার্থিব স্বাদের আকর্ষণে ভাসছে যা রহস্যময়ী শ্রীশ্রীমা যেখানে যান সেখানেই বিকীর্ণ করেন।

সমতল থেকে শিখরে উঠলে, প্রাণ ভরে যায় বুকজোড়া খোলা হাওয়ায়।

শুধু কান্তবাবু নয়, মাতৃদর্শনে হয়েছেন ওর মতো বহুমানুষই ওর মতো।

তাঁরা অতি নিকটের জন মাকে দেখেছেন। তাদের প্রাণ চেয়েছে দেশব্যাপী অসংখ্য ভক্তের মধ্যেও সেই 'আপন' তাদের চিনবেন। তাদের নাম ধরে ডাকবেন। কান্তবাবুর পণ, মায়ের চরণ ধরবেন আপন হাতে, তিনি চরণে যাতে রাখেন! 'দরশনে দুঃখ হরে, পরশনে সোনা করে'। মায়ের পরশনে সোনা হবেন তিনি।

যোগে তা মেলেনি। সুযোগে খপ্ করে পদস্পর্শে কাজটি সেরে নেবেন এমন বুকের পাটা নেই। তাই মায়ের প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে চলেছে তাঁর প্রদক্ষিণ। বয়স গড়িয়ে চলেছে, তাঁরও চলেছে বৃন্দাবনের চুরাশি ক্রোশ ব্রজ-পরিক্রমা। আজও ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।

তাঁকে বলি, এই দেখা একদিন হয়ে যাবে শেষ। কিন্তু শেষ নেই যার, মায়ের মধ্যে তাকেই তো দেখবেন? মায়ের সেই তো অমৃতরূপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বলেন, এই দেখার শেষ আছে নাকি ? মাকে মায়ের কাশী-আশ্রমে দেখে তাঁর বিন্ধ্যাচলের আশ্রমে গিয়ে শুনি, হিমালয়ে আলমোড়া-আশ্রমই মায়ের আলয়। সেখানে গিয়ে শুনি, দেরাদুন-কিষেণপুর আশ্রমে বা কল্যাণবনে মাকে দেখাই আসল দেখা। সেখানে গেলাম বলেই তো জেনে ফেললাম রাঁচি-আশ্রমে কালীমুর্ত্তির পাশে মায়ের অপূর্ব্ব রূপ ! রাঁচি-আশ্রমে গিয়ে আর গোপন থাকল না, বৃন্দাবনের আশ্রমে যে মাকে দেখেনি সে আর মাকে দেখল কোথায় ! বৃন্দাবন আশ্রমেই কিন্তু ঠিকানা মিলল পুনা-আশ্রমের। এও ঠিক, রাইপুর আশ্রমে মাকে যেমন একান্তে মিলবে তেমনটি আর কোথাও নয়। নৈমিষারণ্যের আবাস তে মায়ের মৌনরূপ ! আবার দিল্লীর কাল্‌কাজি-আশ্রম তো কেন্দ্রেই—রাজধানীতে রাজধানী। যতো ঘোরো যতো দেখ শেষ আছে নাকি দেখার ?

এরা গঙ্গাধারার তীরে তীরে গড়ে উঠেছে তীর্থ।

মায়ের জীবনপ্রবাহের কূলে কূলে এগুলি হোল চটি, পড়াও, প্রয়াগ, বদ্বীপ, । গড়ে তুলেছেন মাতৃকৃপাধারায় অবগাহন-প্রার্থী ভারতজোড়া ভ্রাতৃসঙ্ঘ। কিন্তু যাঁর বাসনা নেই, তিনি বাসা বাঁধেন নি।

'এই শরীর কোন আশ্রম বানায় নাই।"

বললাম, হোক না এত আশ্রম, তবু এদের বাইরে কি মা নেই ?

কান্তবাবুর সরেস বুদ্ধিতে কথা বুঝতে দেরী হোল না। বললেন, আশ্রমের বাইরে মা নেই আবার ! ভারতের অনেক প্রদেশে অনেক গৃহে আলাদা করে রাখা আছে মায়ের জন্য মহল। কদাচিৎ মা সেখানে গেলে, সে অঞ্চলের লোক ভেঙে পড়ে। মাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তহীন।

বলি যে, কথা তা নয়। মাকে পেয়েছি আমরা ভারতবর্ষে জন্মে। তিনি আমাদের পিতৃ-পিতামহের দান। তাই মাটিতে পা-দুটি রেখে দাঁড়িয়েছেন গোটা ভারতবর্ষে। নানাপ্রান্তে তাঁর পুণ্যগাথা আজ উচ্চারিত।

বললেন, তুমি তাঁকে কি বলতে চাইছ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললাম, গ্রীষ্মের শেষ আকাশে প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ষা আসার মতো, মা আনন্দময়ী ইতিহাসের এক প্রার্থিত আবির্ভাব। ইতিহাসের চিহ্নিত এক ব্যক্তি-পুরুষ। অন্তর্মুখিতার দেশব্যাপী স্পর্শ আনছেন বহির্মুখী এই যুগ-জীবনের পরে। এই মর-জীবন আত্মলাভের পথে একটি সামাজিক ও মানসিক অবস্থা। মা আনছেন তার সুস্থতা ফিরিয়ে। এর দ্বারা লোক-কল্যাণ হবে, তাই এ ধর্ম। এই বস্তুবাদিতার মাঝে মা যেন কিংবদন্তীর পুরাণ-পুরুষ।

কান্তবাবু চটে গিয়ে বললেন, মাকে কল্পনা বলছ? মা দেহধারী বাস্তব।

বললাম, সেও তো বিস্ময়। মাতৃভাষা ছাড়া শেখেন নি, ভারতময় নানাভাষীর সঙ্গে তবু তাঁর আলাপনে বাধে না। স্কুলের শিক্ষা পাঠশালা অবধি, কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিতেরাও তাঁর কাছে পাঠ নেন বসে। শাস্ত্র পড়েন নি, কিন্তু শাস্ত্রই তাঁর মুখে। তা কেবল হিন্দুশাস্ত্রই নয়। মানবিক কামনা-বাসনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, অথচ তাদের চরিত্র জেনে নিরসনের বিধান তিনি দেন। এত সন্তান-ভক্তকে পরমার্থের যাত্রী করতে তাদের ভাঙছেন প্রতিদিন, অথচ তাঁর কথায় আচরণে আঘাত-দেওয়া নেই। কর্ম্মের অধীন তিনি ন'ন, কিন্তু তুচ্ছ কাজটিও যখন করেন, সৌষ্ঠবে পূর্ণতায় তা হয় আদর্শ। একবস্ত্র এক অনুগামী নিয়ে একদিন অজ্ঞাতযাত্রায় মর্জি নিয়ে বেরিয়েছিলেন, যেখানে কিছুদিনও পা রেখে দাঁড়িয়েছেন সেখানে ধরণী নিজে যেন আশ্রম গড়ে তুলেছেন। কখনো অনাহারী কখনো বা অল্পাহারী তাঁর 'শরীর', তাই নিয়ে এই উপমহাদেশে কী বিপুল প্রাণশক্তিতে সর্ব্বত্র আর সব আশ্রমে তাঁর অবাধ গতিবিধি। এত বয়সেও। দেহধারী মানুষের পক্ষে একি কম বিস্ময়! এমন মহাজীবনের অনু-ধাবন করবে কে? কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য—এতো বিচিত্র আশ্রম-ভাবনার যুগপৎ বাসিন্দা হবে এমন একটি মানুষ কোথায়?

কান্তবাবু আমার অজ্ঞতা দেখে নিরাশ হলেন। বললেন, এত আশ্রম বলে লোকের অভাব বলছ? না। মায়ের সব আশ্রমে আছেন ব্রহ্মচারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু-সন্ন্যাসী, সেবক। বিদ্যাপীঠে আর কন্যাপীঠে আছেন ছেলেমেয়ে, জীবনব্রত নিয়েছেন যারা জীবনের মতো। আছেন দেশময় গৃহস্থ ভক্ত, সংসারীর সহজ জীবনে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন, মাকে মনে রেখে। মন্দিরের প্রতিমাকে তাদের যতটা বিশ্বাস, মাকেও ততটাই বিশ্বাস। প্রতিমাকে যা দেন, মাকেও তাই দেন। প্রতিমার কাছে যা চাই মায়ের কাছেও তা চাই।

বললাম, কি সেই চাওয়া? ধনং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি?

যারা তাই চায়, তাদেরও বাসনা পূর্ণ হয়। নইলে অসংখ্য মানুষ যাবে কেন? 'পরমদেবতা' বলব কেন? মা সুখ-দুঃখের বাইরে হয়েও আমাদের দুঃখ উপেক্ষা করেন না। রোগে-শোকে হাতখানি আমাদের মাথায় রাখেন। শিশু যেমন অন্যের কান্না দেখলে কেঁদে ওঠে, তেমন মাও কখনো অন্যের শোকে কেঁদে ভাসিয়েছেন। তা দেখে যার শোক সে নিজেরই দুঃখের জন্য মাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজে সান্ত্বনা-লাভের সন্ধান পেয়েছে।

তাঁকে থামিয়ে বলি, শ্রীশ্রীমা কিন্তু অন্যকথা বলেন: "এ শরীর যেখানে 'সকলে' সেখানে। পরমার্থের যোগাযোগে তোমরা এখানে মিলিত হয়েছ। এখানে জাগতিক কোনদিকের পুষ্টির জন্য তোমরা কেহ আস নাই। তোমরা সেই পরমার্থপথের যাত্রী।"

কান্তবাবু আরও নিকটে এলেন। নিম্নকণ্ঠে বললেন, তুমি আমার আপন। তোমার সঙ্গে কথা বলা তো নিজের সঙ্গেই নিজের কথা বলা। তাই বলছি, এত যে লোক অহোরাত্র মাকে ঘিরে থাকে তারা রক্তমাংসের গড়া মানুষ। তার বেশীও নয় কমও নয়। অনেকেই তারা মায়ের স্পর্শে নাড়ীশুদ্ধি দেহশুদ্ধির আশায় বসে থাকে। অবশ্য তুমি বলবে, তা বুদ্ধিশুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে।

এ-চাওয়া ক্ষুধার সহজ চাওয়া নয়। শিশুর নির্ম্মল কান্না নয়। ব্যথিত মুখে চুপ করে থাকি। মাকে স্পর্শ করে প্রণামের অছিলায় তাঁর পদনখ-প্রান্ত কেটে নেবার, তাঁর সিঁথিতে সিন্দুর দেবার আড়ালে সিঁথির কেশ ছিঁড়ে নেবার

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতো ঘটনাও আছে। মাতৃ-দর্শনে প্রাণ আধ্যাত্মিক সম্বল দেখেছে, কিন্তু এতদিনের স্বভাবে সে লাভ করবার পুরানো পথে হাঁটে। দখিনা বাতাস এল, কিন্তু এতদিনের শীতের বাতাসে মিশে তার চরিত্র ফুটে উঠল না। তাই মায়ের দৃষ্টিতে আসতে, তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পদাঙ্গুলে নখাঘাত করতে থাকে।

দেহ যিনি নন, তাঁর এতে তাপ-উত্তাপ নেই। নিবারণও নেই।

পরশন-লোভী এরা যেন ব্যাধি। যে দেহে আশ্রয় পায় তাকে নিয়ে নিতে চায়।

ব্যাধিরাও যে পরশন-লোভী মায়ের। মা তাদেরও মা বটে।

"কোন রোগের কি মুর্ত্তি আমি দেখতে পাই। এ শরীরে তারা যখন আসতে চায়, আমি কোন বাধা দিই না। যখন আমিই সব, তখন ত্যাগ বা গ্রহণ কোথায়? তোদের নিয়ে আমার যেমন আনন্দ, তাদের নিয়েও তেমনি জানিস।"

কিন্তু এরা ব্যাধি নয়। ব্যাধও নয়। এ এক ধর্ম্মবিহ্বলতা, এর অধার্ম্মিক ধর্ম্মাচরণ মা নিরস্ত করবেন না?

"কাকে তাড়াইব? এক আনন্দেরই সব মুর্ত্তি। কাহাকেও ডাকিয়াও আনি নাই, কাহাকেও তাড়াইয়াও দিতেছি না, কাহাকে তাড়াইব! এক ছাড়া যে দুই নাই।"

কথার কথা এ নয়। এ প্রায়শঃ ঘটনা। মাতৃদর্শনে উপস্থিত সুবিখ্যাত শিখ-সাধক চমৎকৃত হয়ে যান—'কোথাও এমনটি দেখি নাই!'

স্পর্শেই আধ্যাত্মিক প্রমোশন-লোভীদের এই প্রাবল্যে তীব্র আপত্তিতেও আছে বিপত্তি। মায়ের 'শরীর-টা' বাঁচাতে বলপ্রয়োগ চলবে না। মায়েরই লাগবে সে আঘাত।

"এখানে এসে তোমরা একে অপরকে আঘাত কর, তা এই শরীরটায় এসে লাগে।"

তার প্রমাণ কখনো বা শরীরের পরে প্রত্যক্ষ হয়ে ফোটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরচারী যিনি তিনি হয়েছেন দেহবিহারী। এমন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য-সত্তাকে পরশনের জন্যে নিত্য অভিযান চলে।

চোখের পরে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য। অনন্ত মহিমায় বিরাজ করছেন হিমালয়ের তুষারশুভ্র চূড়া। পৌঁছবার বাহিরে যিনি তাতে পৌঁছবার জন্যে চলেছে ডিনামাইটের পরে ডিনমাইট। বৃক্ষরাজীর ধ্যান-মগ্নতা ফেলা হচ্ছে কেটে। কদাচিৎ 'কোটিতে গোটিক' অভিযাত্রী পেয়েছেন যে ক্ষেত্র গোচরে, তার সবটায় সবাই চলার পথ বানাতে চায়।

পথ হবে হয়তো। কিন্তু সেই মহিমা রবে না। যাকে পাবার জন্যে চলা তাকেই হারাবে।

তিনি দেবেন ফাঁকি, যাঁর পূজার জন্যে তাঁকেই ভুলে থাকি।

(ক্রমশ:)

"সর্ব্ববিধ আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান যখন
যেরূপ রাখেন তাহাতেই যিনি সন্তুষ্টচিত্তে
অবস্থান করিতে পারেন, তিনিই
সংসারে সুখ ও শান্তি
লাভ করেন।"

—শ্রীসন্তদাস বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ডাঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

[আট]

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও কথা কও ।

মা আনন্দময়ী কথা কইছেন না। বর্ষণমুখরিত আকাশে রামধনুক। প্রবল বারিপাতের পরই প্রভাতসূর্য যেন আকাশ রাঙিয়ে উঠছে আবির ছড়াতে ছড়াতে। চারিদিক স্তব্ধ। পাখীর কলকাকলি বন্ধ হয়ে গেছে। ধ্যান গম্ভীর ধরিত্রী। মা মৌনব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। তিনি কদিন থেকে কারুর সাথে কথা কইছেন না। যে ফোয়ারার স্ফটিকোজ্জ্বল বারিধারায় চারিধার নিয়ত হত পূতস্নাত সে ফোয়ারা বন্ধ কেন ? কোকিলের কণ্ঠ হঠাৎ স্তব্ধ কেন ?
মুখর দিনের চপলতা মাঝে এ কি পরমা প্রকৃতির ধ্যান সমাহিত মহাস্থির ভাব ?

মাগো এ কি হলো ? দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে, তাহার পরে লুকাও যে কোন্‌খানে, মনে করি এই হারালেম বুঝি, কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

কিন্তু মা তো সাড়া দিচ্ছেন না। মা মৌনী। মা একটা কথাও কইছেন না। কারুর সাথে নয়। ভোলানাথের সাথে প্রথম প্রথম আকারে ইঙ্গিতে যে দু একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা কইছিলেন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। একটা দুটো দিন নয়। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। এক, দুই করে তিন তিনটে বছর।

সবাই মাকে দেখতে আসেন। মা কোথাও যান না। তিনি যেখানে বসে ধ্যানারাধনা করেন সেইটেই একটা মহাপবিত্র মন্দির। তাঁর কোথাও যাবার দরকারটা কি? তবুও কোনো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে ও উৎসব শুভকাজেও মা আর কোথাও যাবার আগ্রহ দেখান না। দেখাবেন কি করে? তিনি কি আপনাতে আপনি আছেন? অন্তর্মুখী মন। কোন্ অতলে তলিয়ে আছে আপন অন্তরে কে জানে?

শুধু কথাবার্ত্তা বন্ধ করলেই মৌনী হওয়া যায় না। মৌনী হলেই মনের ক্রিয়াবোধ হয় না। প্রথম প্রথম কথা বলার প্রবৃত্তি থাকে। মানে ক্রিয়াটা তখনও রয়ে গেছে। অভ্যাস করতে করতে মনের গভীরতা লাভের সাথে সাথে মনের ক্রিয়োন্মুখ ভাবটুকু শিথিল হয়ে আসে। তখন আর কথা বলার প্রবৃত্তি থাকে না। তখন ভগবানের উপর সব বিষয়ে একটা গভীর নির্ভর ভাব জাগে। মনকে আত্মায় স্থিত রেখে সব চিন্তা বর্জন করতে হয়। তখনই ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর চিন্তায়, তাঁর প্রভাবে মানুষের মন পবিত্র হয়ে ওঠে, জেগে ওঠে। দেহটাও সাথে সাথে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। সংসারের চিন্তায় মানুষের শক্তি সর্ব্বদাই কমে আসে, ভগবানের চিন্তায় সেটা সব সময়ে বেড়ে ওঠে। ভগবান মানেই যে শিবময়, কল্যাণময়, বিবেক বৈরাগ্যময় জ্ঞানাঞ্জন।

মা বলেন মৌনী থেকে সংসারের চিন্তা করবে না। বিষয় চিন্তা করবে না। মৌনী অবস্থায় বিষয় চিন্তা আসলে বরং কথা বলা ভালো। জোর করে মৌনী হলে তখন ইন্দ্রিয়ে আঘাত এসে শরীরটাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। মন অন্তর্মুখী হলেই ভগবানের চিন্তায় পথ খুলে যায়। তখন কথা বলার দরকার হয় না। কথা কওয়ার ইচ্ছাও থাকে না। তার পরের অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও মজার। তখন প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কোনো ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। মা আনন্দময়ী শুধু নিজেই মৌন থাকেন না। তিনি যে সন্তানদেরও মৌন থাকার নির্দ্দেশ দেন। সন্তানদল নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৌন থেকে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। মায়ের ইচ্ছাই তো, সন্তানের ইচ্ছা মানেই মায়ের ইচ্ছা। কিন্তু কেন ? এই এত কৃচ্ছ্র সাধনের দরকারটা কি ?

পৃথিবীর সব সত্যসন্ধানী মনই মৌনতার একটা অপরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কি আশ্চর্য্য, সব সত্যেরই এক রূপ। মৌন থাকলে কি ?
মা বলেন, মৌনে বিঘ্ননাশ হয়, যোগবৃদ্ধি হয়। সাধকের যোগক্ষেম সিদ্ধ হয়। তার যখন যা দরকার তা নিজে থেকে এসে যায়। সেজন্য অন্যদিকে মন দেবার দরকার থাকে না। এর পরের ষ্টেজ হলো মন থাকা না থাকা, কথা বলা না বলা সব একাকার ভাব। সব সমান। সব অভেদ।

এখানে একটা কথা আছে। শুধু মৌন থাকলেই কি ভগবানকে পাওয়া যায় ? তাহলে সব মূকই এমনিতেই সহজ সরলভাবে ভগবানকে পেয়ে নাচতে থাকতো। তা ঠিক নয়। শুধু মৌন থাকলেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। অন্যান্য সাধনার অঙ্গের মতন মৌন ভাবও পূজার্চ্চনার একটা ষ্টেজ। বোধ হয় প্রথম ষ্টেজ। এতে অজ্ঞানের আবরণ তাড়াতাড়ি কেটে যায়। জ্ঞান-আলোক মৌনভাবেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞান হলো স্ব-প্রকাশ, আপন স্বভাবেই আপনি ফুটে ওঠে। আসল কথাটা হলো মনটা না বদলালে কোনো সাধনাই সাধনা না, কোনো সিদ্ধিই সিদ্ধি নয়। মৌনভাব থেকেই মনটা স্থির হয়।

মা আনন্দময়ী সন্তানদের যে পথ দেখিয়েছেন পৃথিবীর তাপসজগতে এত সহজ সরল পথ খুবই কম আছে। এ পথ শুধু যোগীমুনির পথ নয়। এ পথ মুক্তির পথ। এই পথ শান্তির পথ। এই পথ মানুষ গড়ার পথ। এই পথের সব চেয়ে বড় সম্বল মৌনী মন।
মৌনীভাব কি করে আনা যায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব চেয়ে সহজ ভাব হলো চুপ করে থাকা। এটাকে বলা হয় বাচিক মৌন। দ্বিতীয়টা হলো চোখ বন্ধ করে রাখা। এটাকে বলা হয় সমাধি মৌন। তৃতীয়টা হলো জোর করে মন আর ইন্দ্রিয়কে নিজের বসে আনা। এটাকে বলা হয় কাষ্ঠ মৌন। এই তিনটে ভাবই সবার জানা দরকার। অভ্যাস করা দরকার। এর পরের ষ্টেজ হলো যে অবস্থায় বাণী ও ইন্দ্রিয় আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ করে যায় অথচ আত্মা থেকে কোনো পদার্থের ভেদ জ্ঞান থাকে না। একে বলা হয় সুষুপ্ত মৌন। তবে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মৌনভাব হলো আত্মাতে জাগরণ। সাধারণতঃ যোগীজ্ঞানীদেরই সুষুপ্ত মৌন ভাব দেখা দেয়। আত্মাতে জাগরণও জ্ঞানীর ভাগ্যেই ঘটে।

অরূপ রতন আশা করে মায়ের শত সহস্র ভক্তিপ্রাণ মৌনভাব এনে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছেন। কিন্তু আর কতদিন ? দেখতে দেখতে তিনটে বছর তো একেবারে মৌনভাবে কেটে গেল। মা কবে কথা কইবেন ?

কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে থাকলেও মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে স্তোত্র মন্ত্র কিন্তু এখনও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বাজিতপুরের মা কালী মন্দির। মন্দিরই তো। মা আনন্দময়ী যেখানে প্রতিমা বরণ করেছেন সেটা মন্দির ছাড়া আর কি ? ভোলানাথের পৈতৃক পূজো। প্রতিবছরই মায়ের মুর্ত্তিপূজো হয়। মা কালী। ভোলানাথ সাড়ম্বরে অনাড়ম্বরে নিজের সুখের সময়ে দুঃখের সময়ে নিজের সাধ্যমতন মা কালীর এ বার্ষিক পূজো-টুকু করে আসছেন। পরদিন সকালে সবাইকে বসিয়ে প্রসাদ খেতে দেন। সবাই পেট ভরে খাবে। মানুষজনের সংখ্যার কিছুই ঠিক থাকে না। তেমন আয়োজনেরও বন্দোবস্ত নেই। তবুও এতদিনেও প্রসাদ কোনোদিন কম পড়ে নি।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। মায়ের পূজো। এঁদের খেলাই আলাদা। এঁদের খেয়ালই আলাদা। মা আনন্দময়ী করছেন মা কালীর পূজো। কার পূজো কে করছেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজিতপুরের কালীপূজো স্থানীয় অঞ্চলে বেশ কিছুদিন থেকে সর্ব্বজন পরিচিত। এ যেন মধুসূদন দাদার হাঁড়ি। প্রসাদ শেষ হয় না। সীমিত আয়োজন। অনাড়ম্বর। মা যে ভক্তিতেই জাগ্রতা। দূর দূরান্ত থেকে আসে অনাহুত পথিক। মা কাউকে প্রসাদ থেকে বঞ্চিত করেন না। ঠিক কুলিয়ে যায়।

সেই পূজো। যতই সামান্য আয়োজন, এর পিছনে উৎসাহর কোনো অভাব ছিল না। সেবায়ও কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটী রাখা হয় নি। ভোগের আয়োজন হচ্ছে। শুদ্ধভাবে পবিত্র মনে ভক্তরা ভোগের চাল ধুয়ে রেখেছিল। কোথেকে অনাহুত এক কাক এসে সেই চালে মুখ দিল। মা কালীকে কি করে কাকের উচ্ছিষ্ট চালের ভোগ দেবে? কার এত বুকের পাটা? আবার ধোয়া হলো অন্য চাল।

এদিকে রান্না চলছে। মা নিজে রান্না করছেন না। দরজার গোড়ায় বসে শুধু সব কিছু দেখছেন। বাকী ভক্তের দল পূজোর সামনে বসে। মা ওখানে বসেছেন ভোগ পাহারা দিতে। কাছে পিঠে কেউ নেই। মা হঠাৎ পরিস্কার দেখতে পেলেন একজন ফর্সা মতন ব্রাহ্মণ মার ডান অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর যে পাথরে ভোগ সাজানো ছিল তা থেকে একটু ভোগ তুলে মুখে দিলেন। মুখে ভোগ দিয়ে কিন্তু তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মা যে নিজে বসে বসে পরিস্কার দেখতে পেলেন।

ওদিকে পূজো সমাপনে ঠিক ভোগের সময়ে ভোলানাথ এলেন ভোগ নিয়ে যেতে। এখনও নিবেদন হয় নি। কোথেকে কি হয়ে গেল। একটা কুকুর এসে সেই ভোগ ছুঁয়ে দিল। আর কি করা যায়। পুকুরপাড়ে সব ভোগান্ন ফেলে দিতে হলো। ভোলানাথ স্নান করে এলেন। শেষ রাত। সবাই ঘুমিয়ে। দোকানপাট বন্ধ। এখন কি করা যায়?

ভোলানাথ সব কিছু ভেবে চিন্তে বললেন, মার ইচ্ছে ঐ কাকের মুখের চাল রান্না করেই ভোগ নিবেদন। মা আনন্দময়ীকে বললেন সেই চাল বার করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে। তাই হলো। ঘরে অন্যান্য জিনিষ মজুত ছিল। তাড়াতাড়ী আবার ভোগ রান্না হলো।

এতক্ষণ মা ভোলানাথকে সেই স্বর্ণকাঞ্চন ব্রাহ্মণের আবির্ভাবের কোনো কথা বলেন নি। বলার অবসর হয় নি। সুযোগ ঘটে নি।

সব শুনে ভোলানাথের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি পুরোহিতকে সব ঘটনাটা খুলে বললেন।

পুরোহিত তখন প্রসাদ খেতে বসেছিলেন। হাতের প্রসাদ হাত থেকে গড়িয়ে পড়লো। মুখে দেবার আগে উৎসাহ আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা। তাঁর পূজো সার্থক হয়েছে। দেবতা পূজো গ্রহণ করেছেন সশরীরে! এ যে জাগ্রত দেবতা।

তিনি বললেন ভোলানাথকে কোথায় ফেলেছো সেই প্রসাদ, কোন পুকুর পাড়ে? সেই প্রসাদই যে আসল মহাপ্রসাদ। আমাকে ঐ মহাপ্রসাদ এনে দাও।

কোথায় পাবে সে মহাপ্রসাদ? সে তো জলে গেছে। যাঁর দেখার তিনি দেখেছেন। যাদের না পাবার কথা তারা কি করে পাবেন?

সেবারের পূজোটা হয়েছিল ভূপেনবাবুর বাজিতপুরের বাড়ীতে। জায়গা একটু বেশী ছিল বলেই সেখানে পূজোমণ্ডপ খাড়া করা হয়েছিল।

মহাভৈরব এসেছিলেন, মহাকাল, মহারুদ্র। সেই মহাকাল যার কোলে এসে গৌরী হয়েছিলেন মহাকালী। তিনি এসেছিলেন মা আনন্দময়ীর পূজার্ঘ্য ডালি আপন হাতে গ্রহণ করতে।

মা কি তাঁকে চেনেন নি? তিনি যে মায়ের অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তিনি যে হাজার মাণিক শশীর আলো নিয়ে মায়ের সামনে দিয়ে চলে গেলেন। মা থেকে তিনি আলাদা হবেন কি করে? মায়ের শরীর থেকেই যদি তাঁর স্বর্ণকাঞ্চন রূপ আবির্ভূত হয় তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? মা-ই মহাকালের প্রতীক। তিনি প্রকৃতি। তিনি পুরুষ। তিনি মহাভৈরব। তিনি

LIBRARY
No.............

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভৈরবী মহাশক্তি। এর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে নেই। ব্যাখ্যা নেই বলে সেটা হতে পারে না সে ধারণা ভুল। বিজ্ঞান, অচিনলোকের না জানা না দেখা জগতের অদৃশ্য শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। তাই দুনিয়ায় সর্ব্বজনবন্দিত বিজ্ঞানী মনও এই মহান রহস্যের কাছে মাথা নত করেছে।

মার ভিতরই সেই মহাভৈরব। মা জানেন না? এটা হতে পারে? মার ভিতরে কেন এটা যে তিনি প্রতিটি সন্তানের ভিতরও জাগিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি মানুষের প্রাণে মহাভৈরব। মহাকাল। ইন্‌ফিনিট ইটারনিটি। সেই মহাকালের যাত্রার ধ্বনি শোনার জন্যই তো দুনিয়ার তাপসদল কান পেতে আছে। কেউ শুনতে পান, কেউ পান না। তার রথই তো নিত্য ধাবমান। কে তাকে ধরে রাখতে পারে?

মহাপ্রাণ সবই এক ধরণের। যেন একই ছাঁচ। নিত্য সিদ্ধির ধাপের সেই মহামতি সরল মনগুলো সব এক, সব একাকার।

তাই মনে পড়ে আর একটা মহাজীবনের ঠিক এই রকম আর একটা ঘটনা। সন্তানদল দেখলেন মা সারদা দেওয়ালে রাখা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ছবিতে প্রণাম করছেন। ঠিকই তো। এতে আশ্চর্য্যের কি আছে। আশ্চর্য্যান্বিত হলেন যখন দেখলেন মা সারদা নিজের ছবিতে প্রণাম করছেন। সন্তানদের একজন আর নিজের মনের প্রশ্ন চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন মা এটা ঠিক বুঝলাম না। তোমার ছবিতে আমরা প্রণাম করবো। তুমি নিজে করলে কেন?

মা একটুখানিও অবিচলিত না হয়ে বললেন জানো না বুঝি? ঠিক হৃদয়ের মাঝখানে হাত রেখে বললেন এখানেও যে ঠাকুর ছাড়া অন্য কিছু নেই। সেই প্রাণের ভগবানকেই তিনি প্রাণ দিয়ে প্রণতি জানাচ্ছিলেন। দেবতা হলেন অন্তর্যামী। প্রতিটি মানুষের জীবনেই তিনি আবির্ভূত হন। বিশ্বে যা কিছু মঙ্গলময়, কল্যাণময়, শিবময় সেখানেই তাঁর প্রকাশ। এখানে ধর্ম্মের ভেদাভেদের স্থান নেই, সামাজিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজনৈতিক নীতিমাত্রের প্রশ্ন নেই। সেখানে মানুষ, মানুষ। যে মহাকালের দাস। মহাকাল যাঁর প্রকাশ শুধু রুদ্ররূপে, ভৈরব রূপে, তাঁর প্রলয় নাচনে। ধ্বংশে, ভাঙনে, নতুনের নব আহ্বানে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সমন্বয়ে। তাই কি মা আনন্দময়ী মহাকালীর অর্চনাকালে নিজের রূপ রস গন্ধে ভরা প্রকৃতির মাঝে আবির্ভূতা হয়েছিলেন স্বর্ণোজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চন ভৈরবরূপে? নবরূপে? ওঁ নমো শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। সেই কালভৈরবকে প্রণাম। মা আনন্দদায়িনী স্নেহময়ী জগজ্জননী আনন্দময়ীকে প্রণাম। তাঁর সন্তানদের সাদর অভিবাদন। তাতেই জাগবে হৃদয়ে আনন্দতরঙ্গ। মনোগগন তাতেই হবে সমুদ্ভাসিত। বিশ্বরাজ নটরাজ মহাভৈরব যে সেখানে মধুর রূপে বিরাজিত।

ঝলমলে মিথ্যে আলোতে মায়ের কোনো আকর্ষণ নেই। অর্থকরী বিদ্যা বলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে দূর করে দিয়েছিলেন। মা বইর বিদ্যাকে ভালবাসেন না। সে যে বিদ্যার ছায়াতে অবিদ্যা। সংসারের মায়ায় আরও জড়িয়ে পড়ার বিদ্যা। বিদ্যা চাই না। চাই জ্ঞান। চাই ব্রহ্মজ্ঞান। চাই না পাওয়াকে পাওয়ার শক্তি, অজানাকে জানার অনুভূতি। চাই অনন্ত সত্যের সন্ধান। চাই পরম অমৃতের রসাস্বাদন। বই নিয়ে মাকে পড়ে শোনাতে এসেছেন আত্মীয়স্বজন! অষ্টগ্রামের ঘটনা। শাস্ত্রগ্রন্থ এনে মাকে শিক্ষা দিতে এসেছেন। কে জানে কি ভেবে তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে এসেছেন মায়ের কাছে। বই আউড়ে গেলে কি হবে ভদ্রলোকের নিজেরই কোনো অনুভূতি নেই। ফিসিশিয়ান্। হীল্ দাই সেল্ফ্। আরে আগে নিজেকে তৈরী কর। শাস্ত্র আলোচনা করে অন্যকে জাগ্রত করবি পরে।

মার সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর। অমৃত-রস সাগরে যে ডুব দিয়েছে ডোবা নালা পুকুর কি তার সন্ধান পায়? কোথায় পড়ে রইলো শাস্ত্রমন্ত্র। আস্তে আস্তে আত্মীয়বন্ধু সরে পড়লেন। জীবনে আর কোনোদিন শাস্ত্র ব্যাখ্যা পড়ে শোনাতে আসেন নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজব দুনিয়াতে গুজব রটে। গল্পর মতন শোনালেও এ কাহিনী নয় ঘটনা। যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের অনেকে আজও বেঁচে আছেন। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের অনেকেই রয়েছেন তার নীরব সাক্ষী। মাটির শিবঠাকুরের প্রাণ সঞ্চার হয়ে উঠেছে? জাগ্রত সত্যি ঘটনা। এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ঘটনা। ঘটনাটা কানে বাজে। বাজলেই সেটা বাজে হবে কেন? যা ঘটেছে তাকে অস্বীকার করার জো আছে? এরকম ঘটনা যমুনাদিদির বাড়ীতেও নাকি ঘটেছে। বিগ্রহ আস্তে আস্তে কথা কইছে। ঠাকুরের রামলালাও তো হাঁটা চলা পর্য্যন্ত করতো। শিবঠাকুর জাগ্রত হয়ে উঠলেন মায়ের মন্ত্রেতে? স্বতঃপ্রণোদিত মন্ত্রে?

ঘটনাটা খুলেই বলা যাক। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দ্দশী। প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্য শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী। বাড়ীর সবার শিবরাত্রির উপোস। মা আনন্দময়ীরও উপোস। শিবঠাকুর যে ভোলানাথ। ভোলানাথের পূজোয় ঘটা নেই। তন্ত্রে সদাশিব নিজে বলছেন শিবরাত্রিতে উপোসই প্রধান কাজ। স্নান, বস্ত্র, ধূপ, ফুল দিয়ে পূজো করলেও আমি তত খুশী হই না একমাত্র উপোস উৎসর্গে আমি যতটা আনন্দিত হই। ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসত॥ এ যে শিববাক্য। তাই বাড়ীর সবার উপোস। আর প্রতিটি উপবাসীর নামে একটা করে ছোট মূর্ত্তি তৈরী হয়েছে। শিবমূর্ত্তিতে না আছে আবাহন, না আছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, না আছে বিসর্জন। চার প্রহরে চারবার পূজো। এ যে বিশ্বাসের কথা নয়। ঘটনা যে সম্পূর্ণ সত্যি। চারটে মূর্ত্তি তৈরী হয়েছিল। চারজন উপবাসীর নাম করে। পূজারী একে একে চারটে মূর্ত্তির পূজো করতে শুরু করলেন। মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত মূর্ত্তির পূজোর সাথে সাথে মার মুখ থেকে অনর্গল স্বতঃপ্রবৃত্ত মাত্র বেরুতে শুরু করলো কি করে? মা জানলেন কি করে তার নামে উৎসর্গীকৃত বিগ্রহর পূজো শুরু হয়েছে? বলতে পারো কেউ? বিগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠলো কি করে?

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতায় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা

গঙ্গেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এ যেন সুজাতা চলেছেন অর্ঘ্যথালায় পায়েসান্ন নিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে। সুজাতার বাড়ী ছিল উরুবেলা গ্রামে। কিন্তু এটা উরুবেলা গ্রাম নয়। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে শ্রীযুত প্রতিভা কুমার কুণ্ডের গৃহ-প্রাঙ্গন। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানের জন্য নির্মিত হয়েছে গৃহ। দ্বীতল গৃহ। সেই গৃহই রূপান্তরিত হয়েছে মন্দিরে। গৃহ-মন্দির। ভক্তরা বলছেন মায়ের মন্দির। আনন্দময়ী মন্দির। আর সুজাতা পায়েসান্ন নিয়ে বুদ্ধদেবকে খাওয়াতে যাচ্ছেন না। ভক্তিমতী রমণী শ্রীমতী পদ্মা দেবী পুষ্প প্রদীপ থালায় সাজিয়ে চলেছেন বুদ্ধদেবের নিকট নয়, আনন্দময়ী মা'র কাছে। আরতি করতে। পেছনে সারি সারি আরও কয়েকজন মহিলা হাতে ওঁদের ফুলের মালা। তখন সূর্যদেব উদয়াচলের পথে। বসন্তের নির্ম্মল আকাশ। মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীর ধীরে ভেসে আসছে। বিহঙ্গদলের প্রভাত কল-কাকলীও সুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ভক্ত-সমাগমও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে শ্রীমন্দিরের আঙিনায়। আরতির পর ভক্তবৃন্দ একে একে মাকে প্রণাম করবেন। শুরু হবে প্রণামের পালা। তারপর মা নিচে নেমে এসে দর্শন দেবেন নাম-প্রার্থীদের। দীক্ষার্থীদের অবশেষে এসে বসবেন বহির্ভাগের সুবিশাল প্যাণ্ডেলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যন্তরে স্থাপিত আসনে। বসে বসে শুনবেন ভক্তবৃন্দ সমাবৃত হয়ে ভাগবত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা করবেন নারায়ণ গোস্বামী। মূল ভাগবত পাঠ করছেন ভক্ত-প্রবর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পূজা পাঠ ও তদ্‌অঙ্গীয় যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন সংস্কৃত কলেজের শ্রীহরিনারায়ণ বেদতীর্থ, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীননী গোপাল তর্কতীর্থ ও প্রভুপাদ বিজন বিহারী গোস্বামী। আর যজ্ঞে পূর্ণাহুতির আচার্য্য হয়েছেন চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই ভাগবত সপ্তাহ* পারায়ণ উৎসব উপলক্ষেই আনন্দময়ী মা এসেছেন কলকাতায়। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে উৎসব প্রাঙ্গন। কৃষ্ণকীর্ত্তন হরিগুণগানে মুখরিত চতুর্দ্দিক। নিয়মিতভাবে ভগবৎ প্রসঙ্গের আলোচনা বক্তৃতা সৎসঙ্গ চলেছে দিবারাত্র সমভাবে। বক্তৃতায় অংশ-গ্রহণ করেছেন শ্রীযুত ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীমৎ স্বামী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডাঃ রমা চৌধুরী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানীজন। এমন ঘরোয়া প্রাণবন্ত ধর্মীয় জন-সমাবেশ কলকাতায় বিশেষ দেখা যায় না। আর আনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে অনির্ব্বচনীয় এক পরিবেশের হয়েছে সৃষ্টি। বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে এসেছেন ত্রিগুণা সেন। ঢাকা থেকে এসেছেন শ্রীসুবিমল দত্ত।

শত শত সহস্র সহস্র ভক্ত সমাগম হচ্ছে প্রতিদিন। শুধু কলকাতার মানুষ নয়। কলকাতার আশ-পাশ থেকে নৈহাটী কৃষ্ণনগর দূর দূরান্ত থেকে আসছেন ভক্তরা। তাইতো বসে গেছে অনুসন্ধান অফিস। ক্যান্টিন, ফুলের দোকানও হয়েছে। বই, ছবি, ফটো নিয়ে দোকান সাজিয়েছে ভক্ত দাসু মহারাজ। আনন্দময়ী মা'র প্রতিকৃতি, রঙীন ছবি নিজ হাতে এঁকে ষ্টুডিও সাজিয়ে বসে আছেন ভক্ত ও শিল্পী শ্রীমতী গায়িত্রী ঘোষ। এদিকে দীক্ষার লিষ্ট নিয়ে ছোটাছুটী করছেন রাঁচীর বাসিন্দা ভক্তপ্রবর কামাখ্যা প্রসাদ রায়। প্রতিদিনই অসংখ্য ভক্ত নাম লেখাচ্ছেন দীক্ষার জন্য। সেদিন ছিল প্রায় আশিজনের মত মহিলা ও পুরুষ দীক্ষাপ্রার্থী। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে। অফিস

* পারায়ণ অর্থ আদ্যান্ত পাঠ করা। ভাগবত গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাঠ করা। (পুরাণাদি গ্রন্থের সমগ্র পাঠ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাশুনা করছেন প্রবীন ভক্ত নির্বিকার অমল সেন। তাঁকে সাহায্য করছেন চঞ্চলমতি ভক্ত প্রিয়হাস দত্ত আর প্রবীন গোপাল দা, কান্তি দা, শ্রীঅজিত মজুমদার, ডাঃ সুধীন দাসগুপ্ত আরও অনেকে। ক্যান্টিনের দায়িত্ব যুবক কর্মী ভোলানাথ সাহার উপর। অক্লান্ত কর্মী ডাঃ গোপাল দাসগুপ্তও ছোটাছুটি করছেন চতুর্দ্দিকে। শ্রীশ্রীমাকে নিয়েও টানাটানি। মা যখন যেখানে সেইখানেই অগণিত ভীড়। বক্তা গায়ক গায়িকাবৃন্দ অনুরোধ করছেন মাকে প্যাণ্ডেলে আসতে।

মা প্যাণ্ডেলে না এলে লোক সমাগম হচ্ছে না। কে শুন্‌বে বক্তৃতা ? গান ?

আবার দীক্ষাপ্রার্থীরা বসে আছেন মায়ের অপেক্ষায়। কামাখ্যাদা অনুরোধ করছেন মাকে,—একবার অন্তত: দর্শন দিয়ে যান দীক্ষাপ্রার্থীদের। ওদিকে মায়ের ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, নীচে আঙিনায় অগণিত ভক্ত অপেক্ষা করছেন। মাকে শুধু দেখবে মা'র চরণ দু'খানি। চরণেই যে শাশ্বতী স্থিতি। শুধু তাই নয় প্রণাম করবে। পূজা করবে। আর শুনবে শ্রীমুখের কথা। মাঝে মাঝে মা ব্যালকনিতে এসে জোড় হাত করে ভক্তদের দর্শনও দিয়ে যাচ্ছেন। ভোর ৫টা থেকে রাত্রি ১২ / ১ টা পর্য্যন্ত চলছে একইভাবে ভক্তদের সঙ্গে মায়ের লীলাখেলা।

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠেছে কলকাতা। কলকাতার ভক্ত হৃদয়। দলে দলে আসছে ভক্তেরা। মা আনন্দময়ী নিত্যতৃপ্তা অন্নপূর্ণা শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। দৈন্যার্তিভীত ভবতাপপীড়িত মানুষ শান্ত হবার জন্য তৃপ্ত হবার জন্য যেন ছুটে আসছে। আরোগ্য স্নান করতে। মা যে দুঃখদুর্গতিহরা বিমুক্তি ফলদায়িনী। প্রাণমন্ত্ররূপিনী। জলজীয়ন্ত মা। জ্যান্ত মা। সকলের মা। ভক্তের মা। বিমুখেরও মা। বান্ধবের মা। বৈরীর মা। সতের মা। অসতের মা। বর্তমানের মা। ভবিষ্যতের মা। মধু মধুয়া বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

মা ভক্তসনে লীলা করছেন। সকলের সঙ্গেই শিশুর মত মা-বাবা ডেকে কথা বলছেন। আনন্দ দিচ্ছেন। কারো গলায় আবার পরিয়ে দিচ্ছেন পুষ্পমাল্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন গভীর ও স্নিগ্ধ শান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সেই ভাগ্যবান ভক্তটীর মুখমণ্ডল।

সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন যে মানুষটী তিনিও এখানে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছেন ঠিক যেন দুর্ব্বল শিশুটী। মায়ের কাছে যে সকলেই শান্তশিষ্ট সন্তান মাত্র। প্রতিদিন রাত্রি ৯টার সময় শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের লীলাখেলা। ভক্তরা লিখিত ভাবে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন রাখেন। উত্তর দেন শ্রী শ্রীমা: সরল সহজ ভাষায়, সুন্দর করে। প্রশ্নগুলি পাঠ করেন স্বামী নির্ম্মলানন্দ। এ দায়িত্ব পড়েছে নির্ম্মলানন্দের উপর। কোন কোন দিন রাত্রি এগারোটাও বেজে যায় এই আধ্যাত্মিক আলোচনা সভা শেষ হতে। সেদিন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দুরূহ তত্ত্বকে সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দদের।

"আমি" একেবারে যায় না। এই অহংকে ভাঙতে হবে। জীবের এই 'আমি' নিয়েই যত যন্ত্রণা। তাইতো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমার এই অহংকে উৎপাটিত করো। উন্মুলিত কর। 'আমি'-কে 'তুমি' করো। বলতে হয় আমার কাজ নয়। তোমার কাজ করছি। তোমারই সব। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি মাত্র।

আমাকে ত্যাগ করলেই যে তোমাকে পাওয়া যাবে। আমি হচ্ছি কৃত্রিম। তুমি হচ্ছ সহজ। আমি হচ্ছি ক্ষোভ, তুমি হচ্ছ শান্তি। আমি হচ্ছি অহংকার তুমি হচ্ছ প্রেম। তুমিই সুখ। তুমিই মঙ্গল। সংসারে তুমিই একমাত্র স্থির। একমাত্র ধ্রুব। একমাত্র শাশ্বত। তোমাতে যে বুদ্ধি সেই তো স্থির বুদ্ধি। তোমার তত্ত্ব মানে আমারই তত্ত্ব। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান।

প্রার্থনা ব্যাকুলতার মধ্য দিয়েই 'আমি' ধীরে ধীরে একদিন 'তুমি' হয়ে উঠবে। তোমার পর আর কিছু হবার নেই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আনন্দ মহোৎসব দেখে মনে হয়, বাঙ্গালীর দুর্গাপূজার আনন্দোৎসব চলেছে এই অঞ্চলটুকুর মধ্য দিয়ে। আনন্দ…আনন্দ…আনন্দ…ওগো মহানন্দ আনন্দ অপার…। সন্তানহারা জননীও ভুলেছে শোক তাপ দুঃখ মায়ের সান্নিধ্যে এসে। কয়েক মাস গত হলো বীণাদির মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। বীণাদির চোখ সজল হয়ে আসে। গোপালদাও স্নেহময়ী কন্যার কথা বলতে গিয়ে স্থির থাকতে পারেন না। কিন্তু সাময়িক অস্থিরতা। আবার শান্ত হয়ে আসে মন। অস্থিরতা বিদূরিত হয় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে, সান্নিধ্যে এসে। এক বৃদ্ধা এসেছেন। জনম-দুঃখিনী। স্বামী পুত্র কন্যা সব হারিয়েছেন। মনে শান্তি নেই। আনন্দ নেই। আনন্দময়ী মা'কে দর্শন করেই অভিভূত হলেন। এক অজানা আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল দেহে মনে। সজল হোল চোখ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতিতে। লীলাদির মনেও শান্তি নেই। আনন্দময়ী মা'র নাম শুনেই ছুটে এসেছেন। দীক্ষাপ্রার্থী হলেন। কোনদিন দেখেনও নি শ্রীশ্রীমাকে। প্রথম দর্শনেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। দুই চোখ বেয়ে অবিরাম ধারায় জল পড়তে লাগলো। কেন পড়ছে জানেন না। শ্রীশ্রীমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেঁদো না মা। কেঁদো না।—কাঁদতে হয় না।'

মায়ের সংস্পর্শে এসে ওঁর জীবনের সব শোক তাপ বেদনা যেন ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেল। পুস্তক-ব্যবসায়ী বি. সরকার ছুটে এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে। জীবনে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন প্রচুর। কিন্তু শেষ জীবনটা শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত হয়ে শান্তিতে অতিবাহিত করতে চান। শ্রীশ্রীমাও আগরপাড়া আশ্রমে স্বামী স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়ে ওঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। বি. সরকার বললেন 'বহু বৎসরের চেষ্টার পর মায়ের কৃপালাভ করলাম। শান্তি পেলাম।'

এসেছেন বেণু ঘোষাল, বাসুদেব বসু, সমর কুমার দে সরকার, বিশ্বনাথ সেন, পুলিশ অফিসার অমিয় গুপ্ত, কালিপদ মুখার্জী সকলেই ঐ সৌম্যমূর্ত্তির

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ের কাছে জীবনের সব প্রশ্ন নিবেদন ক'রে দিয়ে শান্তিলাভ করতে চান। অমিয় গুপ্ত বললেন, 'খুব বেশীদিনের ঘটনা নয়। মাত্র ২/৩ বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে গিয়েছিলাম। আনন্দময়ী মাকে দেখতে ঠিক নয়। এমনিই বেড়াতে। হঠাৎ গঙ্গাতীরে ওঁকে দেখলাম। খুব বেশী ভিড় ছিল না। প্রথম দর্শনেই আমার মনোজগতে আলোড়নের সৃষ্টি হোল। কেন হোল, কি হোল, বুঝতেই পারলাম না। মনের শক্তি হারিয়ে ওঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। কেউ বাধাও দিল না। সব কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সহজেই হয়ে গেল। উনি স্নেহকোমল হাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হলাম। ইনি কে? জানতে পারলাম—ইনিই আনন্দময়ী মা। শিহরণ জাগলো দেহে-মনে। মনে হোল আমার যেন কত আপনজন। পরম আত্মীয়। আরও অলৌকিক ব্যাপার কিছুদিনের মধ্যেই আমার জীবনের কতগুলি জটিল সমস্যা অন্তর্হিত হোল। এবারে এসে দেখা করলাম বিন্ধ্যাচলে। সঙ্গে স্ত্রী মেয়েও ছিল। এর পর থেকেই আমরা সকলেই মায়ের ভক্ত হয়ে গেলাম। মা যে দুর্গতিনাশিনী। মার চোখ দুটোই আমাকে অভিভূত করে তোলে। আকর্ষণ করে। মায়ের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কত গভীর সুদূরপ্রসারী সে দৃষ্টি। এক অজানা লোকের সন্ধানে নিবিষ্ট।'

এইভাবে প্রতিটি দিন শত শত ভক্ত, কত শত ভাবনা কামনা বেদনা নিয়ে মায়ের কাছে আসছেন তার ইয়ত্তা নেই। ফিরে যাচ্ছেন হাসি মুখে, আনন্দ নিয়ে। কেউ বা নাম নিয়ে। মা নিজেও নামগান করছেন সুমধুর স্বরে। সঙ্গীতধ্বনি, কৃষ্ণনাম—অনুরণিত হচ্ছে। এমন এক অনির্ব্বচনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে মাটীতে কান পাতলেও যেন শোনা যায় রাধা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতধ্বনি। সেই মহাসঙ্গীতের সুর। শুধু সুর নয়। সুরধ্বনি। মধুর মধুর শ্যামনাম, কৃষ্ণ নাম। শ্যাম নামে কি মধু আছে গো, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল প্রাণ॥ এ যেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আবার ফিরে এসেছেন শ্রীক্ষেত্র থেকে নবদ্বীপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধামে। শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পানিহাটী হালিশহর কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি জনপদের শত শত ভক্তবৃন্দের মনে কৃষ্ণনামের পিপাসা জাগরিত করে শান্তিবাদের কথা শুনিয়ে দুঃখ অশান্তির জীবনকে শান্ত করে দিয়ে আবার যেন ফিরে চললেন নীলাচলের পথে। শ্রীক্ষেত্র থেকে নয় শ্রীশ্রীমা এবার এলেন হরিদ্বার কংখল থেকে। ভক্তসনে লীলা করে ফিরে চললেন কাশীধামের পথে। সেখান থেকে আবার যাত্রা করবেন কুম্ভমেলার পথে — হরিদ্বার-কংখল। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ্চ দক্ষিণ কলিকাতায় লীলা করে, ভক্ত মণ্টু ভাইয়ের অনুরোধে ঢাকুরিয়া যাদবপুরের আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে কয়েক মিনিটের জন্য অবস্থান করে গেলেন নিউ আলিপুরে এক ভক্তগৃহে। ৬ই মার্চ্চ গেলেন সন্ন্যাসীভক্ত কৃষ্ণানন্দের আশ্রমে রাণাঘাটে। আবার ফিরে এলেন আগরপাড়া আশ্রমে। শত শত ভক্তের মেলায় নামগানে মুখরিত হয়ে উঠলো আগরপাড়া আনন্দময়ী আশ্রম। সুপ্ত আশ্রম প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীনির্ম্মল মিত্র, প্রিয়হাস দত্ত; প্রধান ভক্ত চারুদা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তরা কর্ম্ম কোলাহলে মেতে রইলেন। এখানেও যে দীক্ষা হচ্ছে। শ্রীশ্রীমা নাম দিচ্ছেন। লোকে লোকারণ্য। নাম প্রার্থীরা ব্যাকুল অন্তঃকরণে মায়ের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। মা যে ওদের নামমন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেবেন অভয়বাণী। শুধু নাম মন্ত্র নয়। মন্ত্র চৈতন্য। মা লেকচার দেন না, ভেলকিও দেখান না। দেন চৈতন্য। মা যে সর্ব্বমন্ত্রময়ী। দীপ্ত চেতনা। অমিতা। অপরাজিতা। দিব্য প্রতিমা।

লীলাময়ী মায়ের লীলারও নেই শেষ। ৮ই মার্চ্চ ২৪শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীমা বের হলেন নগর-সঙ্কীর্ত্তনে। দক্ষিণ কলকাতার পথে পথে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে। সূর্যদেব তখন প্রখর তাপ বিকীরণ করছেন। তপ্ত পিচের রাস্তার উপর দিয়ে শত শত ভক্তবৃন্দ নগ্নপদে হরিনামের মহারোল তুলে মিছিল করে চলেছেন। গগন ভেদ করে হরিনামের মহারোল উঠছে। 'না জানিবা কত লোক মৃদঙ্গ বাজায়। না জানিবা কত লোক মহানন্দে গায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্তনানন্দের বন্যায় নবদ্বীপ ভেসে গেছে। 'কৃষ্ণ বন উন্মাদ হইল সর্ব্বলোক। কেহো নাচে গায়, কেহ বলে হরি হরি। কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাশরি। কেহো দণ্ডবৎ করে কাহারো চরণে, কেহো কোলাকুলি বা কররে কারোসনে॥' পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপধামের সেই ঐতিহাসিক নগর-সঙ্কীর্ত্তনের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় কলকাতার জনমানস চিত্তে। ভাগীরথীর তটে হেমদণ্ডভুজ তুলে উর্ধে গগনপাট পাটুয়া বেশে নাচিয়ে নাচিয়ে চলতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখা যায় নি সত্য, কিন্তু না জানিবা কত লোক মৃদঙ্গ বাজায়। না জানিবা কত লোক মহানন্দে গায়। এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শত শত ভক্ত নাচছেন গাইছেন। সবার কণ্ঠে দুলছে পুষ্পমালিকা, সবার অঙ্গ ফাগ চন্দনে তিলক আঁকা। আর তারই মাঝে সুসজ্জিত রথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবমূর্ত্তি নিয়ে আনন্দময়ী মা বিরাজিতা রয়েছেন। একদিকে খোল করতাল মৃদঙ্গ খুঞ্জনি ঢাক ঢোল হারমোনিয়ম মুরজ মুরলির একটানা সুরলহরি অন্য দিকে হরিওঁ হরিওঁ হরিওঁ, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে প্রভৃতি সুরধ্বনি। সব মিলিয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আরও রয়েছেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস, শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী, স্বামী তন্ময়ানন্দ, গৌর মহারাজ। আর কত জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

নগর সঙ্কীর্ত্তন যখন শেষ হলো তখন সূর্যদেব অস্তাচলে গেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। আলো জ্বললো দেশপ্রিয় পার্কের আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সভামণ্ডপে। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষকে শোনালেন তাঁর অমর বাণী। ছোট্ট কথায়। মিষ্টি মধুর ভাষায়। স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলেই শুনলো। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিশাল জনতার কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। 'রাম বলি কৃষ্ণ বলি গৌর বলি বা হরি বলি এঁদের কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। এই শরীরটা হরিকথা অর্থাৎ ভগবানের নাম গান ছাড়া আর কিছু নয়। মহাপ্রভু প্রেম বিলিয়েছেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলারও নেই। আছে শুধু উপলব্ধি করার বিষয়। আর সবকিছুই ঐ ঐ ঐ।'

অবশেষে ভক্তপ্রাণ তরুণ কান্তি ঘোষের বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীমা শোনালেন কয়েকখানি ভক্তি সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে। শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়॥ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে॥ সেই অপূর্ব্ব মহাসঙ্গীত মাইকের মধ্য দিয়ে এদিকে ওদিকে ভেসে চলে। স্নিগ্ধ ধারার মত। মানুষের অন্তরে আপনা হতেই জাগিয়ে তোলে প্রতিধ্বনি, অনুরণন। অপরূপ ভগবৎ ভাবের উন্মাদনা। বেদনা মধুর ভাবনা। চেতনাকে করে দেয় আচ্ছন্ন। কিছু সময়ের জন্য অগণিত মানুষ, বিশাল জনতা, মুগ্ধ চিত্তে শান্ত হয়ে শুনলেন আনন্দময়ী মা'র কণ্ঠনিসৃত সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত।

এইভাবে কলকাতার লীলা সাঙ্গ করে ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ শ্রীশ্রীমা চন্দননগর ব্যাণ্ডেল হয়ে যাত্রা করলেন দেওঘরের পথে। সেখান থেকে আবার অগ্রসর হলেন সম্মুখের পথে পুণ্যভূমি কাশীধাম অভিমুখে। শুধু পথ চলা আর পথ চলা, পথেরও নেই শেষ! চলারও নেই বিরাম। মা'যে চলেছেন অসীমের পথে, চির আপনের সন্ধানে!

মা বলেন, "বাসনায় বীজ টানিয়া আনে। তবুও তাঁর দিকেই লাগিয়া থাকিতে হয়। যেমন দেখ না, সমুদ্রের ধারে যখন নামিয়া স্নান করিতে যাও সমুদ্র পারের দিকেই ঠেলিয়া দেয়। আরও যদি ভেতরের দিকে যাইতে থাক তবে দেখিবে যে সমুদ্র নিজের ভিতরের দিকেই নিয়া যাইতেছে। এও তাই। অসহিষ্ণু হয়ো না। মরুপ্রান্তরেই মিলবে নির্জ্জন নীরধারা।" মা যেন বলছেন আমি আলো দেব হাসি দেব সুর দেব স্নেহ দেব।—কে নিবি আয়! সময় নেই! সময় নেই!

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee As
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা

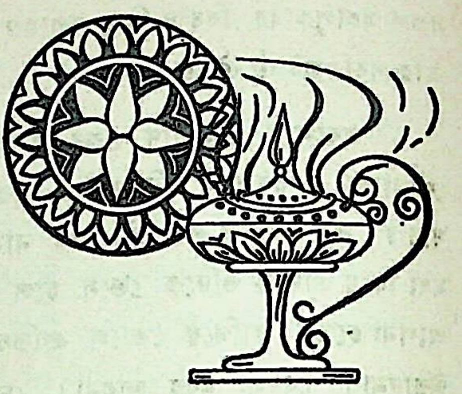

অধ্যাপক ডক্টর বীরেশ্বর গাঙ্গুলী

ভূমিকা ঃ— সংসারে অবতার কোটি ভিন্ন তিন প্রকারের জীব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব ও মুক্ত জীব। কলিযুগে পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই বদ্ধ জীব। তাহারা ভোগসুখ লইয়া মত্ত থাকে, ঈশ্বরে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে না এবং বার বার জন্ম মরণের চক্রে ঘুরিতে থাকে। ভক্তির কথা তাহাদের জন্য নহে। তাহারা কামজগতের ব্যক্তি, প্রেমের আস্বাদও তাহারা মাত্র বাসনাময় মানবীয় প্রেমের মাধ্যমে যৎকিঞ্চিৎ লাভ করে। মুমুক্ষুজীব বাসনাময়, বন্ধনময়, সুখদুঃখসঙ্কুল হীন পশু-জীবন বা আসুরিক জীবন হইতে মুক্ত হইতে চায়। তাহাদের মধ্যে দৈবীসম্পদের প্রভাব বর্ত্তমান। কিন্তু অধিকারী ভেদে মুক্তি বহু প্রকারের এবং তাহাদের সাধনপন্থাও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই চার প্রকারের সাধন-পন্থা অবলম্বন করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে হয়। আবার কেহ কেহ ঈশোপনিষদ-প্রবর্ত্তিত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রবর্ত্তিত সাধন-সমন্বয় বা যোগ-সমন্বয় অবলম্বন করিয়া মুক্ত হন বা ঈশ্বর লাভ করেন। আধুনিক যুগেও সমন্বয়বাদী সিদ্ধ ভক্তের অভাব নাই। যথা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ইত্যাদি। সিদ্ধভক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞানী বা পরাভক্ত বাসনাকামনার ঊর্দ্ধে দেহ থাকা সত্ত্বেও এক আনন্দলোকে বিচরণ করেন। তাঁহারা আত্মারাম, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সর্ব্বভূতে হিতের জন্য হরিভক্তি বিতরণ করিয়া বেড়ান। ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে মুমুক্ষুজীব ও মুক্তজীব উভয়বিধ জীবসম্বন্ধেই আলোচনা দরকার। মুক্তজীব পরাভক্ত সাধক জীবনের আদর্শস্বরূপ ; তাঁহাদের জীবন অনুকরণীয়, তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ ভগবদ্‌ভক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয়।

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা

পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি একাধারে সৎ অর্থাৎ নিত্যসত্য ব্রহ্ম চিৎ অর্থাৎ শক্তিমান্ বা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বা ভগবতী এবং আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ রসময়, প্রেমময় লীলাধীশ ভগবান্। জ্ঞানযোগী ও রাজযোগী বিশেষ করিয়া তাঁহার সৎ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া নির্গুন ব্রহ্মকে বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিতে বা প্রকৃতি বিনির্মুক্ত কৈবল্য লাভ করিতে চান। তন্ত্রসাধক বা শক্তিসাধক ঈশ্বরের চিৎশক্তিরূপিণী জগন্মাতারূপকে লাভ করিতে চান এবং সাধনপথে ধীরে ধীরে ঐশীশক্তি লাভ করিতে থাকেন। বৈষ্ণব-ভক্ত শ্রীহরির আনন্দঘন লীলাবিগ্রহের উপাসক এবং অপ্রাকৃত লীলাভূমিতে দিব্যজীবন লাভ বা আনন্দস্বরূপের লীলারস আস্বাদন করিতে চান।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :

মय্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তো উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্ তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ ॥২॥

অর্থাৎ "ব্যক্তরূপ আমাতে মনকে নিবিষ্ট করাইয়া পরমশ্রদ্ধাশীল যে সকল নিত্য কর্ম্মযোগী ভক্ত আমার উপাসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ—আমি এইরূপ মনে করি।"

পরে, শ্রীভগবান্ বলিলেন, কিন্তু যাহারা অপরিবর্ত্তনীয়, সাধারণ প্রমাণের অগোচর, সর্ব্বত্রগামী, অচিন্তনীয়, মূলে অবস্থিত, স্থির, নিশ্চল অব্যক্তকে উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিয়া, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া যখন সর্ব্বভূতের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত হয় এবং আনন্দ লাভ করে তখন তাহারা ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়। নির্গুন ব্রহ্ম উপাসক জ্ঞান যোগীদের শুষ্ক সাধনমার্গে কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে তাহাদের কষ্টের পরিমাণ অধিক, কেননা দেহধারীদিগের দ্বারা অব্যক্ত তত্ত্বে পৌঁছান অতিকষ্টেই সম্পন্ন হয়।

যাহারা সমস্ত কর্ম্ম (কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা) ঈশ্বরের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া ভাগবৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ভজনা করে. পুরুষোত্তমে নির্বেশিত চিত্ত সেই সকল ব্যক্তিদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে তিনিই শীঘ্র উদ্ধার করেন।

তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল ভক্তকেই বলিলেন :

মষ্যেব মন আবৈৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যাসি মষ্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ "আমাতেই মনকে ধারণ কর, আমাতেই বুদ্ধিকে প্রবেশ করাও ; এই দেহত্যাগের পরে আমাতেই তুমি বাস করিবে ;—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"নারদ ভক্তিসূত্রে" দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন :

সা তু কর্ম্মজ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।৪/২৫

অর্থাৎ এই পরাভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন :

যৎ কর্ম্মাভির্যং তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান ধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিত বৈরাপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
সর্গাপবর্গং সদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

১১/২০/৩২-৩৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ "কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান এবং অন্যবিধ শ্রেয়ঃ সাধন-সমূহের দ্বারা যে কিছু ফল পাওয়া যায়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগের সহায়ে সে সকল অনায়াসে লাভ করে। যদি চায় তো স্বর্গ, মুক্তি বা আমার ধামও প্রাপ্ত হয় ।" কিন্তু ভক্ত এ সকলের অভিলাষী নন। কেননা 'ফলস্বরূপত্বাৎ।' না. ভ. সূ. ৪।২৬। অর্থাৎ "ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা বলিয়া অন্য সকল সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ।"

এমন কি যেই রাজযোগীরা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সাধনার দ্বারা কৈবল্য বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের চেষ্টা করেন তাঁহারাও যদি ঈশ্বরের ধ্যান করেন তবে সিদ্ধি অনায়াসলভ্য হয়। পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন:

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা। ১।২৩

অর্থাৎ " ঈশ্বরে প্রণিধান বা ভক্তিযুক্ত ধ্যানের দ্বারা সমাধি লাভ হইতে পারে ।"

* * * * *

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতেছেন: সতত সমাহিত যে সকল ভক্ত তোমার এইরূপে (লীলাধীশ ঈশ্বররূপে) এবং যাহারা তোমার অব্যক্ত অক্ষর (ব্রহ্ম) রূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যোগিশ্রেষ্ঠ কাহারা ? তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ । ১২।২

অর্থাৎ "মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া যাহারা নিত্য এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসন করে, আমার মতে তাহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ ।"
কেননা—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবপ্যতে। ১২/৫

অর্থাৎ "অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা দেহধারী, তাহারা অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ করিয়া থাকে ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির স্বরূপ ও তাহার লক্ষণ

নারদ ভক্তিসূত্রে বিশেষভাবে ভক্তির স্বরূপ ও পরাভক্তের অবস্থাবর্ণন রহিয়াছে। নারদ বলেন:

সা তু অস্মিন্ পরম প্রেমরূপা। ১।২

অর্থাৎ "সেই ভক্তি কিন্তু এই পরমেশ্বরে পরম প্রেমরূপা।" এখানে 'কিন্তু' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হইল যে এই প্রেম আর কোন অন্য বস্তু বা ব্যক্তির উপর নহে। যদি স্ত্রীপুরুষের ভালবাসাকে প্রেম বলা হয় তো ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগকে পরমপ্রেম বলা হইতেছে। ইহাই ঐকান্তিক প্রেম বা প্রেমাভক্তি।

বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রেমে মানুষ সংসারে যুক্ত হয়। প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিয়োগে দৈবীসম্পদসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তির সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মায়।; সাধারণ লোকের কাছে যাহা যোগ (সংসারের সহিত যুক্ত হওয়া) ভক্তের কাছে তাহাই বিয়োগ (ঈশ্বর বিরহ)। কিন্তু তাহা আসে সাংসারিক বিরহের মাধ্যমে। তখন বিয়োগ আবার পরাযোগে পরিণত হয়। অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ হইতেই সাধনার সূত্রপাত হয়। কর্ম্মভোগ তখন কর্ম্মযোগে পর্য্যবসিত হয়। ফলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। শেষে ঈশ্বর লাভ হয়। গুণকার্য (সত্ব, রজ: তম:) এই তিন গুণের কাজ শেষ হইলে গুণাতীত পরমাত্মায় প্রবেশ লাভ হয়, অমরত্ব লাভ হয়। কেননা ভক্তি যে শুধু পরমপ্রেমরূপা তাহাই নহে, ভক্তি 'অমৃতস্বরূপাচ'। না. ভ. সূ. ১।৩॥ অর্থাৎ" এই ভক্তি অমৃতস্বরূপাও বটে। ভগবান্ লাভের যে আনন্দ তাহার আর ক্ষয় নাই, নাশ নাই, ব্যয় নাই। ব্রহ্মানন্দ লাভের ফলে সাধক অভয়, অমর হইয়া যান। সেই ব্রহ্মের এক কণা পাইয়া জগৎ আনন্দময় হইয়াছে।

এই প্রেমভক্তি লাভ হইলে সাধক বা ভক্তের কি হয় সেই প্রসঙ্গে নারদ বলিতেছেন:

যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো
ভবতি তৃপ্তো ভবতি।১।৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ "যেই প্রেমভক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণভয় অতিক্রম করে এবং পরমা তৃপ্তি লাভ করে।" এখানে সিদ্ধ হয় বলিতে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে সাধকের অনিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় তবে কম বলা হইবে। কেননা যদিও সিদ্ধ ভক্তের কাছে এই সকল সিদ্ধি আপনা হইতে আসে তথাপি এইগুলিকে মৌচাকের মত মনে করিয়া মধুমক্ষিকার দংশন হইতে দূরে থাকেন। মৌচাকের মধু তো ভক্তের কাছে মধুমক্ষিকাবিহীন হরিরসভাণ্ড। হরিভক্তিরসপানে তিনি এত বিভোর, এত পরিতৃপ্ত, আত্মারাম যে তাহার আর অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন নাই। তবে যদি কোন সিদ্ধভক্ত সংসারে ঈশ্বরকার্য্য সম্পাদনের জন্য, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের জন্য, অধিকারিক পুরুষ হিসাবে অনিমাদি সিদ্ধি ব্যবহার প্রয়োজন মনে করেন তবে তাহার প্রকাশ বা ব্যবহার কখনও কখনও আপনা হইতে হইয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও ভক্তমাল গ্রন্থে এই জাতীয় অনেক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

নারদ আরও বলিতেছেন :

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। ১।৫

অর্থাৎ যে ভক্তি লাভ হইলে পর ভক্ত আর কিছু বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করেন না, কোন বস্তুর নাশে শোক করেন না, কোন কিছু পাইয়া আহ্লাদিত হন না বা কোন বস্তু পাইবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন না।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেনঃ

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং।
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা।
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতিমদ্‌বিনান্যৎ ॥ ১১/১৪/১৪

অর্থাৎ আমার যে ভক্ত আমাতে মনবুদ্ধি অর্পন করিয়াছে সে আমাকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, অষ্টযোগসিদ্ধ বা বিদেহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি কিছুরই কামনা করে না।" শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতার এইরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত পরাভক্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ। ১২।১৭

অর্থাৎ যিনি অনুকুল লাভে হৃষ্ট হন না, প্রতিকূল-লাভে দ্বেষ করেন না, যিনি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, যিনি পুণ্য ও পাপ এই দুইটীকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয় (বিশেষ ভাবে আপন জন)।"

এই প্রকার ভক্ত কায়মনে পবিত্র, নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিপুণ, উদাসীন, ফলকামনাত্যাগী, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট সংযতমনা, দয়ালু, নিরহঙ্কার, নিন্দা ও স্তুতিতে সমান এবং সকল প্রাণীর হিতে রত থাকেন। এই প্রকার পরাভক্তের ও গীতার দ্বিতীর অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বিত সিদ্ধি-সম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের সিদ্ধ বা মুক্ত অবস্থা একই পর্য্যায়ের। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্।
আত্মনেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত দোচ্যতে। ২।৫৫

অর্থাৎ "হে পার্থ, যখন কেহ নিজের মনের সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।" আদিকাল হইতে ভারতবর্ষে মুনি-ঋষি, মহাত্মগণ এই স্থিতপ্রজ্ঞের ও পরাভক্তের আদর্শই আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

—[*]—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ দুঃখ কোথায় ?

(১) দেহীর দুঃখ নাই

দেহী দেহ এক নয় ?
এ-বিষয়ে সংশয়
অবোধের আছে চিরদিন ।

জানে না সে, দুখেসুখে
দেহী শুধু বসে "দেখে",
দেহ "ভুগে" করম-অধীন ।

জাগা-মন সারাদিন
ভাবে কতো সীমাহীন
সুখদুখ কতো অনুভূতি ।

ঘুমালে খবর তার
মন কি রাখিবে আর
কোথা ভেসে যাবে তার স্মৃতি !

নিশাকালে নিদ্রায়
মানুষ ভুলিয়া যায়
কী ছিল সে জাগরণে, দিনে,

জীবন-নাটক তার
হয়ে যায় একাকার
নিজেকে তখন নাহি চিনে ।

যে-জীবনে সুখ নাই,
আশার কুসুম ছাই,
সান্ত্বনা শুধু আঁখি-জল,

যে-অভাগা নাহি পায়
নিদারুণ বেদনায়
দুখভার বহিবার বল,

তারও জ্বালা যায় চলে
সুপ্তিমগন হ'লে
নামরূপ-আমি যা'তে লীন;

এই দেহটা যে আমি
সেই ভ্রম যায় থামি,
সুপ্তিতে অনুভূতি-হীন ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূতি—হীন মনে
অজ্ঞাতে সুধা আনে
যাঁহার পাবন পরশন
অজ্ঞান হ'লে দূর
তাঁরে ল'য়ে ভরপূর
তুরীয় ভূমায় বিচরণ।
'অ', 'উ' 'ম'-র সীমাশেষে
তুরীয় নীরবে এসে
প্রণবের পরম প্রকাশ

প্রণবের মহিমায়
নামরূপ ভেসে যায়
দেহদেহী-সমজ্ঞান নাশ।
আমার বলিতে যার
সুখদুখ নাহি আর
সোহহং চেতনা যার হয়,
নেতি নেতি বিচারেতে
শান্ত শিবের সাথে
তুরীয়ে তাহার মনোলয়।

(২) মাতৃশরণাগত সন্তানের দুঃখ থাকলেও নেই।

যদি কভু দুখ আসে
তখনি মায়ের পাশে
বায়ুবেগে উড়ে যায় মন,
তাহার শিয়রে বসে
মা-জননী ভালো বেসে
দিয়ে যায় পরশ-রতন।
ব্যথার কাতর ডাকে
প্রাণ ভরে পায় মাকে
পুরাপুরি মায়েরি তো দায়,
যাতনা ভুলিয়া যায়
যদি সে শুনিতে পায়
মধুর মায়ের ডাক
"আয়। বাবা আয়"।

মার ডাকে পাতি কান
নিরাশায় পায় প্রাণ
জ্বালা যায় মায়ের স্মরণে
পুরা বোঝা সরে যায়
পারে যদি মার পায়ে
নিবেদিতে, আকুল শরণে।
বিপদবারণ যিনি,
বিপদ পাঠান তিনি
"বিপদে বিপদ হয় ত্রাণ"—
জননীর এই বাণী
বিনা বিচারেতে মানি
বিপদ হইতে আসে জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন ভরিয়া যত
পড়া গীতা ভাগবত
হয়তো বিশেষ মনে নাই;
মায়ের মুরতি খানি
মনোমাঝে আনে বাণী—
শ্রীচরণে মা দিয়াছে ঠাঁই।
অকূল পাথারে শোনে
মা যেন কহিছে কাণে—
"আমি আছি, তবু তোর ভয়?"
সে-সুধা বচন শুনে
সে-শুভ লগন ক্ষণে
দুখ আর দুখ নাহি রয়।

তুরীয়তে কাজ নাই
অন্তরে যদি পাই
জননীর পরশ-রতন।
মাকে কাছে পেলে মনে
নিদ্রায় জাগরণে
দুখমাঝে পুলকিত মন।
বিপদ বুঝি, মা! তব
"বকামৃত" নব নব?
নিগ্রহকৃপা প্রাণারাম?
যেরূপেই আসো তুমি
ভালো যেন বাসি আমি
হাসি-মুখে স্ফুরে যেন নাম।

(৩) মায়ের কোলের শিশুর আছে শুধুই সুখ।

সোহহং-চেতনে সুখী ঋষিগণ
হাসি-মুখে শিশু মাকে টানে;
জননীর কোলে শিশু না তুলিলে,
মার মুখে হাসি কে বা আনে?

মাতাপুত্রের আঁখি-বারতার
মরম জানে কি মুনি জন?
লীলার বিলাসে মা'র বাহুপাশে
শিশু-মনে বাঁধা মহা-মন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাময়িকী

'আনন্দবার্ত্তা'র বিগত কয়েকটি সংখ্যায় 'সাময়িকী' লেখার অবসর পাইনি। এবার থেকে যাতে মাতৃলীলার এই মধুমন্দাকিনীধারা সতত সঞ্চরণশীলা হয়ে নিত্য নব আনন্দ ও আশীর্বাদানে সমর্থ হয় তার জন্য আন্তরিক এবং ব্যবহারিক চেষ্টার ত্রুটি করবো না। ছিন্নসূত্র পূর্ণগ্রথিত করার জন্য ধারাবাহিকতার সহজ আশ্রয় ত্যাগ করে হরিদ্বারে মহাকুম্ভপর্ব্বে শ্রীশ্রীমার লীলার বর্ণনায় মনোনিয়োগ করছি। আগামী সংখ্যা থেকে আবার শ্রীশ্রীমার ধারাবাহিক লীলার গ্রন্থনায় সচেষ্ট হবো।

শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে দিল্লী আশ্রমে ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহের পূর্ণাহুতি ও ভাণ্ডারা সম্পন্ন হোলো। উৎসব শেষ; 'উৎসবময়ী মা'—আর কি সেখানে থাকেন? পরের দিন মধ্যাহ্নে মোটরে করে যাত্রা করলেন হরিদ্বারের দিকে। একরাত্রি রামঘাটের 'জয়পুরিয়া হাউসে' কাটিয়ে পরের দিন সকালে কনখল আশ্রমে চলে এলেন।

প্রতি বার বছর অন্তর হরিদ্বারে কুম্ভমেলার পুণ্যপর্ব্বে মহাস্নানের যোগ উপস্থিত হয়—একথা ধার্ম্মিক হিন্দুমাত্রই জানে। এই সময়ে অগণিত সাধু, মহাত্মা, সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহন্তগণ এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে হরিদ্বারে উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মকুণ্ডের অমৃতদ্রব মাগঙ্গার শীতল পবিত্র জলে অবগাহন স্নান করে নিজেদেরকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

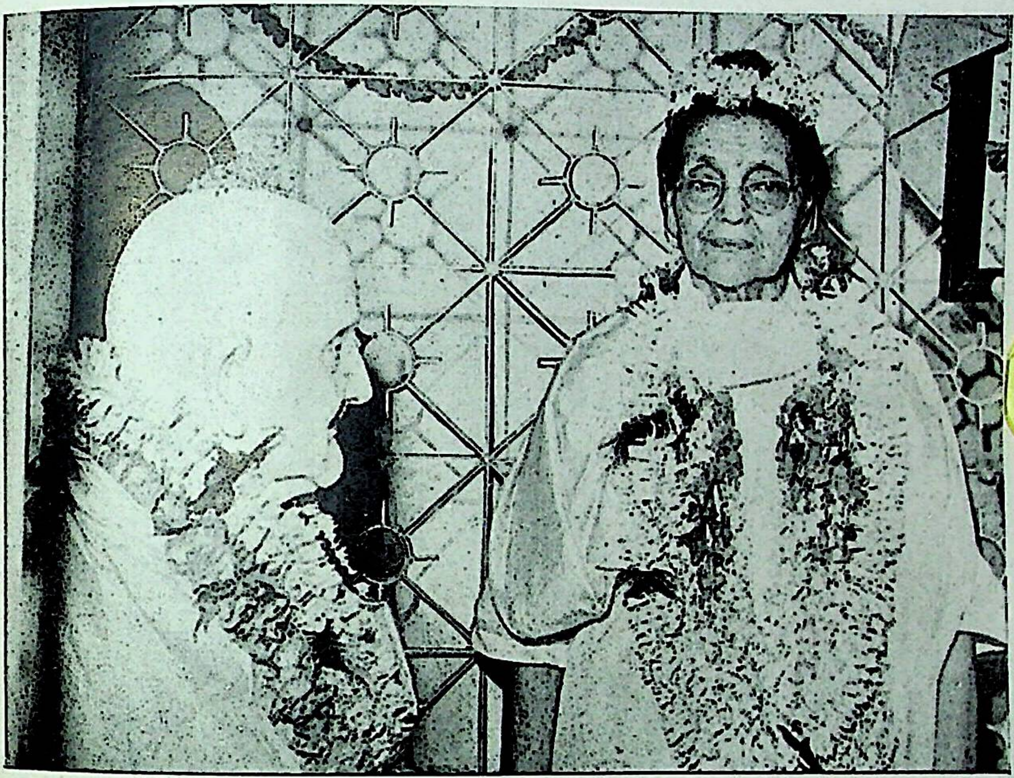

Ma during installation ceremony of Didima's Statue at Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বছরে হরিদ্বারে আবার পূর্ণকুম্ভের যোগ উপস্থিত। এর আগে ১৯৩৮ সালে, ১৯৫০ সালে এবং ১৯৬২ সালের পূর্ণকুম্ভের স্নানে শ্রীশ্রীমা হরিদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। গত পূর্ণকুম্ভের সময় নিরঞ্জনী আখড়ার মহন্তগণ শ্রীশ্রীমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে সুসজ্জিত হাতির উপর বসিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শ্রীশ্রীমার নিজের কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প নেই। "যখন যেমন তখন তেমন—যা হয়ে যায়" — ভাব। আখড়ার মহন্তগণ নিজেরাই শ্রীশ্রীমার কাছে এসে তাদের আমন্ত্রণ জানান এবং তারাই সব ব্যবস্থা করে। এবারের এ পূর্ণকুম্ভের স্নানের লীলা-প্রসঙ্গের প্রধান পুরোহিত-আমন্ত্রক এবং ধারক হলেন কনখলের মহানির্ব্বানী আখড়ার মোহন্ত শ্রীগিরিধর নারায়ণ পুরীজী মহারাজ। দিদিমার মহাপ্রয়াণের সময় থেকেই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে মোহন্তজীর বিশেষ পরিচয় আরম্ভ হয়। দিদিমার সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রী১০৮স্বামী মঙ্গলগিরিজী মহারাজ এই মহানির্ব্বাণী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন। দিদিমার মহাসমাধি—লাভের কথা শুনে মোহন্তজী ছুটে কনখল আশ্রমে আসেন এবং সন্ন্যাসীর শেষকৃত্য যা কিছু করণীয় তা তিনি স্বয়ং উদ্যোক্তা হয়ে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত সকলকে দিয়ে করিয়ে নেন। এর পর থেকে ধীরে ধীরে মোহন্তজীর শ্রীশ্রীমার প্রতি আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ চন্দ্রকলার মতো বাড়তে থাকে। স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাও তাঁর স্নেহের ও কৃপার সিঞ্চনে মোহন্তজীর সেই ভাবাংকুরকে ধীরে ধীরে নবকিশলয়যুক্ত ফল-ফুলভারাবনত পরিপূর্ণ মহীরুহে রূপান্তরিত করেন। এখন মোহন্তজী আমাদের আপনজন—শ্রীশ্রীমার পরম স্নেহের পাত্র। দিদিমাকে নিমিত্ত করে শ্রীশ্রীমার কনখললীলাকাহিনীর প্রধান ঋত্বিজ।

শ্রীগিরিধর নারায়ণজী শ্রীশ্রীমার কাছে আমন্ত্রণ জানান যে এবারের পূর্ণকুম্ভের স্নানের সময় মহানির্ব্বানী আখাড়ার শোভাযাত্রার অন্যান্য মাননীয় মহামণ্ডলেশ্বরগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও যেন অগণিত পুণ্যার্থী জনতাকে তাঁর অমোঘ দর্শনদানে ও কৃপা বর্ষণে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমা মোহন্তজীর আমন্ত্রণ স্বীকার করেন। পূর্ণকুম্ভস্নানের কার্য্যক্রম অনুসারে ১১ই ফেব্রুয়ারীর দিন প্রথম শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। হিন্দীতে ঐ শোভাযাত্রাকে বলা হয় 'শাহী প্রবেশ'—মানে ঐদিন শুভ-মুহূর্ত্তে পূর্ণকুম্ভস্নানের জন্য সমাগত সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং মোহন্তগণ নিজনিজ মণ্ডলীর শোভাযাত্রা করে রাজকীয় আড়ম্বরে হরিদ্বারে প্রবেশ করবেন এবং নিজনিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধ্বজাস্থাপন করে স্নানের পর্ব্বের উদ্‌ঘাটন করবেন।

হরিদ্বার থেকে চার মাইল দূর জ্বালাপুর থেকে প্রায় দুপুর ১টার সময় ঐ দিন মহানির্ব্বানী আখাড়ার পক্ষ থেকে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নানা রকম সোনার-রূপার কারুকার্যকরা রথে মহামণ্ডলেশ্বরগণ উপবিষ্ট। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসেন তাঁদের শিষ্য ও ভক্তগণ। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ব্যাণ্ডপার্টি এবং নাগাসাধুরা আছেন। মধ্যভাগে মহামণ্ডলেশ্বরগণ। আর শেষভাগে শ্রীশ্রীমায়ের রথ এবং আমাদের আশ্রমের কীর্ত্তন দল ও দিল্লীর কীর্ত্তনপার্টি।

সোনা-রূপার কারুকার্য্যখচিত সুসজ্জিত রথে শ্রীশ্রীমা সমাসীনা। রথের বাহক শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তগণ। আগে আগে কীর্ত্তনদল সুমধুর নাম-সংকীর্ত্তন করে চলেছে। এরও আগে আছেন সুন্দর সাজানো পাল্কীতে ভগবান পদ্মনাভজীর রূপার প্রতিমুর্ত্তি। শ্রীশ্রীমার নয়ন করুনামাখা—হাতজোড় করে সকলের প্রণাম-শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ করছেন—আর অজস্রভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন নিজের আধ্যাত্মিক ভাব-জ্যোতিকে। ৭টি ঘণ্টা শ্রীশ্রীমা ঐভাবে শান্ত সমাহিত হাসিমাখা মুদ্রায় রথে বসে ছিলেন। কনখলে সন্ধ্যার আগে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছলো। ধ্বজারোপন ও 'শাহীপ্রবেশ' সমাপ্ত হলো। এরপর হরিদ্বারে আরম্ভ হোলো কুম্ভযোগের আসল মেলা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে কুম্ভস্নানের যোগটা কি তার একটু আলোচনা করে নিচ্ছি। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেক তিন বছর অন্তর অন্তর পুণ্যসলীলা গঙ্গাতটে হরিদ্বারে, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংযোগস্থল প্রয়াগরাজ ত্রিবেনীতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বচ্ছসলিলা শীর্ণদেহা শিপ্রাণদীতটে উজ্জয়িনীতে এবং ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গোদাবরীতটে নাসিকে কুম্ভপর্ব্বের মহাযোগ হয়ে থাকে। এই মহাযোগে ঐ তীর্থচতুষ্টয়ে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা সমবেতভাবে স্নান এবং দান সাধুদর্শনে ও সদালোচনায় সৎসঙ্গে নিজের জীবনের অমূল্য উপযোগ করে কৃতার্থ হয়। বিনা আমন্ত্রণে এই মহামেলার অনুষ্ঠান। এখানে আসার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রনের আবশ্যক হয় না। অথবা সেই অন্তর্যামী অনন্তের আহ্বানে আবহমান কাল থেকে মানুষ এখানে আসে নিজের আত্মার টানে—অনন্তের মধ্যে অখিলের মধ্যে নিজেকে পাওয়ার নিজেকে দেখার জন্য উপস্থিত হয়। কবে থেকে এই কুম্ভমেলার সৃষ্টি একথা কালের মধ্যে লুকিয়ে আছে—তার হদিস পাওয়া খুবই কঠিন যদিও কালবাদী-ঐতিহাসিকেরা তাদের অনুসন্ধান আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এজাতীয় স্নানের মাহাত্ম পাওয়া যায় না। কুম্ভমেলা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেলা। এই মিলনের তুলনা হয় না। সেই মিলনের যোগে যদি শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্য পাওয়া যায় তার কি আর তুলনা আছে? সে যে অনুপম উপমেয় হয়ে আমাদের হৃদয়ে ধরা দেয়।

শব্দার্থের দিক দিয়ে 'কুম্ভ' শব্দের দুটি অর্থ আমরা পাই : ঘট বা কলস এবং আকাশস্থ কুম্ভরাশি। সর্ব্বপ্রথমে কুম্ভের উৎপত্তি হয় ক্ষীর সাগরে। পুরাণে এর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অমৃত প্রাপ্তির জন্য দেবতা এবং অসুরগণ সাগর মন্থন করেন এবং ১৪টি রত্ন প্রাপ্ত হন। এর মধ্যে রত্নরাজ হলেন অমৃতময় কুম্ভ। দেববৈদ্য ধ্বনন্তরী এই অমৃতপূর্ণ কলস নিয়ে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। ধ্বনন্তরীর হাত থেকে অমৃতকুম্ভ ছিনিয়ে নিয়ে অসুরগণ অদৃশ্য হয়ে যান! দেবতারা প্রমাদ গণলেন। সমুদ্রমন্থন ব্যর্থ হয়ে যায়। দেবগুরু বৃহস্পতি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্য এরাও অসুরগণের পিছনে পিছনে অদৃশ্যভাবে চলতে লাগলেন এবং যাতে অসুররা অমৃত উপভোগ না করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হলেন। পুরাণ বলে ঐ অমৃতময় কুম্ভ তিনদিন হরিদ্বারে, তিনদিন প্রয়াগে, তিনদিন উজ্জয়িনীতে এবং তিনদিন নাসিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং ঐ বারদিন বৃহস্পতি, চন্দ্রমা, এবং সূর্য্য ঐ কুম্ভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজাগ প্রহরী হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন এবং অসুরদের অমৃত পান করতে দেন নি। অমৃতপূর্ণকুম্ভকে এইভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে—ঐ সব পুণ্যময় স্থানে কুম্ভের থেকে কিয়দংশ অমৃত পড়ে যায়। দেবতারা মানবদের জন্য ঐভাবে অমৃতদান করেন। এরপর থেকে ঐ অমৃত গ্রহণের জন্য এবং অসুরের হাত থেকে অমৃত কুম্ভের রক্ষণ এবং বিতরণ কাহিনীকে মনে রাখার জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পূর্ণকুম্ভের স্নান-যোগ আসে। দেবতাদের একদিন আমাদের পৃথিবীবাসী মানবদের ১ বছর—তিনদিন মানে তিন বছর—তাই প্রতি তিন বছরে এই অমৃতপ্রাপ্তির পূর্ণকুম্ভ যোগ।

দেবগুরু বৃহস্পতি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্য এই তিন দেবতারা একত্রে মিলে অমৃত কুম্ভের রক্ষা করেছিলেন। তাই জ্যোতিষের গণনানুসারে যখনই ঐ তিনগ্রহ একত্র হন তখনই কুম্ভপর্ব্ব হয়। প্রত্যেক বার বছরে দেবগুরু বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে সঞ্চার হয়। সূর্য্য মেষরাশিতে বছরে একবার আসেন (১৩ই অথবা ১৪ই এপ্রিল) এবং একমাস অবধি অবস্থান করেন; আর চন্দ্রমা প্রতিমাসে আড়াই দিনের জন্য মেষরাশিতে সঞ্চার করেন। যখন বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে, চন্দ্রসূর্য্য মেষরাশিতে এবং অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান করেন তখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগ হয়।

পূর্ণকুম্ভযোগের পৌরাণিক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে যা মহত্ত্ব তার কিছু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই কুম্ভপর্ব্বের বিবরণ অতি সুন্দর। এই পর্ব্বের মধ্য দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক সাধনার ফল্গুধারা নিত্যপ্রবাহিত যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে করার চেষ্টা করছি।

তত্ত্বদর্শিগণের মতে মহাকুম্ভপর্ব্ব দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা মথিতার্থরূপ অমৃত প্রমেয়। প্রত্যেক মানবের মনে বিবেক আর বিকার উৎপন্ন হয়ে কখনও শ্রেয়ের পথে কখনও প্রেয়ের পথে মানবকে চালিত করে। বিবেক ও বিকারের নিত্য সঙ্ঘর্ষ মানবের মধ্যে চলে আসছে। বিবেকের দ্বারা মানবের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, অত্যন্ত সুক্ষ্ম হয় এবং প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব জানবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তার ব্যবহারে আচরণে দৈবী সম্পদের দর্শন হয়। মানব তখন দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষশীল মনে বিকারের আবির্ভাব। আসুরীভাবের প্রবেশ। বিকৃত মনে যত দুর্ব্যবহার আর দুর্ব্যসনের সমাবেশ। ব্যসনী ব্যক্তি সদাই আসুরীগুণের অনুশীলন করে। মানবের জীবনই হোল অগাধ ক্ষীর সমুদ্র। জীবনে দৈবী আর আসুরী গুণের সংঘর্ষই সমুদ্র মন্থন। অধ্যাত্ম পথের প্রত্যেক যাত্রীর প্রত্যেক সাধকের পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর একাদশ মনের ওপর ব্যাপ্ত আসুরি ভাবকে নিরস্ত করে, আত্মস্বরূপ অমৃত পানের জন্য জীবন-সমুদ্রমন্থন অনিবার্য্য। আত্মা হলেন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অতীত পরম সুক্ষ্ম তত্ত্ব দ্বাদশ তত্ত্ব। প্রত্যেক দ্বাদশ বছরে জীবনের এক পর্ব্ব শেষ। তার মধ্যেই আত্মা-পরমাত্মার মিলন হওয়া দরকার। তাই এই কুম্ভমেলা। কুম্ভে কুম্ভে ঘটে ঘটে যে আত্মা বসে আছেন—তিনি আজ সকল ঘটের মহামিলন যোগে স্বয়ং প্রকাশ। এই পূর্ণকুম্ভযোগ।

'শাহী প্রবেশে'র পর শ্রীশ্রীমা কয়েকদিন কনখলেই অবস্থান করলেন। এরপর দুদিনের জন্য দেরাদুনে গিয়েছিলেন। আবার কনখলে ফিরে এলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির দিন আবার শোভাযাত্রা হবে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে হরিদ্বারে কুম্ভের স্নান আর শিবরাত্রির ব্রত করা এই লোভে নানা স্থান থেকে বহু ভক্তসমাগম হোলো। তবে এবারে গন্তব্যস্থল 'ব্রহ্মকুণ্ড'। প্রায় তিনঘণ্টায় শোভাযাত্রা কনখল থেকে ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছালে সেখানে গঙ্গাপূজা স্নানাদি সেরে আবার তেমনি ভাবে প্রায় বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা দক্ষ প্রজাপতি মন্দিরে পৌঁছলাম। সেখানে সকলে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে সেদিনের শোভাযাত্রা শেষ হোলো। সহরের মধ্যে রাস্তার দু'পাশে অগণিত নরনারী শ্রীশ্রীমা এবং অন্যান্য মহাপুরুষের দর্শনে জয়ধ্বনি দেয় এবং তাদের করুণা কৃপা গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়।

রাত্রিতে আশ্রমে শিবপূজা হয়। শ্রীশ্রীমা বহুক্ষণ পূজামণ্ডপে বসেন। শিবপূজা ও মাতৃদর্শনে সারারাত আনন্দেই কাটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমা কনখল থেকে কোলকাতার জন্য প্রস্থান করেন এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকালে কোলকাতায় পৌঁছান। বহু বছর পর শ্রীশ্রীমা বেশ কিছুদিন কোলকাতায় অবস্থান করবেন। এর আগে মাঝে মাঝে চুপি চুপি সামান্য সময়ের জন্য এই মহানগরীতে এসেছেন তবে এবারে সকলকে জানিয়ে প্রোগ্রাম স্থির করে আসা হয়েছে। এর আগের সংখ্যায় শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিতে যোধপুর পার্কে যে মহতী ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করা হয় তার বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। কোলকাতার প্রোগ্রাম শেষ হলে শ্রীশ্রীমা দেওঘর, গয়া, নৈমিষারণ্য ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করে ২০শে মার্চ্চ পুনরায় কনখলে আসেন। ২৩শে মার্চ্চ আবার একটি স্নানের যোগ। সেদিনও আখড়ার থেকে যে শোভাযাত্রা করা হয় তাতে শ্রীশ্রীমা যোগ দেন।

২৩শে মার্চ্চের পর শ্রীশ্রীমার কনখলের কার্য্যক্রমে খুবই ব্যস্ততা আসে। এরপর পূর্ণকুম্ভের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্নানের দিন ১৪ই এপ্রিল। মধ্যের এই কয়েকদিন আশ্রমে নানারকমের কার্য্যক্রম চলতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোলো বিভিন্ন আখড়ার এবং আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর, মোহন্ত এবং আচার্য্যদের আমন্ত্রণ, তাঁদের পূজন এবং আরতি। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী-ভোজন দরিদ্র নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থাও ছিল। সারি সারি মহামণ্ডলেশ্বরগণ যখন নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন—এবং তারপরে মালাচন্দন ফলমিষ্টি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে—যখন সকলে মিলে আরতি করা হোলো—তখন বড়ই সুন্দর উপভোগ্য দৃশ্য হোতো। এ ছাড়া বহু সাধু সন্ন্যাসীরা শ্রীশ্রীমার দর্শনে নিত্য আসতো।

১৪ই এপ্রিল সকালে কনখলে দিদিমার সমাধি-মন্দিরে তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থাপনা করা হয়। অপূর্ব্ব প্রাণময়ী মূর্ত্তি। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। মনে হয় যেন দিদিমা জীবন্তরূপ ধরে করুণা বিলাবার জন্য বসে আছেন। তিন দিন ধরে পূজা হোম ইত্যাদি সকল শাস্ত্রীয় আচার পালন করে চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্যময় মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে মূর্ত্তির স্থাপনা করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তির স্থাপনা ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার পরই কুম্ভস্নানের জন্য সকলে তৈরী হয়ে নেয়। এইটাই সবচেয়ে বড় স্নান। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা হরিদ্বারে এসে উপস্থিত। গঙ্গায় স্নান আর সাধুদর্শন এই তাদের কামনা।

এবারের শোভাযাত্রা আর শহরের ভিতর দিয়ে গেল না। কনখল থেকে গঙ্গার অপর পার দিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা ব্রহ্মকুণ্ডে প্রায় ২টা নাগাদ পোঁছালো। গঙ্গামায়ের জয় দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী স্নান করলো — একের পর এক তাদের শোভাযাত্রা এসে স্নান সেরে চলে যেতে লাগলো। সকাল ১০টা থেকে প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত কেবল সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধুরা স্নান করলেন। এরপর সমাগত গৃহস্থদের স্নান চললো সারারাত। শ্রীশ্রীমা ব্রহ্মকুণ্ডে নেমে নিজের শ্রীঅঙ্গে গঙ্গাজল ঢাললেন তবে অবগাহন স্নান করেন নি। সকলের মাথায় গঙ্গার শীতল বারি ছিটিয়ে দিলেন। মা গঙ্গার পূজা করালেন।

ধীরে ধীরে আবার শোভাযাত্রা সন্ধ্যার আগে কনখলে এসে পৌছালো। সকলের থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আশ্রমে চলে এলাম। শ্রীগিরিধর নারায়ণ পুরীজীর নেতৃত্ব খুবই সুশৃঙ্খলার সহিত কুম্ভস্নানের পর্ব্ব শেষ হোলো।

১৫ই এপ্রিল নববর্ষের উৎসব কনখলেই হোলো। ১৬ই শ্রীশ্রীমা দেরাদুনে গেলেন এবং সেই রাত্রেই কাশীর জন্য রওনা হলেন।

এ বৎসর দুর্গাপূজা আমাদের কনখলস্থ আশ্রমে ২১শে থেকে ২৫শে অক্টোবর এবং আগামী সংযম সপ্তাহ মহাব্রত ২৩শে থেকে ২৯শে নভেম্বর স্বামী রামতীর্থ আশ্রম, রাজপুর, দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

LIBRARY
No............

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নম্র নিবেদন

ভি০ পি০ যোগে পাঠানো বহুসংখ্যক "আনন্দবার্ত্তা" নানাকারণে অস্বীকৃত হয়ে ফেরৎ আসতে থাকায় আশ্রমের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে।

এই কারণে "আনন্দবার্ত্তা"
আর ভি০ পি০ তে
পাঠান হয় না।

যে সংখ্যায় যাঁদের চাঁদা শেষ হয় সেই সংখ্যাটির সঙ্গে আমাদের **Reminder Slip** যথারীতি পাঠানো হয়ে থাকে এবং প্রায় তিন মাস অপেক্ষা করা হয়। গ্রাহকগণের কাছে একান্ত অনুরোধ **REMINDER SLIP** পেলেই সময় ও সুবিধামত বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়ে আশ্রমের সেবার কাজে সহযোগিতা করুন।

সম্পাদক
"আনন্দবার্ত্তা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni "	...	...	1.00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XIX		...	58.00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	...	0.50
Amar Vāni	...	...	6.00

BENGALI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	...	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	...	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi	Vol. I—XVI	...	46.50
Akhanda Mahayājna " "	...	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	...	2.50
Amar Vāni	...	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha		...	2.00
Vivek Churamani— " " "		...	3.50

GUJRATI

Mātri Darshan—"Bhaiji"		...	1.50
Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I		...	4.00
—Vol. II		...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	...	...	6.00
Matri Vani (Sayings)	2.00	Special edition	3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Do.	7.50
Mother as Seen by Her Devotees	5.50	Special edition	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji.		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	2.00
Ma Anandamayi Lila		...	15.00

PHOTOS

Photos—various sizes	...		0.50 to 15.00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री श्री आनन्द मयी चैरिटेबल सोसाइटी

ॐ मा

मातृ शरण

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 4727/57

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

বর্ষ ২১ অক্টোবর, ১৯৭৪ সংখ্যা ৪

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

পরামর্শ-পরিষদ্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ…অধ্যক্ষ
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ০, পি০আর০এস, ডি০লিট্
ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম.এ., পি. এইচ. ডি
ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

❀ বার্ষিক চাঁদার হার ❀

ভারতে — সাত টাকা (সডাক)
বিদেশে — (সি মেলে) —১০ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১৫ শিলিং অথবা ২ ডলার
— (এয়ার মেলে)—২৫৲ টাকা অথবা ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং (ইউরোপ)
— ৩৫৲ টাকা অথবা সাড়ে পাঁচ ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)
— প্রতি সংখ্যা—দেড় টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী, এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রাহককে জানুয়ারী সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হয়। আগামী বর্ষের চাঁদা ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্যালয়ে পৌছান দরকার।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথা সময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট, এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমুলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করিতে পারিবেন।

* 'আনন্দবার্ত্তা'য় সমীক্ষা ও সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

* চাঁদা পাঠাইবার সময় এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক্ কমিশন বাবদ অতিরিক্ত ২৲ টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা —

জেনারেল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি
(পাবলিকেশান্ একাউন্ট্)
ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনা পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা —

সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা'
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
কালকাজী, নিউদিল্লী—১১০০১৯
ফোন—৬৩১৩৭৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী চিন্ময়ানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১।	মাতৃ-বাণী	— ...	... ২৩৩
২।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী	— ডাঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য	... ২৩৫
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	— ৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	... ২৪৫
৪।	বিজিজ্ঞাসা	— মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	... ২৫৪
৫।	পরশন	— অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	.. ২৫৮
৬।	ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা	— ডাঃ বিরেশ্বর গাঙ্গুলি	... ২৭০
৭।	পুরানো ডায়েরীর দুই পৃষ্ঠা	— "সুনির্ম্মল"	... ২৭৬
৮।	সোলনে মাতৃ-সৎসঙ্গ	— স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	... ২৮১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

একবিংশ বর্ষ] অক্টোবর, ১৯৭৪ [সংখ্যা ৪

ঃ মাতৃবাণী ঃ

ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ডাক্তার যেমন ফোঁড়া কেটে বিষাক্ত বস্তু বার ক'রে রোগ নিরাময় করে—ভগবানও দুঃখ দিয়ে ধুয়ে মুছে কোলে টেনে নেন। ভগবান সমস্ত দোষ শোধন করেন—বলেন, তোরা আমাকে তোদের সব মলিনতা দিয়ে দে, তার বদলে অমৃতত্ত্ব গ্রহণ কর্। ভক্তকে তিনি ব্যথা দিয়ে দুঃখ দেন, তার আগ্রহ আকুলতা বাড়াইবার জন্য। তার ব্যথার পূজা, চোখের জল তিনি গ্রহণ করেন।

* * * *

টবের মধ্যে যেমন ফুলগাছটী আছে, গাছটী মাটীর সহিত যুক্ত, শুধু টবটী নিয়ে তুমি গাছটীর স্থান পরিবর্ত্তন করাচ্ছ—তেমনি হৃদয়াসনে ভগবানকে স্থাপিত করে নেওয়া। সে রকম উদ্ধ স্থিতি না হ'লে তুমি একাসনে সব সময় বসতে পারবে না। স্থান পরিবর্ত্তন হ'লেও হৃদয়াসনে ভগবান স্থিত আছেন।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটা করা, তা ভাল করে করা। করতে করতেই রস-বোধ হয়।

* * * *

সংসার যাত্রায় সকলেরই মর্ম্মান্তিক বেদনা স্বাভাবিক। বিধির বিধান যাহা। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে স্থির ধীরভাবে কর্ত্তব্য যাহা—সৎ-পরিবেশে করার চেষ্টা। পরমার্থ রাস্তা বিনা মানুষের শান্তি নাই। তাই সর্ব্বাবস্থায়-ই ভগবান স্মরণীয়।

* * * *

জীবজগতে মানুষের সহ্য-ধৈর্য্যের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় কি! নিজেরা নিজেদেরই সান্তনায় সুস্থ থাকা। নিজ নিজ কর্ত্তব্য যাহা সৎ অনুষ্ঠানের ভিতরে পূর্ণ করার চেষ্টা। মানুষের-ই ভগবানকে চিন্তনীয়।

* * * *

পরমার্থ চিন্তনে সাধক-সাধিকার অখণ্ডভাবে লাগা দরকার। অন্য কোন চিন্তা গ্রহণীয় নয়। যত বেশী সময় পরমার্থ চিন্তনে দেবে, ততই অন্য দিকের মোহ, চিন্তা কমে যাবে। যে এ পথে তন্ময়তার সহিত লেগে যায় তার পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যহানিতেও সাধনার ক্ষতি বা অন্তরায় হয় না। পরমার্থ পথে দৃঢ়ভাবে মন দিলে ভগবান সব ভার নেন।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী

ডা: বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
এম.এ., পি.এইচ.ডি.

[নয়]

জীবনটা কি একেবারেই শেষ হয়ে যায় ? মৃত্যুর পর আত্মাটা যায় কোথায় ?

কত মুনি ঋষি এ গভীর রহস্যের সন্ধানে জীবন পাত করে গেছেন। আজও যাচ্ছেন। নানা মুনির নানা মত। কেউ দুঃখ পাচ্ছে, কেউ সুখ পাচ্ছে। কারুর সারাটা জীবন শুধু সংগ্রাম করেই কেটে যাচ্ছে। সুখ শান্তির মুখটুকুও চোখে পড়ছে না। আবার কেউ কোনো অশান্তির বোঝা মাথায় না নিয়েই দিব্বি সারাটা জীবন সুখে কাটিয়ে দিচ্ছে। এসব দেখেও তো মানুষ মাঝে মাঝে বিশ্বাস হারাতে বসে। কিসের বিশ্বাস ? আত্ম বিশ্বাস। ধর্ম্মানুশাসনে বিশ্বাস।

কেউ বলে এটা জন্মান্তরের তপস্যার ফল। কেউ বলেন প্রারব্ধ। আজও দুনিয়ার দর্শনে জন্মান্তরবাদটা একটা রহস্য।

মা আনন্দময়ীর জীবনটাই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয় কি ? যা কিছু ঘটছে, যা কিছু ঘটেছে তাঁর জীবনে সে কি কখনও একটা জীবনের কৃতীফল হতে পারে ? এঁর পিছনে যে সব চেয়ে বড় সত্যটা সমস্ত জীবনটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হলো পূর্ব্বজীবনের পূর্ণ পুণ্যফল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁরা মাকে রোজ দেখছেন তাঁরা ক্ষণিকের পুণ্যে দেখছেন না। বহুদিনের তপস্যায়, বহু সাধনার ফলে তাঁরা মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন, পাচ্ছেন।

সমস্ত জীবন যাঁরা সৎপথে চলে মানুষের উপকার করে, সৎচিন্তায় জীবন যাপন করে গেলেন, আনন্দ উপভোগের জায়গায় কেবল অবহেলা, তাচ্ছিল্য, মনোবেদনা পেলেন তাঁরা কোথায় যাবেন? বিধাতার বিচার কোথায়?

বিচারে চুলচেরা ভুল নেই। সব হিসেব ঠিক তোলা আছে।

মা বলেন, "জন্মান্তর সত্য বই কি। চোখটা খারাপ হয়েছে। চোখের উপর ছানি পড়েছে। সেটা অপারেশন করলে যেমন পূর্ণদৃষ্টিশক্তি পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে ধ্যানযোগে শুদ্ধ মনে জপ ধ্যানে মন্ত্রপাঠে মন অন্য জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে বইকি। তখন যে মানুষের দেহতত্ত্বের বিকাশলাভ ঘটে। পূর্ব্ব জন্মের সব কথা মনে ভেসে ওঠে।"

মা কি কখনও বানিয়ে বলতে পারেন? তিনি যে নিজের জীবনে বিভিন্ন ষ্টেজে, বিভিন্ন ভাবে এসব অনুভব করেছেন, আপন দৃষ্টি-প্রদীপে দেখেছেন, জেনেছেন। যেটা আরও মজার, আরও আনন্দঘন, আরও সহজ সরল অন্যকে দেখিয়েছেন, জানিয়েছেন, শুনিয়েছেন। দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

মা যখন কারুর দিকে তাকান সেদিকে কেউ কি কখনও লক্ষ্য করেছেন? দৃষ্টিটা উদাস নয়। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ নয়। মধুমাখা মায়ের দৃষ্টিটা অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি। মা দেখছেন তাঁর সামনে দাঁড়ানো সন্তানটা কে। কি ছিল, কি আছে, কি হতে চলেছে।

নিজমুখে মা বলেছেন, "তোদের দেখলে কখনো তোদেয় জন্মজন্মান্তরের ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে।"

এমনি ভাবেই মা তাঁর সামনে দাঁড়ানো অনেক সন্তানের ভিতর একজনের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগে বলেছিলেন ছেলেটি তাঁর ভাই ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈশবে মায়ের সেই ভাইএর একটা হাত আঘাত লেগে ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাতখানা অনেকদিন বেঁকে ছিল। কি আশ্চর্য এই ছেলেটির ঠিক সেই হাতখানা বাঁকা ছিল। সেটা অনেকেই খেয়াল করেছিলেন।

অন্তর্দৃষ্টির ভাবটা আনা শক্ত নয়। পবিত্র মনে সর্ব্বদা দৃষ্টিপ্রদীপ ধরা পড়ে। মা বলেন, "দুনিয়াটা হলো দুইকে নিয়া। মানে, পৃথিবীতে আসা যাওয়া, গতা, গতি। জন্ম, মৃত্যু। তাই দুঃখ। সেই দুঃখ থেকে বাঁচার জন্য চাই সৎ চিন্তা, সৎ আলোচনা, সৎ গুরু, সৎ সঙ্গ। সব সময়েই সৎলোকের সঙ্গ নাও পাওয়া যেতে পারে। তখন কি করবে? তখন একা বসে সৎ চিন্তা করবে। সৎভাবের সঙ্গই সৎসঙ্গ।"

মা বলেন কি করে মনে ভগবদ্ভাব জাগবে? কি করলে মন স্থির হবে?

"একখানা ঘর বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখো। ধূপ দিয়ে ধুনুচি দিয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে। তাতে মনটা পবিত্র হবে। মন পবিত্র হলেই ঈশ্বরে মন নিজে থেকে আকৃষ্ট হবে। তবেই আনন্দ, তবেই চিদানন্দ, তবেই সচ্চিদানন্দ।

মা আনন্দময়ী বলেন, "মনের একমাত্র লক্ষ্য হলো আনন্দ। পাকা আনন্দ, স্থায়ী আনন্দ। যে আনন্দ উবে যায় না। বিষয়ে আনন্দ আছে, সেটা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। কর্পূরের মত সেটা দুদিন যেতে না যেতে উবে যায়। বিষয়ের আনন্দ আস্বাদনের পরক্ষণই ক্ষীণ হয়ে যায়। মন তখন নতুন আনন্দলাভের আশায় বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়। মনটা তখন স্থির থাকতে পারে না। বিষয় আকর্ষণই চাঞ্চলতার মূল কারণ। মনটা তখোন থাকে চির অতৃপ্ত। সে প্রকৃত আনন্দ পাবে কি করে?

অমৃতের পিপাসা কি কখনও জলে মেটে? মনে শান্তি আনতে হলে, আনন্দ পেতে হলে, স্থিরতা খুঁজতে হলে তাকে এই অমৃত খুঁজতে হবে। স্থায়ী আনন্দ স্বাদ তখনই জুটবে। আনন্দ স্পর্শ একবার জুটলে আর অন্য কিছুতে মন টিকবে না। মা বলেন নিত্যবস্তুর সঙ্গে যোগলাভ করলে মানুষের মন অনিত্য বিষয়ের পিছনে অশান্ত পাগলের মতন ছুটোছুটি করে মনোবেদনায় দিন কাটায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ ছাপোষা মানুষ দিন এনে দিন খায়, সে কি করবে ? কোথায় যাবে, সে যে অতশত বোঝে না। তার জন্য মা ঠিক বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মা বলেন সাধারণ মানুষের জন্য পাঁচটা সহজ সরল পথ রয়েছে। প্রতিটিই আলাদা ভাবে স্বয়ংই সম্পূর্ণ। ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন, পাঠ, সৎসঙ্গ। এর যে কোনো একটা নিয়ে থাকলেই হলো। উচ্ছল হাসিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে মা বলেন, এক তরকারীতে অরুচি হতে পারে, তাই পাঁচ তরকারীর বন্দোবস্ত। যে কোনো একটা নিয়ে থাকলেই আত্ম-শুদ্ধি, আত্ম-মুক্তি। যে কোনোটাতেই পূত ভক্তি। এত সহজ সরল পথ আর কোথায় কে দিয়েছে।

শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ ভক্তি থেকেই প্রেমের বিকাশ।

শুধু দেও দেও থেকেই হলো দেহ। একে যত দেবে এ ততই নিয়ে চলবে। যতদিন দেহ বোধ আছে ততদিন অভাব বোধ আছে। যতদিন অভাব বোধ আছে ততদিন মনের চঞ্চলতা আছে। সংসারে ঠিক সেই পাকাল মাছের মতনটি থাকতে হবে। ঠাকুর বলতেন ঠিক পাকাল মাছটির মতন থাকবি। সে পাঁকে থাকে অথচ পাঁক তার গায়ে লাগে না। সংসারে থাকো, সংসারের বিষয়-বুদ্ধি তোমার বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান বৈরাগ্য বোধ কোনোটাতেই পিছু টানবে না। তবেই তো বাহাদুর।

মা বলেন, জ্ঞানে আর সংশয় সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। সংসার না থাকলে দেহ রইলো বলা চলে না। সংশয়ই সংসার।

এ যেন কথার মাঝে ইঞ্জেকশন। সহজ সরল শব্দ দিয়ে হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেওয়া।

সংশয় শেষ না হলে কর্ম্মক্ষয় হয় না। যেদিন সংশয় শেষ সেদিন কর্ম্মক্ষয়। তখন আর সংসার থাকবে না, দেহটাও থেকে থাকবে না। মা বলেন দেহটা যে নেই সে বোধও থাকবে না ! অজ্ঞানের দৃষ্টিতেই দেহে দেহ থাকা না থাকার প্রশ্ন ওঠে। জ্ঞানীর স্বরূপদৃষ্টিতে এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয়হীন পরমস্থিতিতেই পরম শান্তি। ঠিক উল্টোটাও বলা চলে। পরম শান্তিতেই সংশয়হীন পরমস্থিতি। মনটা একবার স্থির হলে শরীরটা তুলোর মতন হাল্কা হয়ে আসে। মনে হয় যেন আকাশে উড়ে বেড়াতে চলেছে। সমাধিতেই সাধারণত এই ভাবটা আসে। অনেক সময়ে মনে হয় মনটা আর এ দেহে নেই। প্রথম প্রথম ভয় করে। তারপরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই মানসিক অবস্থায় সব কিছুই ভালো লাগে। সবাইকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীটা তখন মধুময় মনে হয়।

শরীর আর মন যদি মিলে একাকার হয়ে গেল তো আর বাকী রইলো কি?

মুনি ঋষিরা যেতেন দেহ থেকে দেহাতীতে। সেটা যোগ সাধনার ব্যাপার।

আবার অন্য দেহের ব্যথায় এই দেহই একেবারে ভেঙে পড়ে। কি আশ্চর্য। শুধু মানুষের শরীরের বেদনায় সমবেদনা নয়, পশু পাখীর শরীরের বেদনাতেও অনেক সময়ে এই শরীরে ব্যথা লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে এমনটি ঘটেছিল। মা আনন্দময়ীর জীবনে এমনটি ঘটেছিল।

অদূরে দাঁড়িয়ে ভক্তদল ঝগড়া করছিল। একজন আর একজনকে বলছে মেরে ঠিক করে দেব। শাসনের সুরেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। মা শুনেছেন। কাছে ডেকে বললেন, "সে কি কথা? গায়ে হাত তুলবে না।" ওদের জন্য প্রাণ কাঁদে সদা। তারপর বললেন, "ওর গায়ে হাত দিলে এই শরীরে ব্যথা লাগবে। এমনই ব্যাপার।

একদিন একটা গরুর গাড়ীর চালক গাড়ী চালাতে চালাতে জানোয়ারটাকে এমন জোরে প্রহার করছিল যে দূরে দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদনাভরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "গেলাম, গেলাম। মেরে ফেললো।"

সবাই দেখেছিল ঠাকুরের পিঠে দাগ পড়ে গিয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই শরীরকে যা খুশীভাবে রাখা যায়। একে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও মনের মুক্তপক্ষবিহঙ্গের মতন চারিদিক বিচরণ সহজতর হয়। শরীরের নাম মহাশয়। যাহা সওয়াবে তাই সয়। আর মন ?

মনের অবস্থাও ঠিক তাই। যেমনটি চালাবে ঠিক তেমনটি চলবে। একে ঠিক পথে চালাতে যেমন অনেক পরিশ্রমের দরকার, নীচে নামাতে নিমেষ-মাত্র সময় লাগে না। সেইজন্য অলৌকিক শক্তি পাবার আশায় সিদ্ধাই বা ঐ ধরণের সাধনার পথে না যাওয়াই প্রশস্ত।

সবচেয়ে সহজ সরল পথ মায়ের দেখানো পথ 'কলিতে নাম জপ'।

মা বলেন, যে কোন রাস্তা ধরে একবার চলতে তো শুরু করে দাও, দেখবে পথে আরও যাত্রী পাবে। উদ্দেশ্য ঠিক রেখে যে কোন পথ ধরে চললেই পথে যাত্রী পাওয়া যায়। তারাই তোমাকে পথের সন্ধান বলে দেবেন। তুমি চলতে থাকো ত। বসে থাকলে চলবে না।

আবার মা-ই বলেছেন "শরীরটাকে রক্ষা করে চলবে। এ বিষয়ে কেন লক্ষ্য রাখতে বলছি ? যদি মনে করে থাকো যে তাঁকে ডাকবো, এইজন্যই শরীর রক্ষার দরকার তাহলে ততটুকুই করবে। ভোগের জন্য নয়। ভোগ ত পশু পক্ষীও করে থাকে। ডিউটি পুরণ করে যাও। তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখো।"

মা বল্লেন, তাপ সহা মানেই তপস্যা।

তাপ সইতে হবে। সংসার করতে হলে সবার সেবা করতে হবে। দেখা শুনা করতে হবে। সংযম ব্রত দিয়ে মন শরীর শুদ্ধ করতে হবে। সৎ চিন্তায় সময় কাটাতে হবে। ভোগ ছাড়তে হবে। ঘুম কমাতে হবে। আহারাদি শুধু যতটুকু দরকার।

তিতিক্ষা হলো শেষ কথা। তিতিক্ষা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। অপরিসীম ধৈর্য্যের দরকার। এসবই যেন পরীক্ষার অঙ্গ। জীবনটাই যে একটা পরীক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনটাকে খাঁটি করতে পারলে জগৎটা খাঁটি হয়ে যাবে। সব কিছু আপনা থেকেই ভালো লাগবে। তা মা বলেন মাঝে মাঝে সংযম ব্রত করবে। সংযম কালে তিনি কাউকে অবহেলা করতে বলেন নি। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন নি। বরং সবাইকে আরও উচুঁতে তুলে ধরেছেন।

সংযম দিনে পতিকে পরম পতিভাবে, স্ত্রীকে দেবীভাবে, ছেলেদের বাল গোপাল ভাবে, মেয়েদের কুমারী ভাবে দেখবে। মন তাতে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠবে। সংসারটা মনে হবে একটা আনন্দের হাট।

এইজন্যই ত মা আনন্দময়ীর ধরায় অবতরণ।

মা মানুষের রূপে জগতে এসেছেন কেন? জগতের কল্যাণের জন্য। জনমানসের মুখে হাসির রেখাটুকু ফোটাবার জন্য। শোক সন্তপ্ত চিত্তে শান্তিবারি ঢালার জন্য। না হলে সিদ্ধযোগীণীর কখনও পুনর্জন্ম হয় না। সত্যকে যে জেনেছে, জ্ঞানাঞ্জন যাঁর খুলেছে, নিজেকে যে চিনেচে এ পৃথিবীতে তাঁর আর কি করণীয় আছে? শুদ্ধসত্ত্ব মুক্ত যোগীর দল হিমালয়ের গুহা গহ্বরে মুক্তির স্বাদ পেয়ে কেউ ফিরে এসেছে কি?

শত কোটি দীপ রয়েছে। তৈরী। জ্বালানো দরকার। আগুন চাই। চাই দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি অনেক রকমের হয়। এ হলো জ্ঞান দীপশিখা দাহিকা বহ্নিকণা। এঁরা কোন আলোতে নিজেদের প্রাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছেন সেটা ভক্তসন্তানদের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে। অনুমান করে নিতে হবে। অন্যদের দীপশিখা জ্বালিয়ে দিতে হবে।

সংসারে থেকেও ঈশ্বর আরাধনা সন্ন্যাস থেকেও শক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সব দায় মুক্তি। সেখানে জীব শিবজ্ঞানে নরনারায়ণ সেবাই শুধু ব্রত। বাকী রইলো তপস্যার। তার জন্য পড়ে রয়েছে প্রহরের পর প্রহর। সংসারে আসক্তিশূন্য থেকে নিজের সমাজের, দেশের, জনমানসের পূরো ডিউটি দিয়ে ঈশ্বর আরাধনা যথেষ্ট তিতিক্ষা সাপেক্ষ, ধৈর্য্য সাপেক্ষ সাধনা। তাই ধৈর্য্য ধরতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সাধনার পথ ধরিয়ে দেবার জন্যই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, এসেছেন মা আনন্দময়ী। তাই তাঁদের ভাব আচরণ কথাবার্ত্তা এত সহজ সরলতায় সমুদ্ভাসিত। সেই জন্যই তো তাঁদের শরীর ধারণ। এ শরীর তাঁদের কাছে কিছুই না। একে যখন খুশী এমনি ফেলে রেখে এঁরা সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত ঘুরে আসতে পারেন।

মা যে নিজে সূক্ষ্ম শরীরে বহুভক্তকে দেখা দিয়েছেন। সময়, কর্ম্মসূচী মিলিয়ে দেখা গেছে মা সে সময়ে ঠিক সেইভাবেই ছিলেন। মায়ের বই লেখার সময়ে একাধিকবার আমি নিজে মাকে সম্পূর্ণ খোলা চোখে দেখেছি। দেখেছি ঊষা-কালে। ব্রাহ্মমুহূর্তে। সমস্ত দিনটা আনন্দে কেটেছে। সে আনন্দ ভাষাতীত। শত পদ্মের যুগ্মশোভাবিনিন্দিত মায়ের সেই স্নেহমাখা চোখদুটো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। মা যেন সত্যি সত্যি সন্তানকে আশীর্ব্বাদ জানাতে এসেছেন সশরীরে।

মা নিজে বলেন, "কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র সুতোর আশ্রয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনি যোগীরা শরীরে শ্বাসের ও সংস্কারের সুতোটুকু ধরে শূন্যে ওঠে। তাঁরা শরীর সূক্ষ্ম করতে পারেন। বড় করতে পারেন। অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। এগুলো নানা রকমের খেলা আর কি।"

মা যে স্বপ্নেতে বহু ভক্ত সন্তানকে মন্ত্র দিয়েছেন তার কথা আগেই লিখেছি। তিনি ফুল দিয়েছেন, সেটাও অপর্ণাদেবীর সাক্ষাৎকারে দিয়েছি। ঘুম থেকে উঠেও ভক্তরা সে ফুল শুঁকে দেখেছে সত্যিকারের ফুল। গন্ধ আছে। জৌলুষ আছে। শুধু ফুলের গন্ধ নয়। অগুরু চন্দনের সৌরভ মেশানো আমেজভরা মধুগন্ধে ভরা আশীর্ব্বাদী ফুল।

ভাইজীর একবার খুব অসুখ করেছিল। ডাক্তার আসছে। ঘরে লোকজন বসে রয়েছে। মা এসে গেছেন। সবার চোখের সামনে দিয়ে এসেছেন, অথচ তাঁর শরীর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এরকম ঘটনা নিয়তই ঘটছে। মা বলেন, "আমি তো তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। তোরা দেখতে চাস না আমি করব কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরা জেনে রাখ, তোরা কি করিস, কাছেই হোক, দূরেই হোক যে কোনো সময় একটা দৃষ্টি তোদের ওপর সর্ব্বদা জাগ্রত রয়েছে।"

আর কি চাই ?

এ তো প্রতিশ্রুতি। এ যে চির ভরসার মহামূল্য অভয় বাণী। না ডাকলেও যাকে পাওয়া যায় তিনিই তো জননী। জগজ্জননী জগদম্বা!

মায়ের সব চেয়ে কাছে যাঁরা আসার সৌভাগ্য পেয়েছেন তাঁর মধ্যে গুরুপ্রিয়াদির জায়গা সব চেয়ে উঁচুতে। তিনি প্রথম দিক থেকে মাকে দেখে আসছেন। মায়ের পাশে পাশে আছেন ছায়ার মতন আড়াল করে। মাকে কখনও হাত ধরে গাড়ীতে তোলেন। কখনও নামাতে সাহায্য করেন। গুরুপ্রিয়াদি বলেন তাঁর সে সময়ে মনে হতো কখনও মায়ের শরীরটা ভয়ানক হাল্কা হয়ে গেছে। আবার কখনও মনে হতো শরীরটা ভয়ানক ভারী হয়ে গেছে। "আমার বোধ হলো আমি যেন একটা ছোট শিশুকে টেনে তুললাম। আবার কখনও বা দেখলাম শরীরটা ভয়ানক ভারী হয়ে গেছে।"

এগুলো যোগের ফল। যোগ করলে শরীরটা শোলার মতন হাল্কা রাখা যায়। সেটা এত সূক্ষ্মতায় আনা যায় যে মানুষের দৃষ্টির বোধগম্যর বাইরে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দুজন গুরুভাই ছিলেন চন্দোর আর গিরিজা। তাঁদের জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখা গেছে। তার মধ্যে একটা ছিল পুরো শরীরটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে হাওয়াতে মিলিয়ে যাওয়া।

জ্যোতিষচন্দ্র 'ভাইজী' বলছেন, "আমি অনেক সময়ে বিদ্যুৎরেখার মতন হঠাৎ একটা আলো বা ছায়ামূর্ত্তির মতন মাকে আমার কাছে দেখতে পেতাম। কখনো কখনো সেই ছায়াদেহ ঘনীভূত হয়ে নানারকম খেলা করতো। অনেক সময়ে সেগুলো সত্যে পরিণত হতো।"

অনেক সময়ে দেখা গেছে, মা শয্যাত্যাগ করেই বলে উঠলেন এইমাত্র ঐ জায়গাটা থেকে আসছি। সেখানে এই সব ঘটনা ঘটেছে। এখন সেখানে এই সব চলছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিয়ে দেখা গেছে সব হুবহু সত্যি।

খুব সত্য ঘটনা। না ঘুমিয়ে মা নিজে মানস চক্ষে দূরের সব সন্তানদের দেখতে গিয়েছিলেন। তাইতো মা বারবার সন্তানদের বলে আসছেন ধৈর্য্যই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য, তিতিক্ষা, অপরিসীম সহনশীলতা ছাড়া মুক্তি সাধনা হয় না। গৃহী ভক্তদের জন্য মা বলছেন সেবা আর মন্ত্রজপ। জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে হবে। সমবেদনা জানাতে হবে। দয়া দাক্ষিণ্য নয়।

পুনর্জন্ম, প্রারব্ধ,কর্ম্মফল সব সত্যি।

তাই মা বলেন যার যেমন কাজ তার সেরকম ফলভোগ। ভগবানের কৃপাও কর্ম্মফল অনুযায়ীই এসে থাকে।

মা জোর দিয়ে বলছেন, কর্ম্মফলেই সব হয় একথা বলতেই হবে। যার যেমন কর্ম্ম সে ঠিক সেরকম ফল পাবে। তবে সাধকের একটা এমন অবস্থা আসে যখন সে ভগবানের কৃপা অনুভব করে। তখন সে বলে কৃপা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। মা বলতে চান, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজ কর্ম্মফলেই সাধককে এই কৃপার অধিকারী করেছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আমরা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছি। আয়ু কমে আসছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে। তাই সংসারের শত কাজের ও অকাজের ফাঁকে দুঃখে সুখে তাঁকে ডেকে যেতে হবে। শুদ্ধ বন্ধন না হলে অশুদ্ধ বন্ধন কাটে না।

পূর্ব্ব জন্মের বাসনাই প্রারব্ধরূপে কাজ করে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় মানুষ বাসনামুক্ত হয়। কার রূপ ধ্যান করছো সেটা প্রশ্ন নয়। কাত্যায়নী পূজো করে কেউ কৃষ্ণকে পেল। বৈষ্ণবরা কি দেবীকে তেমন ভাবে? তবে, যিনি পূর্ণ বৈষ্ণব তাঁর ভিতর সবভাবগুলোই পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

[ক্রমশঃ]

—: ❀ :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

স্থুল দেহের বিকৃতাঙ্গ সূক্ষ্ম দেহেও প্রকাশ হয় কি ?

১লা আষাঢ় বুধবার (ইং ১৫/৬/৪৯)। আজ বেলা ৩টার সময় হরিবাবা শ্রীমান অভয়ের লিখিত "মা আনন্দময়ী কথা" পড়িতেছিলেন। উহাতে একস্থানে লেখা ছিল যে জগন্নাথদেব শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহা পড়িয়া হরিবাবা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগন্নাথদেব কি মূর্ত্তিতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ?"

মা।—সে কথা প্রকাশ হয় নাই।

উত্তর শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। মা নিজ হইতে কিছু প্রকাশ না করিলে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু বাহির করা বড় শক্ত। যাহা হউক, সন্তদাস বাবাজী যে একদিন সূক্ষ্মদেহে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়া ফেলিলেন। মা বলিলেন, "একদিন দিনের বেলায় পুরীর আশ্রমে শুইয়া শুইয়া সমুদ্র দেখিতেছি। এমন সময় সন্তদাস বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। তখন শিশির রাহা আমার কাছে ছিল। শিশির যেখানে বসিয়াছিল বাবাজী সেইদিকে গেল। পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে তাহার এক চক্ষু অন্ধ। সে যে এক চোখে কিছুই দেখতে পাইত না এ কথা কেহ আমাকে পূর্ব্বে বলে নাই। বাবাজীর চোখের ঐ দশা দেখিয়া আমি শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গড়গড়ার নলের খোঁচা লাগিয়া তাহার এক চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

হরিবাবা—স্থূল দেহে যাহা যাহা থাকে সূক্ষ্ম দেহেও কি তাহাই প্রকাশ হয় ?

মা—হাঁ, তাহা ছাড়া সন্তদাস বাবাজী জন্মাবধি ঐরূপ ছিল না, তাহার ছোটবেলার চেহারাটা যদি প্রকাশিত হইত তবে অবশ্য তাহার এক চক্ষু যে অন্ধ ছিল তাহা দেখা যাইত না। শিশির যে সময় তাহার নিকট গিয়াছিল তখন বোধহয় বাবাজীর একচক্ষু ঐরূপই ছিল। সেইজন্যই বোধহয় বাবাজীর ঐসময়কার চেহারাটা প্রকাশিত হইল। আর একদিন দেরাতুনে মৌনঘরে শুইয়া আছি তখন দেখি যে সি. আর. দাস আসিয়া উপস্থিত। সি. আর. দাসের স্ত্রীর সহিত অবশ্য আমার আলাপ পরিচয় আছে কিন্তু কখনও সি. আর. দাসকে দেখিয়াছি কিনা খেয়াল হইতেছে না। হয় ত দেখিয়াও থাকিতে পারি। যাহা হউক, ঐ মৌনঘরে সি. আর. দাসের ছোটবেলার চেহারা দেখিলাম। তাই সকল বয়সের চেহারাই প্রকাশিত হইতে পারে এবং ঐ সকল সময় চেহারা স্থূলে যেরূপ থাকে সূক্ষ্মেও ঠিক সেইরূপ দেখা যায়।

বিকালবেলা মা মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে গেলেন। আমি একটু হাটিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় আহ্নিক করিতে হলঘরে বসিয়া গেলাম। চক্ষু বুজিয়া আহ্নিক করিতেছি এমন সময় কি যেন একটা জিনিষ আসিয়া আমার পেছন দিকে আঘাত করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। পেছন দিকে চাহিয়া দেখি এক খোকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিচু। আমি বিস্মিত হইয়া উহার দিকে চাহিয়া আছি এমন সময় একটি মেয়ে আসিয়া আমাকে বলিল, "ঐ লিচুগুলি মা আপনাকে দিয়াছেন"। ইহা শুনিয়া আমি লিচুগুলি প্রণাম করিয়া কোঁচড়ে রাখিয়া আহ্নিক সমাপন করিলাম। কত প্রকারে মা এই অধমকে কৃপা করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গতকল্য মা কতকগুলি লিচু আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "দিদির (অর্থাৎ খুকনীদিদির) বড় দুঃখ যে তোমাকে ভাল লিচু দেওয়া গেল না, তাই আজ এই ভাল লিচুগুলি তোমাকে দিলাম।"

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম দেহ দর্শন

২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার (ইং ১৬/৬/৪৯)। আজ সকাল বেলা পাঠের সময় কথায় কথায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের কথা উঠিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বয়সও শতাধিক বর্ষ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আমি একবার বাঁধে বাবাজীকে দেখি। দেখিলাম একটি মন্দির এবং ঐ মন্দিরে যাওয়ার পথের দুই ধারে গাছ। গাছের ডালগুলির দিকে তাকাইলে হরিণের মত দেখা যায়। মনে হয় হরিণগুলিই বৃক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরে খুব নিষ্ঠার সহিত সেবাপূজা হইতেছে। ঐখানে একজন অতিবৃদ্ধ মানুষ বিগ্রহের মত বসিয়া আছে। তাহার টিকিটা দেখিতে জটার মত। উহা কপালের উপর দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাবাজীর যে কোথায় স্থিতি দেখা হইয়া গেল। আরও দেখিলাম বাবাজীর শরীর খুব অসুস্থ। তাহার জীবন-দীপ যেন নিভিয়া যাইতেছে। তাহাকে একটি স্ত্রীলোক সেবা করিতেছে। আবার ধীরে ধীরে তাহার জীবন-দীপ যেন জ্বলিয়া উঠিল। বাবাজীকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই বা তাহার কথা শুনি নাই। তবে এ দেহের কথা বাবাজী শুনিয়াছিল এবং ইহার সহিত দেখা করিবারও তাহার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক বাবাজীর সহিত দেখা হইয়া গেল। হরিবাবা আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনিত। বাঁধ হইতে কলিকাতা আসিয়া সে বাবাজীর সহিত দেখা করিতে গেল এবং বাবাজীকে কথা দিয়া আসিল যে সে আমাকে নিয়া বাবাজীর কাছে যাইবে। সে যখন শুনিল যে আমি গৃহীর বাড়ী যাই না তখন সে বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল। যাহা হউক হরিবাবার সহিত আমি বাবাজীর বাসায় গেলাম। বাহির হইতে দেখা গেল যে বাবাজী তেতালায় থাকে এবং ঐখানে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম যে, যেভাবে বাতাসে পাতা উড়াইয়া লইয়া যায় সেইভাবেই যেন এ দেহটি বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাবাজীর কাছে গিয়া হাজির হইল। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সত্যই বাবাজীর খুব অসুখ হইয়াছিল। পরে ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠি।

সুক্ষ্মের ক্রিয়া স্থূলে প্রকাশ হয় কি না

কথায় কথায় মা বলিতে লাগিলেন, "অনেক সময় অনেক কিছু দেখা হয় কিন্তু তাহার প্রকাশ হয় না। আবার কখন কখন মুখ হইতে দুই একটি কথা বাহির হইয়া পড়ে। একদিন রায়পুর আশ্রমে শুইয়া আছি। পরমানন্দ কাছে বসিয়া চিঠি লিখিতেছে এমন সময় হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "ধূপতির আগুন যে পড়িয়া গেল"। পরমানন্দ উহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আগুন কোথায়?" তাহার প্রশ্নের উত্তর আর এ দেহ হইতে আসিল না। সে আবার চিঠি লিখায় মন দিল। পরে দেখা গেল যে আমার হাতে ও পেটে ফোস্কা পড়িয়াছে।"

আমি—মা, আরতি ত সূক্ষ্মে হইল। আগুন যে পড়িল উহাও সূক্ষ্ম, তবে ফোস্কা আসিল কোথা হইতে?

মা—(হাসিয়া) তাহাও হয়।

আজ দুপুরে এতদ্দেশীয় একজন মহিলা শ্রীশ্রীমাকে আরতি করিয়া ভোগ দিল। একটি লাল রঙের ওড়না মাকে পরাইয়া মালা চন্দন দিয়া সাজাইয়া স্তবপাঠসহ আরতি আরম্ভ করিল। ভাবোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছিল। মা তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। শেষে হাসিতে হাসিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে লাগিলেন, "আগুন ফেলে দেবে নাকি?" মার কথা শেষ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাত হইতে আরতির প্রদীপ পড়িয়া গেল। সে লজ্জিতভাবে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বিকালবেলা মাকে জহুরী মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়া গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইল। মাও একটু কীর্ত্তন করিলেন। পরে সন্ধ্যায় আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে আস্থা রাখা উচিৎ

রাত্রিতে আবার পূরণের কথা উঠিল। পূরণের মাতা ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণ ধরিয়া অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিল। তাই মাকে বলিলাম, "অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পূরণকে বাঁচাইয়া রাখিলে বড় ভাল হইত।" মা বলিলেন, "পূরণের অসুখের সময় খেয়াল হইয়াছিল যে তাহার শরীরটা এখন ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। আবার গোপীবাবু যখন পুরীতে যায় তখন দেখিয়াছিলাম যে বাবার একটা বিষম অসুখ হইবে, কিন্তু উহা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল হইল যে রোগ যেন বাবাজীর বিশেষ কোনো ক্ষতি না করে। কে কি বলিবে সেদিকে যেমন এ দেহের লক্ষ্য নাই সেইরূপ নিজকে প্রচার করিবারও এ দেহের কোন ভাব নাই। তবে তোমরা যে মনে করিতেছ যে পূরণকে কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিলে সকলে মনে করিত যে মাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা নাও হইতে পারিত। চিকিৎসা এবং ঔষধের গুণ, খান্নার মহাপুরুষের বাক্য, মহাত্মাদের স্পর্শ ইত্যাদি নানাকারণই তাহারা আরোগ্য হইবার হেতু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া কিসে যে কাহার মঙ্গল হয় তাহাও তোমরা দেখিতে পার না। যাহা আপাততঃ অমঙ্গল বলিয়া মনে হয় তাহার ভিতরও যে গভীর মঙ্গল থাকিতে পারে তাহা তোমরা বুঝিতে পার না। অনেক সময় অনেককে কোন কাজ করিতে বলা হয়। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা করিতে গিয়া কৃতকার্য্যও হয় না। যেমন কাহাকেও পরীক্ষা দিতে বলা হইল, সে পরীক্ষা দিয়া ফেল হইল। তোমরা হয়ত ইহা দেখিয়া মনে করিতে পার যে আমি উহাকে বৃথা কাজে নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু উহা বৃথা নয়। কারণ হয়ত তাহার ঐ কাজটুকু করা বাকি ছিল এবং পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐ কর্ম্ম কাটিয়া গেল। বৃথা কিছুই যায় না।"

আমি—মা, তোমার সকল কার্য্যই যে মঙ্গলময় তাহা বুঝা শক্ত। কাজেই মাঝে মাঝে তোমার উপর বিশ্বাস রাখা শক্ত হইয়া পড়ে।

মা—সেত সত্য কথাই, কারণ যখন তোমরা বিচার করিয়া মঙ্গলের কিছু দেখ না তখন ভগবানের সকল কার্য্যই যে মঙ্গলের জন্য তাহা বুঝা শক্ত এবং এই সব স্থানেই অবিশ্বাস আসে। এই অবিশ্বাস যদি দিন দিনই বাড়িয়া যায় তবে একদিন উহার ভাবেই তোমাকে টলিয়া পড়িতে হইবে। সেইজন্য বলি যে কোন কিছু দেখিয়া সন্দেহ হইলে মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাহা হইলে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাবটা বাড়িতে পারিবে না, তবে ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যেই করেন এই ভাবটা মনে রাখিয়া যদি বিচার দৃষ্টিতে সব কিছু লক্ষ্য করিয়া যাইতে থাক তবে একদিন হয়ত তোমার এই দিকটা খুলিয়া যাইবে এবং তখন বুঝিতে পারিবে যে ভগবান এ যাবৎ যাহা করিয়াছেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন।

৫ই আষাঢ় রবিবার (ইং ১৯/৬/৪৯)। আজ আমাদের কিষণপুর হইতে সোলনে রওনা হওয়ার দিন। আমাদের গাড়ী বেলা ২॥ টার সময়। দেরাদুন শহরের এক মাড়োয়ারী অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করাইতেছেন। আমাদিগকে ঐখানে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, আমরা বেলা ১১টার সময় ঐখানে গিয়া আহার করিয়া ঐখান হইতেই ষ্টেশনে চলিয়া যাইব এইরূপ স্থির হইয়াছে। উহারা আমাদের জন্য যে বাস পাঠাইবে সেই বাসেই আমরা জিনিষপত্র লইয়া রওনা হইব এবং ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসই আমাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিবে। শ্রীশ্রীমা আজ সকালবেলা ঐ মাড়োয়ারীর বাড়ীতে গেলেন, শুনিলাম ১ ঘন্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। আগামীকল্য সকালবেলা মা হরিবাবাকে নিয়া মোটরে সোলন রওনা হইবেন, সঙ্গে যাইবেন খুকুনী দিদি।

"তুমি আমার গোপী"

সকালবেলাই আমরা বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। ডাঃ শর্ম্মা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, আমাদের মতই তিনি একজন উদ্বাস্তু। একদিন তিনি আমাকে তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিয়াছিলেন। সে অনেক কথা। এমন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর। সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা আছেন। পাঞ্জাবে তাঁহাদের নাকি লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি পড়িয়া আছে। সামান্য কিছু অর্থ সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিয়াছেন। ঘর, বাড়ী, গাড়ী, ইত্যাদি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে; কিন্তু এজন্য তাঁহাকে খুব দুঃখিত দেখি নাই। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "ভগবান বলিয়া যে কেহ আছেন তাহা এই অবস্থায় পড়ার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, তখন পশুর মতই জীবন যাপন করিয়াছি। এক আঘাতে যখন সব ভাঙ্গিয়া গেল তখনই ভগবানের দিকে দৃষ্টি পড়িল। এখন আমি বেশ আছি। আমার অভাবও অতি অল্প এবং যে টাকা পয়সা আছে তাহাতে কিছুদিন চলিবে। আমার মাতার মৃত্যু হইলেই ত আমি স্বাধীন। তখন নিজের জন্য আমার অর্থের প্রয়োজন হইবে না। ছোট্টবেলায় শুনিয়াছিলাম যে গুরু-করণ না হইলে ধর্ম্মপথে চলা যায় না। এ পর্য্যন্ত গুরুর কোন প্রয়োজন বোধ করি নাই কারণ ধর্ম্মপথে চলিবার আমার কোনই বাসনা ছিল না। এখন গুরুর অভাব বোধ করিতেছি। যেদিন কিরণপুরে আসিয়া মাতাজীর আশ্রমের পার্শ্বে একটি বাড়ী ভাড়া নিলাম সেদিন মনে হইয়াছিল ভগবান অমঙ্গলের মধ্যে দিয়া আমার বুঝি পরম মঙ্গল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন কারণ আমি যাহা খুঁজিতেছি তাহা বোধহয় এখানে পাইব। মাতাজী তখন আশ্রমে ছিলেন না। কিছুদিন পর তিনি আসিলেন। শুনিলাম হরিবাবা নামে একজন পাঞ্জাবী সাধুও মাতাজীর সহিত আসিয়াছেন। আমি এই হরিবাবার দর্শনের অপেক্ষায় রহিলাম। একদিন নহরের ধারে বেড়াইতেছি, দেখিতে পাইলাম যে একজন লাল কাপড় পরা বৃদ্ধ সাধু আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি হরিবাবাকে চেনেন ?" তিনি আমাকে বলিলেন, "তাহাকে দিয়া আপনার কি কাজ ?" আমি বলিলাম, "তাঁহাকে মা আনন্দময়ী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।" তখন তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে আমি সন্ধ্যার পর আশ্রমে গেলেই মাতাজীর দর্শন পাইব এবং মাতাজীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার তাহা মাতাজীর নিকট হইতেই জানিতে পারিব। যাহা হউক আমি ঐদিনই সন্ধ্যার পর আশ্রমে গেলাম। কীর্ত্তনান্তে হরিবাবা আমাকে মাতাজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মাতাজীকে দেখিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলাম, "মাতাজী, এতদিন আমি যাহা খুঁজিয়াছি আজ তোমাতে আমি তাহাই পাইয়াছি, আমাকে চরণে ঠেলিও না।" এই বলিয়া খুব কান্নাকাটি করিলাম, কিন্তু মাতাজী কিছুই বলিলেন না। আমার কান্না যে তাঁহাকে স্পর্শ করিল তাহাও মনে হইল না। ইহার পর আর মাতাজীর কাছে যাই নাই। প্রত্যহই সন্ধ্যায় আশ্রমে দূর হইতেই মাতাজীকে দেখিয়া চলিয়া যাই।" কিষণপুর আসার কয়েকদিন পরেই ডাক্তার শর্ম্মার সহিত আমার আলাপ হয় এবং তখনই আমি এসব কথা শুনি। শর্ম্মা লোকটি খুব ভাল। সর্ব্বদাই পরের উপকারের জন্য ব্যস্ত। চিকিৎসা তাঁহার ব্যবসা কিন্তু দরিদ্রের নিকট হইতে তিনি কোন অর্থ দাবী করেন না। এমন কি ঔষধও বিনা মূল্যে দিয়া দেন। আজ আমরা চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া তিনি সকাল বেলাই আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "আপনি মাঝে মাঝে আমার কথা মাকে বলিবেন, আমি ত আমার জীবনের সব কথাই আপনাকে বলিয়াছি।" আমি তাহাকে বলিলাম, "মায়ের কাছে কোন ওকালতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার প্রয়োজন হয় না। সময় হইলে যাহা করিবার তাহা তিনি নিজেই করিয়া থাকেন।" ডাঃ শর্ম্মা বলিলেন, "আপনি আমার জন্য মাকে কিছু বলিবেন না বলিয়াই ওরূপ বলিতেছেন।" আমাদের যখন এইসব কথা হইতেছিল তখনই মা দেরাদুন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মা গাড়ী হইতে নামা মাত্র আমি ডাঃ শর্ম্মাকে দেখাইয়া বলিলাম, "মা, ঐ লোকটি তোমার বড় নিন্দা করে। সে বলে, 'আমি মায়ের কাছে গিয়াছিলাম কিন্তু মা আমাকে পায়ে ঠেলিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "কবীর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন কবীর বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সকলে তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে কবীর বলিলেন, "আমার ধোপী মারা গিয়াছে। এখন আমার ময়লা কে পরিস্কার করিবে—এই ভাবিয়াই কাঁদিতেছি।" (ডাঃ শর্ম্মাকে) "তুমিও আমার ধোপী। আমার দোষ দেখাইয়া দিয়া আমাকে পরিস্কার হইবার উপায় বলিয়া দিতেছ।" এই বলিয়া মা দুই হাত দিয়া ডাক্তারকে স্পর্শ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

"যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের সঙ্গ কর। তোমরা বলনা যে রোগের বীজাণু এক শরীর হইতে আর এক শরীরে আসিয়া উহাকেও অসুস্থ করিয়া ফেলে। সদ্‌সঙ্গের ফলও সেইরূপ। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে তাহাদের ভাল বীজাণু তোমার মধ্যে আসিয়া তোমার বিষয়-বাসনারূপ বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজিজ্ঞাসা

(১)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

[বিভিন্ন সময়ে নানা জিজ্ঞাসুরা শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া আকুলভাবে নানা প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আচার্য্যদেব আপন সাধনলব্ধ প্রজ্ঞাজ্যোতির যে আলোক বিকিরণ করিয়াছেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে এই প্রশ্নোত্তরের মনিমঞ্জুষায়। — সম্পাদক]

পঞ্চদশী, ষোড়শী, ও সপ্তদশী, তত্ত্বের স্বরূপ কি ?

তুমি পঞ্চদশী, ষোড়শী এবং সপ্তদশী তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি সংক্ষেপে ইহা বুঝাইয়া দিব। ইহা অত্যন্ত গম্ভীর রহস্য, ক্রমশঃ মনন করিতে করিতে গুরুকৃপা হইলে ইহা অধিগম্য হইবে আশা করি। ইহা যদিও বুদ্ধির অগমতত্ত্ব, কিন্তু বোধের অগম্য নহে। তুমি বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া বোধিতে আরূঢ় হইয়া ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে কিছু কিছু ধারণা হইবে আশা করি। এখানে এই তত্ত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া শুধু বোধগম্য হওয়ার জন্য ঐ নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করিব।

মনে রাখিও আমরা কালজগতে রহিয়াছি। ইহা পরিণামের ক্ষেত্র। এই কালজগৎ হইতেই ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কালজগৎ আবর্ত্তনশীল। এইখানে যে শক্তি কাজ করে তাহারাও নিরন্তর আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই আবর্ত্তণের দুইটি দিক্ আছে। একটি আকুঞ্চন এবং অপরটি প্রসারণ। একটি সম্মুখগতি, অপরটি পশ্চাৎগতি। একটি নিঃশ্বাসের ক্রিয়া, অপরটি প্রশ্বাসের ক্রিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের যাবতীয় দ্বন্দ্ব এই উভয় ক্রিয়ার অন্তর্গত। যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া শ্বাস নিতেও হয়, কিন্তু নিয়াও শান্তি নাই, পুনরায় ফেলিতে হয়। আবার ফেলিয়াও থাকা যায় না, পুনর্ব্বার নিতে হয়। শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণ নিরন্তর চলিতেছে। ইহারই নাম জীবন। চক্ষুর উন্মীলন আবার নিমীলন, আবার উন্মীলন আবার নিমীলন— ইহাও এইরূপ। ইহাতে প্রগতি হয় ইহা নিশ্চিত—কিন্তু ইহা কালের প্রগতি। এই প্রগতির অন্ত নাই। কিন্তু ইহাকে সোপান পরম্পরা-ক্রমে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা হইতেই উর্দ্ধগতি লাভ হয়। পদের বিশ্রাম এবং উহার উত্তোলন ইহা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে যখন সোপান অতিক্রম করা যায় তখন একটি স্থির অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ঠিক সেই প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারেও জানিতে হইবে। গুরুদত্ত কৌশলে এই প্রাকৃতিক কালগত আবর্ত্তনের মধ্যেই অপ্রাকৃত স্থিতিবিন্দু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন জড় হইতে চৈতন্যে প্রকাশ হয়। তখন কাল হইতে কালাতীত অমৃতসত্তায় স্থিতি লাভ হয়। এই নিত্যস্থিতির নাম ষোড়শী। পঞ্চদশী হইতেই ষোড়শীতে প্রবেশ হয়। ষোড়শী আত্মস্বরূপ—আত্মার নিত্যকলা। যখন ষোড়শী প্রাপ্তি হয় তখন কালের অতিক্রম হয় ইহা সত্য। তখন জড়রাজ্য হইতে শক্তিরাজ্যে প্রবেশ হয়। শক্তিরাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় যে শক্তির সঙ্গে শিব রহিয়াছেন। এই শিবশক্তির যুগলকে কামেশ্বর-কামেশ্বরী নামে বর্ণনা করা চলে। ইঁহারা ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে আসীন। ইঁহাদিগকে ঘিরিয়া নিত্যমণ্ডল নিরন্তর পরিক্রমা করিতেছে। এই নিত্যা পঞ্চদশা কালশক্তিরূপী নিত্যা এবং যেটি ষোড়শ সেটি নিত্যা হইয়াও একদিকে নিত্যা এবং অপরদিকে সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই দৃষ্টিতে ষোড়শী নিত্য বলা যায়।

কালের ধর্ম্ম পরিণাম এবং আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। কিন্তু আবর্ত্তনের পথে অমৃতকলাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলে আর আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন থাকে না। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের কুঞ্জলীলার প্রক্রিয়াতে এই নিত্যমণ্ডলের পরিক্রমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় পরিভাষাতে ইহাই কুঞ্জলীলার তাৎপর্য্য। নিকুঞ্জলীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা হইতে পৃথক্। অতএব ষোড়শী প্রাপ্ত হওয়া আর কামেশ্বর-কামেশ্বরীরূপ যুগলকে প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। ইহা কালের স্বরূপ হইতে অমৃতরাজ্যে প্রবেশ করা বলা যাইতে পারে। আমি সাঙ্কেতিক পরিভাষায় বলিতে পারি ইহাই বহু হইতে দুইয়ে যাওয়া। দুই বলিতে দুইটি পৃথক্ সত্তা বুঝিবে না, ইহা যুগল সত্তা। ইহাকে যুগল বলে, যুগ্ম বলে, যামল বলে, যুগনদ্ধ বলে। এই সবগুলিই একই অর্থের দ্যোতক। বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরের স্থিতি। এই স্থিতিতে কামেশ্বর-কামেশ্বরী এক আসনে অর্থাৎ বিন্দুতে যুগলরূপে উপবিষ্ট। এই যুগলপ্রাপ্তির উপাসনাই ষোড়শীর উপাসনা। ইহা কালাতীত সত্তাকে লাভ করা, কিন্তু ইহা অদ্বৈতসত্তা নহে। ইহা বহু নহে, দুই—ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটি সত্তা নহে—একই সত্তার দুইটি দিক্। এই দুইটি দিকের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। বহু হইতে এই দুইয়ে সমাগম অথবা প্রবেশ বহু ভাগ্যের ফলে ঘটে। এই ষোড়শী হইতে আরও অন্তরঙ্গ গতির পথে অগ্রসর না হইতে পারিলে যুগল হইতে অদ্বৈতে প্রবেশ লাভ হয় না। ষোড়শী হইতে সপ্তদশী অবস্থায় উপনীত হওয়া অত্যন্ত রহস্যময়। এই রহস্য জগত প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু প্রতীক অবলম্বন করিয়া তোমার বুদ্ধিতে প্রবেশের উপযোগী করিয়া কয়েকটি কথা বলিতেছি। বহু হইতে দুইয়ে এবং দুই হইতে যুগলে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। এখানে একথা মনে রাখিতে হইবে যে বহু বলিতে বুঝায় অনন্ত কিন্তু রহস্যমার্গে বুঝায় তিন, সুতরাং তিন বলিতেই অনন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তিনের পশ্চাৎ ভাগে দুই রহিয়াছে। তাই দুই বলিতেও দুই বুঝিবে না। পরস্পর সংযুক্ত দুই বুঝিবে—যাহার নামান্তর যুগল। এবার আমরা দুই হইতে অর্থাৎ যুগল হইতে একের পথ চিনিবার চেষ্টা করিব। এই একও শুধু এক নয়, একের মধ্যে দুই এবং তাহার মধ্যে অনন্ত।

এই দুই অর্থাৎ যুগল হইতে একে পৌঁছিবার অর্থাৎ ষোড়শী হইতে সপ্তদশীতে উঠিবার রহস্যমার্গের কথা বলিতেছি। ষোড়শী কামেশ্বর এবং কামেশ্বরী-রূপে যুগল কিন্তু যতদিন এই রহস্যমার্গে প্রবেশ না হয় ততদিন এই যুগল হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতসত্তায় প্রবেশ করা যায় না। এই অদ্বৈত সত্তাও অতি বিচিত্র। যুগলের মধ্যে যেমন দুই পৃথক্ নহে, তেমনি এই অদ্বৈতের মধ্যেও অনন্ত মধ্যেও অনন্ত দ্বৈতও পৃথক্ নহে। এই অদ্বৈত পদ সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত পরম অদ্বয়সত্তা। ভেদের তরঙ্গভঙ্গও এখানে নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে সমগ্র কাল ও সমগ্র ভেদ-প্রপঞ্চময় বিচিত্র বিশ্ব অনুস্যূত রহিয়াছে।

এই প্রক্রিয়াটির নাম প্রাসাদ প্রক্রিয়া। মনে রাখিবে প্রাসাদ মন্ত্র অতি গুহ্য। কেহ কেহ ইহাকে দুই ভাগে বিভাগ করেন, কেহ কেহ তিন বা চারে। তাৎপর্য্য একই। একটি প্রাসাদ, একটি মহাপ্রাসাদ, একটি পরাপ্রাসাদ এবং চতুর্থটি প্রাসাদপরা। এই চারিটি অবস্থা পূর্ণ হইলে প্রাসাদের ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। এই প্রাসাদ ক্রিয়ার রহস্য পরাপ্রাসাদ ও প্রাসাদপরার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

"আসল সরকারের 'নৌকর' হও। সেই মূল সরকার থেকেই ত এই সরকার। যেমন মন দিয়া সরকারী কাজ নিয়মিত কর, সেই রকম এই সরকারের দিকেও একটি চিন্তাধারা রাখা উচিৎ। সেবাবুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। লক্ষ্য থাকে তিনিই। তবে সেই সেবাবুদ্ধিতে লিপ্ত থাকার জন্য—যেমন তোমরা ঘড়িতে দিনে একবার করে দম দেও না—তেমন একাল সন্ধ্যায় একবার করে দম দেবার চেষ্টা করা। মানে একটু সময় স্থিরভাবে বসে তাঁর ধ্যান জপ করা।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশন*

—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

[৫]

মাকে যদি সবাই সবটা পেত তবে মা তাঁর স্বরূপে থাকতেন না।

হিমালয় যে দেবতাত্মা!

তার তুষার-শিখর অসীমে তুলে যেখানে মৌনমহিমায় বিরাজ করেন, সেখানকার রূপ ঢাকা থাকে তাঁরই কোলের অরণ্যরাজিতে, ঝরনার জলে, বনের ফলে, গুহার মায়ায়। এই মায়া ঠেলে কঠোর সন্ধানী যখন অভ্রভেদী শীর্ষে পৌঁছান—দেওদার-চীর–পাইনবনের মধ্য দিয়ে উপল-উপত্যকায়, উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহে, হিমবাহের মধ্য দিয়ে মেঘলোকে তুষারচূড়ায়, তখন নীচে ফেলে-আসা যে মহলটা ভাবনা–চিন্তা অনুযোগ–অভিযোগে চঞ্চল তাকে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতো অলীক মনে হয়। তাতে মন থাকে না তার। এক জগৎ যায়, এক জগৎ আসে। যোগ হয় না এপারে ওপারে। হিমবান তার নিম্নতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্য যেন বিপুলতা দিয়ে অগোচর করে আছেন।

উদ্যোগীর তাতে উদ্যম কমে না।

শ্রীশ্রীমায়ের পরশন পেয়ে যাত্রীর অভাব আছে নাকি?

* এই রচনায় উদ্ধার চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং মায়ের উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড় ডিঙোবার দুঃখ হাড়ে হাড়ে বুঝে, চূড়ায় চড়ে সন্ধানী বলেন—কোথায় তুমি ? কোথায় তোমার সবটা ?

মেলে না উত্তর।

চারিদিকে শুধু তুষার আছেন সুদূর হয়ে। সাদায় সাদা কোথায় গিয়ে মিশে গেছে তা জানা নেই। সবই কাগজের মতো সাদা, মানুষের ভাষায় লিখন তাতে নেই। অনন্তে সেই নিঃসঙ্গ শৃঙ্গের কারো পানে ফিরে চাওয়া নেই, কারও পথক্লেশেই তুষারের বুক এতটুকু গলে না, কেউ পড়ে কি মরে তাতে এতটুকু তার যাবে আসবে না !

কোলভরা যার গুহার আলয়, ঝরনায় গান, শাখা-পল্লবে ফলের লুট, তার এই রূপে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে।

প্রশ্নকর্তা বড়-বড় চোখে মাকে বলেন, আপনার হাঁটা চলা বলা সব সময়েই এক সমাধিস্থ অবস্থা ?

"আমি আগেও যা', এখনও তা', পরেও তা'। আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই ; আগেও ছিল না, এইনও নাই, পরেও হইবে না।"

তুষার কি তবে গলবে না, পাব না ডেকে সাড়া ? তবে কেউ আমাদের নেই ?

মানুষের প্রাণে চিরদিনের এই কান্না।

"ভগবানকে ডাকবে, আর পাবে না, এ হতেই পারে না। মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া যে বলিতে পারিবে—'মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না'—তাহাকে সত্য সত্যই মা নিজ-স্বরূপে দেখা দিবেন, স্নেহময় অঙ্কে তুলিয়া লইবেন।"

যে আসন অটল, তা-ই টললো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুষার গ'লে কৃপার ধারা হয়ে গড়িয়ে নেমে এল। সাদা হলেন সবুজ। শত বর্ণে শত গন্ধে শত গানে শত ছন্দে। যাকে দেখা যায় না তার আনন্দের সঙ্গে, যাতে জড়িয়ে আছি তার ব্যথার অমিল ঘুচে গিয়ে, মিল খুঁজে পাওয়া গেল।

যিনি নিগূঢ়ধন তিনি হলেন নয়নপথগত।

মানুষের বুকে কান্না, মানুষ তাঁকে বুকে তুলে নিল। তাঁর গোপাল-ঝুঁটি বেঁধে দিল। কপালে ফোঁটা দিল। তারপর সেই রূপের দিকে চেয়ে বলল—কে তুমি? এমন করে বুক ভ'রে দিলে?

মানুষের সঙ্গে একভাষাতেই উত্তর পাওয়া গেল—

"আমি যে তোমার মেয়ে। আমি ত তোমাদেরই মত একজন। তোমাদের মতই ত আমার হাত, পা, মুখ সবই আছে।"

একটি বালিকার পক্ষে যতটা সরল হওয়া সম্ভব মা তার চেয়েও সরল। কিন্তু বেড়ায় ঘেরা যারা, তাদের যোগ যেন গেছে লোপ পেয়ে। নীরবে মুখপানে চায়। তিনি আছেন আমি আছি, তা মনে আসে না।

'তোমাদেরই মতো'—তা যে নয়, চেহারাতেই তা বোঝা যায়।

তাই প্রশ্নকর্ত্তা মায়ের কথায় যোগ না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে অস্বীকার করেন। বলেন, তার চাইতে বলো, আমাদের পরে তোমার অসীম কৃপা।

"তোমরা পর ভাব কেন? একটু আপন করিয়া নেও। কৃপা-টৃপা তো পর ভাবিলে বলা হয়। মেয়েটা বাপ-মার কাছে আসিয়াছে, বাপ-মা ও আমি কি ভিন্ন?"

তাঁর আপনাতে আপনাকে নিয়ে কী আনন্দ! এই এক আনন্দে জগৎ আছে জোড়া হয়ে।

"এক ছাড়া যে কিছুই নাই। তুমিও যে তিনিই। বেশ মজা কিন্তু, তুমি মনে করিতেছ তুমি তাহা হইতে ভিন্ন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে শ্রোতার চক্ষুস্থির হয়। সংসারে তার মতো সামান্য প্রাণীর এত মাহাত্ম্য তা এমন স্বরে আগে আর কখনো শোনেনি। এত গুরুত্ব কি সত্যিই তার আছে, যে এক ধূলিকণার মতো নগণ্য অংশ।

"অখণ্ডের অংশ কেন বাবা, তুমিই পূর্ণ অখণ্ড স্বরূপ। তাইত অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড শান্তি, অখণ্ডের স্বাদ চাও।"

তাঁর মুখের কথা তোমার কানে এসে যে-কথা হয়ে ওঠে তাকে শাস্ত্র যদি বলো তাই শাস্ত্র। ভীরুকে তিনি নির্ভয় করেন। জীবনের গোচরের সঙ্গে অন্তরের অগোচরের যোগ জানিয়ে দেন। তিনি গোচরের পিছু ছোটা থেকে অগোচরের ছুটিতে নিয়ে যাবেন।

শ্রোতা অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্রদীপশিখা প্রতিমার অঙ্গে পড়ে যেন স্থির হয়ে আছে। দৃষ্টি ফেরাতে পারে না।

একদিন বনের হরিণীও বনানীর দিকে এমন করে চেয়ে থাকে। আকাশে সেদিন বড় করে ওঠে চাঁদ। দৃশ্য মুছে গিয়ে অদৃশ্যই যে চোখে পড়ছেন অবোধ প্রাণীও বোঝে।

[৬]

মা দেখা দিয়ে সেই দেখা-দেওয়ার আড়ালে আছেন অদেখা হয়ে। সকল দেখা ছাড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ মেলে না তার, তাঁকে পায়ে পায়ে হেঁটে পায় না কেউ।

"একমাত্র তিনিই তাকে জানান তো! তিনি ধরা না দিলে সাধারণের জানিবার উপায় নাই।"

তবে কেন তেমোর আসা, যদি আশা না পোরাবে! আমরা তোমাকে ভুলেই থাকি, আমরা তোমাকে ডাকতে জানিনে। আমরা তো তোমাকে ডাকি নাই মা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাস্নেহে তুর্নিবার আকর্ষণে মা কাছে টানেন।

"আমি তোদের ভালবাসি বলেই তো তোরা ভালবাসিস; আমি যত ভালবাসি তোরা যে তার এককণাও আমাকে ভালবাসিস না, তা তো তোরা বুঝিস না।"

বোঝে না, তাই দূর-গতি তার। দূর-দূরান্তে তাই তুরন্তের ছুটে ছুটে যাওয়া। অভিযাত্রী আপন পায়ের মাপে গিয়েছে গহন-বন পেরিয়ে, ঝোলা-পুলের ওপর দিয়ে তুষারগলা জল ডিঙিয়ে, গুহা-গহ্বর-ধ্বস্ এড়িয়ে। তারপর তুষার-শিখরে পৌঁছে দেখে, তখনও বাকি অনেক শিখর। দেখে, উচ্চতার শেষসীমায় পৌঁছেছে যে তুষার-চাঙ্গড় তারও আশা যেন ফুরোয়নি। আরও পাবার জন্যে তার বুকে তুষারের ঝড় বইছে। বাতাসে তার গুমরে গুম্‌রে ওঠার শব্দে শূন্য-দেশ ভরা।

আর দেখে, দাঁড়িয়ে আছে তরে পাওয়া পৌঁছনোর ওপারে।

আর দেখে, দূরের জিনিসের কাছে আসতে কাছের জিনিষকে দিয়েছে দূরে ঠেলে। নিজেকে নিজের কাছ থেকে ফেলে ফেলে দিয়ে। শান্তি কি তার হবে!

"দূর অন্ত হইলেই শান্ত হয়। যতক্ষণ তিনি দূরে আছেন এই বোধ আছে, ততক্ষণই অশান্তি বোধ।"

তুমি কাছে থেকেও রইলে যে মা দূরে, আপন হয়ে রইলে সদা পর! তাই তো চোখের সামনে ছবির মতো আঁকা যেন যোগমগ্ন এই তুষারস্বপ্নের পরিমান ওজন করি। ম্যনচিত্র একে মান দিয়েছে গজ-ফুট-ইঞ্চিতে মেপে। ভূগোলে এর বর্ণনা দিয়েছে বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ভাষায়।

"তুমি ভাষায় কোন-বস্তুরই স্বরূপ পরিচয় দিতে পার না। একটু আভাস মাত্র দিতে পার, কারণ বাণী সেখানে কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত তুই-ই। জগৎ ভাবময়, সৃষ্ট বস্তু সকলই ভাবের মূর্ত্তি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আবার তোমার মধ্যেই সব আছে। ব্যক্ত অব্যক্ত অনন্ত সব তোমার মধ্যেই আছে।"

তাই ভোলা-মন ভুলে-যাওয়া তার সবটা পেতে খোঁজার অন্ত রাখে না। পাহাড় মস্ত বড় দেখে পাহাড় ডিঙোয়, আকাশ মস্ত বড় বলে আকাশে ওড়ে, সাগরকে কূলহীন দেখে সাগরে পাড়ি দেয়। ওদের আয়না ডাকে ওকে—'আয় না!' এমন করে দূরে ছোটে যারা, তারা কি পরশ পাবে না? মা তুমি দেবে না ধরা?

"মায়ের ধরাও নেই, ছাড়াও নেই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।"

কিন্তু তোমাকে একবার যারা দেখেছে তারা জীবনে আর ভুলতে পারে না।

মায়ের সেই তো পরশন।

[৭]

শুধু মাতৃ সন্নিধানই নয়।

যেখানে যত তুষারশৃঙ্গ আছে তাদের গজ-ফুট-ইঞ্চিতে মেপে চলে আরোহণের সমারোহ।

সংসারের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে আছেন যেখানে যত সাধু-সন্ত তারা সমতলের প্রতিবাসী নন, সম্পত্তির শরিকানা দাবী করেন না। তবু প্রশ্নবানে তাদের উপর তীরন্দাজি চলে, তাদের নাড়ীনক্ষত্র জানার আয়োজনে।

উচ্চকোটিকে মাপার বাসনা উত্তরের মাপে যাচাই করে নিয়ে। মা তাদের ভাব নষ্ট করেন না।

"কারণ কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই। তোমার সংস্কারানুযায়ী তোমার ভাব। তোমায় সেই রাস্তা দিয়াই চলিতে হইবে। সকলের জন্য এক পথ ত নয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলেন, যেন অনাবাদী শুকনো মাটিতে বারিধারায় বর্ষণ চলে—

"আমি বাবা যে কিছুই ভুল বা খারাপ বলিতে পারি না। আমি দেখি কি জান? সবই দরকার, আর যে যে-স্থান হইতে যাহা বলিতেছে সবই সত্য। উদ্দেশ্য যদিও একই, এক ছাড়া ত কিছুই নাই, কিন্তু সকলে একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে তাহা ত নয়। যে যে-স্তরে দাঁড়াইয়া আছে তাহার সেইরূপ ভাবই জাগে, সে সেইরূপ কথাই বলে, তাহাকে সেখান হইতেই চলিতে হইবে, এই জন্যই প্রত্যেকের এক পথ নয়। যে যেভাবে চায় তিনি তার কাছে সেইরকমই। শুধু রূপ ভিন্ন, মূলে একজনই।"

রূপ এত হলে তা একের চেয়ে এতবেশী হবে যে, তাতেই কি এক ঢাকা পড়ে যাবে না? তখন কি মনে হবে না, তাকে না দেখলেও চলে?

"দেখ শিশুরা প্রথমে কি করে, না কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ করে মাত্র। পরে ধীরে ধীরে দুই-একটি শব্দ বাহির হইল, আরও বড় হইলে অস্পষ্ট ভাষায় বলিতে শিখিল, তখনই তাহার জিজ্ঞাসা—এটা কি? ওটা কি? সকলে জবাব দিতে লাগিল। সেও শিখিয়া লইতে লাগিল। জগৎ তখন তাহার গুরু হইল, আর সে জিজ্ঞাসু শিষ্য। সাধকেরও ঠিক এই অবস্থা।"

জগৎ থেকে রস টেনে তরু যে ফুল ফোটায়, তাতে এসে স্বর্গশোভা ফোটে। মাটির পরে দাঁড়িয়ে মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে।

শিখর চেয়ে, নিজেকে ঠেলে আকাশে তুলেছে যারা, তারা তখনই নেমেছে। তার দৌড়বার দৌড় যতটা তার শেষ দেখেছে। তারপর পাবার জন্য পথে হাঁটা ছেড়ে, ছাড়বার জন্য পথ হেঁটেছে যখন, তখনই পেয়েছে কোল। দেখেছে, কোলে করে রেখেছেন তিনি তাঁর উপত্যকায় ঝরনাতলায় খামারে পরিপাটি বসতবাটি দিয়ে।

সবই তার কোলে।—লয়, আলয়, দুইই হিমালয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমরা যে মালিক হইয়া বস, তাই দুঃখ পাও। মালিক না হইয়া মালী হও, তবেই আর দুঃখ থাকিবে না।"

মালিকের নাম হবে মালী? সংসারে মালিক তবে কে?

"তোমাদের ঘর যে আমার ঘর। আমার ঐ বাড়ী ঘরগুলি ঠিকঠাক করিয়া রাখ। বাড়ী ঘর দেখ-শোন, ভিতর বাহির সব পরিস্কার রাখিও। তোমার ত এই শরীর, তাই তোমার বাড়ী এ শরীরের বাড়ী। সবদিকেই পরিস্কার রাখিও কিন্তু।"

তাঁর কথা প্রাণে এসে প্রাণের কথা হয়। সরঞ্জামে ভরা ঘর আঁধার হয়ে ছিল, সেই ঘরে আলো জ্বলে ওঠে।

তাঁর কোলে বসে চূড়ায় চেয়ে দেখি, সবার উপরে হয়ে আছেন তুষারকান্তি শিখর। তাহার উপরে নাই। নিজেকে কেউ যত উর্ধ্বেই তুলি তারও ওপরে—যেন জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে, দেখা দিয়ে জাগেন হিমালয়, তার অনন্তরূপের পাদদেশে নতশির হতে শেখাতে। বিমুগ্ধ প্রাণ আপনি প্রণত হয়, সে যেন তার চরণপরশহরষে।

"এ পথের পথিককে হতে হবে নম্র। পেতে চাও যদি, দেও। তোমাকে হারায়ে তোমাকে পাও।"

তুমি মাটির মতো নিবেদিত হলে তবে তোমার বুকে ফুটবে ফুল। ফল ফলবে। মাটির বুকে চরণ পড়বে তাঁর।

"নিজেকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যাও। নিজের কোন ইচ্ছাই বড় করিয়া তুলিও না, দেখিবে আপনা হইতেই সব ফুটিয়া উঠিবে।"

"নিরাশ্রয়ের মতো তাঁর পানে চেয়ে, তারি কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি। আর কোন ভাবনাই ভাবতে হবে না।"

অখণ্ড শান্তি বিরাজ করে মায়ের ডেরায়। দুয়ারে তাপিতের ভীড়, সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়তে চায়, তার শব্দ আসে—দর্শন দেও মা, পরশন দেও!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবকেরা শৃঙ্খলা রাখেন। ভাবি, সবাই কি দেখা পাবে ?

"যার দেখবার সময় হয় সেই দেখতে পাবে বই কি।"

সবারই হবে ?

"নিশ্চয়ই হতে হবে ? তোমরা 'হবে না, হবে না' এভাব মনে এনো না। 'হবে হবে' ভাবতে ভাবতে হয়েই যায়। সংশয় আনা নেই। সকলেরই হতে হবে।"

প্রাণে বাতাস লাগে এসে। বলি, ওরা তোমার সৎসঙ্গ চায় মা।

"সৎভাবের সঙ্গই সৎসঙ্গ। তাঁর নাম করিলেই তাঁর সঙ্গ করা হয়, নাম ও নামী অভেদ। আমি জানি, নামেই সব হয়। 'এই শরীর' হরিকথা অর্থাৎ ভগবানের নামগান ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নামগানেও পারিনে যে ডাকার মতো তোমায় ডাকতে !

"তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না, এ অতি সত্য কথা। তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে চেষ্টা করিয়া যাও। তিনি ত আছেনই, যাহা হয় করিবেন।"

তুমি যে দূরেও সেকথা ভুলে যাই। তুমি আছ কাছে। আমার প্রাণে ভয়, তোমার হাতে অভয়—সে কি এগিয়ে পেতে হবে ? দয়া হবে না তোমার ?

"দয়া ও কর্ম কি রকম জান ? যেমন এই ফুলটি আমি তোমাকে দিতে গেলাম, আর তুমি হাত বাড়াইয়া ফুলটি নিলে ; একজন হাত বাড়াইয়া দিতেছে আর একজন হাত্ বাড়াইয়া নিতেছে, এইভাবেই দয়া ও কর্ম মিলাইয়া একটি কাজ হইল। যতক্ষণ ক্রিয়া ততক্ষণ কৃপা।"

ক্রিয়ায় তোমার চরণ স্পর্শ করব সেই সাধন কি আছে। তুমিই যা হয় দেবে, চেষ্টা করতে বল কেন ?

"বাবা, করিতে বলা হয় কেন জান ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা যে মনে কর — 'আমরা করি, আমরা পারি' — এইজন্য। যখন চেষ্টার মধ্যে আছ তখন চেষ্টা করাই দরকার। কর্তব্যবুদ্ধি ও চেষ্টা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করাই করনীয়। যতক্ষণ মায়া ততক্ষণ কর্তব্যবুদ্ধি। বুদ্ধি যেন মা, অহংকার যেন বাবা ; এই মা-বাবার সাহায্যে যতটুকু শক্তি দিয়া তোমরা সব কাজ কর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইয়ের খেলা তোমার মধ্যে চলিতেছে ততক্ষণ এই দুইয়ের সাহায্যে তাহার নামও করিতে হইবে। ঐদিকে যাওয়ার সহায়ক কর্মাদি করিতে হইবে। ইচ্ছা যে করে না, তার জন্য যে তাপ হয় তাহা সহাই তাপ-সহা। তপস্যা। বহির্মুখী কর্ম ক্ষয় হইলে, শুধু তখনই দেখা যায়—'তিনিই সব করাইতেছেন, আমি যন্ত্রমাত্র।' তাহা না আসা পর্য্যন্ত যেটুকু কর্ম্মশক্তি আছে তাহা কাজে লাগাও। একবার সেই স্রোতে পড়িতে পারিলে, তাহাই বন্যার জলের মতো ভাসাইয়া লইবে।"

যেন গঙ্গার পাবনী ধারা কলনাদে বলে চলেন—

"যেমন দেখ না, সমুদ্রের ধারে যখন নামিয়া স্নান করিতে যাও সমুদ্র পারের দিকেই ঠেলিয়া দেয়। আরও যদি ভেতরের দিকে যাইতে থাক তবে দেখিবে যে, সমুদ্র নিজের ভিতরের দিকেই নিয়া যাইতেছে। এও তাই।"

মাগো, দোলা দিয়ে তুমি যতদূর ঠেলে দেও, দোলনা আমার ততদূর ফিরে আসে—আমি যে পারিনে!

"তোমরা ঔষধ খাও সত্য। কিন্তু কুপথ্য কর। ঔষধ হইল নাম, পথ্য হইল সংযমাদি। আহার-বিহার নিয়মমত করা দরকার। আবার ওঠা বসা চলাফেরা পর্য্যন্ত সবই ডাক্তারের কথামত করিতে হয়।"

বললাম, সব বস্তুর মধ্যে যিনি বস্তু, সব কথায় তাঁর কথা মনে থাকে না। তাইতো মায়ের সঙ্গ চেয়ে ছুটে ছুটে আসি।

"সঙ্গ করা হয় কই? কাছে আসিলেই বা দুই-চারিটা কথা শুনিলেই কি বিশেষ সঙ্গ করা হয়? সেই রকম সঙ্গ ত মশামাছিও করিতেছে। শোনা তখনই হয় যখন কর্মতে প্রকাশ পায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জমি তৈয়ারই ত চাই, সেইজন্য ত যত চেষ্টা। এমন তৈয়ার করা চাই যেন বীজ পড়িলেই গাছ উঠিয়া ফল ও ফুলে শোভা পায়।"

বসে বসে ভাবি, আমার শুকনো মাটি চোখের জলে ভিজে ভিজে আজও তো উর্ব্বর হোল না! কবে আর হবে!

কান্তবাবু ধৈর্য্য হারিয়ে বলে উঠলেন, আজ মায়ের আগমনী, আজ ঢাকের বাজনা। পাখী হলে এতক্ষণ মায়ের কাছে উড়ে চলে যেতাম।

পাখীর যাওয়া তো মানুষের যাওয়া নয়। মানুষের কাঁধে চিন্তা করার দায়। নীরবে ছিলাম, নীরবই রইলাম।

তিনি বললেন, পা বাড়ালেই চলা। গিয়ে দর্শন যদি নাও হয়, ধর্ম্মপথে হাঁটা তো হবে!

চুপ করে থাকি।

তিনি রুষ্ট হলেন—মাকে আকাশও বলো তুমি। তাঁর জন্যে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথছ বোধহয়। কিন্তু মাটিতে যা ফোটে সেই-ফুলের মালা হাতে নিয়ে আমি কতক্ষণ বসে থাকব? মাকে পাবার দৌড়ে সবাই এগিয়ে গেল।

লোকের মতে তিনি ও আমি নাকি একই চোখের দুই পাতা, আমাদের মেশা কিন্তু হামেশাই কলহে শেষ হয়। বললাম, আমায় আমাতে থাকতে দিন। আপনি বলেছেন, আপনি নিজ-জন। এই নিজের থেকে দূরে থাকাই নিজেকে পাবার পথ।

কান্তবাবু চমকে বললেন, তাহলে মায়ের দিকে গেছে যে পথ সে-পথে তুমি হাঁটবে না? কেন? আমাকে বাহন করে কতোদিন তুমি মায়ের প্যাণ্ডেলে যাওনি?

বলি, গেছি। আপনার বুদ্ধিতে কখনো জিজ্ঞাসু, কখনো প্রার্থী, কখনো অর্থার্থী নানাচরিত্র অভিনয়ও করেছি। শুধু চাইনি নিজেকে, অভিনেতা যেমন পায়না কেবল নিজের চরিত্র অভিনয় করতে। এমন করে বাইরে ছোটা ছাড়তে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্থির হইয়া, যতটা পার সকলের সঙ্গ বর্জিত হইয়া, একান্তে বস ত দেখি। শরীরটি পাথরের মত স্থির করিতে চেষ্টা করিবে। অস্থির হওয়া যেমন মনের স্বভাব, স্থির হওয়াও তেমন মনেরই স্বভাব। মনও তাহার মাকে অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দকে চাহিতেছে। এক জায়গায় স্থিরভাবে বসিয়া কাজ করা দরকার।"

দরকার, তা প্রতিদিন বুঝি। কোনদিন পারিনে।

"নিজেকে জানিলেই সব হয়। সকলের ভিতরেই একখানা করিয়া বই আছে তাহা পড়িবার চেষ্টা কর, তাহা পড়িলেই আর কোন বিষয়ে সংশয় আসিবে না, প্রশ্ন থাকিবে না। নিজেকে বাঁধ, তাকে নিয়ে কাঁদ, পাবি।"

ভাবি, তবে আর এখন নাইবা গেলাম। কিন্তু ভাবতে গিয়ে তখনি কোথা থেকে দুই চোখ ভরে আসে জল। মায়ের জন্য কাঁদিয়ে সেই কাঁদা-মুখ দেখতে কিমা ভালবাসেন! নাকি এই নোনা-জল বলতে চায়—আমি সাগর হয়ে ভেসেছি, তুমি তার ওপর পদ্ম হয়ে আসনখানি পাত।

(ক্রমশঃ)

"চাই ধ্যান, চাই জপ — একটা কিছু কর। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার-আবরণ রহিয়া গিয়াছে — নিরাবরণ করিবার চেষ্টা কর।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক ডক্টর বীরেশ্বর গাঙ্গুলী

(২) ভক্তিযোগের সাধনপন্থা

আমরা ইহার পূর্ব্বে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা, ভক্তির স্বরূপ ও ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন ভক্তিযোগের সাধন কিরূপ তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা যাক।

ভক্তি সাধনার মূল সূত্র হইতেছে লীলাধীশ পরমেশ্বরের সহিত একটি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাতেই মন একাগ্র করা, কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করা, তাঁহার শরণাগত হওয়া, সমস্ত জীবন তাঁহার শ্রীচরণে পূজার নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করা। শ্রীভগবান্, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :

তম্ এব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮/৬২

অর্থাৎ, হে ভারত (অর্জ্জুন), সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই (পুরুষোত্তম ঈশ্বরকেই, যেই ঈশ্বর সকলের হৃদয়েও অবস্থান করেন) আশ্রয় কর ; তাঁহার প্রসাদে (কৃপায়) সর্ব্বোত্তম শান্তি ও নিত্যপদ (ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা অপ্রাকৃত দিব্যলীলাভূমিতে ঈশ্বরের নিত্য লীলা সহচরপদ) লাভ করিবে। কিন্তু এই লীলাধীশ পরমেশ্বর শুধু যে লোকাতীত সত্তায় বিরাজমান তাহা নহে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অণুতে পরমাণুতে সমাবিষ্ট, সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সকলের সুহৃৎ, মিত্র, মাতা, পিতা, বন্ধু, গুরু। তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, অধর্ম্মের নাশের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে নরদেহ অবতীর্ণ হন। তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম অবশ্য দিব্য, প্রাকৃত জগতেও অপ্রাকৃত-বৎ। মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহার পরম ভাব না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নরদেহেই শুধুমাত্র অবস্থিত মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক ভগবদ্ ভক্ত তিনি অবতারদেহী ঈশ্বরের বিগ্রহকেও ইষ্টরূপে স্বীকার করিয়া সহজে (অনায়াসে) ঈশ্বরার্পণ-যোগের সাধনা করিতে পারেন। এই তত্ত্ব বুদ্ধি-স্তরের মনঃপূত নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি গোপনীয় গূঢ় জ্ঞান। ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই অতি গুহ্য রহস্যের বার্ত্তাই ভগবানের শেষ ইঙ্গিত, যাহা আরও বুঝাইয়া তিনি বলিতেছেন :

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥১৮:৬৫

অর্থাৎ, তোমার সকল মনন, সকল ভজন, সকল যজন আমাকে (ঈশ্বরকে) কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকুক—তুমি এরূপ হও ; আমার কাছে তুমি (তোমার অহঙ্কার) নত হও ; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাতেই আসিবে (ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করিবে বা নিত্য লীলাভূমিতে আসিবে) ; তুমি যে আমার প্রিয় (আপন জন, সনাতন অংশ)। ভগবান্ এই কথা, এই বাণী, এই উপদেশ, এই সত্য, এই তত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভক্ত ভগবানের পরম প্রিয়, আপন জন। তাহার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদা হাত বাড়াইয়া আছেন। ভগবান্‌কে প্রিয়তম জ্ঞানে শুধু তাঁহার দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে তিনি নিজেই কোলে তুলিয়া লইবেন। এখানে যদি ভক্তের মনে সন্দেহ, প্রশ্ন বা দ্বন্দ্ব আসে যে সাধনার বা ধর্ম্মের বহু বিধি, বহু পন্থা আছে, সেগুলিকে ত্যাগ করা সম্ভব বা উচিত কিনা, তাই সন্দেহ দূরীকরণের জন্য ভগবান বলিতেছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮।৬৬

অর্থাৎ, সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া (বর্ণাশ্রমোচিত সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সকাম যাগযজ্ঞ, তপস্যাদি সব প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া] আমি যে একমাত্র (পরমাত্মা) আছি, সেই একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর ; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ (সন্দেহ, দুঃখ, অসম্পূর্ণতা ও কর্ম্মবন্ধন) হইতে মুক্ত করিব ; দুঃখ করিও না, ভয় করিও না (নানা ধর্ম্ম ত্যাগের জন্য চিন্তা করিও না)।

কিন্তু ভক্তি সাধনার ইহা শেষ কথা ; ভক্তের সাধক-জীবনের শেষ ভাগেই ইহা সম্ভব। যতক্ষণ বাসনা, কামনা, দ্বন্দ্ব, কর্ত্তব্যবোধ, কর্তৃত্ববোধ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অধিকারী ভেদ অনুযায়ী ভক্তকে ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হয়। তাই ভগবান্ বলিতেছেন :

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯/২৭

অর্থাৎ, (বর্ণাশ্রমোচিত) যে কোনও কর্ম্ম কর, ভক্ষণ, হোম, দান তপস্যা যাহাই কর না কেন, তাহা আমাকে অর্পণ করিয়াই (ঈশ্বরের পায়ে অর্পণ করিলাম, ভগবদ্ সেবায় লাগাইলাম এই বুদ্ধিতে) কর। ঠাকুর ঘরে কৃষ্ণ সেবায় (শিবভক্তের জন্য শিবপূজায় বা কালীভক্তের জন্য মায়ের আরাধনায়) ফুল, চন্দন, জল, নৈবেদ্য যাহা কিছু অর্পণ করা যায় তাহা যেমন ভগবান্ (বা ভগবতী) গ্রহণ করেন, তেমনই ধর্ম্ম-সম্মত অন্যান্য যে কোন কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করিয়া করা যায় তাহাই তিনি গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং
যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্
অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। গীতা ৯/২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ, যে আমাকে ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দিয়া থাকে, সেই সংযত-মনা ব্যক্তির ভক্তি-উপহার আমি ভক্ষণ (গ্রহণ) করিয়া থাকি। কেননা ঈশ্বরই যে একমাত্র সকল যজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর। আবার সেই সর্ব্বশক্তিশালী মহেশ্বরই আমাদের সকল কর্ম্মের সাক্ষী, আশ্রয়-স্থল, হিতৈষী বন্ধু।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী
নিবাসঃ শরণম্ সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং
নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্॥ গীতা ৯/২৮

অর্থাৎ, সকলের একমাত্র গন্তব্যস্থল, পালক, ঈশ্বর সকল কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই আমাদের নিবাস -স্থল, আশ্রয়-স্থল, তিনিই শ্রেষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু; উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই; তিনি সৃষ্টির অব্যয় বীজ হইয়াও (সর্ব্বব্যাপী হওয়ার দরুণ) সকলের বিশ্রান্তির স্থান।

তাঁহার সহিত মানবের এই অচ্ছেদ্য, চিরন্তন প্রেমের সম্বন্ধ নূতন করিয়া স্থাপন করিতে হইবে না, তাহা আছেই, শুধু তাহা বুঝিতে হইবে এবং সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত জীবন যাপন করিতে হইবে। এই ভক্ত-জীবনের জন্য সদ্‌বংশে, ধনী বংশে জন্ম, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তির, কিছুরই প্রয়োজন নাই। কেননা চণ্ডীদাসের ভাষায়—“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।”
ভগবান্ বলিতেছেন :

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ৯/৩০

অর্থাৎ, অত্যন্ত দুরাচারীও (রত্নাকর দস্যু—পরে বাল্মীকি, বা জগাই মাধাইয়ের মত) যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে, কেননা সে স্থির-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে।
ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য
যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রাঃ
তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ গীতা ৯।৩২

অর্থাৎ, হে পার্থ, যাহারা নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রেরাও আমাকেই আশ্রয় করিয়া গতি (মোক্ষ) লাভ করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে এই কলিযুগে, প্রজাতন্ত্রের যুগে, সমাজবাদী সমাজেও ভক্তিমার্গ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল জনসাধারণের জন্য সহজ সরল পন্থা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যদি ইহা জনসাধারণের সহজ সাধন মার্গ হয় তবে সংসারের কাজ কর্ম্মে চিত্ত চঞ্চল থাকার দরুণ যাঁহারা ঈশ্বরে চিত্ত সংযোগ করিতে কষ্ট অনুভব করেন তাঁহারা কি ভাবে অগ্রসর হইবেন। তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন :

অচ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ২২/৯

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়, যদি এমন হয় যে তুমি চিত্তকে আমাতে স্থিরভাবে ধারণ করিতে না পার, তবে অভ্যাসরূপ কৌশলের (প্রত্যহ বার বার অল্প অল্প চেষ্টার দ্বারা) সাহায্যে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। আর যে সব ব্যক্তির ঠাকুর-ঘর নাই, নিত্য পূজায় বসা সম্ভব হয় না, তাহাদের জন্য ভগবান্ বলিতেছেন :

অভ্যাসেঽপি অসমর্থোঽসি সৎমর্ম্ম পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ২২।১০

অর্থাৎ, যদি (প্রত্যহ) অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে (যখন যাহা কর) আমার জন্যই সকল কর্ম্ম কর ; (মাঝে মাঝে, নিত্য না হইলেও নৈমিত্তিক ভজন, পূজন, দান, যজ্ঞ যাহা কিছু করিবে) সেই সব কর্ম্ম আমার উদ্দেশ্যে করিলেও সিদ্ধি লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা নৈমিত্তিক ভজন পূজন যজ্ঞাদিও করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য ভগবান্ জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্পণের উপায় বলিতেছেন :

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১২।১১

অর্থাৎ, ইহা করিতেও যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে আমাতে কর্ম-সমর্পণ-রূপ-যোগ (বর্ণ আশ্রমোচিত যাহার যাহা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই করিবার সময় একবার ভগবান্‌কে স্মরণ করা) অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তকে সংযত করিয়া সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর।

কর্ম্মফল ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণের ভাবনাও এক সাধনা। কর্ম্মফলের উপরে আমাদের হাত নাই। আমাদের প্রচেষ্টাও দৈব (অর্থাৎ আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়া পুর্ব্বের প্রারব্ধ কর্ম্ম এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সমবেত আকাঙ্ক্ষাও কর্ম্মফল) এই দুইটি মিলিয়া যখন কর্ম্মফল হয়, তখন কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া (অর্থাৎ মনে মনে ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া) যদি শারীরিক ও মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায়, তবে ধীরে ধীরে মন শান্ত হইয়া আসিবে ও ভক্তি পাকা হইয়া অন্তে ঈশ্বর কৃপা লাভ হইবে।

[ইহাতেও যাহারা অসমর্থ তাহারা বদ্ধ জীব ; তাহাদের জন্য এই প্রসঙ্গের আলোচনা নয়। মুমুক্ষু ভক্তের কর্ম্মভোগের সাথে কর্ম্মযোগ ও ক্রিয়াযোগের কি সম্বন্ধ আগামী প্রবন্ধে আমরা তাঁহার আলোচনা করিব।]

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরানো ডায়েরীর দুই পৃষ্ঠা

"সুনির্ম্মল"

—এক—

১৯৬৬ সাল, জানুয়ারী মাস। কুম্ভ স্নানের প্রথম যোগের এখনো কিছুদিন বাকী। ঝুঁসির চরে এরি মধ্যে ছোট্ট একটি শহর গড়ে উঠেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বামীজি মায়ের আশ্রমের জন্য জায়গা নির্ণয় ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে খুব ব্যস্ত। অনেক ভক্ত আসবেন, তাদের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত চাই। সাধু মহাত্মাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। মহাত্মাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মা অত্যন্ত ব্যস্ত। তারি মধ্যে কয়েকদিনের বিশ্রামের জন্য শ্রীশ্রীমা মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে এসেছেন।

বিন্ধ্যাচলের অপূর্ব্ব পরিবেশ। মাতৃসঙ্গে অপ্রত্যাশিত সুযোগ।—এসেছেন শান্তির সন্ধানে। তাঁর জীবনে সুখ ও শোকের আশ্চর্য্য মিশ্রণ। শ্রীশ্রীমা নানা উপদেশ, নানা সান্ত্বনা বাক্য দিচ্ছেন, কিন্তু স্রোতে তৃণের মত সব যেন ভেসে যাচ্ছে।

শীতের সকাল বেলা। মা নিজের ঘরে বসে আছেন, আর দু'একটি মাত্র আগন্তুক এ' ঘরে। হঠাৎ এক প্রৌঢ়া মহিলা মায়ের ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই কাঁদতে সুরু করলেন। তার দুই মেয়ে, একমাত্র ছেলে, বয়স ১৪ কি ১৫। ছেলেটি তার দিদিকে বিলেতে পৌঁছতে যায়, দিদির স্বামী ওখানে কাজ করে। হঠাৎ ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। মায়ের শোক কিছুতেই প্রবোধ মানছে না। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন "কি করবে মা, ফুলের কুঁড়িটির মত যেন ঝরে পড়ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ত সংসারে কত ভোগ হচ্ছে, তার তা হ'ল না, এটা তারই সৌভাগ্য। দেখলে ত সংসারটা কি ? আর শাস্ত্রের দিক দিয়ে যদি বলতে হয়, সবাই তাঁতে; তিনি সবারই মধ্যে, সুতরাং মৃত্যু কার ? ছেলে বেঁচে আছে যার সেই ছেলে থেকেই ত কত কষ্ট হতে পারে, হয়।"

মা সন্তানহীনা জননীকে প্রবোধ বাক্য দিচ্ছেন এমন সময় আর এক প্রৌঢ়া মহিলা তাঁর দুঃখের কাহিনী নিয়ে মা'র কাছে এসেছেন শান্তির সন্ধানে। তাঁর দুই ছেলে ছিল। বড় ছেলে কয়েক বছর আগে হঠাৎ মারা গেছে। বউ বড়লোকের মেয়ে, ছোট একটি বাচ্চা তার কোলে। শাশুড়ীর অর্থ প্রচুর। উনি মনে করলেন বিধবা পুত্রবধুকে যদি তার স্বামীর অংশ দেওয়া হয় হয়ত সে ছোট শিশুটিকে নিয়ে শাশুড়ীর কাছে থাকবে। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট সম্পত্তির অংশটুকু আদায় করে নিয়ে বৌমা পিত্রালয়ে চলে গেলো। শাশুড়ীর কোন খবর নেয় না। ছোট ছেলেটি ডাক্তারী পড়তো, তখনো অবিবাহিত। মাকে বললো, তোমাকে ত আমিই দেখবো। তোমার বয়স হয়েছে, সম্পত্তির দেখা শোনা তোমার পক্ষে ভার বিশেষ। আমার নামে লিখে দাও, রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হ'বে। মা খুশী হয়ে তাই করলেন। সংসারের ঝামেলা, কোর্ট কাছারী কিছুরই দায়িত্ব রইলো না। ধর্মকর্মের বিস্তর সুযোগ হবে। দু'বছর যেতে না যেতেই ছেলে ডাক্তারী পাশ করে এক নার্সকে বিয়ে করে মা'কে স্বামীর ঘর থেকে বিদায় দিল। স্বামীর এক ভাগ্নে মামিকে বিন্ধ্যাচল শহরে ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া করে ওখানে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করেছে। ভাগনের অবস্থা অস্বচ্ছল, এই বলে মহিলা কাঁদতে লাগলেন।

মা শোকার্ত অন্য দুইজন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ত সংসার! ছেলে বেঁচে থাকলেও বাপ মায়ের কষ্টের কারণ হ'তে পারে।" তিন শোকার্ত প্রাণী চুপ করে রইলো। শ্রীশ্রীমাও অন্তঃস্থা হয়ে গেলেন। সকলেই নীরব, কেবল বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি চলছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

— দুই —

শীতের সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে। মায়ের ঘরে মাত্র দু' চারজন উপস্থিত। হঠাৎ কে এসে বললো, একটি ছেলে এসেছে গোপীবাবুর কাছ থেকে, মা'র সঙ্গে দেখা করতে চায়। অমনি মা বললেন তাকে এখনই নিয়ে এসো। দশ মিনিটের মধ্যে মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কই এখনো এলো না কেন? সে যদি হাতমুখ ধুতে চায় সামনেই ত কল। মায়ের এই ব্যস্ততা একটু অস্বাভাবিক। অল্পক্ষণের মধ্যে মায়ের ঘরে ঢুকলো ২০/২২ বছরের একটি যুবক। খালি পা, পরণে ময়লা একখানা কাপড়; গাঁয়ে তেমনি ময়লা একটা সার্ট। গায়ের রংও ময়লা কিন্তু চোখ দু'টি যেন জ্বলজ্বল করছে। ছেলেটি বলল; আমি শিউড়ি থেকে আসছি, হরিদ্বারে যাওয়ার ইচ্ছা। দর্শনের ছাত্র; শুনেছি মহামহো-পাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক, তাই কাশীতে নেমে ওঁকে দেখতে গেলাম। উনি আমাকে বললেন, বিন্ধ্যাচলে এসে মা আনন্দময়ীর সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করে যাই। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তারাপীঠে যেতাম, সেখানে মায়ের নাম শুনেছি। তাই মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিনের।

মা নবাগতের সঙ্গে কয়েক মিনিট মাত্র কথা বললেন। ও' দিনে একবার মাত্র আহার করে। মা আদেশ দিলেন তার জন্য যেন দুধের বন্দোবস্ত হয়।

পরদিন ভোরবেলা পাহাড়ের নীচে দেবী-মন্দির দর্শনে যাচ্ছি; পথে যুবকটির সঙ্গে দেখা। সে বলল, সেও আমার সঙ্গে যাবে মন্দির দর্শনে। আমি বারণ করলাম। শ্রীশ্রীমা সকাল ১০টায় ভক্তদের দর্শন দেন, তুমি যদি মায়ের দর্শন চাও, তাহ'লে তাড়াতাড়ি মা'র ঘরের সামনে হাজির থেকো। সে বললো, মা'র সঙ্গে আমার কাল রাত্রে দেখা হয়েছিল, প্রায় ১ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয়েছে। আমি একটু অবাক হ'লাম। মা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে? রাত্রি ১১টার সময়? হ্যাঁ, মা নিজেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি একবার ওর দিকে তাকালাম, কিছুই বললাম না। দুইজনে মন্দির দর্শন করে ফিরে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর যুবকটির সঙ্গে দেখা এলাহাবাদে ঝুঁসির চরে। ১৪ই জানুয়ারী সংক্রান্তির স্নান। অগনিত সাধু মহাত্মা, ভক্ত মিলিত হয়েছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। কয়েকদিনের মধ্যে এক নতুন শহর গড়ে উঠেছে এই চরে। সমস্ত ব্যবস্থা অতীব সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। কোথাও বিন্দুমাত্র ময়লা নেই, এ যেন এক স্বপ্নপুরী। ভোর তিনটে থেকে ভজন, আরতি ঘণ্টা শংখ-ধ্বনি, চারিদিক থেকে দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। মহাত্মাদের নানা স্থানে কীর্তন, ভাষণ, পূজা, পাঠ অবিরাম চলছে। কেবল মাঝরাত্রে দু'তিন ঘণ্টা এই পুরী নীরব হয়ে যায়। আনন্দময়ী সংঘের নির্দ্দিষ্ট এলাকায় অনেক তাবু পড়েছে। অক্লান্ত কর্মী অথচ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত স্বামীজি সকলেরই বাস, আহার ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করেছেন। এবার মায়ের স্থান অতি নিকটেই। মাকে এত কাছে পেয়ে সবাই ভুলে গেছে মায়েরও বিশ্রাম চাই।

রাত্রিতে ভীষণ শীত। যাদের কাছে প্রচুর গরম কাপড় নেই, তাদের প্রায় সারারাত্রি জেগে থাকতে হয়। দ্বিতীয় দিন ভোরে সেই পূর্ব্ব পরিচিত যুবকটির সঙ্গে দেখা হ'ল। সেও সংঘের ক্যাম্পে আছে। গায়ে সুতীর এক চাদর। আমি অবাক্ হলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কম্বল আছে ত ? রাত্রিতে ঘুম হয়েছে? সে বললো, ভালই ঘুমিয়েছি, তবে মাঝ রাত্তিরের পরে। আমার কাছে এই একমাত্র গায়ের কাপড়। তাই কাল মাঝ রাত্রে উঠে এ কাপড় জড়িয়ে কোনমতে শীতের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ তাবুর বাইরে কে যেন এসে আমায় ডাকলো। আমি দেখলাম, এক ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে দু'খানা কম্বল নিয়ে—বললেন, মা আমাকে হঠাৎ জাগিয়ে এই দুইখানি কম্বল নিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। মা আমাকে বললেন, অমুক কোন তাবুতে আছে খবর নাও, সে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে এই দু'খানি কম্বল এক্ষুনি দিয়ে এসো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মা'কে কি বলেছিলে তোমার গরম কাপড় নেই ? "না"। আমি আবার তার মুখের দিকে তাকালাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভমেলা শেষ হয়ে গেছে। সংক্রান্তির স্নানের পর কলিকাতায় ফিরে এসেছি। অমাবস্যা ও শ্রীপঞ্চমীর স্নানের সৌভাগ্য ছিল না। আবার সাংসারিক নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। হঠাৎ একদিন দুপুরে একখানা পোষ্টকার্ড হাতে এল। লেখা আছে—"আমি নিতান্ত গরীব ব্রাহ্মণ, দু'বেলা খাবার জোটে না—আমার একমাত্র ছেলে—শিউড়ি থেকে বি.এ. পাশ করেছে। কিছুদিন আগে আমাকে না বলে সে বাড়ী ছেড়ে গেছে। তার কোনো চিঠি পাইনি। শুনলাম, মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সে আছে। আমার খবর তাকে দিতে পারেন কি? মা অতি দয়াময়ী শুনেছি। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কি ব্যবস্থা হবে? আপনার কাছে এই যে পোষ্টকার্ডখানা লিখছি তাও তিনপয়সা প্রতিবেশীর থেকে ধার নিয়ে……"

বৃদ্ধের প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। যুগে যুগে এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে; সনাতন এই দ্বন্দ্ব।

"ব্যাকুলতা আসে তাঁর নাম নিতে নিতে, তাঁর ভজন করতে করতে, তাঁর লীলাকথা শুনতে শুনতে। তিনি স্বয়ংই অভাবরূপে ব্যাকুলতারূপে প্রকট হন—তারপর স্বয়ং ভাবরূপে ক্রিয়ারূপেও যে নিত্য প্রকাশিত আছেন তার স্পর্শ দেন। এজন্যই তো সৎসঙ্গ বিশেষভাবে হওয়া।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোলনে মাতৃ-সৎসঙ্গ

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

[ভাষান্তর ও সম্পাদনা ঃ ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ]

প্রশ্ন : শুনেছি মৃত্যুর পরই জীবাত্মা নাকি এক শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শরীর ধারণ করে ?

শ্রীমা : শরীরকে আশ্রয় করেই তো জন্ম মরণের প্রশ্ন। আবাগমনের ব্যাপার। কর্ম্ম অনুসার জন্ম হয়ে থাকে। যার যেমন কর্ম্ম সেই অনুসারে শরীর ধারণ ফললাভ। যেমন কার্য্য করে তেমন গতিলাভ হয়। ক্রিয়া-গমন আগমন, স্থান ও স্থিতি সবই তো কর্ম্মানুসার হওয়া। এটা কিন্তু লোকালোকের মধ্যের স্থান স্থিতির কথা। লোকাতীতের কথা এখানে বলা হচ্ছে না—মনে রাখা।

প্রশ্ন : আনন্দময় হওয়ার সরল সাধন কি ?

শ্রীমা : ভগবদ্ আশ্রয় নেওয়া। শরণাগতি তো হওয়া চাই-ই। 'শরণ নেওয়া'—এই ক্রিয়া তো আছে না ? স্বয়ংই যে আনন্দ—নিজেই যে আনন্দময়—এটা বুঝার চেষ্টা। নিজ আত্মা ! 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি'—ব্রহ্মানন্দ কোথায় ? কার ? নিজেই ঐ ঐ রূপে। সরল সোজা রাস্তা নিজ নিজ গুরু যা বলেন তাই।

প্রশ্ন : বেদশাস্ত্র তো আমাদের সকলেরই গুরু। যার উপদেশ সহজে মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রেরণা জোগায় সেই তো আসল গুরু। শাস্ত্রে তো বলে — এক দণ্ড সৎসঙ্গ করলে সাধকের কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমা : খুব সুন্দর বলেছো। সৎসঙ্গ করা। সরল সোজা রাস্তা।

প্রশ্ন : সৎসঙ্গের দ্বারা পরমানন্দ পাওয়া যায় ?

শ্রীমা : সৎসঙ্গ পরমানন্দ লাভের রাস্তা খুলে দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন : রাস্তা খুলে দেয়—প্রাপ্তি করিয়ে দেয় না ?

শ্রীমা : (একটু হেসে) আরে ! রাস্তা খুললে তবে না প্রাপ্তি !

জনৈক ভক্ত : রাস্তায় চলতে চলতে যদি accident হয়ে যায় ?

শ্রীমা : বিচার ধারার বিকৃতিই তো দুর্ঘটনা। ভগবচ্চিন্তন সৎসঙ্গ যেখানে সেখানে accident হওয়া নয়। যেখানে দুনিয়াও থাকে আবার নামও থাকে—যেখানে ভূতও থাকে আবার ভগবানকে চাওয়া—সেখানে তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। বুঝলে তো ?

প্রশ্ন : এটা কি রকম হোলো ? একটা খাপে দুটো তরবারি রাখার মতো। যেখানে প্রভু থাকেন সেখানে অন্য কে থাকতে পারে ?

শ্রীমা : সাধকের অন্য চিন্তা—অন্য ভাবই বিঘ্ন—accident. অনেক সময়ে নানা রকমের বিভূতিও বিঘ্ন ঘটায়। বিভূতির ব্যবহার করা হয়। বিষ্ঠায় মন লেগে যায়—এসব তো সাধন ভজনের বিঘ্ন ঘটায়।

প্রশ্ন : যে রাস্তায় বিভূতির প্রকাশ হয় সেটা রাস্তা কি না ?

শ্রীমা : সেটা রাস্তা—তবে অকণ্টক রাস্তা না। মন লাগুক আর না লাগুক—অবাধগতি যেখানে শুরু হয় সেখানে কাঁটার প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : যতক্ষণ বাধা আসতে থাকে ততক্ষণ চরম পরম স্থিতিতে পৌঁছানো হয় না ?

শ্রীমা : হ্যাঁ ! পরমগতি—অকাট্য ! দৃশ্য দেখা—মানে বিভূতি দেখা। কোলকাতা যাওয়ার পথে রাস্তায় শহর দেখার জন্য গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। সেখানে হয় তো ফেঁসে গেল। মন যতক্ষণ না একাগ্র হয় ততক্ষণ দ্বিবিধায় থাকা হয়। সাধন করতে করতে অনুভূতি মানে আনন্দ মেলে। ঐ সব তাঁরই বিভূতি। বিভূতিই অনন্ত রকমের। প্রাপ্তির রূপটাও অনন্ত। যতক্ষণ আসল প্রাপ্তি না ততক্ষণ কাঁটার ভয়—পড়ে যাওয়ার ভয়। সাধক ব্রহ্মলোকে গিয়েও ফিরে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন : বেদান্ত বলে : হাত দিয়ে কাজ করো আর হৃদয়ে রামকে ধারণ করো।

শ্রীমা : কাজ—মানে সেবা। কার সেবা ? ভগবানের সেবা। ভগবান কোথায় ? ভগবান সর্ব্বভূতে। জীবনের সব কাজে ভগবৎ-সেবা-ভাব রাখা—মানে রামকে রাখা।

প্রশ্ন : আমাদের শাস্ত্রে বলে তেত্রীশকোটী দেবতা আছেন—এঁরা কি পৃথিবীতে বাস করেন ? না অন্য কোন লোকে বাস করেন ?

শ্রীমা : দেবতা দেবলোকে বাস করেন। তুমিই তো দেবতাই হও। দেবলোক তোমার থেকে দূর নয়। তোমার কাছেই তো দেবলোক—ব্রহ্মলোক। পরদা পড়ে আছে কি না—এজন্য দেখতে পাও না।

প্রশ্ন : আমরা যখন এইসব দেবতাদের পূজা করি তখন কি তারা সেই পূজা গ্রহণ করেন ?

শ্রীমা : হ্যাঁ ! নিশ্চই প্রকাশ হন—অনুভব হয়।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন—ভক্তি হচ্ছেন স্ত্রী, এজন্য মায়া ভক্তদের কষ্ট দেন না। কিন্তু মায়া জ্ঞানীদের আবৃত করেন।

শ্রীমা : আরে ! নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে যেমন দেখে—যেমন ভাবে তেমনটি তো বলে। সবই ঠিক—আবার যেখানে অবিরোধ দর্শন—পরম পাওয়া—সেখানে এ জাতীয় প্রশ্নের স্থান কোথায় ?

প্রশ্ন : 'দেবসমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে—এঁরা ভগবানকে মানেন না—কিন্তু সত্যকে মানেন এবং জনকল্যাণে ব্রতী থাকেন—এতে কি লাভ হয় ?

শ্রীমা : নিশ্চয়ই ! যেমন করে হোক ভগবানেরই নাম তো নেওয়া হচ্ছে। ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তোমরা বল না 'সত্যং জ্ঞানং ব্রহ্ম'। শুনেছি ১২ বছর সত্যপালন করলে বাক্‌সিদ্ধ হয়। ভগবান্ না মানলেও সত্যকে তো মানেন। সত্যের ওপর যদি নিষ্ঠা থাকে তবে কল্যাণ হবেই। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে সব কিছুই হয়। সত্য বল্‌লে আন্তর শক্তি খোলার দিক হয়। ভগবান সত্যস্বরূপ—সৎ-স্বরূপ। ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	3.00
Sad Vāni "	...	1.00
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I to XIX	...	58.00
Ma Anandamayi—Dr. Pannalal	...	3.00
Akhanda Mahāyajna—Gurupriya Devi	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	6.00
Sankirtana-Stav-Arati	...	0.50
Amar Vāni	...	6.00

BENGALI

Matri Darshan—"Bhaiji"	...	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	...	1.50
Sri Sri Ma Anandamayi—Gurupriya Devi Vol. I—XVI	...	46.50
Akhanda Mahayājna " "	...	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	...	6.00
Anandamayi Ma—Ganga Samiran	...	2.50
Amar Vāni	...	10.00
Sri Sri Ram Gita—Swami Narayanananda Tirtha	...	2.00
Vivek Churamani— " " "	...	3.50

GUJRATI

Mātri Darshan—"Bhaiji"	...	1.50
Ma Anandamayi—Na—Sannidhyama—(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri—Vol. I	...	4.00
—Vol. II	...	2.00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		...	6.00
Matri Vani (Sayings)	2.00	Special edition	3.00
Words of Sri Anandamayi Ma	5.50	Do.	7.50
Mother as Seen by Her Devotees	5.50	Special edition	6.50
From the Life of Sri Anandamayi Ma by Bithika Mukerji.		...	10.00
Sad Vani—"Bhaiji"		...	2.00
Ma Anandamayi Lila		...	15.00

PHOTOS

Photos—various sizes	...	0.50 to 15.00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री श्री आनन्दमयी चैरिटेबल सोसाइटी

ॐ मा

मातृ शरणं

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্তা

১৩৭৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi